ভূমিকা।

মঙ্গলাচরণ।

"য়ো অগ্নৌ রুদ্রো য়ো অপ্স্ব ১ ন্ত-

র্য় ওষধী র্বীরুধ আ বিবেশ।

য় ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাকৢপে

তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে।"

(অথ০ স০ ৭, ৮৭, ১)

যে রুদ্রদেবতা অগ্নিতে, যিনি জলের অন্তরে, যিনি ওষধি ও লতাদি পর্য্যন্তে আবিষ্ট আছেন; যিনি এই বিশ্বভুবন কল্পনা করিতেছেন; সেই রুদ্র দেবতাকে—সেই অগ্নি দেবতাকে নমস্কার।

"য়ো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং য়শ্চাধিতিষ্ঠতি।

স্ব ১ র্য়স্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥"

(অথ০ স০ ১০, ৮, ১)

যিনি এই ভূতভব্য সমস্ত চরাচরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কেবল সূর্য্য যাঁহার প্রধান যন্ত্র, ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ সেই জ্যেষ্ঠ দেবতাকে নমস্কার।

—•:•—

প্রার্থনা।

"প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।

প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥"

(অথর্ব্ব সং ১৯, ৬২, ১

অর্থ ১ম প্রকার— কেবল, দ্যুতিমান্ (জ্ঞানী) ব
দেরই প্রিয় করিও না; কেবল, রাজগণেরই (ধনীদে
প্রিয় করিও না; কি আর্য্য, কি শূদ্র, সকলেরই সম

প্রকার— দেবজাতি (ব্রাহ্মণ) দিগেরই
জাতি (ক্ষত্রিয়) দিগেরই প্রিয় করিও
রই প্রিয় করিও না অথবা অর্য্য (বৈ
করিও না। প্রভৃত সকলেরই প্রিয় কর

প্রকার— আমাকে দেবগণের প্রিয় কর। আ
গণের প্রিয় কর। কি আর্য্য, কি শূদ্র, সকলেই আ
দেখুন।

আরও—— (ঋ° স° ১, ৬, ১৮, ১-২-৩)

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। (১)

মধু নক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। (২)

মধুমান্ নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।

মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ।" (৩)

হে প্রার্থনা-পূরণ-সমর্থ দেব! তোমার প্রসাদে, আমাদের দেশে, বায়ু সকল স্বাস্থ্যকর রূপে প্রবাহিত হউক। স্রোতস্বিনীরা অমৃতস্যন্দিনী হউক! ওষধিরাও সুস্বাদু হউক। কি রাত্রি কি উষা উভয়ই স্বাস্থ্য-নিদান হউক! পার্থিব প্রত্যেক পরমাণুই স্বাস্থ্যের কারণ হউক! পিতৃ স্থানীয় দ্যুলোকও আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী হউক! বনস্পতিরা মধুর ফল প্রসব করুক! সূর্য্য নির্দ্দোষ রশ্মি বিতরণ করুন! আমাদের গো-সকলও বহুক্ষীরা হউক।

—*:*:*—

বিষয় ও আশা।

পূর্ব্বে, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদাদির সহিত সামবেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ ৭ খানি প্রকাশিত করিয়াছি; সামবেদের আরণ্যকও ঐরূপ সায়ণভাষ্য ও বাঙ্গলা অনুবাদসহ প্রকাশিত করিয়াছি; সংহিতাগ্রন্থও সায়ণভাষ্যের সহিত আদ্যন্ত সম্পূর্ণ একবার এঃ সোঃ র কর্ত্তৃত্বে প্রকাশিত করিয়াছি; পরং উহা নাগাক্ষরে হইবায় এবং তৎসহ বঙ্গানুবাদ না থাকায় তদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত শান্তিলাভ করিতে পারি নাই; সেই জন্যই পুনশ্চ সামবেদ-সংহিতা খানি প্রথম হইতেই সায়ণভাষ্য ও বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত বঙ্গ সমাজে প্রচারিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই যজুর্ব্বেদ সংহিতাখানিও বাঙ্গলা অনুবাদ ও মহীধরকৃত ভাষ্যের সহিত আদ্যন্ত সমস্ত প্রকাশিত করিয়াছি। যে সাহায্যকারীগণ পূর্ব্বে পূর্ব্বে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা'ত ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ইহারও সাহায্যকারী হইতেই পারেন, অধিকন্তু, আমার এই বেদার্থ প্রচার কার্য্যের ইদানীং শৈশব অবস্থা অতীত হইয়াছে বলা যায়, এতাবতা এ সময়ে আর অকাল মৃত্যুর তাদৃশ আশঙ্কা না থাকায় ভরসা করি, যে, যে মহোদয়েরা নৈষ্ফল্য শঙ্কায় এতদিন খিন্নমনা ছিলেন, তাঁহারাও সাহায্য সোৎসাহে অগ্রসর হইবেন।

—*:*:*—

অনুবাদকের চিন্তা।

প্রথম চিন্তা—

বৈদিকগ্রন্থগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে অধিকাংশ মন্ত্রই ঘটনানুসারে রচিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত বিশেষ আন্দোলন করিলে তদানীন্তনীয় কতকগুলি ঘটনা ব্যতীত অপর কিছুই অবগত হওয়া যায় না সুতরাং সে গুলির অনুবাদ ঐতিহাসিক রূপেই কর্ত্তব্য কিন্তু যজ্ঞকালে অর্থাৎ যদবধি ঐ মন্ত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হইতে আরব্ধ হইয়াছে, তদানীং উহাদের আর এক প্রকার অর্থ কল্পিত হইয়াছে, পুনশ্চ তাহার পরেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ঐগুলিই অপরাপর সাংসারিক কার্য্যেও ব্যবহৃত এবং তদনুসারে অর্থান্তরিত, এমন কি পাঠান্তরিত পর্য্যন্তও হইয়াছে অতএব এক্ষণে ইহা অনল্প চিন্তনীয় নহে যে কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়া অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হই ?

যথা ; অথর্ব্ববেদসংহিতার দ্বাদশকাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম দশম সূক্তে অশ্মন্বতী * নামক নদীর উত্তরপশ্চিম পারে সম্ভবত ব্রহ্মাবর্ত্তে সমাগত, তদীয় দক্ষিণপূর্ব্বপারে অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে আগমনেচ্ছু, তীরস্থিত, কতকগুলি আর্য্যের কথোপকথন প্রসঙ্গে ৩১শ মন্ত্রে সহাগতা, পথশ্রান্তা সধবা রমণীগণকে সুস্থ করিয়া নৌকাতে আরোহণ করিবার পরামর্শ প্রতিভাত হইয়া থাকে। সে মন্ত্রটি এই—

---

* বোধহয়, ঋক্‌সংহিতার ৩য় মণ্ডলে (২৩,৪) এবং মনুসংহিতাদিতে ইহাই 'দৃশদ্বতী' বা 'দৃষদ্বতী' নামে ব্যবহৃত এবং ইহাই ইদানীং দিল্লীর উত্তর পূর্ব্বে প্রবাহিত কাগার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংস্পৃশন্তাম্।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥"

অর্থ—'ইমাঃ' এই সমস্ত, 'অবিধবাঃ' সধবা, 'সুপত্নীঃ' শোভন পতিবিশিষ্টা, 'নারীঃ জায়াঃ' নারীজনগণ, 'অনশ্রবঃ' অশ্রুশূন্যা অর্থাৎ পূর্ব্ববাস ত্যাগজন্য মনঃ ক্লেশ বিহীনা হইয়া বা পূর্ব্ববাসজন্য ক্লেশ স্মরণে সমাগত-নেত্রনীর-বিহীনা হইয়া 'অনমীবাঃ' স্নান পান বিশ্রামাদির দ্বারা শারীরিক ক্লান্তি দূর করত 'সুরত্নাঃ' রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হওত 'সর্পিষা আঞ্জনেন' ঘৃতকজ্জলের দ্বারা 'সংস্পৃশন্তাম্' সম্যক্ রূপে চক্ষুস্পর্শ করুন; অনন্তর 'অগ্রে' সম্মুখে স্থিত 'য়োনিং' এই নৌকাতে 'আরোহন্তু' আরোহণ করুন।

এ মন্ত্রটি পূর্ব্বে যে এই অভিপ্রায়েই রচিত হইয়াছিল; তৎপ্রমাণার্থ ঐ প্রকরণেরই ২৬শ মন্ত্রটিও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং বীরয়ধ্বং প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহীত যে অসন্ দুরেবা অনমীবানুত্তরেমাভি বাজান্॥"

অর্থ— বন্ধুগণ! দেখ— এই অশ্মন্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে; উৎসাহযুক্ত,—সাহসকর,—পারহও; যে সমস্ত দৌর্ভাগ্য আছে তৎসমস্ত এই পারেই ত্যাগকর এই নদী পার হইলেই ভরসা করি সুস্থতা সহ অন্ন লাভ করিতে পারিব।

উল্লিখিত মন্ত্রদ্বয়ের প্রথম (৩১শ)টি, যমপুত্র সঙ্কুসুক ঋষি

কর্ত্তৃক সঙ্গৃহীত ১৪শ ঋগাত্মক সূক্তের মধ্যে দৃষ্ট হয়; যাহা এক্ষণে ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টাদশসূক্তের সপ্তমী ঋক্। তথায় এটি পিতৃমেধ যজ্ঞে ব্যবহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কিঞ্চিৎ পাঠপরিবর্ত্তিতও হইয়াছে। দ্বিতীয় (২৬শ) টি, ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের একাদশ ঋগাত্মক ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ রূপে দৃষ্ট হয়। তথায় উক্ত সূক্তের প্রথম কয়েকটি ঋকের প্রকাশক সৌচীক অগ্নি ঋষি ও অপর কয়েকটি ঋকের প্রকাশক অজ্ঞাতনামা কতিপয় ঋষি স্থিরীকৃত হইয়াছে। বস্তুত ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর সকল ঋক্গুলিই ঐ সৌচীক কর্ত্তৃক সংগৃহীত বলিয়া বোধহয়। যাহাহউক তথায় এ সূক্তটী মহাব্রত যাগের নিষ্কেবল্য শংসনে ব্যবহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কিঞ্চিৎ পাঠও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পুনশ্চ হিরণ্যকেশী প্রকাশিত গৃহ্যসূত্রে ঐ ৩১শ মন্ত্রের বিনিয়োগ অপর প্রকার দেখাযায়। তিনি বলেন—শব-যাত্রিকগণের মধ্যে যাঁহারা সধবা স্ত্রীলোক যাইবেন, তাঁহারা চিতাধূম শান্ত হইলে স্নানানন্তর এইমন্ত্রে কজ্জল ও ভূষণে ভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগতা হইবেন। এইরূপ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ঐ ২৬শ মন্ত্রটির বিনিয়োগও অপর প্রকার দৃষ্টহয়। তিনি বলেন—বরযাত্রিকগণ কন্যার সহিত নদীতীরে উপস্থিত হইলে এমন্ত্রের প্রথম অর্দ্ধ পাঠ করিয়া নববধূকে নৌকাতে আরোহণ করাইবে এবং অপর অর্দ্ধ পাঠ পর্ব্বক তাহা হইতে অবতরণ করাইবে।

সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কি জানি কোন প্রমাণানুসারে স্বীয় শুদ্ধিতত্ত্বে ঐ ৩১শ ঋক্টিকে

জ্বলচ্চিতারোহণের মন্ত্র বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন—'পুরোহিত এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন এবং চিতারোহণে প্রবৃত্তা রমণীটী নমঃ নমঃ বলিয়া ঐ জলচ্চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে ঝম্পপ্রদান করিবে।' তিনি এ মন্ত্রের অপূর্ব্ব পাঠও আবিষ্কার করিয়াছেন।

যথা—{ প্রকৃতপাঠ—"জনয়ো যোনি মগ্রে"
তাঁহার কল্পিত—"জলয়োনিমগ্নে"

নাথরত্নকরের বিশেষ পরিচয় না থাকাই এরূপ পাঠের একমাত্র নিদান এবং এই পাঠানুসারেই 'জলয়োনিরূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে' এই অর্থটুকু কল্পিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গত ইহা বলা অযুক্ত নহে, যে, তিনি এই মন্ত্রটিকেই সতীদাহ বিষয়ে ঋগ্বেদীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকারও করিয়াছেন!!

এতাবতা ইহা বোধহয় স্পষ্টই প্রকাশিত হইল, যে, আদিকালে অর্থাৎ যে সময়ে সংহিতা প্রকাশিত হইতেছিল, তখন অধিকাংশ মন্ত্রই ঐতিহাসিকভাবে পূর্ণ ছিল, যজ্ঞকালে অর্থাৎ যে সময়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থকারগণের শাসনানুসারে তাহাই যজ্ঞীয়রূপে ব্যবহৃত হইত, তখন তাহাই যজ্ঞকাণ্ডে ব্যবহারোপযোগীরূপে পরিণত হইয়াছিল, পরে সূত্রকাল অর্থাৎ গৃহ্যসূত্রকারগণ কর্তৃক যখন গৃহকার্য্য সকলের সুব্যবস্থা প্রণালি নির্দ্দিষ্ট হইতেছিল, তদবধি উহা তদুপযোগী অর্থই প্রসব করিয়া আসিতেছিল, ইদানীং অর্থাৎ কালক্রমে বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্তেরও হ্রাস হইয়া উঠিলে, যথেচ্ছ ব্যবহারে বিনিযুক্ত এবং সেইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যাত হইতেছে।

এক্ষণে ইহা কি অনল্প চিন্তার বিষয়, যে, কোন্ কালের ভাব অবলম্বন করিয়া মন্ত্রগুলির অনুবাদ কর্ত্তব্য?

এই বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ দ্রষ্টব্য—

দস্যুদলনকারী আর্য্যদলপতি মহাবল ইন্দ্র চত্বারিংশ আর্য্যাব্দে কুলিতরের পুত্র পরাক্রান্ত শম্বর নামক অসুরপতিকে তদীয় রাজধানী রোদসী নামক দ্বীপস্থ বৃহৎ পর্ব্বতের অধিত্যকা ভূমিতে বধ করেন। এই বৃত্তান্তটি ঋক্সংহিতার কতিপয় ঋকে অংশশঃ প্রকাশিত আছে; তন্মধ্যে একটি যথা—

"দিবে দিবে সদৃশী রন্যমর্দ্ধং
কৃষ্ণা অসেধদপ সদ্মনো জাঃ।
অহন্ দাসা বৃষভো বস্নয়ন্তো
দত্রজে বর্চিনং শম্বরস্য ॥" (ঋ০ সং০ ৪,৭,৩৪,১)

অর্থ— 'বৃষভঃ' পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, 'সদ্মনঃ' বাসভূমি এই পৃথিবীর অন্যং 'অর্দ্ধং' অপরার্দ্ধ অর্থাৎ যে অর্দ্ধে বাস করিতেছি তদন্য প্রদেশ (আক্রম্য) আক্রমণ পূর্ব্বক এবং 'দিবেদিবে সদৃশীঃ' প্রতিদিন সমভাব অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য 'কৃষ্ণাঃ জাঃ' কৃষ্ণসমুদ্রীয় জলসমূহকে 'অপ সেধৎ' কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণসমুদ্রের সন্নিহিত 'উদব্রজে' জল-

মধ্যস্থ দ্বীপে * 'দাসা বস্নয়ন্তা' দাসজাতির নিবাসহেতু অর্থাৎ দস্যু দলের অধিপতি 'বর্চিনং' প্রভাশালী 'শম্বরং' এতন্নামক অসুরকে 'অহন্' বধ করেন।

যাজ্ঞিকগণ এই মন্ত্রটির মধ্যগত কৃষ্ণাপদটি রাত্রিবাচক স্থিরকরিয়া তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করত ইহাও সূর্য্যের স্তুতি কার্য্যেই ব্যবহৃত করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে অনেক মন্ত্র এরূপও দৃষ্ট হয়, যাহা ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকাশক বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ হইলেও বস্তুত তাহা নহে।

মনুবংশীয় নাভানেদিষ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত সপ্তবিংশতি ঋকের যে একটি সূক্ত ইদানীং ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে একষষ্ঠিতম, তদীয় সপ্তম মন্ত্রটিই এস্থলে উদাহরণার্থ গ্রহণ করিলাম। যথা—

"পিতা যৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষ্ময়া রেতঃ সঞ্জগ্মানো নিষিঞ্চৎ।

স্বাধ্যোঽজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্॥"

অর্থ—'ব্রহ্ম' ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ 'পিতা', 'স্বাং দুহিতরং' স্বীয় দুহিতাকে 'অধিষ্কন্' আক্রমণ করেন; পরে তাঁহাকে পাইয়া 'ক্ষ্ময়া' তদীয় পৃথিবীতে অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে 'সঞ্জগ্মানঃ

* শম্বর পদ ঘটিত ঋগ্বেদীয় অপরাপর সূক্তের সহিত একবাক্যতানুসারে বোধহয়,—এইটিই রোড্‌স্ দ্বীপ এবং সে দ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ কলোসস্‌টী দুলিতরের পুত্র কৌলিতর নামে প্রসিদ্ধ শম্বরাসুরের স্মারক প্রতিমূর্ত্তি আশা করি, আরব্ধ ২য় ভাগ বৈদিকসমালোচনাতেই ইহা সপ্রমাণ প্রকাশ করিব।

সঙ্গম করত 'রেতঃ' 'নি সিঞ্চন্' গর্ভাধান করেন; তাহা হইতে 'স্বাধ্যঃ দেবাঃ' স্বাধ্য দেবগণ 'অজনয়ন্' সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং 'ব্রতপাং' ব্রত রক্ষক 'বাস্তোষ্পতিং' বাস্তোষ্পতি দেবতাও 'নিরতক্ষন্' তাহা হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছেন।

এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি বৃহৎ গল্প রচিত হইয়াছে; 'তা ঋশ্যো ভূত্বা রোহিতং ভূতা মভ্যৈৎ' ইত্যাদি ৩, ৩, ১০। অর্থ—আক্রমণকালে উক্ত কন্যা ভীতা হইয়া শীঘ্র পলায়ন করিবার মানসে ঋশ্য নামক মৃগীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাও তথনি উক্ত মৃগরূপ ধারণ করেন ইত্যাদি।

এই ব্রাহ্মণোক্ত কল্পিত আখ্যায়িকাটিই পুরাণ-প্রণেতৃগণ 'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ' এই শাসনটি সার্থক করিবার জন্যই যেন যথাসাধ্য পল্লবিত করেন এবং তদনুসরণ ক্রমেই শিবের ধ্যানে মৃগহস্ত চিত্রিত ও তদনুযায়ীই মহিম্ন স্তবে 'প্রজানাং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং (১২)' এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। এক্ষণে অস্মদ্ধর্ম্মছিদ্রান্বেষীদিগকেও এইটীই যথেষ্ট পূর্ণ-মনোরথ করিতেছে।

ফলকথা; এ সমস্তই কল্পিত, ইহার কিছুই বাস্তবিক ঘটনা নহে। নিরুক্তকার, "পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি, পর্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ" (অর্থ— পিতা দুহিতার গর্ভাধান করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য, যে, পর্জন্য পৃথিবীতে রেতঃসেক—জলধারা পাত অর্থাৎ বৃষ্টি করেন) এই সারগর্ভ অতি যৎসামান্য উক্তিতেই সমস্ত ভ্রম বিদূরিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এতাবতা ইহার প্রকৃত অর্থ—'ব্রহ্ম' অতিবৃহদবয়ব অর্থাৎ বহুদূর ব্যাপী, 'পিতা' সৃষ্টির পালয়িতা, পর্জন্য দেবতা= মেঘমণ্ডল 'যৎ' যখন 'স্বাং দুহিতরং' স্বীয় দোহণ কারিণী পৃথিবীকে 'অধিষ্কন্' আক্রমণ করিয়া, 'রেতঃ নি সিঞ্চন্' বৃষ্টিপাত করত 'ক্ষয়া সঞ্জগ্মানঃ' পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হ'ন। তখনই 'স্বাধ্যঃ দেবাঃ' স্বাস্থ্যকর দ্যুতিমান্ অন্ন সকল 'অজনয়ন্' সমুৎপন্ন করেন এবং তখনই 'বাস্তোষ্পতিং' বাস্তু শব্দে বাসগৃহ, তাহার পালক=রক্ষক শিংশপা শাল প্রভৃতি বিবিধ কাষ্ঠতরু ও 'ব্রতপাং' ব্রত শব্দে যজ্ঞ, তাহার পালক=রক্ষক অর্থাৎ যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণের উপযোগী, বংশ তৃণাদি নির্ম্মাণ করেন।

নিরুক্তকার দুহিতৃশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"দুহিতা—দুর্হিতা, দূরে হিতা, দোগ্ধে র্বা" ৩,৪।

সায়ণাচার্য্যও "পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ"(ঋ০স০২,৩,২০,৩) ইহার ব্যাখ্যানে বলেন—"পিতা দ্যুলোকঃ। অধিষ্ঠাত্রধিষ্ঠানয়োরভেদেনাদিত্যো দ্যৌরুচ্যতে। স রশ্মিভিঃ। অথবা ইন্দ্রঃ পর্জন্যো বা। দুহিতুঃ দূরে নিহিতায়া ভূম্যা গর্ভং সর্ব্বোৎপাদনসামর্থং বৃষ্ট্যুদকলক্ষণ মাধাৎ সর্ব্বতঃ করোতি।" অর্থ—পিতা=দ্যুলোক। বাসস্থানের নামানুরূপও বাসকারীর আখ্যান হইয়া থাকে তদনুযায়ী এস্থলে দ্যুশব্দে সূর্য্য। তিনি স্বীয় রশ্মির দ্বারা, দূরে স্থিতা সুতরাং দুহিতা পৃথিবী, তাহার গর্ভাধান করিতেছেন অথবা ইন্দ্র বা পর্জন্য নামক বৃষ্টিদেব ঐ দুহিতৃস্থানীয় পৃথিবীতে সর্ব্বোৎপাদন-সামর্থ বৃষ্টিজল আধান করিতেছেন।

পিতৃশব্দে, প্রজাপতি শব্দে বা ব্রহ্মা শব্দে এতাদৃশ-স্থলে সূর্য্য বা পর্জ্জন্য এবং দুহিতৃ শব্দে উষা বা বৃষ্টি বহুতর মন্ত্রেই বুঝিতে হয়। এইরূপ কল্পিত—ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, দুহিতা, জামাতা, নপ্তা প্রভৃতি সম্বন্ধ, বেদের অনেক মন্ত্রেই বর্ণিত দৃষ্ট হয়; যথাস্থানে সপ্রমাণ প্রকাশ করিবার মানস থাকিল।

অতএব কোন্‌স্থানে বাস্তবিক ঐতিহাসিক সম্বন্ধ এবং কোন্ স্থানেই বা কাল্পনিক সম্বন্ধ? ইহা সামান্য চিন্তনীয় নহে ॥

দ্বিতীয় চিন্তা।—

বেদের মধ্যে, ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি যে সমস্ত দেবতা-পদ দৃষ্ট হয়, স্থানবিশেষে তাহাদের প্রকৃত অর্থনির্ণয় অতি কঠিন। কারণ, ঐরূপ পদগুলি প্রায়ই নানার্থ, এবিষয়েরও বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে আপাততঃ সংক্ষেপে একমাত্র ইন্দ্রশব্দের অর্থত্রয়ের উদাহরণত্রয় প্রদর্শিত হই-তেছে। যথা—

১ম— ইন্দ্র = ঈশ্বর।

"ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।

বি গোভিরদ্রি মৈরয়ৎ ॥" ঋ০ সং ১, ১, ১৩, ৩।

অর্থ—'ইন্দ্রঃ' দেবতা 'দীর্ঘায় চক্ষসে' দীর্ঘ দৃষ্টির জন্য অর্থাৎ সুদূর দর্শনে প্রাণীগণকে সক্ষম করিবার জন্য 'সূর্য্যং' সূর্য্যমণ্ডলকে 'দিবি' দ্যুলোকে 'আরোহয়ৎ' আরোহণ করাই-য়াছেন অর্থাৎ স্থাপন করিয়াছেন। যে সূর্য্য, 'গোভিঃ' স্বীয়

রশ্মিজাল দ্বারা পৃথিবীর রসাহরণ করত 'অদ্রিং' মেঘসমূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাই 'বি ঐরয়ৎ' বিশেষরূপে অর্থাৎ সৃষ্টির উপযোগী করত নিযুক্ত করিতেছেন ॥ এ মন্ত্রে ইন্দ্রশব্দের অর্থ ঈশ্বর স্পষ্টই বোধিত হইতেছে, যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত সূর্য্যস্থাপন রূপ কার্য্য কে করিতে সমর্থ ? পরং টীকাকারগণের পাণ্ডিত্যের কল্লোল অতিক্রম করত প্রকৃত মর্ম্মাবগত হওআ সুকঠিন।

এই মন্ত্রটি অথর্ব্বসংহিতার ২০শ কাণ্ডেতেও দৃষ্ট হয়, অধিকন্তু ঐকাণ্ডে আরও অনেকগুলি শ্রুতি ঈশ্বর বোধক ইন্দ্রশব্দ ঘটিত দেখাযায় ; যথা—

"য়ঃ সূর্য্যং য় উষসং জজান য়ো অপাং নেতা
স জনাস ইন্দ্রঃ।" ইত্যাদি।

অর্থ—যিনি সূর্য্যকে ও উষাকে সৃজন করিয়াছেন, যিনি জলরাশির নেতা, হে জনগণ! তিনিই ইন্দ্র।

২য়— ইন্দ্র=সূর্য্য।

"ইন্দ্রং স্তবা নৃতমং য়স্য মহ্না বি বরাধে
রোচনা বি জ্মো অন্তান্।
আ য়ঃ পপ্রৌ চর্ষণীধৃদ্ বরোভিঃ
প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচানো মহিত্বা।

(ঋ॰ স॰৮, ৪, ১৪, ১)

অর্থ—যিনি নেতৃতম অর্থাৎ যাঁহার প্রভাবে জাড্যাদি দোষ দূরগত হইবায় প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে সমর্থ হয়, যাঁহার দীপ্তি পৃথিবীর প্রান্তভূমি পর্য্যন্তে অপরাপর সমস্ত দ্যুতিকে পরাভূত করে, এবং মনুষ্যাদি জীবগণের ধারক ও পোষক যে দেবতা স্বীয় প্রভাপুঞ্জে এই সমস্ত দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন ও যাঁহার মহিমাতে সমুদ্রজলসমূহও স্ফীত (জোয়ার) হয়। সেই ইন্দ্র দেবতাকে স্তব কর॥

ইহার পরের মন্ত্রে স্পষ্টই আছে— 'স সূর্য্যং' তিনি সূর্য্য ইত্যাদি। সূর্য্যের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ নামাদির মধ্যেও পৌরাণিকগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্র পদ গৃহীত হইয়াছে; যথা— 'জ্যৈষ্ঠমূলে ভবেদিন্দ্রঃ' কূ° পু° ৪০ অ°।

৩য়— ইন্দ্র— ইন্দ্রনামক রাজা বা রাজা।

বামদেব কর্ত্তৃক সঙ্গৃহীত ঋক্‌সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্বিংশতি ঋগাত্মক ত্রিংশসূক্তের মন্ত্রগুলি প্রায় সমস্তই ইন্দ্রনামক কোন রাজার বর্ণনাতেই প্রযুক্ত বলিয়া বোধহয়; তাহারই চতুর্দ্দশ এই—

"উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদধি।
অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্॥"

অর্থ—দাসবংশীয় কুলিতরের পুত্র সুতরাং কৌলিতর শম্বরকে, আর্য্যদলপতি ইন্দ্রনামে প্রসিদ্ধ রাজা, বৃহৎ পর্ব্বতের অধিত্যকাতে বধ করিয়াছেন (বোধহয় এই কৌলিতর শব্দ হইতেই কলোসস্ শব্দের উৎপত্তি)।

অতিরাত্র যাগের তৃতীয় পর্য্যায়ে যে সূক্তটি মৈত্রাবরুণ শস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, এ মন্ত্রটি সেই সূক্তেরই অন্তর্গত। আশ্বলায়ন কৃত শ্রৌত সূত্রের ৬, ৪ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রশব্দের প্রকৃত অর্থ যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতাদিতে সাধারণ্যে সম্রাট্ পদবী প্রাপ্ত মনুষ্যমাত্রই ইন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, ৯ম অধ্যায়ের ১০ম কণ্ডিকা এবং ১০ম অধ্যায়ের ৮ম কণ্ডিকা প্রভৃতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনীয়। এবং এই ঐশ্বর্য্যবত্তামূলক আরও অনেকরূপ অর্থ ঐ সংহিতাতে বোধিত হইয়াছে। মৎকৃত তদীয় অনুবাদের টীপ্পনী শ্রেণী আদ্যন্ত অন্বেষণীয়। শতপথব্রাহ্মণ ও ঐতরেয ব্রাহ্মণ পর্য্যালোচনা করিলেও মদুক্ত সপ্রমাণ হইবে। আপাতত এই একটি বিষয়েরই আন্দোলনে সাধারণ ভূমিকার কলেবর বর্দ্ধন অনুচিত বিবেচনায় এই পর্য্যন্তই স্থগিত রাখিলাম, বৈদিকসমালোচনার যথাস্থানে বিশেষরূপে আলোচিত হইবার আশাও থাকিল॥

তৃতীয় চিন্তা—

আমাদের বিশ্বাস,—এক সময়ে এই আর্য্যজাতির মধ্যে বিজ্ঞানাদি চর্চ্চার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল, যে, আজিও ততদূর হইয়াছে কি না সন্দেহ; মধ্যে কালতরঙ্গে প্রায় সমস্তই প্লাবিত হইয়াছে, ইদানীং ক্রমে সেইগুলিই, কতক যথাবৎ, কতক বা আকারান্তরে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে; প্রকাশিত বিষয়গুলির প্রকাশের পূর্ব্বে যদিও পূর্ব্বস্থিতি অনুভব করিতে সক্ষম হই না কিন্তু প্রকাশানন্তর বেদাব্ধি আলোড়নে তদীয় পূর্ব্বসত্তা বিষয়ে অনেক স্থানেই নিঃসংশয়

হইতে পারি। এ বিষয় বৈদিক সমালোচনায় প্রকরণানুসারে বিশেষ আলোচ্য, ইদানীং এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য, যে, যেসময়ে সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি কোবিদগণ বেদব্যাখ্যান কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তৎকালে চিরন্তনীয় বৈজ্ঞানিক মহার্হ রত্নগুলি কালসাগরে নিমগ্ন অদৃষ্ট ছিল সুতরাং কোন রূপেই তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় ছিল না, যে বিষয় কখনও দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর না হয় তাহা কখনই বুদ্ধিগোচরও হইতে পারে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ বিষয় আহরণ করিয়া মনের নিকটে উপহৃত না করিলে বুদ্ধির দ্বারা অধ্যবসিত হইতেই পারে না, তাহাদের দ্বারা আহৃত বিষয়ই বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হইয়াথাকে অতএব তদানীং অদৃষ্টচর সুতরাং তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞাত রত্ন সকল কিরূপে তাঁহাদের বুদ্ধির বিষয় হইবে? পরং সম্প্রতি ক্রমে সেইগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে উদ্ধৃত হইতেছে, তদনুযায়ী বেদাব্ধি আন্দোলনে তাহাদের পূর্ব্বসত্তাও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি কাজেই তাঁহাদের তত্তৎস্থলের ভাষ্যগুলি কূটব্যাখ্যা বলিয়া উপেক্ষিত হইবে তাহারইবা বৈচিত্র কি? পরং তাদৃশস্থল অন্বেষণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত করাও সহজ ব্যাপার নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্

দূতো নির্ঋত্যা ইদ মাজগাম।

তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং

শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥”

(ঋ০ স০ ৮, ৮, ২৩, ১ । অথং সং ৬, ২৭, ১)

‘দেবাঃ’ হে বন্ধুগণ ! ‘ইষিতঃ’ পরপক্ষ হইতে প্রেরিত এই ‘কপোতঃ’ পারাবতটি ‘যৎ ইচ্ছন্’ যাহা ইচ্ছা করত ‘নির্ঋত্যাঃ’ নৈর্ঋত প্রদেশ হইতে ‘ইদং’ এইস্থানে ‘আ জগাম’ আগমন করিয়াছে, ‘তস্মৈ’ সেই উদ্দিশ্যটি অবগত হওনানন্তর, (অতিথি বিবেচনাতে) আইস, আমরা ইহাকে ‘অর্চ্চামঃ’ অর্চ্চনা করি এবং ‘নিষ্কৃতিং’ যাহা হউক একটি নিষ্পত্তি ‘কৃণবামঃ’ করাও উচিত ; তাহাহইলেই ‘নঃ’ আমাদের ‘দ্বিপদে’ দ্বিপদ্প্রাণী পদাতিপ্রভৃতির পক্ষে ‘শং’ কল্যাণ এবং ‘চতুষ্পদে’ চতুষ্পদ্প্রাণী গোপ্রভৃতির পক্ষেও ‘শং’ কল্যাণ ‘অস্তু’ হইবে ।

অনুক্রমণিকা গ্রন্থানুসারে সায়ণাচার্য্য এস্থলের নির্ঋতি ও কপোত পদের অর্থ— নির্ঋতিরপুত্র কপোত ঋষি স্থির-করিয়াছেন পরং কপোত-দৌত্য বোধক এই সূক্তের পর পর মন্ত্রে পক্ষী প্রভৃতি বিশেষণও দৃষ্ট হয় এবং অথর্ব্ববেদের ২০শ কাণ্ডের ১৩৫ সূক্তের একাদশ মন্ত্রের ‘পারাবতেভ্যঃ’ ও ১২শ মন্ত্রের ‘ছিন্নপক্ষায়’ এই পদদ্বয়ও মতুক্ত ব্যাখ্যানেরই পোষকতা করিতেছে। আশ্বলায়ন বলেন “যদি বাটীতে কপোত প্রবেশ করে, তাহা হইলে এই সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হোম করিবে (গৃ০ সূ০ ৩, ৭)। এতাদৃশ

স্থলসমূহে কোন্ মতানুযায়ী কি ভাবে অনুবাদ কর্ত্তব্য ? ইহা কি সামান্য চিন্তার বিষয় ?। যাহাহউক সেই বেদ-রক্ষক একমাত্র সর্ব্বরক্ষক দেবতার শরণাপন্ন হইয়াই এই অতি গভীর রত্নাকরে প্রবিষ্ট হইয়াছি 'শরীরং বা পাতয়ে কার্য্যং বা সাধয়ে'।

বস্তুত যাঁহার কীর্ত্তি তিনিই রক্ষা করিতে তৎপর আছেন, তিনি স্বীয় কীর্ত্তি রক্ষার জন্যই এই দৃশ্যমান সূর্য্যাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন ; যথা—

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্ব্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভি রক্ষথ ॥ (১)
যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ মুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মা বেদিতা স্যাৎ ॥ (২)
বৃহন্তো নাম তে দেবা যে সতঃ পরি জজ্ঞিরে।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্যাসদাহুঃ পরো জনাঃ ॥ (৩)

(অথ০.স০ ১০, ৭, ২৩-২৪-২৫)

জনগণ বলেন ;—তেত্রিশটি দেবতা, নিয়ত, যে স্কম্ভ-দেবতার নিধি রক্ষা করিতেছেন, সেই নিধিকে আজিও কে অবগত আছেন ? যাহা দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে (১)।

যে নিধিকে অবলম্বন করিয়া দ্যুতিমান্ ব্রহ্মবিদ্গণ সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, যিনি সেই ব্রহ্মবিদ্গণকে তত্ত্বত অবগত হ'ন, তিনি ব্রহ্মকেও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হ'ন (২)। সেই সৎপদার্থ হইতে যে সমস্ত বড় বড় দেবতারা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসমস্তই স্কম্ভদেবতার এক অঙ্গ মাত্র এবং যতক্ষণ তাহারা পৃথক্, ততক্ষণ অসৎ (২)। এস্থলে বোধহয় বেদই সে নিধি এবং ঈশ্বরই স্কম্ভ। স্কম্ভ শব্দের প্রকৃত অর্থ— স্তম্ভনকারী। ঈশ্বর স্বীয় সিসৃক্ষা-শক্তিতে সমস্ত চরাচর সৃজন করিয়া সেই স্কম্ভন=স্তম্ভন শক্তির দ্বারাই এতৎসমস্ত স্ব স্ব কক্ষায় স্ব স্ব কার্য্যে অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, সেইজন্য তিনি বেদে স্কম্ভ নামে পরিচিত। অথর্ব্ববেদের ১ম কাণ্ডের ৪র্থ অনুবাকের ২২শ হইতে ২৯শ পর্য্যন্ত ৮টি সূক্তই এই স্কম্ভ বর্ণনাতে পূর্ণ ও তদনুযায়ী ঐগুলি 'স্কম্ভ সূক্ত' নামে খ্যাত।

অতএব তাঁহার নিধিরক্ষার জন্য আমাদিগকে ব্যগ্র হইতে হইবে না, তবে আমাদের নিজ নিজ মনের শান্তি লাভই এতাদৃশ কার্য্যসমস্তে হস্তক্ষেপের প্রধান উদ্দেশ্য।

আরও— (অথ° স° ১৯, ৯, ৩-৪-৫)

"ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ ॥ (৩)

পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিতা এই যে পরমেষ্ঠিনী বাগ্দেবী,

যাহার দ্বারা এ জগতে প্রায় ঘোর কষ্টই সৃজন করিয়াথাকি ; প্রার্থনাকরি—তাহারই দ্বারা আমাদের শান্তিও লাভ হউক।

"ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং মনো বা ব্রহ্মসংশিতম্।
যেনৈব সসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ॥" (৪)

পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই যে পরমেষ্ঠী মন, যাহার দ্বারা এ জগতে প্রায় ঘোর কষ্টই সৃজন করিয়াথাকি ; প্রার্থনা করি— তাহারই দ্বারা আমাদের শান্তিও লাভ হউক ! ৪

"ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি
মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।
যৈরেব সসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ॥" (৫)

পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠ মন, যাহাদের দ্বারা এ জগতে প্রায় ঘোর কষ্টই সৃজন করিয়াথাকি ; প্রার্থনা করি— তাহাদেরই দ্বারা আমাদের হৃদয়ে শান্তিলাভ হউক ! ৫ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

—*:*:*—

আরব্ধ কার্য্য প্রণালিঃ।

ইচ্ছাছিল, যজুর্ব্বেদ সংহিতার 'অনুবাদ' কার্য্য শেষ করিয়াই সায়ণাচার্য্যের যুক্তি অনুসারে ঋগ্বেদের অনুবাদ শেষ করিয়া যদি কার্য্যক্ষম জীবনে জীবিত থাকি'ত তৎপরে

সামবেদে হস্তক্ষেপ করিব কিন্তু বঙ্গদেশে সামবেদী ব্রাহ্মণেরই আধিক্য দর্শনে ঐ বেদ খানির অনুবাদই অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনায় সম্প্রতি তাহাই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সামবেদের সংহিতাগ্রন্থগুলি গীতিময় * পরং তৎসমস্তের অর্থ জানিতে হইলে সেই গীতির আশ্রয় স্বরূপ অগীত বাক্যগুলিই অবলম্বন করিতে হয়, উক্ত বাক্যগুলির অধিকাংশই পদ্য, গদ্যও আছে। ঐ পদ্যগুলিকে ঋক্ এবং ঐ গদ্যগুলিকে যজু বলাযায়; তদনুযায়ী, সঙ্গৃহীত ঋক্ গ্রন্থগুলি 'আর্চ্চিক'ও সংগৃহীত যজু 'স্তোভ' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ আর্চ্চিক গ্রন্থ প্রধানত ভাগদ্বয়ে বিভক্ত; দ্বিতীয় ভাগকে 'উত্তর' বলাযায় এবং পূর্ব্বভাগের বিশেষ নামকরণ না থাকায় সামান্যত 'ছন্দ' নামেই প্রসিদ্ধ। এই 'ছন্দ' ও 'উত্তর' আর্চ্চিকের ঋঙ্ময় দশৎগুলির পর্য্যালোচনাতে প্রকাশ পায়, যে, যে কারণে, যে প্রণালিতে, যে সময়ে, ঋগ্বেদ সংহিতার সূক্ত সকল সঙ্গৃহীত হইয়াছে সেই কারণেই, সেই প্রণালিতেই, সেই সমকালেই ইহারাও সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। পরং ইহা সত্য বটে, যে, ঐ ঋক্গুলি প্রায় সমস্তই ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যেও বিকীর্ণ দেখা যায় এবং এতদীয় অনেক ঋক্ যজুঃ সংহিতাতে ও অথর্ব্ববেদ সংহিতাতেও আছে। ফলে ঋগ্বেদ সংহিতা বা যজুর্ব্বেদ সংহিতা অথবা অথর্ব্ববেদ সংহিতা অগ্রে সংগৃহীত হইয়াছিল কি সামবেদীয় আর্চ্চিক গ্রন্থগুলিই অগ্রে সংগৃহীত হইয়াছিল? ইহা নির্ণয় করা

* তাহাদের নামাদি মৎকৃত প্রথমভাগ বৈদিকসমালোচনা দেখ।

অতি কঠিন। আমি প্রথমতঃ, অধ্যয়ন সম্প্রদায়ানুসারে সাম-বেদীয় সংহিতা গ্রন্থের মধ্যে গেয় নামক প্রথম গ্রন্থের এবং তৎসহ তদীয় আলম্বন ঋগ্রয় ছন্দ আর্চ্চিকের অনুবাদই আরম্ভ করিলাম। আশাকরি অত্যধিক ছয় বৎসরে (অসতি প্রতিবন্ধকে) আর্চ্চিক ও স্তোভসহ সভাষ্য সানুবাদ সংহিতা গ্রন্থগুলি একৈকক্রমে প্রকাশিত হইতে পারে। প্রজারঞ্জন ন্যায়বান্ মহামান্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও তদনুযায়ী ৬ বৎসরের জন্য (প্রতিবৎসর অগ্রিম) নির্দ্দিষ্ট সাহায্যদানে সোৎসাহ স্বীকারাদেশ করিয়াছেন। ভরসাকরি,—ইহার সঙ্গে সঙ্গেই এই ৬ বৎসরের মধ্যেই গোভিলাচার্য্য প্রণীত সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রাদি ও ভবদেব প্রকাশিত তদনুযায়ী সংস্কা-রাদির পদ্ধতি খানিও সটীক সানুবাদ প্রকাশিত করিতে পারিব অধিকন্তু এতন্মধ্যেই ক্রমে দ্বিতীয় ভাগ বৈদিক সমালোচনাও সম্পাদিত হইতে পারিবে।

সামবেদের ভাষ্য অনেকগুলি ছিল, সম্প্রতি মাধবকৃত বিবরণ নামক একখানি এবং দ্বিতীয় সায়ণাচার্য্যের 'বেদার্থ প্রকাশ' নামক,—এই দুই খানিই পূর্ণ পাওআ যায়; তন্মধ্যে সায়ণভাষ্যেরই নাম সমধিক প্রসিদ্ধ অতএব ঐ খানিই তৎকৃত অবতরণিকার সহিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং ঐ অবতরণিকার সটীপ্পনী বঙ্গানুবাদও তৎসহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই অবতরণিকা গ্রন্থ মীমাংসা-দর্শন-খচিত সুতরাং কিছু কঠিন কিন্তু সামবেদের অন্তঃপরি-চায়কতাগুণে সুভূষিত অতএব যতদূর সামর্থ সহজ ভাষায় অনুবাদিত ও টীপ্পনীদ্বারা বিবৃত করিতেছি তথাপি যে

কাঠিন্য থাকিতেছে তাহা গুরূপদেশ ব্যতিরেকে বিচূর্ণিত হয়, এরূপ বোধ হয় না অথবা হইতেও পারে, আমার তাদৃশ ক্ষমতাই নাই; যাহাহউক মৎকৃত এ প্রযত্ন সাধারণের কিছুমাত্র প্রীতিপ্রদ হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আরব্ধ সামবেদ সংহিতার প্রকটন কার্য্য আপাতত নিম্নলিখিতানুসারে সম্পাদিত হইতেছে; যথা—

(ক) ছন্দ আর্চ্চিক। ইহা স্বরচিহ্নের সহিত প্রকাশিত হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে বন্ধনী চিহ্নান্তর্গত কতিপয় অঙ্কের দ্বারা ইহাও প্রকাশ করা যাইতেছে, যে, সেই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে আছে কি না? আছে'ত কোন্ স্থানে আছে? এস্থলে আরও বিশেষ জ্ঞাপনীয়, যে, এই মন্ত্রগুলি সংহিতা-লক্ষণানুসারে এবং হস্তলিখিত তৎতৎ পুস্তক দৃষ্টানুসারে পদচ্ছেদবোধক বিরতি-শূন্য করা যাইতেছে। ভাষ্য ও অনুবাদ দৃষ্টে পদচ্ছেদগুলি স্বয়ংই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

(খ) বি০ অর্থাৎ বিবরণ। এটি মৎসঙ্গৃহীত। ইহাতে কোন্ মন্ত্রটি, কোন্ ঋষি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কোন্ ছন্দে নির্ম্মিত এবং কোন্ দেবতার অর্থাৎ কোন্ পদার্থের বর্ণনাতে ব্যবহৃত? এ সমস্ত সবিস্তার প্রদর্শিত হইতেছে অধিকন্তু কোন্ যজ্ঞের কোন্ প্রকরণে কি কার্য্যে ব্যবহার্য্য তাহাও সংক্ষেপে বোধিত হইতেছে। অনন্তর সে মন্ত্র অবলম্বন করিয়া কোন্ কোন্ ঋষি কোন্ কোন্ সাম (গান) গাহিয়াছেন? সেগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থে আছে? এবং সেই সমস্ত গানের কি কি নাম? এ সমস্তই যথাজ্ঞান বিবৃত করিতেছি।

(গ) গে০ গা০ অর্থাৎ গেয়গান। ইহা ঐ ছন্দোগ্রন্থের

গান গ্রন্থ, ইহাই সামবেদের প্রকৃত সংহিতাগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম। ইহার যে বর্ণ যে স্বরে যেরূপে গাহিতে হইবে, বৈদিক-সমাজ-প্রচলিত বিবিধ চিহ্ন দ্বারা তাহাও সুব্যক্ত করা হইয়াছে।

(ঘ) বা° টী° অর্থাৎ বাঙ্গলা টীকা। সর্ব্বপ্রথমে, যে সময়ে মন্ত্রটি রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎকালে উহা যে অভিপ্রায়ের বোধক ছিল, এই টীকাটি যথাজ্ঞান তদনুসারেই (বাঙ্গলা ভাষাতে) রচিত হইতেছে।

(ঙ) সা° ভা° অর্থাৎ সায়ণ-ভাষ্য। এখানি চতুর্ব্বেদাদির ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য বিরচিত, বেদের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত টীকা। ইহা যজ্ঞ কালের ভাবে সুতরাং যজ্ঞে ব্যবহারানুযায়ী অর্থের বোধক রূপেই প্রণীত হইয়াছিল। প্রতিমন্ত্রের সহিত ইহাও যথাবৎ থাকিতেছে।

(চ) ভা° অ° অর্থাৎ ঐ ভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ। ইহাও যথাসাধ্য সরল বাঙ্গলাতে লিখিত হইয়া তত্তৎ ভাষ্যের পরেই নিবেশিত হইতেছে।

—***—

পরিভাষা।

(১) ছন্দ প্রভৃতি আর্চ্চিকগ্রন্থগুলির ঋক্‌গুলিতে যে ১ চিহ্ন আছে তাহাতে উদাত্ত স্বর অর্থাৎ উচ্চ উচ্চারণ, ২ চিহ্নে অনুদাত্ত স্বর অর্থাৎ নীচ উচ্চারণ এবং ৩ চিহ্নে স্বরিত অর্থাৎ সমভাবে উচ্চারণ জানিতে হইবে। দাঁড়ি বা র-চিহ্নে সেই উচ্চারণে সবল আঘাত বোধিত হইবে।

(২) গেয়গান প্রভৃতি গান গ্রন্থগুলির ১ হইতে ৭ চিহ্নে

সপ্ত স্বর বুঝিতে হইবে। যথা ১=নিষাদ, ২=গান্ধার, ৩=ষড়্জ, ৪=মধ্যম, ৫=পঞ্চম, ৬=ধৈবত, ৭=ঋষভ। অপরাপর চিহ্নগুলির অর্থবোধ শিক্ষা ব্যতিরেকে হওআ দুষ্কর। নারদীশিক্ষাদিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(৩) ঋ০ অর্থাৎ ঋষি। এ বিষয়ে অনেক বিচার্য্য আছে, আপাতত সায়ণাচার্য্যের স্বীকৃত লক্ষণই এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে;—ঋ০ স০ ১০, ১৮ সূক্তের আরম্ভে "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ" এতদনুসারে যে মন্ত্রটি যাঁহা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে অথবা প্রকাশিত অর্থাৎ সূক্তাদি গ্রথনে সঙ্গৃহীত হইয়া যজ্ঞ-কাণ্ডে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই মহাত্মাই সে মন্ত্রের ঋষি বলিয়া বেদে স্বীকৃত হইয়া থাকেন।

(৪) দে০ অর্থাৎ দেবতা। এ বিষয়েও অনেক বিচার্য্য আছে, আপাতত সায়ণাচার্য্যের স্বীকৃত লক্ষণই এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—ঋ০ স০ ১০, ৪৮ সূক্তের আরম্ভে "যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" যে মন্ত্রের দ্বারা যে কোন বস্তুর ব্যবহার বা উপাসনা বোধিত হয় তাহাই সে মন্ত্রের দেবতা। এই লক্ষণানুসারে উদূখল, মুশল, ধান্য, চর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই দেবতা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

(৫) ছ০ অর্থাৎ ছন্দ। পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দোগ্রন্থই ইহার এবং সামবেদীয় দৈবত ব্রাহ্মণই তাহার মূল *। উহা ছন্দ অতিচ্ছন্দ ও বিচ্ছন্দ এই ত্রিবিধ নামে বিভক্ত। ছন্দ ৭টি, অতিচ্ছন্দ ৭টি ও বিচ্ছন্দও ৭টি এবং এই ২১টি কেই সামান্যত

* টীকা, অনুবাদ ও টিপ্পনীর সহিত মৎপ্রকাশিত দৈবত ব্রাহ্মণে বিস্তারিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলা যায়। ইহাদের অক্ষর সংখ্যা বোধনার্থ নিম্নে এক খানি চক্রও অঙ্কিত করিতেছি। যথা—

সংখ্যা	ছন্দের অক্ষর	অতিচ্ছন্দের অক্ষর	বিচ্ছন্দের অক্ষর
১	গায়ত্রী ২৪	অতিজগতী ৫২	কৃতি ৮০
২	উষ্ণিক্ ২৮	শক্করী ৫৬	প্রকৃতি ৮৪
৩	অনুষ্টুপ্ ৩২	অতিশক্করী ৬০	আকৃতি ৮৮
৪	বৃহতী ৬	অষ্টি ৬৪	বিকৃতি ৯২
৫	পঙ্‌ক্তি ৪০	অত্যষ্টি ৬৮	সংস্কৃতি ৯৬
৬	ত্রিষ্টুপ্ ৪৪	ধৃতি ৭২	অতিকৃতি ১০০
৭	জগতী ৪৮	অতিধৃতি ৭৬	উৎকৃতি ১০৪

ছন্দ ৭টিও আর্ষী প্রভৃতি ভেদে অষ্ট প্রকার ; যথা—

	গায়ত্রী	উষ্ণিক্	অনুষ্টুপ্	বৃহতী	পঙ্‌ক্তি	ত্রিষ্টুপ্	জগতী
আর্ষী	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০	৪৪	৪৮
দৈবী	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আসুরী	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯
প্রাজাপত্যা	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২
য়াজুষী	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সাম্নী	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৪
আর্চ্চী	১৮	২১	২৪	২৭	৩০	৩৩	৩৬
ব্রাহ্মী	৩৬	৪২	৪৮	—	—	৬৬	৭২

(৬) ইদানীং প্রচলিত বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত লিখনের একটি প্রধান অন্তরায় অন্ত্যস্থ ব বর্ণের অভাব। সেই অভাবটি পূরণ করিবার আশয়ে নূতনপ্রিয় মহোদয়গণ নূতন বর্ণ আবিষ্কার করিতেছেন কিন্তু আমি কোন নূতন আবিষ্কারে

যত্নবান্ না হইয়া ২০০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত বাঙ্গলা পুস্তক দৃষ্টে ব্ব এইরূপ বর্ণই লাভ করিয়াছি; অদ্যাপি আসাম প্রদেশে ইহা প্রচলিতও আছে। অতএব সংস্কৃতের মধ্যে ব বিষয়ে অন্ত্যস্থ ও বর্গ্য প্রভেদ জ্ঞাপনার্থ কতকগুলি ব্ব ব্বৃ ব্বু প্রভৃতি অক্ষর প্রস্তুত করাইয়াছি পরং দ্ব ত্ব প্রভৃতি-স্থলে অন্ত্যস্থ জ্ঞান নিঃসংশয়ই থাকায় অর্থাৎ তাদৃশস্থল-সমূহে দুইপ্রকার ব-কারের আশঙ্কা না থাকায় অন্ত্যস্থ বোধক চিহ্ন-বিশিষ্ট দ্ব ত্ব প্রভৃতি প্রস্তুত করাইবার আবশ্যক হয় নাই। এতাবতা প্রকাশ্যমান এই সামসংহিতার সংস্কৃত অংশে যে যে স্থলে ব আছে তত্তৎস্থলে নাগরি ব বর্ণের উচ্চারণ এবং যে যে স্থলে ব্ব আছে তত্তৎস্থলে নাগরি ব বর্ণের উচ্চারণ জানিতে হইবে।

(৭) য বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণই য়। বাঙ্গলা ভাষাতে যদিও এরূপ উচ্চারণের আবশ্যকতা নাই পরং সংস্কৃত ভাষাতে এরূপ উচ্চারণ অবশ্য প্রয়োজনীয় অতএব সংস্কৃতের মধ্যে সর্ব্বত্রই য অক্ষরের ব্যবহার রহিত করিয়া য় অক্ষরই ব্যবহার করিয়াছি। যদিও 'পদমধ্যে পদান্তে বা' বচনানুসারে অনেকস্থলে য পাঠও অনেকে ব্যবস্থা করেন পরং তাহা সাধারণ ব্যবস্থা নহে প্রত্যুত শাখা বিশেষ ও দেশ বিশেষে স্বীকার্য্য। প্রকৃত পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থাতিরিক্ত সর্ব্বত্রই য বর্ণের য় উচ্চারণই কর্ত্তব্য।

(৮) বাঙ্গলা ভাষাতে হুওআ উচ্চারণ করিয়া 'হওয়া' লিপি এবং 'করত' উচ্চারণ করিয়া 'করতঃ' লিপি অন্যায় বিবেচনায়, তাদৃশ লিপি সমস্তও শোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছি অর্থাৎ হওয়া, যাওয়া প্রভৃতি লিপি ব্যবহার না করিয়া হওআ, যাওআ, প্রভৃতি এবং করতঃ, বিশেষতঃ প্রভৃতি লিপি ব্যবহার না করিয়া করত, বিশেষত প্রভৃতি লিপি ব্যবহার করিয়াছি।

সামশ্রমীত্যুপনামে শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা—

কলিকাতা।

ওঁ

শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যকৃত-মাধবীয়-'সামবেদার্থপ্রকাশ'-ভাষ্যস্য

সানুবাদ অবতরণিকা।

—***—

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥ ১ ॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ—
নির্ম্মমে, তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥

(অনুবাদ)

বাগীশাদি সুরগণ, সর্ব্বকার্য্য-উপক্রমে,
যাঁরে নমি কৃতকৃত্য, নমি সেই বিঘ্নহরে ;
ত্রয়ী যাঁর শ্বাস-ত্রয়, সৃজেন্ যিনি ত্রয়ী-ক্রমে—
জগৎ ; আমি বন্দি, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরে*। ১-২

---

* তীর্থ শব্দে গুরু, বিদ্যার গুরু অর্থাৎ সর্ব্ব বিদ্যার আকর মহেশ্বর = মহাদেব, ইহা অতি সুপ্রসিদ্ধ এতাবতা বিদ্যাতীর্থ শব্দে জগদীশ্বর স্থির হইল, এবং পক্ষান্তরে বিদ্যাতীর্থ এক ব্যক্তির নাম। বুক্করাজা এবং মাধব ও সায়ণ উভয় ভ্রাতা, এ জনত্রয়ই বিদ্যারণ্য তীর্থস্বামী নামক তীর্থ সম্প্রদায়ের জনৈক সুবিজ্ঞ সন্ন্যাসীর ছাত্র। অতএব এই এক উক্তির দ্বারা জগদীশ্বর ও তদ্ব্যাননীয় গুরুদেব, এ উভয়েরই বন্দনা সম্পাদিত হইল।

শঙ্করাচার্য্যের দশনামা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের নাম 'তীর্থ'। —"তীর্থাশ্রম-বনারণ্য-গিরি-পর্ব্বত-সাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ"।

তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্ বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে ॥ ৩ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ
কৃপালুর্ম্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
সামবেদার্থমেষোঽত্র প্রকাশয়তি সাদরম্।
উদ্গাতৃস্তত্ত্বজিজ্ঞাসোরপি তেন কৃতার্থতা ॥ ৫ ॥
যজ্ঞো ব্রহ্ম চ বেদেষু দ্বাবর্থৌ কাণ্ডয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ্বর্য্যুমুখ্যৈঋত্বিগ্ভিশ্চতুর্ভির্যজ্ঞসম্পদঃ ॥ ৬ ॥

(অনুবাদ)

তাঁর কটাক্ষে, তদ্রূপ * ধরি, বুক্ক ধরাধীপ,
আদেশিলা মাধবেরে† প্রকাশিতে বেদদীপ। ৩
'উত্তর মীমাংসা' আর 'পূর্ব্ব' সংক্ষেপে বাখানি,
কৃপাকরি আরম্ভিলা,‡ তেঁহ "বেদার্থ কাশিনী"। ৪
সামবেদ-অর্থ, ইনি, এবে, কাশিছে সাদরে,
বোধলিপ্সু উদ্গাতারা যাহা গৃহীবে আদরে ॥ ৫
যজ্ঞ আর ব্রহ্ম; বেদে, কাণ্ডদ্বয়েতে ভাষয়।
অধ্বর্য্যু আদি ঋত্বিকে তাহে যজ্ঞ সম্পাদয় ॥ ৬

---

* 'যাঁর শুভেক্ষণে রাজরূপ' ইহাও পাঠান্তর আছে, ঐ পাঠান্তরই ইহার টীকাস্বরূপ।

† অনেক পুস্তকে 'আদেশিলা সায়ণেরে' পাঠ দৃষ্ট হয়, পরং তাহা বোধ হয় অশুদ্ধ; মল্লিখিত 'সায়ণ-জীবনী' দেখ।

‡ এ সমস্তই মাধবের কনিষ্ঠ সহোদর সায়ণের উক্তি। মাধবাচার্য্য বুক্ক রাজার সভাসদ্ ছিলেন এবং সায়ণাচার্য্য বুক্কানুজ হরিহরের সভাসদ্ ছিলেন। বুক্ক রাজা স্বীয় সভাসদ্ মাধবকে বেদাদির ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে ও মতানুরূপ তৎকনিষ্ঠ সায়ণ এই ব্যাখ্যাদি লিখিয়া তাঁহারই নামে প্রকাশিত করেন অতএব এ টীকাগুলিকে মাধবীয় অথচ সায়ণবিরচিত উভয়ই বলা যায়।

নির্ম্মীতে ক্রিয়াসঙ্ঘৈরধ্বর্য্যুর্যজ্ঞিয়ং বপুঃ।
তদলঙ্কুর্ব্বতে হোতা ব্রহ্মোদ্গাতেত্যমী ত্রয়ঃ॥ ৭ ॥
শস্ত্রযাজ্যানুবাক্যাভির্হোতালঙ্কুরুতেঽধ্বরম্।
আজ্যপৃষ্ঠাদিভিঃ স্তোত্রৈরুদ্গাতালঙ্করোত্যমুম্॥ ৮ ॥
ত্রয়াণামপরাধস্তু ব্রহ্মা পরিহরেৎ সদা।
"ঋচাস্ত"-ইতিমন্ত্রেঽস্যাবর্থঃ সর্ব্বোঽভিধীয়তে॥ ৯
যজ্ঞং যজুর্ভিরধ্বর্য্যুর্নির্ম্মীতে ততো যজুঃ—
ব্যাখ্যাতং প্রথমং, পশ্চাদৃচাং ব্যাখ্যানমীরিতম্॥ ১০ ॥
সাম্নামৃগাশ্রিতত্বেন সাম-ব্যাখ্যাঽথ বর্ণ্যতে।
অনুতিষ্ঠাসুজিজ্ঞাসাবশাদ্ ব্যাখ্যা-ক্রমো হ্যয়ম্॥ ১১ ॥

(অনুবাদ)

অধ্বর্য্যুরি ক্রিয়া-গুণে যজ্ঞ, হয় বিনির্ম্মিত,
হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা, উহা করেন ভূষিত ; ৭
'শস্ত্র'-'যাজ্যা' প্রভৃতিতে হোতা করয়ে রঞ্জিত,
'আজ্য' 'পৃষ্ঠ' আদি স্তোত্রে, করেন্ উদ্গাতা মণ্ডিত ; ৮
সকলেরই দোষ, সদা, ব্রহ্মা করেন শোধন,
এ সমস্ত যথাযথ 'ঋচাং' মন্ত্রের বোধন। ৯
যজুর্মন্ত্রে যজ্ঞ-বপু, হয়, গঠিত যেহেতু,
বাখানিয়া অগ্রে তাহা, বাখানে ঋক্ সেই হেতু ; ১০
ঋকেতে সামের স্থিতি, ব্যাখ্যা করে এবে ;
অনুষ্ঠান-ক্রমে, এই পূর্ব্বাপর বিবেচিবে * ॥ ১১

* এতাবতা ইহা বাস্তবিক নহে, বস্তুতঃ সমস্ত ঋক্‌গুলিই যে প্রথম কি সমস্ত যজুগুলিই প্রথম অথবা সমস্ত সামগুলিই প্রথম বা দ্বিতীয় ইহা স্থির করা যায় না, বরং বেদত্রয়ই মিশ্রিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই সিদ্ধান্ত এবং ঋকগুলির মধ্যেও যজুগুলির মধ্যেও সামগুলির মধ্যেও পরস্পর পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষিত হয় কিন্তু তাহা অপৌরুষেয় বাদীদের বক্তব্য নহে।

জাতে দেহে ভবত্যস্য কটকাদিবিভূষণম্ ।
আশ্রিতম্ মণিমুক্তাদি কটকাদৌ যথা তথা ॥ ১২ ॥
যজুর্জ্জাতে যজ্ঞ-দেহে স্যাদৃগ্‌ভিস্তদ্বিভূষণম্ ।
সামাখ্যা মণিমুক্তাদ্যা ঋক্ষু তাসু সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩ ॥

নম্বধ্বর্য্যুহোত্রুগদাতৃব্রহ্মকর্ত্তব্যপ্রতিপাদকো যো মন্ত্রস্ত-স্যার্থো যোজনীয়ঃ? ইতি চেৎ, যোজ্যতে—'ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু । ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ' ইত্যেষ মন্ত্রঃ *। তস্যায়মর্থঃ—ত্ব-শব্দঃ সর্ব্বনামসু পঠিতঃ

(অনুবাদ)

দেহেতে যেমতি হয়, বলয়াদি বিভূষণ,
মণি মুক্তা আদি সবে, যথা, আশ্রিত-ভূষণ ; ১২
যজূরূপ যজ্ঞদেহে, ঋক্ তেমতি অলঙ্কার;
সামরূপ মণি সব, সদা আশ্রিত তাহার ॥ ১৩

অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারি প্রকার ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে †; অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে অধ্বর ক্রিয়া অর্থাৎ বেদীনির্ম্মাণ

---

* ঋ০ স০ ৮, ১, ২৪, ৬ ।

† ইহাদের প্রত্যেকেরই তিন তিনটি সহকারী থাকেন। অধ্বর্য্যুর প্রধান সহকারীকে প্রতিপ্রস্থাতা, হোতার প্রধান সহকারীকে মৈত্রাবরুণ, উদ্‌গাতার প্রধান সহকারীকে প্রস্তোতা ও ব্রহ্মার প্রধান সহকারীকে ব্রাহ্মণাচ্ছংসি কহে এবং অধ্বর্য্যুর দ্বিতীয় সহকারীকে নেষ্টা, হোতার দ্বিতীয় সহকারীকে অচ্ছাবাক, উদ্‌গাতার দ্বিতীয় সহকারীকে প্রতিহর্ত্তা ও ব্রহ্মার দ্বিতীয় সহকারীকে আগ্নীধ্র কহে এবং অধ্বর্য্যুর তৃতীয় সহকারীকে উন্নেতা, হোতার তৃতীয় সহকারীকে গ্রাবস্তুৎ, উদ্‌গাতার তৃতীয় সহকারীকে সুব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মার তৃতীয় সহকারীকে পোতা কহে।

একশব্দপর্য্যায়ঃ। একো হোতৃ-নামকঃ ঋত্বিক্ তত্র তত্র বি প্রকীর্ণত্বেনাধীতানামৃচাং যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সঙ্ঘীভাবমাপাদ্য পুষ্টিং কুর্ব্বন্নাস্তে। এক উদ্গাতৃনামকঃ শক্যুর্য্যপলক্ষিত-চ্ছন্দোবিশেষযুক্তাস্বৃক্ষু গায়ত্র্যাদিনামকং সাম গায়তি। একো ব্রহ্ম-নামকো হোত্রাদীনাং বেদত্রয় বিষয়ে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদপরাধে জাতে তৎপ্রতীকাররূপাং বিদ্যাং বদতি অতএব ছন্দোগা আমনন্তি—'যজ্ঞস্য হৈষ ভিষগ্ যদ্ ব্রহ্মা যজ্ঞায়ৈব তদ্ ভেষজং কৃত্বা হরতি'-ইতি, 'যদি যজ্ঞ ঋকৃত আর্ত্তির্ভবতি ভূরিতি ব্রহ্মা গার্হপত্যে জুহুয়াৎ'-ইত্যাদি চ

(অনুবাদ)

প্রভৃতি যজ্ঞশরীর সম্পন্ন হয়, পরে হোতৃ কর্ত্তৃক ঋগ্বেদীয় মন্ত্রে হোতৃকার্য্য অর্থাৎ ঐ বেদীতে হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার সাধিত হয়; পরে সেই সময়ে সময়েই উদ্গাতৃ কর্ত্তৃক উদ্গান কর্ম্ম অর্থাৎ ঐ আহুতি সফল করণাশয়ে ঈশ্বরস্মরণাদি ঐ যজ্ঞালঙ্কারে মণি-মাণিক্য খচিত করিয়া দেওয়া যায়; যজু, ঋক্ ও সাম—এই বেদত্রয়াভিজ্ঞ * ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঐ সমস্তই পর্য্যবেক্ষিত † ও আবশ্যকানুসারে সংশোধিত হইয়া থাকে ‡। যেহেতু এইরূপ ক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া থাকে অতএব সেই অনুষ্ঠান-ক্রমের অনুসারেই বেদত্রয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার্য্য সুতরাং প্রথম যজু, দ্বিতীয় ঋক্, তৃতীয় সাম; ইহাই সিদ্ধ হইল এবং তদনুসারে প্রথমেই

---

* এই জন্যই ব্রহ্মার নামান্তর সমুদ্র (ষ০ বা০ সূ০ ৫, ৩৩)

† এই জন্যই ব্রহ্মাকে বিশ্বব্যচা ও বল্য বলে (ষ০ বা০ স০ ৫, ৩৩)

‡ দক্ষিণাবিভাগ কার্য্যও ব্রহ্মারই, এইজন্যই ব্রহ্মার নামান্তর "ভূপ" শতং ব্রা০ ৪, ৩, ৪, ১৫।

একত্বধ্বর্য্যুর্যজ্ঞস্য মাত্রাং মিমীতে বিশেষেণ পরিচ্ছিনত্তি ইতি ।

নন্বু বেদার্থপ্রকাশকেঽস্মিন্ গ্রন্থে বেদানাং ব্যাখ্যেয়ত্বে সতি তৎপরিত্যজ্য যজুরাদিকং ব্যাখেয়ত্বেনোপন্যাসিতুমযুক্তম্ ? ইতি চেৎ, নায়ং দোষঃ ; মন্ত্রবিশেষাবাচকৈর্যজুরাদি-শব্দৈস্তত্তন্মন্ত্রোপেতানাং বেদানামুপলক্ষিতত্বাৎ ।

নন্বু মন্ত্রবেদয়োঃ কো বিশেষঃ ? ইতি চেৎ, উচ্যতে—মন্ত্রব্রাহ্মণসমষ্টির্ব্বেদঃ । তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি—'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্'-ইতি । বেদৈকদেশয়োর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ

(অনুবাদ)

যজুর্ব্বেদের, তৎপরে ঋগ্বেদের, ভাষ্য করিয়া এক্ষণে সামবেদের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উল্লিখিত প্রস্তাবে প্রমাণ 'ঋচাং' মন্ত্র (ঋ° সং ৮, ২, ২৪, ৬) *। এবং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণাদিতেও এ বিষয়ের পোষক প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

ভাল ! বেদার্থ প্রকাশক এই গ্রন্থে বেদসমস্তের ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত রূপ প্রস্তাব করা অন্যায় কি ? না ; যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মন্ত্রগুলিরই'ত 'যজু' প্রভৃতি আখ্যা, সেই সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যানই বেদের ব্যাখ্যান।

মন্ত্র ও বেদে বিশেষ কি ? বলি ;—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ের সমষ্টিকে 'বেদ' বলা যায়। আপস্তম্ব শ্রুতিতে অবিকল ইহাই আছে, যথা 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।' বেদের এক

* ঋগ্বেদ ভাষ্য ভূমিকাতে এ মন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।

পৃথক্ স্বরূপং জৈমিনির্ন্যায়েন নির্ণীতবান্। তত্র মন্ত্রস্বরূপ নির্ণয়ং দ্বিতীয়াধ্যায়স্থ প্রথমপাদে সপ্তমাধিকরণে ন্যায়-বিস্তরকার ইত্থমুদাজহার—'অহেবুধ্নিয় মন্ত্রং মে ইতি মন্ত্রস্য লক্ষণম্। নাস্ত্যস্তি বাংস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ॥ যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জিতম্। তে নুষ্ঠান-

(অনুবাদ)

ভাগের নাম 'মন্ত্র' এবং অপর ভাগের নাম 'ব্রাহ্মণ'। মহর্ষি জৈমিনি স্বীয় সূত্রবদ্ধ দর্শন গ্রন্থে এই উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ন্যায় বিস্তরকারও* স্বীয় গ্রন্থে, দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদীয় সপ্তম অধিকরণে মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়, এই প্রকার করিয়াছেন—

'অহে বুধ্নিয়'-মন্ত্রেতে শুনি উল্লেখ মন্ত্রের!
কিন্তু আছে কিবা নাই কিছু লক্ষণ তাদের?।
কেমনে লক্ষিবে বল, ঠেলি অব্যাপ্ত্যাদি-বাধ??
যাজ্ঞিক-প্রবাদে উহা, স্থির হইবে অবাধে! ১।

আধান প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়' (তৈ০ ব্রা০ ১, ১, ২৬) এই শ্রুতিতে মন্ত্র শব্দের উল্লেখ আছে। এতাদৃশ স্থলে মন্ত্র শব্দে কি বুঝিতে হইবে? মন্ত্রের কোন রূপ লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক উপদেশ

---

* ন্যায় শব্দে পঞ্চাঙ্গবিচার পূর্ব্বক বস্তু-নির্ণয়। উক্ত পঞ্চাঙ্গ, যথা—১ম সঙ্গতি, ২য় বিষয়, ৩য় সংশয়, ৪র্থ পূর্ব্বপক্ষ ও ৫ম সিদ্ধান্ত। এই ন্যায়কেই অধিকরণও কহে,. এইরূপ ন্যায়ানুসারে প্রণীত গ্রন্থবিশেষকে ন্যায়মালা, ন্যায়বিস্তর বা অধিকরণমালা কহে। এইরূপ ন্যায়মালা জৈমিনি, সূত্রাবলম্বনে মীমাংসার এবং ব্যাস সূত্রাবলম্বনে বেদান্তের, উভয়রূপই দৃষ্ট হয় এবং উভয়েরই প্রণেতা স্বয়ং মাধবাচার্য্য।

স্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে” ॥ আধানে হ্যেবমাম্নায়তে— “অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়”-ইতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি, অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ। “বিহিতার্থাভিধায়কো মন্ত্রঃ”-ইত্যুক্তে ‘বসন্তায় কপিঞ্জলান লভত’ -ইত্যস্য মন্ত্রস্য বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ ?—মনন-হেতুর্মন্ত্র-

(অনুবাদ)

আছে কি? না, হইতেই পারে না; যেহেতু অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য;—যদি বলা যায় ‘যাহা বিহিত পদার্থের অভিধায়ক, তাহাই মন্ত্র’ তাহা হইলে ‘বসন্ত দেবতার উদ্দেশে কপিঞ্জল আলভন করিবে *’ এই বিধিরূপ মন্ত্রে অব্যাপ্তি † দোষ ঘটিবে। যদি বলি—‘যাহা মননের হেতু, তাহাই মন্ত্র’ তাহা হইলে অনেকানেক ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারাও মনন করা হয় সুতরাং তাদৃশ স্থলসমূহে অতিব্যাপ্তি‡ দোষ অনিবার্য্য। এই রূপ ‘যাহার অন্তে অসি এই পদটি আছে, তাহাই মন্ত্র’ বা ‘যাহার অন্তে উত্তম পুরুষ ক্রিয়া যুক্ত আছে, তাহাই মন্ত্র’-ইত্যাদি লক্ষণসকলও পরস্পর অব্যাপ্তি দোষে দূষিত। না, এরূপ নহে; যেহেতু ‘যাজ্ঞিকগণ যেগুলিকে মন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করিয়াথাকেন, তাহাই মন্ত্র’ এই একটি নির্দ্দোষ লক্ষণ করাযায়। এই ব্যবহার বলেই অনুষ্ঠান-স্মারকাদি অর্থাৎ বাক্যাদির মন্ত্রত্ব স্থিরীকৃত হইয়াথাকে।

---

* মদনুবাদিত যজুর্ব্বেদ সংহিতার ৪১০ পৃষ্ঠা দেখ।

† লক্ষ্যেতে লক্ষণ না যাওয়া। অর্থাৎ ইহা মন্ত্র বটে অতএব এস্থলে মন্ত্রের লক্ষণ অন্বিত হওয়া উচিত কিন্তু বিহিত পদার্থের অভিধায়ক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইল।

‡ যাহা লক্ষ্য নহে সেস্থলেও লক্ষণের গতি।

ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণেঽতিব্যাপ্তিঃ; এবম্ 'অসিপদান্তো-মন্ত্রঃ' 'উত্তমপুরুষান্তো মন্ত্রঃ'-ইত্যাদিলক্ষণানাং পরস্পরমব্যাপ্তিঃ? ইতিচেৎ নৈবম্; যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দোষলক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমাখ্যানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। উরু-প্রথস্বেত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। অগ্নিমীলে পুরোহিত-মিত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। ইষেত্বেত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। অগ্নীদগ্নীন্ বিহরেত্যাদয়ঃ প্রৈষরূপাঃ। অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীদিত্যাদয়ো বিচার-

(অনুবাদ)

তদ্‌যথা—'উরু প্রথস্ব' অর্থাৎ বিস্তৃত কর—ইত্যাদিকে অনু-ষ্ঠানস্মারক (১) মন্ত্র, 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্' অর্থাৎ অগ্রে স্থাপিত অগ্নিকে স্তব করি (ঋ° স° ১, ১, ১) ইত্যাদিকে স্তুতি (২) মন্ত্র, 'ইষে ত্বা' অর্থাৎ পৃথিবীতে যজ্ঞ-ফলে স্বর্গ হইবে সেই জন্যই তোমাকে ছেদন করিতেছি (য° বা° স° ১)-ইত্যাদিকে ত্বান্ত (৩) মন্ত্র, 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' অর্থাৎ হে অগ্নে! বীতির জন্য আবিষ্কৃত হও (সা° ছ° আ° ১) -ইত্যাদিকে আমন্ত্রণোপেত (৪) মন্ত্র, 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' অর্থাৎ ধিষ্ণ্য হইতে ধিষ্ণ্যান্তর গমন কর-ইত্যাদিকে প্রৈষ (৫) মন্ত্র, 'অধঃস্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ' অর্থাৎ তিনি উপরেও

(১) যে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতেই কিরূপ অনুষ্ঠান বিধেয় তাহা স্মরণ হয়।

(২) যাহাতে স্তব করা যায়।

(৩) যাহার অন্তে ত্বা-শব্দ।

(৪) সম্বোধন যুক্ত।

(৫) ঋত্বিগ্ বিশেষকে ঋত্বিগ্ বিশেষের আদেশ।

রূপাঃ। অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চনে-ত্যাদয়ঃ পরিদেবনরূপাঃ। পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নরূপাঃ। বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ ইত্যা-দয় উত্তররূপাঃ। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যম্। ঈদৃশেষত্যন্তবিজা-তীয়েষু সমাখ্যানমন্তরেণ নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্ম্মোঽস্তি' যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। লক্ষণস্যোপযোগশ্চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতঃ—

(অনুবাদ)

আছেন নিম্নেও আছেন কি? (ঋ° স° ১০, ১২৯, ৫)-ইত্যা-দিকে বিচার (৬) মন্ত্র, 'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন' অর্থাৎ হে সহচরিগণ! আমাকে 'কেহই প্রেরণ করে নাই (যজু বা° স° ২৩, ১৮)-ইত্যাদিকে পরিদেবনা (৭) মন্ত্র, 'পৃচ্ছামি ত্বা 'পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' অর্থাৎ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর অন্ত (য° বা° স° ২৩, ৬১)-ইত্যা-দিকে প্রশ্ন (৮) মন্ত্র, 'বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' অর্থাৎ বেদিকেই পৃথিবীর অন্ত বলা যায় (য° বা° ২৩, ৬২)'-ইত্যা-দিকে উত্তর (৯) মন্ত্র বলা যায়। এইরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। ঈদৃশ অত্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় বাক্যাবলিতে এরূপ কোনই সাধারণ ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না, যাহা অবলম্বন করিয়া একটি পরিচায়ক লক্ষণ নির্ণয় করা যায়, অথচ 'ঋষি-রাও বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ সমূহের সীমা প্রাপ্ত হন না

---

(৬) সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সংশয়।
(৭) পশ্চাত্তাপ।
(৮) উত্তর প্রাপ্ত্যর্থ জিজ্ঞাসা।
(৯) সন্দেহ ভঞ্জন।

'ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্তশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ'-ইতি; তস্মাদভিযুক্তানাং মন্ত্রোঽয়মিতি সমাখ্যানং লক্ষণম্' ॥

ব্রাহ্মণস্বরূপমপি তত্রৈবাষ্টমাধিকরণে ইত্থং নিণীতম্—
"নাস্ত্যেতদ্ ব্রাহ্মণেত্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা। নাস্তীয়ন্তো

(অনুবাদ)

কিন্তু পরিচায়ক-সাহায্যে পণ্ডিতেরাও সহজেই সমস্তপদার্থই হৃদ্গত করিতে পারেন' অতএব অগত্যা 'প্রামাণিক ব্যক্তিদের এ মন্ত্র এ মন্ত্র ইত্যাকার যে প্রবাদ, তাহাই মন্ত্রের লক্ষণ' অর্থাৎ পূর্ব্বাপর গুরুপরম্পরায় যে যে শ্রুতিগুলি মন্ত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে সেই সমস্তকেই মন্ত্র বলা যায় * ॥

সেই গ্রন্থেই অষ্টম অধিকরণে ব্রাহ্মণস্বরূপও এই প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে—

'এতদ্‌ব্রাহ্মণ'-শ্রুতিতে শুনি উল্লেখ ব্রাহ্মণ।
কিন্তু; আছে কিবা নাই কিছু তাদের লক্ষণ ?
কতই যে বেদগ্রন্থ এবে নির্ণয় বিহনে,
ব্রাহ্মণ-লক্ষণ, স্থির, বল, হইবে কেমনে ??
অবশ্য হইবে, স্থির; কিছু ব্রাহ্মণ-লক্ষণ,
মন্ত্র-ভিন্ন সর্ব্ব উহা, ইহা কহে বিচক্ষণ। ২।

* অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলি সংহিতা বা মন্ত্র ভাগের, এগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থ, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তদনুযায়ী সংহিতাভাগীয় শ্রুতিগুলিকে মন্ত্র বলিয়া অবগত হওয়াই সুব্যবস্থা। বিশেষতঃ কতকগুলি মন্ত্র সংহিতাভাগে অদৃষ্ট হইলেও কল্পসূত্রকারাদি মন্ত্র বলিয়া ব্যবহৃত করা প্রযুক্ত যাহাদের মন্ত্রত্ব অবগত দুষ্কর নহে। এতদনুসারেই সামবেদের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের প্রথমাদি অধ্যায়ত্রয় ছান্দোগ্য বা মন্ত্র ব্রাহ্মণের প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায় এবং বংশ ব্রাহ্মণখানি সমস্তই মন্ত্ররূপে গ্রাহ্য।

বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ। মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ। অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥" চাতুর্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে—'এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি'-ইতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি, কুতঃ? বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ব্রাহ্মণভাগেষ্বন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রভাগ একঃ, ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তুং সঙ্গৃহীতানি—'হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরকৃতিঃ পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনাৎ'-ইতি। তেন হ্যন্নং

(অনুবাদ)

চাতুর্মাস্য প্রকরণে শ্রুত হইয়াছে 'এতদ্ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি'—এস্থলে ব্রাহ্মণ পদের উল্লেখ রহিয়াছে; এই ব্রাহ্মণের কোনরূপ লক্ষণ অর্থাৎ এই লক্ষণাক্রান্ত ব্যাক্যাবলিকে ব্রাহ্মণ বলাযায় এরূপ কিছু পরিচায়ক আছে কি? বোধহয় না, বেদভাগের ইয়ত্তার অভাবে কোন্ গ্রন্থ যে ব্রাহ্মণ এবং কোন্‌টি ব্রাহ্মণ নহে, ইহা দুর্ব্বোধ। না, এরূপ নহে; যে হেতু 'পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রভাগ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট বেদগ্রন্থ সমস্তই ব্রাহ্মণ'—ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। কোন আচার্য্য ঐ ব্রাহ্মণ কতপ্রকার? তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—

'হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি,
পরকৃতি, পুরাকল্প, ব্যবধারণ, এ নিধি (৯)।'

হেতু—'তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে' সেই হেতু অন্ন করা হইয়াছে। নির্ব্বচন—'এতদ্দধ্নো দধিত্বম্' ইহাই দধির দধিত্ব।

ক্রিয়ন্তইতি হেতুঃ। এতদ্দধ্নোদধিত্বমিতি নির্ব্বচনম্। অমেধ্যা বৈ মাষা ইতি নিন্দা। বায়ু র্বৈ ক্ষেপিষ্ঠো দেবতেতি প্রশংসা। তদ্ ব্যচিকিৎসন্ জুহবানী মাহৌষামিতি সংশয়ঃ। যজমানেন সম্মিতৌদুম্বরী ভবতীতি বিধিঃ। মাষানেব মহ্যং পচতেইতি পরকৃতিঃ। পুরা ব্রাহ্মণ অভৈষুরিতি পুরাকল্পঃ। যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতে বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি

(অনুবাদ)

নিন্দা—'অমেধ্যা বৈ মাষাঃ' মাষ নিশ্চয় অপবিত্র *। প্রশংসা-'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠো দেবতা' বায়ু দেবতা অতিশয় বেগবান্। সংশয়—'তদ্ব্যচিকিৎসন্ জুহবানী মা হৌসাম্' আমি সন্দেহ করি হোম করি কি করিব না? বিধি—'যজমানেন সম্মিতো-দুম্বরী ভবতি' যজমান পরিমিত দীর্ঘ ঔদুম্বরী করিবে। পরকৃতি—'মাষানেব মহ্যং পচতে' তিনি আমার জন্য মাষ-কলাই'ই পাককরেন। পুরাকল্প—'পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ' ইতি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ভীত হইয়া ছিলেন। অবধারণ কল্পনা—'যাব-তোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুঃকপালান্ নির্ব্বপেৎ' যতগুলি অশ্ব প্রতিগ্রহণ করিবে ততগুলি পুরোডাশ নির্ব্বপন করিবে, ঐগুলি চতুঃকপাল হইবে এবং উহা বরুণ দেবতোদ্দেশে নিরুপ্ত করিবে।' এইরূপ আরও উদাহরণ দেখান যায়।

---

* এই শ্রুতি অনুসারেই বোধ হয় স্মৃতিগ্রন্থে ব্রহ্মচারী ও তদ্ব্রতচারিণী বিধবার পক্ষে মাষকলাই ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে ফলে যাঁহার শরীরে রসাধিক্য হইলে ক্ষতি নাই, তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ না হইতে পারে অতএবই অগ্রে পরকৃতির উদাহরণ দ্রষ্টব্য। পরকৃতি শব্দের অর্থ পরের অনুষ্ঠানীয় ক্রিয়ার উল্লেখ করা (বড়াই)।

ৰিশেসাৰধারণকল্পনা। এৰমন্যদপ্যুদাহার্য্যম্। ন চ 'হেত্বাদীনা-মন্যতমদ্ ব্রাহ্মণম্'—ইতি লক্ষণম্, মন্ত্রেষ্বপি হেত্বাদি সম্ভৰাৎ। তথাহি—ইন্দৰোৰামুশন্তি হীতি হেতুঃ—উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে ইতি নির্ৰচনম্—মোঘমন্নং ৰিন্দতে অপ্রচেতা ইতি নিন্দা—অগ্নির্মূর্দ্ধা দিৰঃ ককুদিতি প্রশংসা—অধঃস্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীদিতি সংশয়ঃ—কপিঞ্জলানালভত-

(অনুবাদ)

যদি এই হেতু নববিধই ব্রাহ্মণের লক্ষণ স্থির করা যায়, তাহা হইলে মন্ত্র ভাগেও যে সমস্ত শ্রুতিতে হেতু প্রভৃতি অর্থ বোধিত হয় তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, বস্তুত তাহা নহে সুতরাং হেতু বা নির্ব্বচনাদি অর্থ-প্রকাশক বাক্য মাত্রেই ব্রাহ্মণ এরূপ লক্ষণ হইতে পারে না; ফলে ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই হেত্বাদি সমধিক লক্ষিত হয়। মন্ত্র গ্রন্থেও হেতু প্রভৃতির অসদ্ভাব নাই; যথা—'ইন্দৰো ৰামুশন্তি হি' অর্থাৎ হে ইন্দ্রৰায়ু। সোমরসসকল যেহেতু তোমাদিগকেই কামনা করিতেছে (ঋ০ স০ ৭, ২, ৪) ইহা হেতু। 'উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদক মুচ্যতে' অর্থাৎ যেহেতু উপরি হইতে পতিত হওত ভূ-পৃষ্ঠ সিঞ্চিত করে সেই জন্যই উদক বলা যায় (অথ০ স০ ৩, ১৩, ৪) ইহা নির্ব্বচন। 'মোঘমন্নং ৰিন্দতে অপ্রচেতাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য পশুতুল্য মানবগণ বৃথা অন্নলাভ করে—তাহাদের জীবন-ধারণই বৃথা; ইহা নিন্দা। 'অগ্নি র্মূর্ধা দিবঃ' অর্থাৎ অগ্নিই দ্যুলোকের মস্তক স্বরূপ (সাং স০ ১, ১, ৩, ৭) ইহা প্রশংসা। 'অধঃ স্বি দাসীদুপরি স্বিদাসীৎ' অর্থাৎ তিনি

ইতি বিধিঃ—সহস্রমযুতা দদদিতি পরকৃতিঃ—যজ্ঞেন যজ্ঞময়-জন্ত দেবাঃ-ইতি পুরাকল্পঃ। 'ইতি-করণবহুলং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ ন, 'ইত্যদদা ইত্যয়জথা ইত্যপচঃ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ'-ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণেন গাতব্যে মন্ত্রেঽতিব্যাপ্তেঃ।'ইত্যা-

(অনুবাদ)

নিম্নেও আছেন উপরেও আছেন কি ? (ঋ০ স০ ১০, ১২৯, ৫) ইহা সংশয়। 'বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে' বসন্তদেবতার, প্রীত্যর্থ কপিঞ্জল আলিভন করিবে (য০ বা০ স০ ২৪, ২০)' ইহা বিধি। 'সহস্রমযুতা দদৎ' অর্থাৎ সহস্র, অযুত দান করিয়াছেন (ঋ০ স০ ৮, ২১, ১৮ *) ইহা পরকৃতি। 'যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ' অর্থাৎ পূর্বকালে এই রূপ † যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ যজ্ঞ করিতেন (ঋ০ স০ ১০, ৯০, ১৬) ইহা পুরাকল্প। যদি ইতি শব্দের বাহুল্য দর্শনেই ব্রাহ্মণ বাক্য স্থিরীকৃত করিতে পারা যাইত অর্থাৎ 'যে বাক্যে ইতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় তাহাই ব্রাহ্মণ' এরূপ বলা যায় তাহা হইলে 'ইত্যদদা ইত্যয়জথা ইত্যপচ'—ইত্যাদি মন্ত্রেও ইতি শব্দের বাহুল্য দর্শন নিবন্ধন ব্রাহ্মণত্ব হইতে

---

* পূর্ণমন্ত্র এই—'চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রমযুতা দদৎ॥'

অর্থ—চিত্র নামক রাজা, সরস্বতীতীরবাসী অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজগণকে, পর্জন্য যে রূপ বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীকে প্রীত করে, সেইরূপ (স্বয়ং তাহাদের করগ্রাহী হইলেও) সহস্র ২ দশ ২ সহস্র [illegible] প্রীত করিয়াছেন॥

† কিরূপ যজ্ঞের দ্বারা ? তাহা মদনুবাদিত বাজসনেয়ী সংহিতার ৬৬ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; ঐ পৃষ্ঠার [illegible] অনুবাদটিই এমন্ত্রের অনুবাদ।

হেত্যনেন বাক্যেনোপনিবদ্ধং ব্রাহ্মণম্'-ইতি চেৎ ন, 'রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ'—যোবা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ'-ইত্যনয়োর্মন্ত্রয়োরতিব্যাপ্তেঃ। 'আখ্যায়িকারূপং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ ন, যমযমী-সংবাদসূক্তাদাবতিব্যাপ্তেঃ। তস্মান্নাস্তি ব্রাহ্মণলক্ষণমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ;—মন্ত্রব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারাৎ মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্ব্বমভিহিতত্বাৎ, অবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণম্'-ইত্যেতল্লক্ষণং ভবতীতি ॥

(অনুবাদ)

পারে। 'ইত্যাহ পদ ঘটিত বাক্যমাত্রই ব্রাহ্মণ' ইহাও বক্তব্য নহে যে হেতু 'রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ' অর্থাৎ রাজাও যে ভজনীয় ধনকে ভোগ করিব বলে (ঋ০ স০ ৭, ৪১, ২) এবং 'যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ' অর্থাৎ যে রাক্ষস বলে আমি শুচি (ঋ০ স০ ৭, ১০৪, ১৬)—এ মন্ত্র দুটিকেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয় *। 'আখ্যায়িকাবিশিষ্ট গ্রন্থ ভাগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণয় করাও অবিধি, কারণ যমযমীসংবাদ সূক্ত † প্রভৃতি মন্ত্রভাগেও আখ্যায়িকার অসদ্ভাব নাই। অতএব ইহা বলাই উচিত যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগাত্মক বেদ, তন্মধ্যে মন্ত্রের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তদরিক্ত ভাগই ব্রাহ্মণ ॥

---

* এ কয়টি উদাহরণ মাত্র; 'ইত্যাহ' পদযুক্ত ও 'ইতি' বিশিষ্ট অনেক মন্ত্র আছে।

† এ সূক্তটী ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলের দশম। যম ও যমী উভয়েই বিবস্বান্ ঋষির সন্ততি, ভ্রাতা ও ভগিনী।

মন্ত্রবিশেষাণামৃগ্‌যজুঃসামরূপাণাং লক্ষণানি তস্মিন্নেবা-ধিকারে ত্রিষ্বধিকরণেষু জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস—"তেষামৃগ্‌ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" (৩২) "গীতিষু সামাখ্যা" (৩৩) "শেষে যজুঃশব্দঃ" (৩৪) ইতি। তদেতন্ন্যায়বিস্তরে স্পষ্টী-কৃতম্—"নর্ক্‌সামযজুষাং লক্ষ্ম সাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠ ইত্যস্ত্যসঙ্করঃ।" ইদমাম্নায়তে— 'অহেবুধ্নিয়! মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূংষি' ইতি। ত্রীন্‌ বেদান্‌ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ, ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাস্তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদি-রূপেণ ত্রিবিধমাহুঃ, তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র

(অনুবাদ)

উল্লিখিতরূপ লক্ষণাক্রান্ত মন্ত্র সমস্তকে মহর্ষি জৈমিনি (ঐ প্রকরণেই) ঋক্‌, যজু ও সাম এই ত্রিবিধ বলিয়া স্বীকার করতঃ প্রত্যেকেরই লক্ষণ সূত্রিত করিয়াছেন এবং ন্যায়-বিস্তরকারও তদনুসারে স্বীয়গ্রন্থে উহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন। যথা—

ঋক্‌-সাম-যজু-লক্ষণ, বল, বুঝিব কি করে,
মিশ্রিত আছয়ে ত্রয়ী, চারি বেদের অন্তরে?
বাছিয়া বুঝিব, তাহা, গদ্য-পদ্য-গীতি-ক্রমে;
ক্রিয়ামতে চারি ভাগ, কেন ডুবিব সে ভ্রমে। ৩

এইরূপ একটি শ্রুতি আছে—'হে অহেবুধ্নিয়! যে মন্ত্র ভাগকে ঋষিগণ ঋক, সাম ও যজুর্বেদে ত্রিবিধ বলিয়া অবগত আছেন, উহা রক্ষা কর (তৈ. ব্রা. ১, ২, ২৬)' ইহাতে, স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মন্ত্রভাগ ত্রিবিধ কিন্তু তন্মধ্যে

ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি, কুতঃ? সাঙ্কর্য্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। 'অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেষৃগ্বেদাদিষু পঠিতো মন্ত্রঃ'-ইতি হি লক্ষণং বক্তব্যম্, তচ্চ সঙ্কীর্ণম্। "দেবোবঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ" -ইত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্বেদে সম্প্রতিপন্নো যজুষাং মধ্যে পঠিতঃ, ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি, তদ্‌ব্রাহ্মণে সাবিত্র্যর্চে ত্ব্যকৃত্বেন ব্যবহৃতত্বাৎ। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে-ইতি প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সাম যজুর্বেদেঽঙ্গীকৃতম্—"অক্ষিতমসি" "অচ্যুতমসি" "প্রাণসংশিতমসি" ইতি ত্রীণি যজূংষি সামবেদে সমাম্নাতানি। তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে;

(অনুবাদ)

কোন্ মন্ত্রটি ঋক্, কোন্‌টি সাম ও কোন্‌টিই বা যজু? জানিবার উপায় নাই, যেহেতু অধ্যাপকাদি কর্ত্তৃক ইদানীং যজুর্ব্বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যেও 'দেবোবঃ সবিতোৎ-পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' ইত্যাদি ঋকের সদ্ভাব দেখা যায়, বস্তুতঃ ইহা যজু নহে, যজু হইলে তদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে সাবিত্রী নামক ঋক্‌সমূহের মধ্যে ত্র্যক বলিয়া ইহা ব্যবহৃত হইতে পারিত না; এইরূপ ঐ যজুর্ব্বেদেই 'এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে' (তৈ০ সং০ ১, ৬, ৫, ১)—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই কিছু সামও স্বীকৃত হইয়াছে; সামবেদেও 'অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসি (ছা০ ব্রা০ ৩, ১৭)'-ইত্যাদি যজুর্ম্মন্ত্র দৃষ্ট হয় এবং গীয়মান সামসমস্তের আশ্রয় ঋক্‌গুলিও সমস্তই সামবেদে অধ্যাপিত হইয়াই থাকে; অতএব ঋক্ প্রভৃতির লক্ষণ নাই? এই আশঙ্কার

তস্মান্নাস্তি লক্ষণমিতিচেৎ ন, পাদাদীনামসঙ্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ। 'পাদবন্ধেনার্থেন চোপেতাঃ বৃত্তবদ্ধাঃ মন্ত্রাঃ ঋচঃ'—'গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি'—'বৃত্তগীতিবর্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতাঃ মন্ত্রাঃ যজূংষি'—ইত্যুক্তে ন ক্বাপি সঙ্করঃ"-ইতি।

যদুক্তং 'গীতিষু সামাখ্যা'-ইতি তদেব বিশদীকর্ত্তুং সপ্ত-

(অনুবাদ)

উত্তরে বলা হইতেছে—না, অবশ্যই লক্ষণ করা যাইবে; যথা—পদ্যে রচিত মন্ত্রগুলি ঋক্ (জৈ০ সূ০ ২, ১, ৩২) গদ্যে রচিত মন্ত্রগুলি যজু (জৈ০ সূ০ ২, ১, ৩৪) ও গীতিতে রচিত মন্ত্রগুলিই সাম (জৈ০ সূ০ ২, ১, ৩৩)। এইরূপে ত্রিবিধ মন্ত্রভাগই সুপরিচিত হইল *॥

কথিত 'গীতীতে রচিত মন্ত্রগুলিকে সাম বলা যায়'—এই লক্ষণটি স্পষ্টরূপ হৃদঙ্গম করণার্থ সেই ন্যায়বিস্তর গ্রন্থের সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে রথন্তর শব্দের নির্ণয় করা হইয়াছে। যথা—

---

* এতাবতা, ঋঙ্মন্ত্রের অধিকারী হোতার ব্যবহারোপযোগী মন্ত্রসংহিতা পাঠকে ঋক্‌সংহিতা, যজুর্মন্ত্রের অধিকারী অধ্বর্য্যুর ব্যবহারোপযোগী মন্ত্রসংহিতা পাঠকে যজুঃসংহিতা, সামগানাধিকারী উদ্গাতার ব্যবহারোপযোগী মন্ত্রসংহিতা পাঠকে সামসংহিতা এবং যে হেতু অথর্ব্বা ঋষিই যজ্ঞের প্রথম প্রকাশক (ঋ০ স০ ১, ৮৩, ৫) ও ব্রহ্মাই ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অতএব ব্রহ্মার উপযোগী মন্ত্রসংহিতা পাঠকে অথর্ব্বসংহিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ ১, ১, ৮) ও তত্তৎসংহিতার অর্থবাদাদি বোধক ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে তত্তদ্বেদীয় বলিয়া ইদানীং চারি নাম প্রসিদ্ধ থাকিলেও ঋক্ (গদ্য), যজু (পদ্য) ও সাম (গীতি) এই রচনাত্রয়াতিরিক্ত মন্ত্র না থাকায় বেদের ত্রয়ীত্ব অব্যাহতই আছে এবং ঐ ঐ লক্ষণানুসারে ঋক্‌প্রভৃতিও অনায়াসেই পরিচিত হইতেছে; অর্থাৎ যে কোন সংহিতারই হউক গদ্য রচনাময় মন্ত্র হইলেই তাহাকে যজু, এইরূপ গীতি রচনাময় মন্ত্র হইলেই তাহাকে সাম, ও পদ্যরচনাময় মন্ত্র হইলেই তাহাকে ঋক্ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে রথন্তরশব্দো নিরূপিতঃ—"অতি-দেশ্যং বিনিশ্চেতুং কবতীষু রথন্তরম্। গায়ত্রীত্যৃগ্ গানযুক্তা শব্দার্থো গানমেব্ব বা। ইতি চিন্তা গানযুক্তা হ্বভিব্বেত্যৃক্-প্রসিদ্ধিতঃ। লাঘবাদতিদেশস্য যোগ্যত্বাচ্চান্তিমো ভবেৎ॥ ইদমাম্নায়তে—'কবতীষু রথন্তরং গায়তি'-ইতি, 'কয়া নশ্চিত্র আভুবদিত্যাদ্যাস্তিস্র ঋচঃ কবত্যঃ, তাসু বামদেব্যং সাম অধ্যয়নতঃ প্রাপ্তম্, তদ্বাধিতুং রথন্তরং সাম তাস্বতিদিশ্যতে.

(অনুবাদ)

'কবতীতে রথন্তর সাম গাইবে'-বিধিতে,
স্বর-স্তোভমাত্র গেয় কিংবা ঋচার সহিতে?
স্বর-স্তোভ মাত্র সাম নহে, প্রসিদ্ধি মতেতে,
অতএব গেয় হবে বুঝি ঋচার সহিতে??
না না, তাহা নহে কভু, এ বিধির অভিপ্রায়,
কবতী ঋচাটি গেয় হইবে রথন্তর প্রায়। ৪

'কবতীগুলিতে রথন্তর সাম গান করিবে'—ইত্যাদি বিবিধ বিধান আছে। এস্থলে সন্দেহ যে ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে? কারণ, 'কয়ানশ্চিত্রআ (উ° আ° ১, ১, ১২, ১৩)' ইত্যাদি তিনটি ঋক্‌কেই কবতী কহে এবং এই মন্ত্র-গুলিই স্বর * ও স্তোভাদির † যোগেতে গীত হইলেই তাহাকে বামদেব্য সাম কহে (উ° গা° ১, ১, ৫);—

* ক্রুষ্ট, প্রথম প্রভৃতি নারদীশিক্ষা, লোমশী শিক্ষা ও গৌতমী শিক্ষা দ্রষ্টব্য।

† স্তোভ তিনপ্রকার। বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। সংস্কৃত টী° সং দ্রষ্টব্য। স্তোভ নামে একখানি গ্রন্থও আছে, তাহাতে পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভগুলি সংগৃহীত দৃষ্টহয়।

তত্রাতিদেশস্য স্বরূপং নিশ্চেতুং রথন্তর-শব্দার্থশ্চিন্ত্যতে। গানবিশেষযুক্তা 'অভি ত্বা শূর নোনুম' ইত্যীয়মৃগ্ রথন্তর-মিত্যুচ্যতে, কুতঃ ? অধ্যেতৃ-প্রসিদ্ধিতঃ। রথন্তরং গীয়তামিতি কেনচিদুক্তাঃ অধ্যেতারঃ স্বরস্তোভবিশেষযুক্তামভিত্বেত্যৃচং পঠন্তি, ন তু স্বরস্তোভমাত্রম্। তস্মাদ্ গানবিশেষানুপূর্ব্বী-মাত্রস্বরূপমৃগক্ষরব্যতিরিক্তং যদ্ গানং তদেব রথন্তরশব্দার্থঃ। কুতঃ ? লাঘবাৎ। কিঞ্চ কবতীষৃক্ষু গানমতিদেষ্টুং যোগ্যং ন ত্বৃচস্তদ্যোগ্যতাস্তি, কয়ানোঽভিত্বেত্যনয়োঋচোর্যুগপদা-

(অনুবাদ)

এদিকে, 'অভিত্বাশূর নোনুমঃ (ছং আ০ ৩, ১, ৫, ১)'-এই মন্ত্রটি স্বরাদিযোগে গীত হইয়া রথন্তর সাম নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে (আ০ গা০ ২, ১, ২১) রথন্তর সাম গান কর বলিলেই এইটিই পাঠ্য হইয়াথাকে; এক্ষণে বিচার্য্য যে রথন্তর শব্দে কি বুঝিতে হইবে ? স্বরস্তোভাদিযুক্ত 'অভি-ত্বাশূর নোনুমঃ' এই ঋকৃটি অথবা কেবল ঐ স্বরস্তোভাদি ? কেবল স্বরস্তোভাদি হইতে পারে না, স্বরস্তোভাদিযুক্ত ঐ ঋকৃটিই রথন্তর বলিতে হইবে কারণ কেবল স্বরস্তোভাদিতে রথন্তর শব্দ প্রসিদ্ধ নহে ?? এই আশঙ্কা দূর করণাশয়ে বলা হইতেছে, যে, না, এরূপ নহে; কবতীও ঋক্, ঐ ঋকের উপরে অভিত্বা ঋকৃটি গীত হওয়াও কি সম্ভব ? কোন ঋক্ কি কখন অপর ঋকের আধার হইতে পারে ? না, কখনই না ! অতএব অভিত্বা ঋকৃটি যেরূপ স্বরস্তোভে গীত প্রসিদ্ধ আছে, ঐরূপ স্বরস্তোভকেই রথন্তর কহে; কবতী

"ধীরাধেয়ভাবেন পঠিতুমশক্যত্বাৎ। তস্মাদ্ গানবিশেষ এব রথন্তরশব্দার্থঃ" ইতি॥

পুনরপি নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে প্রথমাধিকরণস্য প্রথমবর্ণকে সামশব্দস্য গানমাত্রবাচিত্বং স্মারিতম্—"সামোক্তিবৃহদাদ্যুক্তৌ গীতায়ামৃচি কেবলে। গানে বা গানএবেতি স্মার্য্যতে সপ্তমোদিতম্॥ সামান্যবাচী সামশব্দো বিশেষবাচিনো বৃহদ্রথন্তরাদিশব্দাশ্চ গানমাত্রে বর্ত্তন্তে, ন তু গান-

(অনুবাদ)

ঋক্‌গুলিও ঐরূপ রথন্তরীয় স্বরস্তোভাদিযুক্ত করিয়া গান করিবে* ইহাই তাদৃশ বিধির অভিপ্রায়॥

পুনশ্চ নবমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে প্রথমাধিকরণের প্রথম বর্ণকে† সাম শব্দে যে কেবল গান বুঝায়, তাহা স্মরণ করান হইয়াছে। যথা—

'সাম' কিংবা 'রথন্তর' বলিতে কি বুঝাইবে,—
গীতি-মন্ত্র কিংবা স্বর? সেই স্বরই গাইবে। ৪

সামান্যত সাম অথবা বিশেষত বৃহৎ-নামক সাম রথন্তর-নামক সাম বলিলে সেই সেই স্বরই বুঝিতে হইবে, যে কোন মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া হউক সেই স্বরটি গাইলেই

---

* এ সামটি উহ্যগানে সংবৎসর পর্ব্বের অন্তিম সাম; প্রায়ণীয়াহের মধ্যন্দিন সবনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† অধিকরণ শব্দে 'পঞ্চাবয়ব' বিচার, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ঐ পঞ্চাবয়ব বিচারটি যে বিষয়ে যত প্রকার হয়, সেইগুলি বর্ণক আখ্যাতে ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

ৱিশিষ্টায়াম্বচি। ইত্যয়ং নিয়মঃ সপ্তমস্য দ্বিতীয়পাদে সিদ্ধঃ সোঽত্র ৱক্ষ্যমাণৱিচারোপযোগিতয়া স্মার্য্যতে” ইতি॥

সামশব্দৱাচ্যস্য গানস্য স্বরূপমৃগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরৱিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে। ক্রুষ্টঃ প্রথমো দ্বিতীয় স্তৃতীয় শ্চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠ শ্চেত্যেতে সপ্ত-স্বরাঃ—তে চাৱান্তরভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ। স্বরস্য সামনিষ্পাদকত্বং ছান্দোগ্যোপনিষদঃ প্রথমে প্রপাঠকে (৮খং) প্রশ্নো-

(অনুবাদ)

সেই সাম গান সিদ্ধ হইবে * ; ইহা সপ্তমাধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে সিদ্ধান্তিত হইলেও এস্থলে বক্ষ্যমাণ বিচারের উপ-যোগী বিবেচনায় স্মরণ করা হইল।

সাম শব্দের বাচ্য যে গান, তাহা আশ্রয়স্বরূপ ঋচাদির অক্ষরসকলে ক্রুষ্ট প্রভৃতি সপ্তস্বরে এবং অক্ষর-বিকারাদি দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ক্রুষ্ট (১), প্রথম (২), দ্বিতীয় (৩), তৃতীয় (৪), চতুর্থ (৫), পঞ্চম (৬) ও ষষ্ঠ (৭) প্রাধান্যত এই সপ্তস্বর ; ইহারাই আবান্তর ভেদে বহু প্রকার বিভিন্ন হয়। এই সপ্তস্বরই যে সামের জীবন তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকেই প্রশ্নোত্তর দ্বারা

---

* এতাবতা যেরূপ কোন একটি পদ্যকে আশ্রয় করিয়া কোন গ্রন্থে ভৈরব রাগ লিখিত থাকিলে বা ঐরূপ মৌখিক শিক্ষিত হইলেও ভৈরব রাগ গাহিতে হইলে সেই পদ্যেরই আবশ্যক হয় না প্রত্যুত সেই স্বরেরই গান কর্ত্তব্য হয়, সেইরূপ সামবেদেও যে কোন ঋক্ আশ্রয় করিয়া যে কোন গ্রন্থে বৃহৎ বা রথন্তর প্রভৃতি স্বরের আদর্শ দর্শিত আছে, বৃহৎ বা রথন্তর গান করিতে আদিষ্ট হইলে গ্রন্থে লিখিত গানটি মাত্রই গাইতে হইবে এরূপ নহে, ঐ ঐ স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক যে কোন ঋক্ গাওয়া যাইবে, তাহাই বৃহৎ ও তাহাই রথন্তর ইত্যাদি।

ত্তরাভ্যামাগমন্তি—"স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভমুবাচ—হন্ত! ত্বা পৃচ্ছামীতি, পৃচ্ছেতি হোবাচ, কা সাম্নোগতিরিতি, স্বর ইতি হোবাচ" ইতি। কাণ্বা উদ্গীথ-বিদ্যায়াং স্বরস্য সামসম্বন্ধিসর্ব্বস্বস্থানীয়ত্বং শোভনবর্ণস্থানী-য়ত্বং চাগমন্তি—"তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণম্"-ইতি চ ॥

অক্ষরবিকারাদীনাস্তু সাম নিষ্পাদকত্বং নবমাধ্যায়স্য

(অনুবাদ)

জ্ঞাপিত হইয়াছে। যথা—'সেই শালাবত্য শিলক, চৈকতায়ন দাল্ভ্য কে বলিলেন, ওহে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি তিনি বলিলেন, প্রশ্ন 'কর।' এইরূপ প্রশ্ন করিবার অনুমতি গ্রহণানন্তর জিজ্ঞাসিত হইল—'সামের জীবন কি?' ইহার উত্তরে 'তিনি বলিলেন স্বর'। কাণ্ব শাখাধ্যায়ীরাও উদ্গীথবিদ্যার প্রকরণে স্বরই যে সামের জীবনসর্ব্বস্ব এবং সুন্দর স্বরূপ স্থানীয়;—ইহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। যথা—'যে কেহ সামের জীবনসর্ব্বস্ব অবগত আছে, তাহার অবশ্যই জীবনসর্ব্বস্ব লাভের ন্যায় তৃপ্তি হয়;—স্বরই সামের জীবনসর্ব্বস্ব।' আরও—'যে কেহ সামের সুন্দর স্বরূপ অবগত আছে, তাহার অবশ্যই সুন্দর স্বরূপ লাভ হয়,—স্বরই সামের সুন্দর স্বরূপ।'

কেবল স্বরবোধেই সাম সম্পন্ন হইবার নহে, ইহার সহিত কোন্ সামের কোন্ স্থানে কিরূপ অক্ষরবিকারাদি কর্ত্তব্য, ইহাও সবিশেষ জ্ঞাতব্য। মীমাংসাদর্শনের নবমা-ধ্যায়-দ্বিতীয় পাদে 'অর্থৈকত্বাৎ বিকল্পঃ স্যাৎ (জৈ০ সূ০ ৯,২,

দ্বিতীয়পাদে এব 'অর্থৈকত্বাদ্ বিকল্পঃস্যাৎ' (২৭) ইত্যেতস্য সপ্তমাধিকরণগতস্য সূত্রস্য ব্যাখ্যানাবসরে শবরস্বামিনা স্পষ্টমুক্তম্—"সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ! আহ—ক ইমে গীত্যুপায়া নাম ? উচ্যতে—গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যভ্যন্তর-প্রযত্নজন্যা, স্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলাপ্যা, সা নিয়তপ্রমাণা, ঋচি* গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোঽয়মগক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভঃ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে"-ইতি। তদ্বিষয়ে বিচা

(অনুবাদ)

২৭)'—এইটির ব্যাখ্যাকালে শবরস্বামী স্পষ্ট বলিয়াছেন;—সামবেদে বহুতর গীতি-সাধন। সেগুলি কি ? বলি,—অভ্যন্তর প্রযত্নজন্য ক্রিয়াবিশেষকে গীতি বলা যায়, তাহাই বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ স্বরের অভিব্যঞ্জক, উহাকেই সাম বলা যায়, তাহা পরিমিতাক্ষরাদি-নিয়মে গ্রথিত ঋক্ (পদ্য) অবলম্বন করিয়া গীত হইয়া থাকে ; কেবল স্বরই এই গীতির সম্পাদক নহে প্রত্যুত ঋক্গুলির কোন স্থানে অক্ষর বিকার, কোথাও বা বিশ্লেষ, কোথা বা বিকর্ষণ, স্থানবিশেষে অভ্যাস, নিয়মানুসারে বিরাম এবং স্তোভযোগ প্রভৃতিও বহুতর সাধন আছে ; তৎসমস্তই সামবেদে শ্রুত হওয়া যায়। এই বিষয়ে ন্যায়বিস্তরকারও বিচার করিয়াছেন। যথা—

---

*কেবল স্তোভমাত্র অবলম্বনেও আরণ্যগানে অনেক সাম আছে, সেগুলি ঋক নহে বরং তাহাদিগকে যজু বলা যাইতে পারে। বস্তুত যদিও গানে পদ্যেরই বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু গদ্যও হইতে পারে না [illegible] মা

রোন্যায়বিস্তরেঽভিহিতঃ—"সমুচ্চেয়া বিকল্প্যা বা বিভিন্না গীতি-হেতবঃ। আদ্যঃ প্রয়োগগ্রহণাদর্থৈকত্বাদ্ বিকল্পনম্॥ ছান্দোগ্যতবলকারাদিশাখাভেদেষু বিলক্ষণা গীতিহেতবোঽক্ষরবিকারাদয় আম্নায়ন্তে, তে সর্বে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমুচ্চেতব্যাঃ। কুতঃ? প্রয়োগবচনে সর্বেষাং পরিগৃহীতত্বাৎ। নৈবম্, একৈকশাখোক্তৈরেবাক্ষরবিকারাদিভিরধ্যয়নকালা এব গীতিস্বরূপনিষ্পত্তেস্তন্নিষ্পত্তিলক্ষণস্য প্রয়োজনস্যৈকত্বাৎ।

(অনুবাদ)

শাখাভেদে সামভেদ, কার্য্যে, সমস্ত বা একটি?
একেতে সাধিবে ইষ্ট; গ্রাহ্য, যিটি ইচ্ছা সিটি। ৫

ছান্দোগ্য * তবল্কার প্রভৃতি শাখাভেদে এক একটি সামও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গীত হইয়া থাকে †, কার্য্যকালে সে সকলপ্রকার সামই গীত হইবে অথবা যে কোন একটী মাত্র? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলা হইয়াছে যে, যে কোন শাখার নিয়মানুসারে হউক সেই সামটি গীত হওআই প্রয়ো-

---

* ইহারই নামান্তর কৌথুম। বস্তুত ছন্দোময় ঋকগুলিকে বা ছন্দোনামক আর্চিক-গ্রন্থকে যাঁহারা গান করেন তাঁহারাই ছন্দোগ অর্থাৎ সামগ, তাঁহাদের ঔদ্গাত্র-কার্য্যাদিতে ব্যবহার্য্য সামসংহিতা বা সামব্রাহ্মণ সমস্তকেই ছান্দোগ্য বলিতে পারা যায়; বিশেষত ছান্দোগ্য পদটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিশেষণই প্রায় দেখা যায়।

† এই জন্যই সামবেদের সহস্র-শাখা প্রবাদ আছে বস্তুত একমাত্র মন্ত্র অবলম্বনে অনেকানেক-প্রকার সাম গীত হইয়াছে এবং এক্ষণেও হইতে পারে। ফলে সাম বেদের ১৩টি মাত্র শাখা। ১ভা০ বৈ০ স০ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগবচনপরিগৃহীতা অপি ব্রীহিযববদ্ বৃহদ্রথন্তরবচ্চ বিকল্পন্তে”-ইতি ॥

গীতিহেতুষু স্তোভস্যাত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাত্তল্লক্ষণং তস্মিন্নেব পাদে একাদশাধিকরণে চিন্তিতম্—“স্তোভস্য লক্ষণং নাস্তি কিং বাস্তি ন বিবর্ণতা। আধিক্যমপ্যতিব্যাপ্তং বিশিষ্টং লক্ষণং ভবেৎ ॥ ন তাবদ্ বিবর্ণত্বং লক্ষণম্, বর্ণ-বিকারস্য বিপরীত-বর্ণত্বেন স্তোভত্ব-প্রসঙ্গাৎ। অগ্ন আয়াহীত্যস্যামৃচি অকারস্য

(অনুবাদ)

জনীয় অতএব যে কোনটির দ্বারা ইষ্ট সিদ্ধ হইলেই অপরাপরের গান সুতরাং নিষ্প্রয়োজন হইবে *।

উল্লিখিত অক্ষর বিকার প্রভৃতি গীতি-হেতুগুলির মধ্যে স্তোভ অতিপ্রসিদ্ধ অতএব সেই পাদেরই একাদশাধিকরণে স্তোভের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যথা—

স্তোভের লক্ষণ কিছু আছে কিবা হয় নাই
বৈবর্ণ বা অধিকতা রূপে দোষ আছে ভাই।
ভাল; আছে এক যুক্তি, দুই একত্র মিশালে,
অবশ্য হইবে রূপ; নাহি দোষ তার ভালে ॥ ৬.

কোন ঋগংশ বিকৃত হইলেই উহাকে স্তোভ বলা যায় না; তাহা বলিলে ‘অগ্ন আয়াহি’ এই মন্ত্রে গীত সামে প্রথমত অকারের স্থানে ওকার শ্রুত হওয়া যায়, উহা

* কার্য্যত শাখা-সূত্র অর্থাৎ গৃহ্যাদি সূত্র প্রণেতৃগণের শাসনানুসারে স্বীয় শাখার সামই আদরণীয় হইয়া থাকে।

† গেয়গানের প্রথম মন্ত্রটির আবৃত্তি দেখ।

স্থানে ওকারং কৃত্বা গায়ন্তি "ওগ্নায়ি" ইতি। অধিকো বর্ণঃ স্তোভঃ ইত্যুক্তে সতি অভ্যাসেঽতিব্যাপ্তিঃ। পিবাসোমমিন্দ্র মন্দতুত্বেত্যেতস্যামৃচি দতুত্বেত্যক্ষরত্রয়ং গানকালে ত্রিরভ্যস্তম্। অতোবিকারাভ্যাসয়োরতিব্যাপ্তের্নাস্তি লক্ষণম্? ইতি চেৎ নৈবম্, "অধিকত্বে সত্যৃগ্বিলক্ষণবর্ণঃ স্তোভঃ"—ইতি বিশিষ্টস্য তল্লক্ষণত্বাৎ। লোকেঽপি সভায়াং বিপ্রলম্ভকেনোচ্যমানং প্রকৃতার্থানন্বিতং কালক্ষেপমাত্রহেতুং শব্দরাশিং স্তোভ-ইত্যাচক্ষতে। তস্মাদস্তি লক্ষণম্"—ইতি॥

(অনুবাদ)

কেও স্তোভ বলিতে হয়, বস্তুত উহা স্তোভ নহে প্রত্যুত অক্ষরবিকারের উদাহরণ। ঋকের মধ্যে বর্ণ বা পদের আধিক্যও স্তোভের জ্ঞাপক নহে; অন্যথা 'পিবা সোম মিন্দ্র মন্দতু ত্বা (ছ০ আ০ ৫,১,১,৮)' এই ঋকের গান কালে (গে০ গা০ ১০, ২, ৩) 'দতুত্বা' প্রভৃতি কয়েকটি অংশ ত্রিবার করিয়া গীত হইয়াথাকে, তাহাকে অভ্যাস কহা যায় কিন্তু উল্লিখিত রূপ স্তোভের লক্ষণ স্বীকার করিলে, তাদৃশ স্থলসমূহেও ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। তবে কি স্তোভের লক্ষণ নাই? না, এরূপ নহে, অবশ্যই আছে; ঋকের বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তরিত না হইয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সেই বর্দ্ধিত বর্ণকে বা বর্ণগুলিকে স্তোভ কহে* ॥ কালক্ষেপার্থক বাক্যাদিকে লোকেও স্তোভ দেওয়া বলিয়া থাকে 'অমুক অমুককে স্তোভ দিতেছে' ইত্যাদি।

---

*—যথা প্রথম সামেই—"আয়াহী ঈ" এস্থলে যাহি পদের ইকারটি বিকৃত হইয়া ঈ হইয়াছে এবং ঐ ঈ-রূপেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যাহ ঈ ঈ'

অক্ষরবিকার-স্তোভাদিবৎ বর্ণ-লোপোঽপি ক্বচিদ্ গীতি-হেতুর্ভবতি, তল্লোপ-বিষয়শ্চ বিচারো নবমাধ্যায়ে প্রথম-পাদস্যাষ্টাদশাধিকরণেঽভিহিতঃ—"ইরাং গিরা বিকল্পঃ স্যাচ্ছ্রুতেরেবা বিশেষতঃ। আদ্যো মৈবং বাধপূর্ব্ব গিরায়া বিহিতত্বতঃ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"যজ্ঞায়জ্ঞীয়েন

(অনুবাদ)

যেরূপ অক্ষরবিকারাদি ও স্তোভযোগ গীতির হেতু, সেইরূপ বর্ণলোপও অন্যতম হেতু। তদ্বিষয়ক বিচারও নবমাধ্যায়ের প্রথমপাদীয় অষ্টাদশাধিকরণে কথিত হইয়াছে। যথা—

'ইরা' 'গিরা' বিকল্পিবে, কিংবা আছে কিছু কথা?
বাধয়ে যে বলবান্, ইহা কে করে অন্যথা॥ ৭

জ্যোতিষ্টোমে বিধি আছে 'যজ্ঞায়জ্ঞীয় দ্বারা স্তব করিবে (তা° ব্রা° ৮, ৬)' 'যজ্ঞা যজ্ঞা (ছ° আ° ১, ১,৪,১)'

আকার ধারণ করিয়াছে। 'ওগ্নায়ি' স্থলে 'অগ্ন' অংশের অ বিকৃত হইয়া ও হইয়াছে মাত্র কিন্তু বর্দ্ধিত হয় নাই অতএব উহা বর্ণ-বিকারের উদাহরণ এবং 'গ্নি' ইহার গ্ন বর্ণটি বিকৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও রূপান্তরিত হইয়া 'আই' হইয়াছে অতএব ইহাও স্তোভ নহে, প্রত্যুত ইহা আগমের উদাহরণ হইতে পারে। এইরূপ 'পিবাসোম (৯, ১, ১, ৮)' মন্ত্রের 'দন্তুস্বা' অংশটি পরিবর্দ্ধিত হইলেও বিকৃত নহে অতএব উহাকেও স্তোভ বলা যায় না প্রত্যুত অভ্যাস বলা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য—যে, উল্লিখিত লক্ষণটি বর্ণ-স্তোভের বাক্য-স্তোভ বা পদ স্তোভের লক্ষণ এরূপ নহে। যোনি ঋক্ হইতে অতিরিক্ত; অথচ ঋগংশরূপে ঋকের মধ্যে বা পৃথক্ আশ্রয় রূপেই গীত পদ বা পদাবলিকে পদস্তোভ এবং ঐরূপ বাক্য বা বাক্যাবলিকে বাক্য স্তোভ কহে। পদস্তোভ পঞ্চদশ প্রকার এবং বাক্যস্তোভ নববিধ মাত্র। ১ম ভাগ ৫০ নং দেখ।

স্তুবীত”-ইতি। ‘য়জ্ঞায়জ্ঞা’-ইত্যনেন শব্দেন যুক্তায়াম্যচ্যুৎপন্নং সাম য়জ্ঞায়জ্ঞীয়ম্, তস্যামৃচি গিরাশব্দঃ পঠ্যতে ‘য়জ্ঞায়জ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে’ ইতি। তত্র সামগা য়োনিগান-মধীয়ানাঃ সহৈব গকারেণ গায়ন্তি—‘গায়িরা গিরা’-ইতি। ব্রাহ্মণে তু গকার লোপপূর্ব্বক মাকারয়কারা-দিরূপং গানং বিধীয়তে ‘ঐরং ‘কৃত্বোদ্গেয়ম্’-ইতি। গিরাশব্দে গকারলোপা দিরাশব্দো ভবতি ইরায়াঃ সম্বন্ধি গানং ঐরম্। তাদৃশং কৃত্বা প্রয়োগকালে তদ্গানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তত্র,

(অনুবাদ)

—এই মন্ত্রেতে গীত একটি সাম* য়জ্ঞায়জ্ঞীয় নামে প্রসিদ্ধ (গেং গাং ১, ২, ২৫)। য়জ্ঞায়জ্ঞা ঋকৃটিতে গিরা শব্দ আছে, যোনি গানণ† গ্রন্থে ঐ ঋঙ্মূলক সামে ঐ গিরা স্থানে অক্ষর-বিকৃতি ও আগম করিয়া ‘গায়িরা’ গীত হইয়া থাকে। তাণ্ড্য গ্রন্থে বিধি আছে যে ‘গিরাকে ইরা করিয়া অর্থাৎ গকারটি লোপ করিয়া জ্যোতিষ্টোমে গান করিবে (৮,৬)’। এ স্থলে সন্দেহ যে যোনিগান, সংহিতাগ্রন্থ; তাণ্ড্য, ব্রাহ্মণগ্রন্থ;

---

* ‘য়জ্ঞায়জ্ঞা’ ঋক্‌টি অবলম্বন করিয়া সাকল্যে ১২টী সাম গীত দেখা যায়। তন্মধ্যে উহগানে ছয়টী, উহ্যগানে দুইটী, অবশিষ্ট চারিটিই যোনি গান গ্রন্থে। যোনিগানের এই চারি সামের প্রথম ও দ্বিতীয়কে উপহব, তৃতীয়কে শ্রৌতীণব এবং চতুর্থ টীকেই য়জ্ঞায়জ্ঞীয় বলা যায়।

† এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম গেয়গান, আরণ্যগানও ইহারই অন্তর্গত অথবা গেয় ও আরণ্য এই উভয়কেই যোনিগান কহে বলিলেও হয় পরং যেহেতু এই গানের এক একটি সাম অবলম্বন করিয়া সেই সেই স্বরাদিতে তদনুরূপ অপর আরও দুইটী করিয়া সাম উহ ও উহ্য নামক গানগ্রন্থদ্বয়ে সৃষ্ট হয় অতএব ইহাকে যোনিগান কহে। পরে, এ বিষয়ে স্পষ্ট পরিচিতও হইবে।

য়োনিগান-ব্রাহ্মণয়োঃ সমানবলত্বেন বিশেষাভাবাৎ বিকল্পেন প্রয়োক্তব্যম্। ইতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—'ন গিরা গিরেতি ব্রুয়াদ্ যদ্ গিরা গিরেতি ব্রুয়াদ্ আত্মানমেব তদুদ্গাতা গিরেৎ'-ইতি গকারসহিতগানে বাধকমুক্ত্বা গকাররহিতমিরাপদং গেয়ত্বেন বিধীয়তে, তৎপদাদেরিকারস্য গানার্থমাকারো য়কার-ইকার-শ্চেতি ত্রীন্ বর্ণান্ প্রযুঞ্জতে, তত 'আয়িরা' ইত্যেব গাতব্যম্"-ইতি ॥

তত্রৈবোপরিতনাধিকারে কশ্চিদ্ বিশেষশ্চিন্তিতঃ—"ইরাপদং ন গেয়ং স্যাদ্ গেয়ং বা গীত্যমুক্তিতঃ। ন গেয়ং গীয়মানস্য

(অনুবাদ)

উভয়ই বেদ সুতরাং তুল্যানুতুল্য; ঈদৃশ স্থলে কোন্‌টি অগ্রাহ্য করা যাইবে? তবে বিকল্পে উভয়ই ব্যবহার্য্য হউক। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে; ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আরও বিশেষ দেখা যায় 'গিরা গিরা বলিবে না, যেহেতু গিরাগিরা বলিলে উদ্‌গাতা আপনারই গিরণ করিবে (৮, ৬)'। এস্থলে গকারের লোপ করিয়া ইরা-গানের বিধি স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে অতএব এটি জ্যোতিষ্টোম বিষয়ে বিশেষ বিধি সুতরাং অনুল্লঙ্ঘনীয়; ঐ গিরা পদটি হইতে গায়িরা এবং ঐ গাইরার গ্ লোপ করিয়া আইরা রূপে জ্যোতিষ্টোমে গীত হইবে * ॥

এবিষয়ে সেই স্থলেই আরও কিছু বিশেষ বলা হইয়াছে। যথা—

---

* এই গানটি অভিজিৎ প্রকরণের, অগ্নিষ্টোম সাম নামে প্রসিদ্ধ। উহ গানের দ্বিতীয় প্রপাঠকে প্রথমার্দ্ধের পঞ্চদশ দ্রষ্টব্য।

স্থানে পাতাৎ প্রগীয়তে।" ব্রাহ্মণেন বিহিত ইরাশব্দো ন গাতব্যঃ, কুতঃ? ঐরমিতিশব্দেন গীতেরমুক্তত্বাৎ। পাণিনীয়েন 'বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্ [৫,২ ৬১]'-ইতিসূত্রেণেরাশব্দাদণ্-প্রত্যয়োমত্বর্থীয়োবিহিত, তথাসতীরাপদোপেতং কৃত্বেত্যেতাবানেবার্থো ভবতি। যদি প্রগীতেরাপদসম্বন্ধস্তদ্ধিতেন বিবক্ষ্যেত তদানীমাকারো য়কার ইকারো রেফ আকারশ্চৈতৈঃ পঞ্চভির্বর্ণৈর্নিষ্পন্নং 'আয়িরা' রূপং গীয়মানেরাশব্দপ্রাতিপদিকং ভবতি। তাদৃশাৎ প্রাতিপদিকাৎ পাণিনীয়েন 'বৃদ্ধাচ্ছঃ [৪,১,১১৪]'-ইতি সূত্রেণ প্রত্যয়ান্তরে সতি, আয়ি-

(অনুবাদ)

'ঐরং কৃত্বা' আছে বিধি, তা'তে ঐরমাত্র হবে,
'আইরা' হইবে কেন, বিধি কেমনে লঙ্ঘিবে?
ঐর করি, গাহিবার বিধি আছয়ে ব্রাহ্মণে,
নহিলে আইরা শ্রুতি, গান বলিব কেমনে। ৮

'গিরাকে ঐর করিবে' এ বিধিতে 'ঐরকে আইরা করিয়া গাইবে' এরূপ অর্থ লাভ করা যায় না, তাহা হইলে পাণিনি-ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হয় *, যদি 'আইরীয় করিবে' ঈদৃশ বিধান থাকিত তাহা হইলে আইরা করিলে পাণিনি-বিরোধ হইত না *। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে 'ঐর করিয়া গান করিবে' যখন বিধি আছে, তখন আইরা বিধিও সুতরাং হইয়াছে, যেহেতু আইরা না করিলে গানই সম্পন্ন হইবে না এবং পাণিনি-মতে সাম অর্থে অর্থাৎ সামাংশ ইরা সম্বন্ধেই

* অর্থাৎ 'বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্ (৫, ২, ৬১)' সূত্রের দ্বারা ইরা শব্দ হইতে মত্বর্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া ঐর পদ সিদ্ধ হয় সুতরাং ইরা পদ বিশিষ্ট করিবে, ইহাই ব্যবস্থিত হইতেছে।

রীয়ং কুর্য্যাদিতি ব্রাহ্মণপাঠো ভবেৎ। তস্মাম গেয়ম্। ইতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—গীয়মানস্য গিরাপদস্য স্থানে ইরাপদং বিধীয়তে ইতি পদমাত্রস্য বাধঃ, গানন্তু ন বাধ্যতে। কিঞ্চ 'বিমুক্তাদি'-সূত্রেণাণ্প্রত্যয়েঽপি, পূর্ব্বস্মাৎ 'মতৌ ছঃ সূক্ত-সাম্নোঃ'-ইতি সূত্রাৎ সামানুবৃত্তেরৈরং সামেত্যর্থো ভবতি, সামত্বঞ্চ গীতিসাধ্যম্। যদা তু 'তস্য বিকারঃ'-ইত্যস্মিন্নর্থে অণ্প্রত্যয়ঃ, তদানীমিরায়া বিকার ইতি বিগ্রহে যথোক্তং গানং লভ্যতে ; তস্মাদ্ গাতব্যম্"—ইতি ॥ ৮

(অনুবাদ)

ঐরপদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে * অথবা ইরা-বিকার এ অর্থেও ঐরপদ হইতে পারে†, তাহাহইলেই সামাংশ ইরা সম্বন্ধী গান বা ইরা-বিকৃত গান করিয়া উদ্গাতৃকার্য্য সম্পন্ন করিবে ; এইরূপ অর্থই লব্ধ হইবে সুতরাং গিরার গ লোপ করিয়া নিষ্পাদিত ইরা শব্দটির আইরা গানই তাদৃশ স্থলে অভি-লষিত সিদ্ধান্তিত হইল ‡ ॥

---

* উল্লিখিত সূত্রে 'মতৌ' ছঃ সূক্তসাম্নোঃ (৫, ২, ৫৯)' এই সূত্র হইতে সামার্থ অনুবৃত্তি হইয়া থাকে অতএব ইরাপদ বিশিষ্ট সাম করিবে অং লাভ সুতরাং সিদ্ধ এবং ইরাপদ বিশিষ্ট সাম করিতে হইলেই আইরা রূপটিও সুতরাং সিদ্ধ, কারণ ঐ গ-লোপ ও আ-আগম দ্বারাইত সাম সম্পন্ন হয়।

† অর্থাৎ 'তস্য বিকারঃ'(৪, ৩, ১৩৪)' এই সূত্রের দ্বারা বিকারার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া ঐরপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, ইরা-বিকার করিবে বিধিতে আইরা লাভও হইতে পারে, যে হেতু আইরাওত ইরা-বিকৃত।

‡ বস্তুত মূল মন্ত্রে গিরা পদ আছে, ঐ গিরাটিই গান কালে গায়িরা স্বরূপ ধারণ করে ; অগ্নিষ্টোম সাম গান কালে ঐ গায়িরার গটি লোপ করাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য সুতরাং গিরাকে ইরা করিলেই ইষ্টসিদ্ধ হইবে ; পরে গির হইতে যেরূপ গায়িরা গান হইয়া থাকে সেইরূপ ইরা হইতেও আয়িরা হইবে, তৎপক্ষে বিধি অনাবশ্যক

বহুভিঃ প্রকারৈর্গানাত্মকং যৎ সামস্বরূপং নিরূপিতম্, তস্যৈব দেবতাস্তুতিহেতুত্বম্ নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদেঽষ্ট-মাধিকরণস্য প্রথমবর্ণকে নির্ণীতম্—

"ঋক্সামাভ্যাং বিকল্পেন স্তুতিঃ সাম্নৈব বাগ্রিমঃ।

পূর্ব্বৈব মৈবমৃঙ্নিন্দাসামপ্রাশস্ত্যদর্শনাৎ ॥ ৯

ক্বচিৎ কর্ম্মবিশেষে শ্রূয়তে—'ঋচা স্তুবতে, সাম্না স্তুবতে'-ইতি। তত্র, পূর্ব্বন্যায়েন বিকল্পঃ? ইতি চেৎ মৈবম্, ঋঙ্নিন্দাসামপ্রশংসয়োর্বাক্যশেষেঽবগমাৎ। 'যদৃচা স্তুবতে তদসুরা অন্ববায়ন্, যৎ সাম্না স্তুবতে তদসুরা নান্ববায়ন্, য এবং বিদ্বান্ সাম্না স্তুবীত' ইত্যৃচং নিন্দিত্বা সাম প্রশস্য লিঙ্প্রত্যয়েন সাম বিহিতম্, তস্মাৎ সাম্নৈব স্তোতব্যম্" -ইতি ॥ ৯

তস্য চ সাম্নঃ ঋচং প্রতি সংস্কারকত্বং তস্মিন্নেব পাদে দ্বিতীয়াধিকরণে নির্ণীতম্,—

(অনুবাদ)

সামগান দ্বারাই দেবতাদিগের স্তুতি কর্ত্তব্য —ইহা নব-মাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদীয় অষ্টমাধিকরণের প্রথম বর্ণকে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

ঋচা, সাম, উভয়ই বিকল্পিবে কি স্তুতিতে?
হ'তেও পারে তাহাই পূর্ব্বদৃষ্টান্ত বিধিতে? ?
না না, তাহা নহে কভু, বাধক বিধান আছে,
ঋচাতে করিলে স্তুতি সাম কি করিবে পাছে। ৯

একটি শ্রুতি আছে—'ঋচা স্তবতে, সাম্না স্তুবতে' অর্থাৎ মন্ত্রে স্তুতি করিবে, গান মন্ত্রে স্তুতি করিবে। এস্থলে

"সামর্চং প্রতি মুখ্যং স্যাদ্ গুণো বা বাহ্যপাঠতঃ।
মুখ্যমভ্যসিতুং পাঠো গুণো গীতাক্ষরৈঃ স্তুতেঃ ॥ ১০

রথন্তরং গায়ত্রীত্যাদৌ যদ্ গানং বিহিতম্ তদেব সামশব্দার্থ ইতি প্রতিপাদিতং স্মারিতঞ্চ, তদেতদ্ গান মৃচং প্রতি প্রধানং কর্ম্ম স্যাৎ, কুতঃ? যাগ-প্রয়োগাদ্ বহিরধ্যয়নকালেঽপি পঠ্যমানত্বাৎ। গুণকর্ম্মত্বে তু ব্রীহি-

(অনুবাদ)

বিবেচ্য পূর্ব্ববৎ বিকল্প অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে উভয়ই ব্যবহৃত হইবে কি? এই সংশয় নিবারণার্থ বলা হইতেছে—না, এরূপ নহে; যখন অপর শ্রুতিতে ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করণের নিন্দা এবং সাম দ্বারা স্তুতি করণের প্রশংসা স্পষ্ট বিহিত রহিয়াছে, যথা—'ঋচার দ্বারা স্তুতি করিলে উহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয়, সামের দ্বারা স্তুতি করিলে উহা অসুরেরা লাভ করিতে পারে না' অতএব 'যিনি ইহা অবগত আছেন তিনি সামদ্বারাই স্তুতি করিবেন'—এই ঋকের নিন্দা ও সামের প্রশংসার দ্বারা স্তুতিকার্য্যে ঋঙ্‌মন্ত্র অব্যবহার্য্য ও সামই অবশ্য ব্যবহরণীয়; ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এস্থলে ইহাও বোদ্ধব্য যে এতাবতা 'ঋচা স্তবতে, সাম্না স্তবতে' এই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়—যে, সামগান বিশিষ্ট ঋঙ্‌মন্ত্রে স্তুতি করিবে *। ফলতঃ ঋগক্ষর আশ্রয় করিয়াই সাম

* এ ব্যবস্থাটি উদ্‌গাতৃ-প্রকরণের অতএব 'সামদ্বারাই স্তুতি কর্ত্তব্য' এ ব্যবস্থাটি উদ্‌গাতৃগণের পক্ষেই জ্ঞাতব্য। এইজন্যই ঋঙ্‌মূলক সামগান দ্বারা সম্পাদিত স্তুতিকেই স্তোত্র কহে এবং তাহা সামবেদী ঋত্বিক্ উদ্‌গাতারই কার্য্য; ঋগ্বেদী ঋত্বিক্ হোতাও ঋঙ্‌মন্ত্রে দেবতা-গুণ-বর্ণনাদি স্তুতি করিয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাকে শস্ত্র কহে।

প্রোক্ষণাদিবদ্ যাগমধ্যে এব গানমনুষ্ঠীয়েত, ততো বহির্গা-
নস্য বিশ্বজিদাদিবৎ ফলং কল্পনীয়ম্, মধ্যকালীনগানং তু
প্রয়াজাদিবদারাদুপকারকম্; তস্মাদুভয়মেতন্ন তু গুণকর্ম্ম।
ইতিপ্রাপ্তে ক্রমঃ—ন তাবদ্ বহিঃপাঠঃ প্রধানকর্মত্বং কল্পয়িতুং
শক্নোতি, ভূমিরথিক-শুক্রেষ্টি-ন্যায়েন প্রয়োগপাটবায় গানা-
ধ্যয়নোপপত্তেঃ। ভূমিরথিকো ভূমৌ রথমালিখ্যাভ্যাসং
করোতি, যথা বা ছাত্রঃ শুক্রেষ্ট্যা প্রয়োগপাটবং সম্পাদয়তি,
তদ্বৎ। নাপি গুণকর্ম্মত্বে প্রয়োজনাভাবাৎ প্রধানকর্মত্বমিতি

(অনুবাদ)

হইবে সুতরাং ঋক্‌শূন্য সাম হইতেই পারে, না' কিন্তু যে
ঋকের সাম নাই, এরূপ ঋক্ বহুতর রহিয়াছে, তৎসমস্তই
উদ্গাতৃগণের অর্থাৎ স্তুতিকার্য্যে অব্যবহার্য্য ॥

উল্লিখিত শ্রুতির কথিতরূপ অভিপ্রায়, ইহাও সেই
স্থলেই দ্বিতীয় অধিকরণে বিচারপূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইয়াছে।
যথা—

সামগান বিধি শ্রুতি, প্রধান অথবা গুণ?
স্বতঃসিদ্ধ সামরূপ অতএব এ প্রধান??
এই আশঙ্কা হরিতে কহি, বিশেষ করিয়া
ঋগক্ষরে সামগুণ—সংস্কার বিধি মানিয়া। ১০

'ঋচা স্তুবতে' ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিবে, এই একটী
প্রধান বিধি এবং 'সাম্না স্তুবতে' সামগানের দ্বারা স্তব
করিবে এটিও অবশ্যই প্রধান বিধি; এতাবতা স্তুতিকার্য্যে
ঋকের বিধানও প্রধান এবং সামের বিধানও অবশ্যই প্রধান;

রাচ্যম্, গানেন সংস্কৃতৈর্ঋগক্ষরৈঃ স্তুতিসম্ভবাৎ 'আজ্যৈঃ স্তুবতে' 'পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে'-ইতি স্তুতিবিধানাৎ,। তস্মাদৃগক্ষরাণাং স্বরবিশিষ্টত্বাকারাভিব্যক্তির্দৃষ্টং প্রয়োজনমিত্যদৃষ্টস্যাকল্পনীয়ত্বাদ্ গানং সংস্কারকর্ম্ম"-ইতি ॥ ১০

(অনুবাদ)

ঈদৃশস্থলে উভয় প্রধান ক্রিয়ার বাধ্যবাধক ভাব স্বীকার্য্য হইবে অথবা উভয়ই বিকল্পে ব্যবহৃত হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তিত হইতেছে,—যে, ইহা প্রধান কর্ম্ম নহে, বরং ঋগ্ব্যবহার বিষয়ক 'ঋচা স্তুবতে' বিধিই প্রধান বিধি, এই বিধির দ্বারা প্রাধান্যত ঋগ্দ্বারা স্তুতি বিহিত হইলে 'সাম্না স্তুবতে' এই বিধান দ্বারা তাদৃশ ঋগক্ষরগুলির স্বরযোগরূপ সংস্কার ব্যবস্থিত হইয়াছে মাত্র অর্থাৎ স্বরসংযুক্ত ঋকে গান করিবে অতএব ইহা প্রধান কর্ম্ম নহে প্রত্যুত ইহা সংস্কারব্যবস্থাপক গুণবিধি *। এতাবতা উভয় বিধিতে পরস্পর বাধ্যবাধকভাব বা বিকল্পাশঙ্কা কিছুই থাকিল না বরং গুণগুণীরূপে উভয়েরই ঐকাত্ম প্রতিপাদিত হইল।

* অর্থাৎ যেরূপ দর্শপূর্ণমাস যাগ প্রকরণে একটি শ্রুতি আছে, যে, সৌর্য্যং চরুং নির্বপেৎ অর্থাৎ সূর্য্য দেবতার প্রীত্যর্থ চরু প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বাপ করিবে। সেই স্থলে অপর একটী শ্রুতি যে ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি ধান্য গুলি ধৌত করিবে, আরও ব্রীহীন্ অবহন্তি ধান্যগুলি উদূখলস্থ করিয়া মুশলাঘাত দ্বারা তুষহীন করিবে, আরও ব্রীহীন্ পিনষ্টি ঐ তুষহীন সুতরাং তণ্ডুলগুলি পেষণ করিবে ইত্যাদি। এস্থলে কোন বিধিই কোন বিধির বাধক নহে বরং ব্রীহি প্রোক্ষণাদি সংস্কার বিধান গুলি ঐ চরুনির্ব্বাপ রূপ বিধিরই অনুগত সুতরাং গুণবিধি; সেইরূপ এস্থলেও সাম্না

স্তুবতে সামদ্বারা স্তব করিবে এ বিধিটি ঋচা স্তুবতে এই প্রধান বিধিরই অনুগত অর্থাৎ প্রধান বিধির দ্বারা সামান্যতঃ ঋক্ দ্বারা স্তব কর্ত্তব্য এই মাত্র উপদিষ্ট হইলে, এই গুণবিধির দ্বারা সেই ঋকের স্বরসংযোগাদি গুণ বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ স্তোত্র করিতে হইলে ঋক্গুলিই স্বরাদি সংযোগে সংস্কৃত করিয়া সামরূপে ব্যবহৃত করিবে। আজ্যৈঃ স্তুবতে আজ্যগুলির দ্বারা স্তব করিবে, পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠগুলির দ্বারা স্তব করিবে, এ গুলিও ঐ সাম্না স্তুবতে বিধিরই বিশেষ বিশেষ বিধিমাত্র অতএব তাহারই সহিত মিলিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে, যথা—আজ্য নামক সাম গুলির দ্বারা এবং পৃষ্ঠ নামক সামগুলির দ্বারা স্তব করিবে ইত্যাদি। এস্থলে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, যে, সৌর্য্যচরুর নির্ব্বাপ রূপ প্রধান বিধিতে যে ব্রীহির প্রোক্ষণাদি সংস্কার রূপ গুণ বিধান করা যায়, তাহা সেই চরুর জন্যই এবং সেই যজ্ঞ মণ্ডপের মধ্যেই ব্যবহার্য্য, অপরত্র ব্রীহির প্রোক্ষণ বিধির কোন আবশ্যক নাই, সংস্কার বিধি এইরূপই হইয়া থাকে, এস্থলেতে সেরূপ নহে, কারণ—আজ্য পৃষ্ঠ প্রভৃতি সামগুলি যে কেবল স্তোত্র কালেই বা যজ্ঞ মণ্ডপের মধ্যেই দেখা যায় এরূপ নহে প্রত্যুত সামবেদীয় সংহিতা গ্রন্থগুলি সমস্তই সাম-পূর্ণ এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই অধ্যয়নাদিতে ব্যবহার্য্য অতএব ইহাদিগকে ঋকেরই সংস্কারক স্বীকার পূর্ব্বক সাম্না স্তুবতে ইহাকে সংস্কাররূপ গুণ বিধায়ক বিধি কিরূপে কহা যায়? ইহার উত্তরে মাধবাচার্য্য বলেন, যে, আজ্য পৃষ্ঠাদিও যজ্ঞাদিতে ঋক সংস্কারার্থই আবশ্যক, তবে যে অপর সময়েও অর্থাৎ অধ্যয়নাধ্যাপনাদিকালেও এবং গ্রন্থাকারেও দৃষ্ট হয় তাহা ভূমিরথিক ও শুকেষ্টি ন্যায়েই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যেরূপ বীরবংশধরগণ ভূমিতে রথ লিখিয়া বা যন্ত্রাদি রথে আরোহণ করিয়া রথী হইতে শিক্ষা লাভ করেন এবং ব্রাহ্মণকুমারগণ মন্ত্রাদি-শূন্য ইষ্টি ক্রীড়ার দ্বারা ইষ্টি-কার্য্য অর্থাৎ কিরূপে সোমাদি ইষ্টি সম্পন্ন করিতে হয় শিক্ষা করেন, সেই রূপ অভ্যাস করিবার জন্যই গ্রন্থাকারে থাকাও আবশ্যক এবং অধ্যয়নাধ্যাপনাও প্রয়োজনীয় বস্তুত স্তোত্র কালে ঋক্গুলি স্বরাদি সংযুক্ত করাই এ বিধির উদ্দেশ্য, তাহাই সাম এবং তৎসমস্তের সমষ্টিই সাম সংহিতা এবং তদীয় অর্থবাদাদির আকরই সামব্রাহ্মণ।

যথোক্তমৃগক্ষরাণাং সংস্কারকং গীত্যাত্মকং যৎ সাম, তদেতদেকৈকং ছন্দোগা একৈকস্যামৃচি 'বেদসাম' নামকে গ্রন্থেঽধীয়ন্তে, ঊহনামকে তু গ্রন্থে একৈকং সাম ত্র্যচেঽধীয়ন্তে সোঽয়মূহগ্রন্থঃ তস্মিন্নেব পাদে প্রথমাধিকরণস্য দ্বিতীয় বর্ণকে বিচারিতঃ ;—

(অনুবাদ)

এই সাম সকল, এক্‌একটি ঋক্ অবলম্বন করিয়া এক্‌-একটি ক্রমে 'বেদসাম'* নামক গ্রন্থে ছন্দোগগণ অধ্যয়ন করেন অর্থাৎ বেদসাম গ্রন্থে ঋক্‌গুলির স্বরসংযোগে বিবিধ আকৃতির উদাহরণ এক একটি পাওআ যায়। 'ঊহ' নামক সামবেদীয় অপর গানগ্রন্থে † ঐরূপ স্বরসংযোগে অবিকল ঐ ঐ আকৃতির আরও দুইটি করিয়া সাম দৃষ্ট হইয়া থাকে‡। এই ঊহ গ্রন্থখানি পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় ? অর্থাৎ কোন সংসারী পুরুষ কর্তৃক রচিত কি না ? ইহাও সেই পাদেই প্রথমাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে বিচারিত হইয়াছে। যথা—

* এই গ্রন্থের মধ্যে, আরম্ভে বা সমাপ্তি বাক্যে অথবা অপর গ্রন্থান্তরে কোন স্থলেই 'বেদসাম' নাম দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থস্থ অধ্যায়াদি সমাপ্তে ও গ্রন্থ সমাপ্তি বাক্যে সর্ব্বত্রই 'গেয়গান' নাম দৃষ্ট হয়, কোন২ পুস্তকে তৎ-পরিবর্ত্তে 'বে গান'ও আছে কিন্তু মাধবাচার্য্য এই গেয় বা বে গানকেই 'বেদসাম' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, বোধ হয় শাখান্তরে এ নামটি প্রসিদ্ধ থাকিতে পারে। এস্থলে আরও বক্তব্য—যে, 'আরণ্য গান' খানি যদিও অধ্যয়ন সম্প্রদায়ানুসারে পৃথক্ গ্রন্থ, পরং মাধবাচার্য্য সর্ব্বত্রই ইহাকেও ঐ বেদসাম নামক গ্রন্থেরই অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন।

† মাধবাচার্য্যের মতে ঊহ ও ঊহ্য একই গ্রন্থ বস্তুত অধ্যয়ন সম্প্রদায়ানুসারে উহারা বিভিন্ন।

‡ ছন্দোনামক আর্চ্চিক গ্রন্থে এক একটি ঋক্ আছে ; উত্তর নামক

"উহগ্রন্থোঽপৌরুষেয়ঃ পৌরুষেয়োঽথবাগ্রিমঃ।
বেদসাম-সমানত্বাদ্ বিধি-সার্থত্বতোঽন্তিমঃ ॥ ১১

যস্মিন্ গ্রন্থে সামগাস্তৃচে তৃচে সামৈকৈকং গায়ন্তি সোঽয়মূহগ্রন্থোঽনিত্যো ন তু পুরুষেণ নির্মিতঃ, কুতঃ? অনধ্যায়-বর্জ্জনেন, কর্ত্তুরস্মরণেনাধ্যাপকানাং বেদত্ব-প্রসিদ্ধ্যা চ বেদ-সাধনাত্মক-যোনিগ্রন্থ-সদৃশত্বাৎ ইতি' চেৎ? নৈবম্, অপৌ-রুষেয়ত্বে বিধিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। 'যদ্‌য়োন্যাং'.তদুত্তরয়ো-

(অনুবাদ)

উহগ্রন্থ পৌরুষেয় অথবা অপৌরুষেয়?
পৌরুষেয় নহে ইহা, 'বেদসাম' সম জ্ঞেয়??
তাহা হইলে হইবে ব্রাহ্মণ-বিধান বৃথা,
অতএব নহে তাহা, পৌরুষেয় এ সর্ব্বথা। ১১

যে গ্রন্থানুসারে সামগগণ এক এক তৃচে একপ্রকারই তিনটি সামাত্মক এক একটি গান শিক্ষায় কৃতকার্য্য হন, উক্ত গ্রন্থখানি পৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অথবা অপৌরুষেয় তন্নির্ম্মাতা কোন সংসারী পুরুষই নহেন?

আর্চ্চিকেও উহা আছে অধিকন্তু তত্তৎসহ অবিকল তত্তদনুরূপ আরও দুইটী কোথাও বা একটী গ্রথিত রহিয়াছে। এই ছন্দোনামক আর্চ্চিকের গান গ্রন্থই 'বেদসাম'-নামে প্রসিদ্ধ এবং এই উত্তর আর্চ্চিকের গানই 'উহ' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য, এই যে যদি উত্তরার্চ্চিকে কোন কোন ঋকের অনুরূপ আর একটিমাত্র ঋক্ আছে পরন্তু উহ গ্রন্থে সর্ব্বত্রই বেদসাম গ্রন্থে দৃষ্ট একটি সামের অনুরূপ তৎসহ অপর দুইটি সাম দেখা যায়; এমন কি যে স্থলে উহ গানের মূল উত্তরার্চ্চিকে ঋগ্‌দ্বয় মাত্র আছে, তথায় সেই সমুদিত দুটি ঋক্‌কেই সমান ত্রিভাগ করিয়া একরূপ সামত্রয় গীত দৃষ্ট হয়।

গায়তি'-ইতি বিধীয়তে। অয়মর্থঃ—অপৌরুষেয়ত্বেন সম্প্রতি-পন্নে বেদসামনামকে গ্রন্থে 'কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ' ইত্যেতস্যাং যোন্যামেকস্যামৃচি যদ্ বামদেব্যনামকং সামো-পদিষ্টং তদেবোত্তরয়োঋ'চোঃ 'কস্ত্বা সত্যো মদানাম্' 'অভীষু ণঃ সখীনাম্'—ইত্যনয়োর্দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োর্গাতব্যমিত্যয়ং

(অনুবাদ)

যেহেতু এই ঊহগ্রন্থও বেদসাম নামক যোনগ্রন্থের ন্যায় বেদগ্রন্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ, ইহার প্রণেতৃনামও অনির্দিষ্ট এবং তদনুযায়ী অনধ্যায়ের দিবস ইহা অধ্যাপিতও হয় না। না, ইহা বলা সঙ্গত নহে। যদি ঊহগ্রন্থকেও অপৌরুষেয় বলা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগ্রন্থে শ্রুত 'যোনিঋকে যে স্বরের গান আছে, উত্তর ঋগ্‌দ্বয়েও অবিকল ঐ ঐ রূপ গান করিবে' এই বিধানটি বৃথা হয়। অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিয়া প্রতিপন্ন বেদসাম নামক গ্রন্থে 'কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ' এই মন্ত্রমূলক * 'বামদেব্য' নামক সামগান দেখা যায়। ঊহ নামক গ্রন্থেতেও এ সামটি আছে,† অধিকন্তু সেই সঙ্গেই 'কস্ত্বা সত্যো মদানাম্' ও 'অভীষু ণঃ সখীনাম্'— এই মন্ত্রদ্বয় ‡ মূলক তারপর আরও দুইটী ঐ বামদেব্য স্বরের অবিকল ঐ ঐ রূপ সামময় গীত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে

* এ মন্ত্রটি বেদসাম গ্রন্থের মধ্যে। ইহা ছন্দ আর্চিকের ২,২,৩,৫ম এবং উত্তরার্চিকের ১,১,১২শ সূক্তের ১ম।

† ইহা বেদসাম নামক গানগ্রন্থের ৫,১,২৫,[illegible] এবং ঊহগ্রন্থের ১,১,[illegible] পাদের [illegible]।

‡ এই মন্ত্রদ্বয় উত্তরার্চিকের ১,১,১২শ সূক্তেরই [illegible]।

বিধিরূহগ্রন্থস্য বেদত্বে ব্যর্থঃ স্যাৎ ? বেদসামবদধ্যয়-নাদেব তৎসিদ্ধেঃ। উপরিতনঋগ্‌দ্বয়ে সামোহস্য পৌরুষেয়-ত্বেঽপি সামস্বরূপস্য তদাধারভূতানাং তিসৃণামৃচাং চ বেদত্বাদনধ্যায়া বর্জনীয়াঃ, কর্ত্তুরস্মরণং জীর্ণকূপারামাদিষ্বিব চিরকালব্যবধানাদুপপন্নম্, অস্মরণমূলৈরাধ্যাপকানাং বেদত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। যথা বহ্বৃচামধ্যাপকা মহাব্রতপ্রয়োগপ্রতিপাদকমা-

(অনুবাদ)

(১,১,৫ম)। এস্থলে বিচার্য্য,—যদি ঊহগানে শ্রুত ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামও অপৌরুষেয়ই হইত, তবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রথম ঋঙ্মূলক সামটিই তদুত্তর ঋগ্‌দ্বয়েও গান করিবার ব্যবস্থা বিধানের কি আবশ্যক ছিল ? ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে বেদসাম গ্রন্থে যে বামদেব্য সামটি আছে, সেইটীই অপৌরুষেয় এবং পরে যজ্ঞব্যাপারে আবশ্যকানুসারে ঐ ব্রাহ্মণোক্ত বিধি অনুসরণ করিয়া যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বামদেব্য গীত হইয়াছিল, তাহাই সঙ্গৃহীত হইয়া ঊহগানের সৃষ্টি হইয়াছে অতএব ঊহগান পৌরুষেয় গ্রন্থ। তবে যে তাহার প্রণেতৃ-নাম স্থির করা যায় না, তাহার একমাত্র কারণ বহুকাল-হেতুক অস্মরণ ; অরণ্যানী-মধ্যস্থিত জীর্ণ কূপ তড়াগাদিরও কর্ত্তৃ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া থাকে, তাহাও কি অপৌরুষেয় ? ইহাও সেইরূপ। বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধিও ইহার বেদত্বে হেতু হইতে পারে না, যেহেতু বেদ নহে অথচ বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ এরূপ আরও গ্রন্থ আছে, যথা মহাব্রত প্রয়োগ প্রতিপাদক আশ্বলায়ন

শ্বলায়ননির্ম্মিতঃ কল্পসূত্রমরণ্যেঽধীয়মানাঃ পঞ্চমমারণ্যক-মিতি বেদত্বেন ব্যবহরন্তি, তদ্বৎ। ন চ তস্যাপি বেদত্বমস্তিতি বাচ্যম্, প্রথমারণ্যকেন পুনরুক্তত্বাৎ, অর্থবাদরাহিত্যেন ব্রাহ্মণসাদৃশ্যাভাবাচ্চ, তস্মাৎ পঞ্চমারণ্যকবদূহঃ পৌরু-ষেয়ঃ। পৌরুষেয়স্য চ ন্যায়মূলত্বাৎ যত্র বক্ষ্যমাণন্যায়-বিরোধস্তদপ্রমাণম্ * ”—ইতি॥ ১১

তত্রৈব কেচিদ্ বিশেষাস্তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমষষ্ঠাধিকরণৈর্বহু-বর্ণকোপেতৈর্বিচারিতাস্তত্র তৃতীয়াধিকরণম্—

(অনুবাদ)

নির্মিত কল্পসূত্র গ্রন্থও ঋগ্বেদীয় আরণ্যকের মধ্যে অধ্যাপিত হইবায় ‘পঞ্চম আরণ্যক’ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; বস্তুত উহা বেদ নহে ; ইহাও সেইরূপ। অনধ্যায়ে ইহা অধ্যাপিত হয় না বলিয়াও অপৌরুষেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে না ; কারণ ইহা স্বয়ং বেদ না হইলেও যে যে মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, উত্তরাগ্রন্থে শ্রুত ঐ ঐ মন্ত্র সকল বস্তুত অপৌরুষেয় বেদ সুতরাং অনধ্যায়ে অধ্যাপিত হইতে পারে না॥ ১১

এই বিষয়ে তৃতীয়; চতুর্থ, [illegible] বহু বর্ণকে আরও অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ বিচার বর্ণন করা হইয়াছে। তৃতীয় যথা—

* ‘একং সাম ত্র্যচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ম্’—ইত্যাদি মূলকো জৈমিনীয় পঞ্চাঙ্গবিচারো ইত্র ন্যায় শব্দেন গৃহ্যতে। যদ্যপি ন্যায় বিরোধো ইত্র উহে ন কাপি বিদ্যতে, বিদ্যেত চেৎ দুপেক্ষ্যং ভবেৎ পৌরুষেয়ত্বাদিত্যেব তাৎপর্য্যম্।

"অংশৈঃ সামস্তু কৃৎস্নং বা প্রত্যচং ত্রিসৃভিঃ শ্রুতেঃ।
অংশৈর্ম্মৈবং স্তুতেরংশৈরসিদ্ধেঃ প্রত্যচং ভবেৎ॥ ১২

'একং সাম তৃ্যচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ম্'—ইতি শ্রূয়তে। তত্র ত্রেধা বিভক্তেষু সামাংশেষু একৈকোংহংশঃ একৈকস্যা-

(অনুবাদ)

ঋক্‌ত্রয়ে একরূপ তিনটি গানের শ্রুতি,
ব্রাহ্মণে আছয়ে বিধি; তবে কি প্রত্যেকে স্তুতি ?
না; তাহা হইলে স্তুতি কথন নহিবে সিদ্ধ,
যেহেতু স্তোত্রিয় নাম ঋক্‌ত্রয়ে এক প্রসিদ্ধ। ১২

ব্রাহ্মণগ্রন্থে এইরূপ শ্রুতি আছে, যে,'ঋক্‌ত্রয়েই একরূপ গীত হইবে, তাহাকেই স্তোত্রিয় কহে'। এতদনুযায়ীই উহগানের সকল সামগুলি ঋক্‌ত্রয় মূলক* এবং সকল-গুলিই এক প্রকার স্বরস্তোভাদিযুক্ত এক-নাম সামত্রয়ের এক একটি সমষ্টি। (যথা, উত্তর আর্চ্চিকের ১,১,১ম তৃ্যচের ১ম, ২য় ও ৩য় ঋক্ এই—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
"উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাংইয়ক্ষতে (১)॥ অভিতে মধুনা পয়ো থর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ।
৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ২ ৩
দেবন্দেবায় দেবয়ুঃ (২)॥ সনঃ পবস্ব শঙ্গবে শঞ্জনায়
১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
শমর্বতে। শংরাজন্নোষধীভ্যঃ (৩)॥১ (তৃ্চ্=সূক্ত)

---

* এই ঋক্‌ত্রয়কে তৃ্যচ্ কহে। যে কোন সূক্ত দুই ঋকের তাহাকে দ্ব্যচ্ কহে। দ্ব্যচসূক্ত গুলিরও অংশ বিশেষ পুনরাবৃত্তি করিয়া তৃ্যচ্ রূপে গ্রথন করিয়া লইতে হয়, এইজন্য তাহাদিগকে প্রগাথও কহা যায়।

ম্যৃচি গাতব্যং, কুতঃ? একস্য সাম্নস্তিসৃভির্ঋগ্‌ভির্নিষ্পাদনস্য শ্রবণাদিতিপ্রাপ্তে। ক্রমঃ—স্তোত্রিয়মিতি স্তুতিনিষ্পাদকত্বং কৃৎস্নস্য সাম্নোবিধীয়তে, ন তু সামাংশানাম্। স্তুতির্নাম গুণকথনপরমেকং বাক্যম্, তচ্চ বাক্যমেকস্যাম্যৃচি সম্পূর্ণম্, ততঃ কৃৎস্নেন সাম্না তদ্ বাক্যং সংস্কার্য্যমিতি

(অনুবাদ)

এই তৃচ্ সূক্তটি অবলম্বন করিয়া যে একটি সাম গীত হইয়াছে, তাহা উহগানের ২১,১,১১শ। যথা—

৪ ৩ র ৪ ২ ৪র ৫ ২ ১ ২ ২
উপা১৫স্মৈ। গা৩য়াতনারাঃ। পা৩বা মা৩না।

১ ২ ১ ২ ২ ১ রর ৩ ২
য়া২৩আ। হুম্মায়ি। দা৩বায়ি। অভিদেবাং২ইয়া২ক্ষতাউ

২ ১ র ২ ১ ২ ২ ১ — ১র
(১) *॥ আ। ভিতেমা। ধৃ৩নাপা৩য়াঃ। আথা২র্বা।

র ১ ২ ১ রর
গোআ২৩শা। হুম্মায়ি। শ্রা৩য়ুঃ। দায়িরন্দেবায়দা২য়ি

৩২ ২ ৩ ২ ১ ২ ১ — ১র
বয়াউ (২)॥ সাঃ। নঃ পবা। স্বা৩শাঙ্গা৩বায়ি। যজ্ঞা২না।

২ ১ ২ ২ ১ র র ৩ ২
য়শা২৩মা। হুম্মায়ি। বা৩তায়ি। শাং২রাজিম্নোষধা২য়িভ্যা-আউ (৩)॥ (সাম †)

---

* 'যজ্ঞায়জ্ঞা বো অগ্নয়ে' (ছং আং ১।১,৪,১), এই ঋক্‌টি যে স্বর স্তোভাদি যোগে গীত হইয়াছে (গেঃ গাং ১,২,২৫), সেই রূপ স্বর ও স্তোভাদিযোগে গীত মাত্রকেই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' কহে, তদনুসারে ইহাকেও যজ্ঞায়জ্ঞীয় কহে।

† তিনটি ঋকে তিনটি যজ্ঞায়জ্ঞীয় গানে একটি সাম হইল। এই সামত্রয়রূপ একটি সামকেও যজ্ঞায়জ্ঞীয়ই কহে, বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইলে ইহাকে 'যজ্ঞায়জ্ঞীয় স্তোত্রিয় সাম' বলা যাইতে পারে।

প্রত্যৃচং সামাভ্যসনীয়ম্, তথাসতি দ্বিতীয়তৃতীয়য়োর্ঋচো-স্তস্যৈব সাম্ন আবর্ত্তমানতয়া সামান্তরস্থাভাবাদ্ ঋক্‌ত্রয়-নিষ্পাদ্যত্বমবিরুদ্ধম্ তস্মাৎ প্রত্যৃচং কৃৎস্নং সাম সমাপনীয়ম্”—ইতি॥ ১২

চতুর্থাধিকরণম্—

“তিসৃষ্বৃক্ষূদিতং সাম বিধমাসু সমাসু বা।
যথেচ্ছানিয়মাদন্ত্যঃ শরলেশাপনুত্তয়ে॥ ১৩

(অনুবাদ)

এক্ষণে বিচার্য্য, যে, ‘যজ্ঞায়জ্ঞীয় সামের দ্বারা স্তব করিবে’ বিধিতে, এই সামত্রয়াত্মক সামের, যে কোন সামের দ্বারাই হউক স্তব সম্পন্ন হইবে বা সমুদায় অর্থাৎ সামত্রয়ই পঠ্য হইবে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে,—না, সামত্রয়ের একটি সামস্থলে ঐ সামত্রয় প্রকৃত সামের এক একটি অংশমাত্র, যেহেতু ঐ সমুদায়কেই একটি স্তোত্রিয় সাম বলা যায় অতএব কোন এক্ অংশের দ্বারা স্তবে কার্য্য সম্পন্ন হইবে না প্রত্যুত ঐ অংশত্রয়-বিশিষ্ট সমস্ত সামটিই গান করিতে হইবে। ১২

চতুর্থ অধিকরণে এ বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে যথা—

ঋক্‌ত্রয়ে গাহিবে সাম স্তোত্র, এই মাত্র বিধি;
তবে কেন না গাহিব, যে সে ছন্দে সাম নিধি?
না, না; ক্ষুদ্র ঋকে বৃহৎ, বৃহৎ ঋকে ক্ষুদ্র সাম—
কেমনে গাহিবে বল, শর লেশ হবে বাম। ১৩

বিষমচ্ছন্দস্কাসু সমচ্ছন্দস্কাসু বা তিসৃষ্বৃক্ষু স্বেচ্ছয়া সাম গাতব্যম্, ইত্থমেবেতিনিয়ামকস্য কস্যচিদভাবা- দিতি চেৎ? নৈবম্, শরলেশপ্রসঙ্গস্য নিয়ামকত্বাৎ। শরোহিংসা, লেশোঽল্পত্বম্; 'শৃ' হিংসায়াম্, 'লিশ' অল্পীভাবে ইত্যেতদ্ধাতুদ্বয়দর্শনাৎ। য়দ্যধিকচ্ছন্দস্কায়াং য়োনৌ উৎপন্নং সাম ন্যূনচ্ছন্দস্কয়োর্গীয়েত? তদা সামভাগে- নৈব তৎপূর্ব্বৈরবশিষ্টসামভাগআশ্রয়াভাবাদ্ধিংস্যেত; য়দি

(অনুবাদ)

যোনিগান গ্রন্থে ক্ষুদ্র ছন্দের ঋক্ অবলম্বন করিয়া যে সাম গীত শ্রুত হইতেছে, ঐ সাম অর্থাৎ ঐরূপ স্বর ও স্তোভাদিযুক্ত গানের স্তোত্রিয় সাম গান করিতে হইলে সেইরূপ ক্ষুদ্র ছন্দেরই ঋক্‌ত্রয় অবলম্বন করিতে হইবে বা যে সে ছন্দের ঋক্‌ত্রয় অবলম্বন করা যাইতে পারে? এই রূপ বৃহচ্ছন্দে প্রকাশিত সামও ক্ষুদ্র 'ত্রৃচে' গীত হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে নির্ণীত হইয়াছে, যে, তাহা হইতেই পারে না; তাহা হইলে শর ও লেশ দোষ অনিবার্য্য হইবে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ছন্দে উৎপন্ন সামও ক্ষুদ্র হইবে উহা বৃহচ্ছন্দের ঋক্ অবলম্বন করিয়া গান করিতে হইলে সামাংশের ন্যূনতা হইবেই হইবে সুতরাং ঋগংশ অগীত থাকিয়া নষ্ট হইবে* এবং বৃহচ্ছন্দে উৎপন্ন সামও বৃহৎ-

* ইহাকেই 'শর' কহে অর্থাৎ অংশবিশেষের বিনাশ বা ত্যাগ।

য়োনেরপ্যধিকচ্ছন্দস্কয়োর্গীয়েত ? তদা সাম্নোঽল্পত্বাদ-
বশিষ্টঋগ্‌ভাগঃ সামরহিতঃ স্যাৎ ; তস্মাৎ সমানচ্ছন্দস্কাস্বেব
গাতব্যম্"—ইতি ॥ ১৩

পঞ্চমাধিকরণে প্রথমবর্ণকম্—

"ছন্দস্থয়োরুত্তরাস্বয়োর্বা গীতের্বিরোহনম্ ।
অবিশেষাদ্ বিকল্পঃ স্যাদুন্ত্যঃ সংজ্ঞাবলিত্বতঃ ॥ ১৪

(অনুবাদ)

হইবে উহা ক্ষুদ্রছন্দের ঋক্ অবলম্বনে গান করিতে হইলে আশ্রয়ের ন্যূনতা ঘটিবেই ঘটিবে *; অতএব যোনিগানে যে ছন্দের ঋকে যে সাম গীত আছে, তাহা তৃচ্ অবলম্বনে 'স্তোত্রিয়' করিয়া গাইতে হইলে সেই রূপ ছন্দের তৃচ্-সূক্ত একটি অবলম্বন করিতে হইবে ; তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ছন্দের ঋক্ অবলম্বন করিবে না † ॥ ১৩

পঞ্চম অধিকরণের প্রথম বর্ণকে এতদ্বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে । যথা—

'যোনি ঋকে গীত সাম, গাহিবে তদুত্তরে',
আছে বিধি এই রূপ ; কিন্তু ছন্দ বা উত্তরে ?
বিশেষ বিধি'ত কিছু নাহি ইথে দেখা যায়,
অতএব দুইমত কার্য্য চলক ধরায় ।

---

* ইহাকেই 'লেশ' কহে অর্থাৎ অংশবিশেষের অল্পতা ।

† বৃহচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয়ের সূক্তটিকে সমভাগে ত্রিভাগ করিয়া, উহারই এক এক ভাগ অবলম্বনে (এক এক ক্ষুদ্রমন্ত্রমূলক সুতরাং) ক্ষুদ্রসাম গান দ্বারাও স্তোত্রিয় সাম প্রস্তুত হইতে পারে । ইহাও পরে বলা যাইবে ।

সামগানামৃক্‌পাঠায় দ্বৌ গ্রন্থৌ বিদ্যেতে,—'ছন্দঃ' 'উত্তরা' চেতি। তত্র ছন্দোনামকে গ্রন্থে নানাবিধানাং সাম্নাং য়োনিভূতাএবর্চঃ পঠিতাঃ, উত্তরাগ্রন্থে তৃ্যচাত্মকানি সূক্তানি পঠিতানি। একস্মিংস্তৃচে ছন্দোগতা য়োন্যৃক্ প্রথমা, ইতরে দ্বে উত্তরে। এবং স্থিতে সতি 'রথন্তরমুত্তরয়োর্গায়তি' ইদ্ য়োন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তীত্যত্র দ্বিবিধে উত্তরে সম্ভাবিতে। রথন্তরস্য ছন্দোগ্রন্থেঽভিত্বাশূরেতীয়মৃগ্ য়োনিত্বেন পঠিতা, তস্যা উপরি 'ত্বামিদ্ধিহবামহে'—ইত্যাদয়ঃ বৃহদাদিসাম্নাং য়োনয়ঃ পঠিতাঃ (৩,১,১)। উত্তরাগ্রন্থে অভিত্বাশূরেতিসূক্তে তস্যা ঋচ ঊর্দ্ধং 'ন ত্বা বাং অন্যঃ'—ইত্যেষা(১,১১,২) সাম্নঃ কস্যাপ্যয়োনিভূতা পঠিতা। তত্র ছন্দোগ্রন্থাপেক্ষয়া সামান্তরয়োর্য়োনী দ্বে রথন্তরস্য স্বয়োন্যুত্তরে ভবতঃ, উত্তরাগ্রন্থাপেক্ষয়া তৃচগতে দ্বিতীয়তৃতীয়ে স্বয়োন্যুত্তরে ভবতঃ,—তত্র বিশেষনিয়ামকাভাবাৎ য়য়োঃ কয়োশ্চিদুত্তরয়োর্গানমিতি চেৎ? নৈবম্; উত্তরেতি সংজ্ঞা সহসা বুদ্ধিস্থা ভবতি, প্রতিয়োগিনিরপেক্ষত্বাৎ; পূর্ব্বপঠিতাং য়োনিমৃচমপেক্ষ্য য়দুত্তরাত্বং তদ্বিলম্বেন প্রতীয়মানত্বাদ্ দুর্ব্বলম্। ঈদৃশমেবোত্তরাত্বং ছন্দসি পঠিতয়োঃ স্বয়োন্যুত্তরভাবিন্যোঃ সামান্তরয়োন্যোর্দ্বয়োর্ঋচোঃ, তৃচগতয়োস্তু দ্বিতীয়তৃতীয়য়োরুত্তরাত্বং সংজ্ঞয়া বর্ত্ততে, অতস্তয়োরেব গানম্। এবং সতি পূর্ব্বাধিকরণে নির্ণীতং সমাম্বেব গানমনুগৃহীতং ভবতীতি। কিঞ্চ, তৃচাত্মকেষু য়া প্রথমা য়োনিভূতা সূক্তেষু তদাত্মা ছন্দোগ্রন্থস্য 'য়োনিগ্রন্থঃ'—ইত্যধ্যাপকানাং সমাখ্যা; ইতরস্য তু তৃচসঙ্ঘরূপস্য গ্রন্থস্যোপরি-

তনয়োর্ঋচোর্নামধেয়েন 'উত্তরা'—ইতি সমাখ্যা। স এব গ্রন্থঃ কর্মাঙ্গসম্পর্কং প্রকরণং, পঞ্চদশসপ্তদশাদিস্তোভানাং তৃচেষ্বেবোপপত্তেঃ। তস্মাদুত্তরাগ্রন্থস্থয়োস্তৃচগতয়োর্দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োরয়মূহঃ"—ইতি॥ ১৪

(অনুবাদ)

এই দোষ উদ্ধারিতে হয় এই সদুত্তর,—
উত্তরা নামের গুণে ল'বে তাহারি উত্তর। ১৪

সামগগণের সামসমস্তের মূলভিত্তিস্বরূপ ঋক্‌সকল পাঠের জন্য দুইখানি গ্রন্থ আছে। একখানির নাম ছন্দ, অপর-খানির নাম উত্তরা। ছন্দোনামক গ্রন্থে বামদেব্য, বৃহৎ, রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ সামের মূলীভূত ঋক্‌সকল গ্রথিত আছে এবং উত্তরাগ্রন্থে সেই সেই ঋকের পরে পরে সেই সেই ছন্দের দুইটী করিয়া ঋক্ শ্রুত হয় অর্থাৎ উত্তরা গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক সূক্তই ত্র্যৃক্, তন্মধ্যে প্রথমটি তাহাই যাহা ছন্দো-গ্রন্থেও আছে, ২য় ও ৩য় নূতন পরং প্রথমটি যে ছন্দের, ইহা-রাও প্রায় সেই ছন্দের। এই জন্যই এ গ্রন্থকে উত্তরা কহে। এইরূপ অবস্থায় বিচার্য্য; যে, 'উত্তর ঋক্‌দ্বয়েরও বাম-দেব্য গান করিবে' * এইরূপ বিধিতে এবং "যাহা প্রথম ঋকে গীত আছে, তাহাই তদুত্তর ঋগ্‌দ্বয়েও গান করিবে',

* গ্রন্থকার এস্থলে রথন্তর সামকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন পরং প্রাকৃত রথন্তরের দুইটীমাত্র ঋক্; তাহাদিগকেই তিনটি করিয়া লইতে হয় সুতরাং প্রথম বুঝাইতে তদবলম্বন অতি ক্লেশকর অতএব তাহা ত্যাগ করিয়া দৃষ্টান্ত বুঝাইবার জন্য বামদেব্যই অবলম্বন করিলাম।

বিধি স্থলে দুইপ্রকার উত্তর সম্ভব। প্রথমতঃ; ছন্দোগ্রন্থে বাম- দেব্য সামের মূলীভূত যে একটি ঋক্ আছে, 'কয়ানশ্চিত্র আ- ভুবৎ (২,২,৩,৫ম) যদি ইহারই উত্তর ঋগ্দ্বয় লইতে হয়'ত 'ত্যমুবঃ (২,২,৩,৬ষ্ঠ)' এবং 'সদস্পতিমদ্ভুতং (২,২,৩,৭ম)' এই দুইটি লইতে হয় এবং এই দুটি অবলম্বন করিয়াই বাম- দেব্যদ্বয় গান করিতে হয়। দ্বিতীয়; উত্তরা নামক গ্রন্থের প্রথম প্রপাঠকের প্রথমার্দ্ধের দ্বাদশ সূক্তের প্রথম ঋকটিও সেই বামদেব্য সামের মূলীভূত 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' মন্ত্র এবং এস্থলে ইহার উত্তরে 'কস্ত্বাসত্যোমদানাম্ (২য়)' ও 'অভীষুণঃ সখীনাম্ (৩য়)' মন্ত্রদ্বয় আছে; যদি এই উত্তরই গ্রহণীয় হয়'ত এই দুইটীও বামদেব্য স্বরে ও তদ্রূপ স্তোভাদিযোগে গীত হইতে পারে। এতাদৃশ স্থলে বিকল্প ব্যবস্থা হইতে পারে অর্থাৎ ছন্দোগ্রন্থের কয়ানশ্চিত্র মন্ত্রের পর-স্থিত মন্ত্রদ্বয় অব- লম্বন করিয়া ঐ বামদেব্য গান হইতে পারে পক্ষান্তরে উত্তরা গ্রন্থের কয়ানশ্চিত্র মন্ত্রের পর-স্থিত মন্ত্রদ্বয় অবলম্বন করিয়াও ঐ বামদেব্য গান হইতে পারে? এই আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে, যে, না,—বিকল্প ব্যব- স্থেয় নহে প্রত্যুত উত্তরা এই নামই সাক্ষ্য দিতেছে যে উত্তর ঋগ্দ্বয় উত্তরারই গ্রহণীয়, যেহেতু উত্তর ঋগ্দ্বয় প্রথ- নানুসারেই এ গ্রন্থকে উত্তরা কহে বিশেষত ছন্দোগ্রন্থের সকল মন্ত্রই বিভিন্ন সামের প্রসূতি, তন্মূলক সমস্তসামই বেদসাম গ্রন্থে দেখা যায়, যদি প্রথম মন্ত্রে গীত সাম ২য় ও ৩য় মন্ত্রে গীত হয়, তবে ঐ অনুসারে ২য় মন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থে; ৩য়ের ৪র্থ ও ৫মে, ৪র্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠে, ৫মের ৬ষ্ঠ ও

৭মে, ৬ষ্ঠের ৭ম ও ৮মে, ৭মের ৮ম ও ৯মে, ৮মের ৯ম ও ১০মে, (যদি ১০ মন্ত্রের সে দশৎ হয়ত) ৯মের উত্তর মন্ত্র একটিমাত্র পাওয়া যাইবে, ১০মের উত্তর পাওয়াই যাইবে না, অথবা প্রত্যেক মন্ত্রেরই ত্রিবিধ সাম অবশ্য হইবে অর্থাৎ ১মের সামও তৃতীয়ে গীত হইবে, ২য়ের সামও ঐ তৃতীয়ে গীত হইবে এবং তৃতীয়ের নিজ-সামও একটি স্বতন্ত্র হইবে। বস্তুত উত্তরাগ্রন্থের তিন তিন ঋকের সূক্তগুলির প্রথম ঋক্‌গুলির সাম বেদসামে গীত আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্‌গুলির সাম পৃথক্ পৃথক্ কুত্রাপি নাই, ঐ প্রথম ঋকের সামটিই ঐ ২য় ও তৃতীয় ঋগ্‌দ্বয়ে গীত হইবে ইহাই সিদ্ধান্ত। ১৪

দ্বিতীয়বর্ণকম্—

"ত্রৈশোকেঽতিজগত্যৌ দ্বে আনেয়ে গীতয়েঽথবা।
বৃহত্যা বাদিমঃ সাম্যাম্নোত্তরাত্বং শ্রুতের্ব্বলাৎ ॥ ১৫

দ্বাদশাহে চতুর্থেঽহনি ত্রৈশোকনামকং সাম (উ ২,২,১৩) বিহিতম্, তচ্চ 'বিশ্বাঃ পৃতনা (৫,১৪,১)' ইত্যেতস্যামতিজগত্যামুৎপন্নম্, তস্মিংশ্চ তৃচে তস্যা যোনেরুত্তরে দ্বে বৃহত্যৌ 'নেমিং নমন্তীত্যাদিকে (৫,১৪,২-৩)' আম্নাতে, তত্র বৃহত্যাধুপেক্ষ্য তয়োঃ স্থানে দ্বে উৎপত্তিসিদ্ধে অতিজগত্যৌ আনীয় তাসু ত্রিসৃষু গেয়ম্; তথা সতি সমাসু গানং পূর্ব্বত্র নির্ণীতমনুসৃত্যেত; 'অতিজগতীষু স্তুবন্তি'—ইতি (তাং ব্রাং ১২,১০) শ্রূয়মাণম্ অতিজগতীবহুত্বম্ অন্যথা নোপপদ্যেতেতি চেৎ? মৈবম্; উত্তরয়োর্গায়ত্র্যুক্তস্যাসংজ্ঞারূপস্যোত্তরাশব্দস্যাধীয়মানয়োর্বৃহত্যোর্মুখ্যত্বাৎ; শ্রুতিশ্চ বহুত্ব-

লিঙ্গাৎ 'সমাস্থ গানম্'—ইতিন্যায়াচ্চ বলীয়সী। যদেতদ-তিজগতীবহুত্বং তদ্ বৃহত্যোঃ স্বীকারেঽপ্যুপপদ্যতে, একবিং-শস্তোমস্যাত্র বিহিতত্বেন তৎসিদ্ধয়ে প্রথমায়া অতিজগত্যাঃ সপ্তকৃত্ব আবর্ত্তনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ ত্রৈশোকং সাম বৃহত্যো-রূহনীয়ম্"—ইতি ॥ ১৫,

(অনুবাদ)

এই অধিকরণেরই দ্বিতীয় বর্ণকে বিষমচ্ছন্দেও গানোহন দেখাইয়াছেন। যথা—

'অতিজগতীগুলিতে গাহিবে ত্রৈশোক সাম'
আছে বিধি এই বটে, উত্তরা ইহাতে বাম;—
অতিজগতীর পরে দুইটী বৃহতী দেখি;
তবে কি আনিব বাছি, পূর্ব্ব আর্চ্চিক নিরখি?
না, না; তাহা নহে, তারে কেমনে বলিবে উত্তর,
বৃহতীতে নাহি হানি, যদি সে প্রকৃত উত্তর। ১৫

দ্বাদশাহ যাগের চতুর্থদিবসে ত্রৈশোক নামক সাম গান করিতে হয়। ত্রৈশোক সামের মূল ঋক্‌টি যাহা ছন্দ আর্চ্চিকের চতুর্থ প্রপাঠকের দ্বিতীয় অর্দ্ধের চতুর্থ দশতের প্রথম, তাহা অতিজগতী ছন্দে গ্রথিত অতএব তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে (১২,১০) বিধি আছে যে 'স্তোত্রিয় ত্রৈশোক সামটিও অতি-জগতীগুলিতেই গেয় হইবে' পরং উত্তরাগ্রন্থে যে ত্র্যৃচের প্রথম ঋক্ এই অতিজগতী, সে ত্র্যৃচের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্ অতিজগতী নহে, বৃহতী। যথা উত্তরার্চ্চিকের ৩,১,১৪ ত্র্যৃচ্ সূক্ত;—

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
"বিশ্বাঃপৃত্তনাঅভিভূতরন্নরঃসজূস্ততক্ষুরিন্দ্রঞ্জজনুশ্চরাজসে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ক্রত্বেরেস্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠস্তরসস্তরস্বিনম্ (১)॥
৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ৪ ১ ৩র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
নেমিন্নমন্তিচক্ষসামেষংবিপ্রাঅভিস্বরে। সুদীতয়োবোঅদ্রুহো-
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩র ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
পিকর্ণেতরস্বিনঃসমৃকভিঃ (২)॥ সমুরেভাসোঅস্বরন্নিন্দ্রংসো-
২ ৩ ১ ২ ১র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
মস্য পীতয়ে। স্বঃপতির্যদীবৃধেধৃতব্রতোহ্যোজসাসমূ-
১
তিভিঃ (৩)॥" ১৪

এস্থলে বক্তব্য ; যে, এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে প্রথম ঋঙ্মূলক ত্রৈশোক সামটি কিরূপে গীত হইবে? যেহেতু 'সমান ছন্দেতে গান হইবে অন্যথা শর-লেশ দোষ অনিবার্য্য হইবে' ইহা ইতিপূর্ব্বেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে এবং 'অতি-জগতীগুলিতে ত্রৈশোক গাইবে' বিধি থাকায় একটী অতি-জগতীতে, অপর দুটী বৃহতীতে গানও হইতে পারে না অত-এব এতাদৃশ স্থলে উত্তরাগ্রন্থের এই ত্র্যচটি সম্পূর্ণ অবলম্বন না করিয়া এ ত্র্যচের প্রথমটি এবং তৎপরে ছন্দোগ্রন্থের যে কোন অতিজগতীচ্ছন্দের ঋগ্দ্বয় অবলম্বন করিয়াই স্তোত্রিয় ত্রৈশোক গীত হইতে পারে? বস্তুত এতাদৃশ স্থলে পূর্ব্বোক্ত শর-লেশ দোষও অগত্যা সহনীয়, যেহেতু যে সে অতিজগতী অবলম্বনে গীত হইলে 'উত্তর ঋগ্দ্বয়ে গীত হইল' বলিয়া স্বীকৃতই হইতে পারে না অতএব প্রদর্শিত ত্র্যচের প্রথমটি অতিজগতী এবং তদুত্তর ঋগ্দ্বয় বৃহতী এরূপ অসদৃশ ঋকৃত্রয় অবলম্বন করিয়াও ত্রৈশোক সামত্রয়

গীত হইবে এবং সেই সামত্রয় মিলিত হইয়া একটি 'স্তোত্রিয় ত্রৈশোক' বলিয়া অভিহিতও হইয়া থাকে। বিশেষ যত্ন সহকারে গীত হইলে শর-লেশ দোষও প্রকাশ পায় না। যথা উহগানের ত্রয়োবিংশ প্রপাঠকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ত্রয়োদশ সাম ;—

"বিশ্বোহায়ি। পৃতনাঅভিভূ। তরন্নরাঃ। সজূস্তক্ষুরায়িন্দ্রঞ্জজনূঃ। চরাজাসো২৩৪হায়ি। ক্রাত্বৌহোয়ি। বরৌহোয়ি। শ্রেষ্ঠমন্যা২মূ২৩৪রীম্। উতোহায়ি। উগ্রমো২৩৪জী। ষ্ঠন্তারা২৩৪সাম্। হোয়ি। তরা৩৪। স্বিনম্ ও৬বা (১)॥ নেমোহায়ি। নাম। তিচক্ষসা। মেষংবিপ্রাঃ। অভিস্বারো২৩৪হায়ি। সোহোয়ি। দেশহোয়ি। তয়োরংবো২৩৪আ। ক্রুহোহায়ি। অপায়িকা২৩৪র্ণে। তারস্বী২৩৪নাঃ। হোয়ি। সমৃ৩৪। ক্তিঃ। ও৬বা (২)। সমোহায়ি। রায়িভা। সোঅস্বরান্। ইন্দ্রংসোম। স্যপীতায়ো২৩৪হায়ি। সৌহোয়ি। বৌহোয়ি। পন্তা২য়ির্যা২৩৪দী। বৃধোহায়ি। ধৃতব্রা২৩৪তাঃ। হিয়োজা২৩৪সা। হৌয়ি। সমূ৩৪। তিভিঃ। ও৬বা (৩)। ঔয়িদী২৩৪বা॥ ১৩

এই সাম দেখিলেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে প্রথম অতিজগতীচ্ছন্দের ঋকে গীত সামটিই তদুত্তর শ্রুত বৃহতী চ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয়েতেও গীত হইয়াছে অথচ শর দোষ বিশেষ ক্ষতিকর হয় নাই। এরূপ অসমান ছন্দে গান না করিলে 'উত্তর ঋক্‌দ্বয়ে গীত হইল' বলিয়া স্বীকৃত হইতেই পারে না অতএব এতাদৃশ স্থানে 'সমান ছন্দেই গাহিতে হইবে' পূর্ব্বোক্ত এ নিয়মটী অগত্যা ত্যাগ করিতে হইবে। এস্থলে আরও একটি বিচার্য্য; যে, 'অতিজগতীগুলিতে ত্রৈশোক সাম গীত হয়' এ বিধির মান রক্ষা কি রূপে হইবে? যেহেতু প্রদর্শিত স্তোত্রিয় ত্রৈশোক সামের মূল ঋক্ একটি-মাত্র অতিজগতী, তাহাতে 'অতিজগতীগুলি' এ বহুবচন সম্পন্ন হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য; যদিও স্তোত্রিয় ত্রৈশোক সামের মূলে একটিমাত্র অতিজগতী থাকে পরং এই ত্রৈশোক সামে যখন একবিংশ স্তোম * গীত হইবে তখন সেই একটি অতিজগতীই সপ্তাবৃত্তি করিয়া গীত হইবে সুতরাং তখন এ বহুবচনের সার্থকতার জন্য ব্যাকুলও হইতে হইবে না। এতাবতা বিশেষ শ্রুতি-বল থাকিলে অসমান ছন্দেও গান হইয়া থাকে ॥ ১৫

---

* একবিংশ স্তোমের পরিচয়ও ক্রমে বলা যাইতেছে।

ষষ্ঠাধিকরণে প্রথমবর্ণকম্—

"রথন্তরে ককুব্ গ্রাহ্যা গ্রথ্যা বাদ্যোঽর্থবত্ত্বতঃ।

পুনঃপদাপ্রসিদ্ধ্যাদেরন্ত্যোঽর্থোঽন্যত্র বীক্ষ্যতাম্॥ ১৬

ইদমাম্নায়তে "ন বৈ বৃহদ্রথন্তরমেকচ্ছন্দঃ যত্তয়োঃ পূর্ব্বা বৃহতী, ককুভাবুত্তরে'-ইতি। অয়মর্থঃ। বৃহদ্রথন্তরং তদেতৎ সামদ্বয়মিতরসামবদেকচ্ছন্দস্কং ন ভবতি; যস্মাৎ কারণাত্তয়োর্বৃহদ্রথন্তরসাম্নোরাশ্রয়ভূতাস্বৃক্ষু পূর্ব্বা বৃহতীচ্ছন্দস্কা উত্তরে তু দ্বে ঋচৌ ককুব্-ছন্দস্কে, ইতরেষাং বামদেব্যাদিসাম্নামাশ্রয়ে তৃচে অবস্থিতাস্তিস্র ঋচঃ একচ্ছন্দস্কাঃ উত্তরাগ্রন্থে আম্নাতাঃ। সংশয়-বিশেষপরিহারায় 'সমাসু গায়েৎ' ইতি ন্যায়েন নির্ণীতা এব। ইহ তু বাচনিকং বিষমচ্ছন্দস্কাসু গানমিতি। তত্র রথন্তরস্যাশ্রয়তয়া তৃচো নোত্তরাগ্রন্থে সমাম্নাতঃ, কিন্তর্হি? প্রগাথস্তদাশ্রয়ত্বেনাম্নাতঃ। স চ দ্বাভ্যামৃগ্ভ্যাং নিষ্পন্নত্বাৎ দ্ব্যৃচো ভবতি, তয়োশ্চ দ্বয়োঋচোঃ 'অভিত্বাশূরেত্যেষা প্রথমা, সা চ বৃহতী; 'ন ত্বাবাঙ্ অন্যো দিব্যইত্যেষা দ্বিতীয়া, সা চ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দস্কা। তথা চ সতি তাং পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দস্কামপনীয় তস্যাঃ স্থানে দাশতয়ীগতে দ্বে উৎপত্তিককুভৌ ঋচৌ গৃহীতব্যে ভবতঃ, কুতঃ? অর্থবত্ত্বাৎ, উদাহৃতেন 'ককুভাবুত্তরে'-ইতিবাক্যেন রথন্তরসাম্ন আশ্রয়ত্বেন ককুভোর্বিনিযুজ্যমানয়োঃ ককুবুৎপত্তিরর্থবতী ভবতি, অন্যথা বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। কিঞ্চ আম্নাতায়া একস্যাঃ পঙ্‌ক্তেঃ স্বীকারে সতি ঋচোর্দ্বয়োরেব লাভাৎ 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ম্'-ইতিবচনং বিরুদ্ধ্যেত, তস্মাদ্রথন্তরসাম্নি দ্বে ককুভাবুত্তরে গৃহীতব্যে

অয়মেব ন্যায়োবৃহৎসামন্যপি য়োজনীয়ঃ ?—ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ । আম্নাতয়োর্ বৃহতীপঙ্‌ক্ত্যোরেব ককুব্ গ্রথনীয়া। তথাহি 'অভিত্বাশূরেত্যেষা বৃহতী প্রথমা স্তোত্রিয়া, তস্যামবিকৃতায়ামেব রথন্তরং গাতব্যম্, ততস্তস্যা ঋচশ্চতুর্থং পাদং পুনরুপাদায়োত্তরস্যাঃ পঙ্‌ক্তেঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন সহ য়োজনীয়ম্, সেয়মষ্টাবিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা দ্বিতীয়া স্তোত্রিয়া, সা চৈকা ককুপ্ সম্পদ্যতে ; তস্যাঃ ককুভশ্চরমং পাদং পঙ্‌ক্তেরুত্তরার্দ্ধেন সহ প্রগ্রথ্য তৃতীয়া স্তোত্রিয়া কর্ত্তব্যা, সা চ দ্বিতীয়া ককুপ্ সম্পদ্যতে। প্রগ্রথনপ্রকারেণ দ্বয়োর্ঋচোরাম্নাতয়োঃ তৃচনিষ্পত্তেন স্তোত্রোক্তোরচনবিরোধঃ। অস্মিংশ্চ গ্রথনে 'পুনঃপদা' ইতি শ্রৌতোক্তির্লিঙ্গম্ । তথাচ শ্রূয়তে 'এষা বৈ প্রতিষ্ঠিতা বৃহতী য়া পুনঃপদা তদ্ য়ৎ পদং পুনরারভতে, তস্মাদ্ বৎসোমাতরমভিহিংকরোতি'—ইতি । অয়মর্থঃ । য়া বৃহতী পুনঃপদা ভবতি, সৈষা প্রতিষ্ঠিতা স্থিরা ভবতি, পদং চতুর্থঃ পাদঃ, সোহয়মৃগন্তরসম্পাদানায় পুনঃ পঠ্যতে, ততঃ সা বৃহতী পুনঃপদা, সেয়মৃঙ্ মাতা, তস্যাঃ পাদোবৎসঃ, তথাসতি য়স্মাদত্র চতুর্থং পাদমুদ্গাতা পুনরারভতে, তস্মাদ্ বৎসোমাতরমভিবীক্ষ্য হিমিতি শব্দং করোতীতি। ন কেবলং লিঙ্গমাত্রেণ প্রগ্রথনং কিন্তু ছন্দোগানাং প্রসিদ্ধ্যাপি। তে হ্যেবং স্মরন্তি 'ককুভঃ প্রগাথঃ'—ইতি। কিঞ্চ প্রগাথশব্দার্থপর্য্যালোচনেনাপি গ্রথনং গম্যতে, প্রকর্ষেণ গ্রথনং য়ত্র স প্রগাথঃ। প্রকর্ষোনাম আম্নাতাদৃক্পাঠাদাধিক্যম্, তচ্চ পূর্ব্বোক্তরীত্যা পাদাভ্যাসপুরঃসরমৃগন্তরসম্পাদনেনোপজায়তে তস্মান্নোৎপত্তিককুভৌ গ্রহীতব্যৌ, কিন্তর্হি ? প্রগ্রথনেন

দ্বে উত্তরে ককুভৌ সম্পাদ্য তাসু তিসৃষু রথন্তরং গাতব্যম্‌, তথা বৃহদপি। এবংসতি পঙ্‌ক্তেঃ পাঠঃ সার্থোভবতি। নচৈবং ককুবুৎপত্তিবৈয়র্থ্যমিতি শঙ্কনীয়ম্‌, বাচস্তোমে তদুপযোগাৎ, তস্মান্ন কাপি প্রগ্রথনেঽনুপপত্তিঃ”-ইতি ॥ ১৬

(অনুবাদ)

কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষাও অনিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—

রথন্তরে শ্রুতি আছে, গা’বে বৃহতী-ককুভে,
কিন্তু নাহি ককুব্‌দ্বয় ; কি করি যে এ অশুভে ?
পুনঃপদ আছে বিধি, করি হেথা সেই মত,—
গ্রথিবে ককুভদ্বয়, হবে প্রগাথ সম্মত। ১৬

রথন্তর সামের মূল ঋকৃটি যাহা ছন্দ আর্চ্চিকের তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথমার্দ্ধের পঞ্চম দশতের প্রথম, তাহাই উত্তর আর্চ্চিকের প্রথম প্রপাঠকের প্রথার্দ্ধের একাদশ সূক্তের ১ম। এই সূক্তটি দুই ঋকের সুতরাং দ্ব্যৃচ এবং তাহাও দুই ঋক্‌ বিভিন্ন ছন্দের ; প্রথমটী বৃহতী এবং দ্বিতীয়টি পঙ্‌ক্তি। এই দুইটি ঋক্‌ অবলম্বন করিয়া স্তোত্রিয় রথন্তর গীত হইয়া থাকে। এস্থলে বিচার্য্য যে, যদিও অসমচ্ছন্দে গানও বিশেষ বিধিস্থলে হইতে পারে পরং উত্তর ঋগ্‌দ্বয় আবশ্যক, তাহা এস্থলে কিরূপে সম্ভব ? বিশেষত: স্পষ্ট শ্রুতিও আছে যে ‘স্তোত্রিয় রথন্তরের মূল প্রথম ঋক্‌ বৃহতীচ্ছন্দের হইবে এবং উত্তর ঋগ্‌দ্বয় ককুপ্‌ছন্দের হইবে’ ইহাই বা এস্থলে কিরূপে সম্পন্ন হইবে ? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে এই দ্ব্যৃচ সূক্তকে প্রগাথ কহে, প্রগাথ পদের অর্থই পুন

বিশেষ প্রণালিতে গ্রথনীয় এবং শ্রুতিও আছে যে 'স্তোত্রিয় রথন্তরের গানে পুনঃপদা করিতে হয়' অতএব প্রথম ঋকের চতুর্থচরণ পুনঃ পঠিত হইয়া দ্বিতীয় ঋকের প্রথমার্দ্ধের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাবিংশতি অক্ষরাত্মক একটি ককুপ্ গ্রথিত হইবে এবং পুনশ্চ সেই ককুপ্‌ছন্দের দ্বিতীয় ঋকের চতুর্থ চরণ ঐরূপ পুনঃ পঠিত হইয়া প্রকৃত দ্বিতীয় ঋকের শেষার্দ্ধের সহিত মিলিত হইলে, উহাও অষ্টাবিংশতি অক্ষরাত্মক আর একটি ককুপ্‌ছন্দের ঋক্ হইল ; এই প্রণালিতে গ্রথণ করিলে একটি বৃহতী ও দুইটি ককুপ্ মূলক স্তোত্রিয় রথন্তর সুসম্পন্ন অসম্ভব নহে অতএব তাহাই হইয়া থাকে। যথা—

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১০২ ৩ ১। ১।
অভিত্বাশূরনোনুমোদুগ্ধাইবধেনবঃ। ঈশানমস্যজগতঃ
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১। ২। ৩ ২ ৩ ১। ২। ৩
স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্রতস্থুষঃ॥(১) নত্বাবাং অন্যোদিব্যোনপার্থিবো-
২ ৩ ১। ২। ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নজাতোনজনিষ্যতে। অশ্বায়ন্তোমঘবন্নিন্দ্রবাজিনোগব্যন্তস্ত্বাহ-
বামহে॥ (২) উ০ আ০ ১,১,১১ সূক্ত॥

ইহাকেই পুনঃপদা প্রগ্রথন 'বিশেষে ত্র্যৃচ' করিয়া কি রূপে গান করিতে হয়, তাহাও উহ গানে স্পষ্ট শ্রুত হইয়াছে, যথা—

১ ৫ ১ ৫ ১ ৫ ১ ৫ ৫ ২ ৫ ৫
ককুব্ভুত্তরেকণ্বরথন্তরম্। আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধা-
২ ১ ২ ২ ব ৫ ৩
আয়ি। বাওধায়িনাওবাঃ। ঈশানমস্যজগতঃ। সুবর্দৃশাং২৩৪

৫র ২র১র ৫ ২ ১ ২ ২ ৩২
মৈহী। ঈশানা২৩৪ভী। দ্রসূতআউৱা২৩। এ৩। স্থুযআ॥(১)
২র র ২ ১ ২ ২ ২ ১ ২
আয়িশানমিন্দ্রস্থুষাঃ। না৩ত্বাৱা৩ণ্ডআন্। য়োদিৱিয়োন-
র ৩ ৫র ২১র ৫ ২ ২
পার্থিৱা২৩৪ঐহী। নজাতোর২৩৪না। জনা৩১উৱা২৩। এ৩।
২৩২ র র ১র ২ ২ ১২ ২
ষ্যতআ। (২) নাজাতোনজনিষ্যতায়ি। আ৩শ্বায়া৩স্তাঃ।
১ র ৩ ৫ব ২১ ৫ ২
মঘৱন্নিন্দ্রৱাজিনা২৩৪ঐহী। গৱ্যস্তা২৩৪স্ত্বা। হৱা৩১উৱা২৩।
২ ২৩২
এ৩। মহআ (৩)॥ উ০ গা০ ২২,১,১ম সাম॥

এতাবতা বিশেষ বিশেষ স্থলে অসমান অথচ ছুইটি মাত্র ঋক্ অবলম্বনেও স্তোত্রির সাম সম্পন্ন হইতে পারে॥ ১৬

দ্বিতীয়ং ৱর্ণকম্—

"য়ৌধাজয়ে রৌরৱে চ বৃহত্যোরাগমোহৰ্থৱা।
গ্রথনং পূর্ব্ববৎ পক্ষৌ ষষ্টিলিঙ্গমিহোচ্যতে॥ ১৭"

ইদমাম্নায়তে 'রৌরৱয়ৌধাজয়ে বার্হতে তৃচে ভৱতঃ'-ইতি। অয়মর্থঃ। রৌরৱনামকং কিঞ্চিৎ সাম, তথা য়ৌধাজয়নামকমপরম্; তয়োঃসাম্নোর্ব্বৃহতীচ্ছন্দস্কস্তৃচ আশ্রয়-ইতি। উত্তরাগ্রন্থে তু তস্য সামদ্বয়স্যাশ্রয় একঃ প্রগাথঃ আম্নাতঃ। তস্মিংশ্চ প্রগাথে 'পুনানঃ সোমেত্যসাবৃক্ প্রথমা সা চ বৃহতী। 'দুহানউধর্দিব্যমিতি দ্বিতীয়া সা তু বিষ্টারপঙ্ক্তিঃ। তামেতাং বিষ্টারপংক্তিমপনীয় তস্যাঃ স্থানে উৎপত্তিবৃহত্যৌ দ্বে ঋচৌ আনেতব্যে? ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। বৃহতীবিষ্টারপঙ্ক্ত্যোঃ প্রগ্রথনবিশেষেণ

দ্বে বৃহত্যাবৃত্তরে, সম্পাদনীয়েইতি রাদ্ধান্তঃ। তত্রো-ভয়ত্র যুক্তিঃ পূর্ব্বন্যায়েন দ্রষ্টব্যা। লিঙ্গস্ত্বেবমাম্নায়তে 'ষষ্টিস্ত্রিষ্টুভোমাধ্যন্দিনং সবনম্'-ইতি। অয়মর্থঃ। রৌরবয়ৌ-ধাজয়নামকে সামনী মাধ্যন্দিনে সবনে গীয়েতে, তস্মিংশ্চ সবনে ত্রিষ্টুপ্ছন্দস্কা ঋচঃ ষষ্টির্ভবন্তীতি,—সেয়ং ষষ্টিসংখ্যা প্রগ্রথনপক্ষে উপপদ্যতে। তথাহি—মাধ্যন্দিনে সবনে পবমান একঃ, পৃষ্ঠস্তোত্রাণি চত্বারি। পবমানে ত্রীণি সূক্তানি—'উচ্চাতে জাতমিত্যেকং সূক্তম্ তত্র গায়ত্র্যস্তিস্র ঋচঃ।' পুনানঃ সোমেতি দ্বিতীয়ং সূক্তম্, তচ্চ প্রগাথরূপম্, তত্র পূর্ব্বা বৃহতী, উত্তরা বিষ্টারপঙ্‌ক্তিঃ। 'প্রতুদ্রবপরি-কোশমিতি তৃতীয়ং সূক্তম্, তত্র ত্রিষ্টুভস্তিস্রঃ। পৃষ্ঠস্তো-ত্রেষু 'অভিত্বাশূরেতি প্রগাথরূপং প্রথমং সূক্তম্, তত্র পূর্ব্বা বৃহতী, উত্তরা বিষ্টারপঙ্‌ক্তিঃ। 'কয়ানশ্চিত্র-ইতি দ্বিতীয়ং তত্র তিস্রঃ গায়ত্র্যঃ। 'তং বোদস্মমৃতীষহমিতি তৃতীয়ং প্রগাথরূপং, তত্র বৃহতীপঙ্‌ক্তৌ। 'তরোভির্বোবিদদ্বসুমিতি প্রগাথরূপং চতুর্থং, তত্রাপি বৃহতীপঙ্‌ক্তৌ। এবমন্যস্মিন্ সবনে সপ্ত সূক্তানি। তেষু নব সামানি গেয়ানি। প্রথমে সূক্তে গায়ত্রমামহীয়বং চেতি দ্বে সামনী; দ্বিতীয়ে রৌরবং য়ৌধাজয়ং চ; তৃতীয়ে ঔশনম্; চতুর্থে রথন্তরম্; পঞ্চমে বামদেব্যম্; ষষ্ঠে নৌধসম্; সপ্তমে কালেয়ম্। তত্র, প্রথম সূক্তস্থ সামদ্বয়নিষ্পত্তয়ে দ্বিরাবৃত্তাবাশ্রয়ভূতা ঋচঃ ষড় গায়-ত্র্যোভবন্তি, পঞ্চমসূক্তগতা বামদেব্যসামাশ্রয়ভূতাস্তিস্রঃ ঋচঃ সপ্তদশস্তোমসিদ্ধ্যর্থমাবর্ত্তমানাঃ সপ্তদশ গায়ত্র্যঃ ইত্যেবং মিলিত্বা ত্রয়োবিংশতির্গায়ত্র্যঃ, ষষ্ঠে সূক্তে বৃহতীপঙ্‌ক্ত্যোঃ

প্রগ্রথনেন বার্হতস্তৃচোত্তরাত্তি; তথা সপ্তমেঽপি। তত্রোভয়ত্র সপ্তদশস্তোমে সতি চতুস্ত্রিংশদ্ বৃহত্যোভবন্তি। দ্বিতীয়-সূক্তেঽপি প্রগ্রথনেন বার্হতং তৃচং সম্পাদ্য সামদ্বয়ার্থমাবৃত্তৌ ষড় বৃহত্যো ভবন্তি। চতুর্থসূক্তে রথন্তর-সামার্থং পূর্ব্ব-বর্ণ-কোক্তরীত্যা প্রগ্রথনে সতি ককুভাবুত্তরে ভবতঃ। প্রথমা তু স্বতঃসিদ্ধবৃহতী তত্র সপ্তদশস্তোমে সতি পঞ্চ বৃহত্যো দ্বাদশ ককুভশ্চ সম্পদ্যন্তে। তস্য চ স্তোমস্য বিধায়কং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে—'পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স একয়া পঞ্চভ্যো হিঙ্করোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স একয়া সপ্তভ্যোহিঙ্করোতি স একয়া সতিসৃভিঃ সতি-সৃভিঃ'-ইতি। অয়মর্থঃ। একা স্বতঃসিদ্ধা বৃহতী, প্রগ্রথিতে দ্বে ককুভাবিত্যেবংবিধস্তৃচস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈরাবর্ত্তনীয়ঃ। প্রথমে পর্য্যায়ে—ত্রিবৃহতী গাতব্যা, সকৃৎ সকৃৎ ককুভৌ। দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে—সকৃদ্ বৃহতী, ত্রিবারমনন্তরা ককুপ্ সকৃদন্ত্যা। তৃতীয়ে পর্য্যায়ে—সকৃদ্ বৃহতী, ত্রিস্ত্রিঃ ককুভাবিতি। হিঙ্করোতি হিঙ্কারোপলক্ষিতং গানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তদেবং তৃতীয়সূক্তব্যতিরিক্তেষু ষট্‌সু সূক্তেষু ত্রয়োবিংশতির্গায়ত্র্যঃ পঞ্চচত্বারিংশদ্ বৃহত্যোদ্বাদশ ককুভঃ সম্পন্নাঃ। তত্র ককুপ্ অষ্টাবিংশত্যক্ষরা, তস্যাং ষোড়শাক্ষরে গায়ত্রীপাদদ্বয়ে যোজিতে চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ সম্পদ্যতে। অনয়া দিশা দ্বাদশানাং ককুভাং ত্রিষ্টুপ্ত্ব-সম্পাদনায় চতুর্বিংশতির্গায়ত্রীপাদা যোজনীয়াঃ। তথা সত্যষ্টৌ গায়-ত্র্যোগতাঃ পঞ্চদশ গায়ত্র্যোঽবশিষ্যন্তে; তাসাং পঞ্চচত্বা-রিংশৎ পাদাঃ, তাংশ্চ তাবতীষু বৃহতীষু সংযোজ্য ত্রিষ্টুভঃ

সম্পাদনীয়াঃ। তত্ৰ এতাঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ ; ককুপসু নিষ্পন্নাঃ দ্বাদশ ; তৃতীয়ে সূক্তে স্বতঃসিদ্ধাস্তিস্রইত্যেবং প্রগ্রথনপক্ষে ষষ্টিস্ত্রিষ্টুভ উত্তরাগ্রন্থে সমাম্নাতা এব লভ্যন্তে। উৎপত্তিবৃহত্যানয়নে তু প্রকরণাম্নাতানাং তাবতীনামলাভাদ্ প্রকৃতহানাপ্রকৃতকল্পনে প্রসজ্যেয়াতাম্। তস্মাৎ "ত্রিষ্টুভঃ ষষ্টিরিত্যেতদ্ বৃহতীপ্রগ্রথনস্য লিঙ্গম্। প্রগ্রথনপ্রকারস্তু ভিধীয়তে—'পুনানঃ সোমেত্যস্যা বৃহত্যাশ্চতুর্থপাদং পুনরুক্তপাদায় দ্বিরভ্যস্য 'দুহানউধর্দ্দিব্যমিত্যস্যা বিষ্টারপঙ্‌ক্তেঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন সংয়োজয়েৎ, সা বৃহতী ভবতি,—এতদীয়ং চতুর্থং পাদং দ্বিরভ্যস্যোত্তরার্দ্ধেন য়োজয়েৎ, সাপি বৃহতী ভবতি। তস্মাদ্ য়ৌধাজয়রৌরবয়োঃ বৃহত্যোঃ উত্তরে প্রগ্রথনীয়ে। এবং নৌধসকালেয়য়োরপি দ্রষ্টব্যম্" ইতি ॥ ১৭

(অনুবাদ)

ঐরূপ আর একটি—

"যৌধাজয়" "রৌরবে"তে তিনটি বৃহতী হবে।
আছে একটি, অপর আনিয়া কি সংগৃহিবে ?
না না তাহা নহে ; গ্রথিব যে পূর্ব্বমত।
নতুবা কেমনে 'ষষ্ঠি' হইবে ত্রিষ্টুপ সংযত ॥ ১৮

তাণ্ড্য 'ব্রাহ্মণের সপ্তম প্রপাঠকীয় তৃতীয় খণ্ডে শ্রুতি আছে;—" 'রৌরব' ও 'যৌধাজয়'নামক সামদ্বয় বৃহতীচ্ছন্দের ত্র্যৃচে গীত হইবে।" অর্থাৎ রৌরব নামক সামটি ও যৌধাজয় নামক সামটি উভয়ই 'বৃহতীচ্ছন্দের তিনটি ঋক্ আশ্রয় করিয়া গীত হইবে। পরং উত্তরাগ্রন্থে ঐ সামদ্বয়ের

আশ্রয়ের জন্য যে একটি সূক্ত দেখা যায়, তাহা তিনটি ঋকের নহে প্রত্যুত দুইটি মাত্র ঋকের। যথা—

৩ ১ ২৩১২৩ ১ ২। ১ ২৩ ১ ১ ২। ৩
পুনানঃসোমধারয়াপোবসানোঅর্ষসি। আরত্নধায়োনিম্-
১ ২ ৩১ ২ ৩ ১ ২৩১ ২ ৩ ১। ২। ৩ ১। ২। ৩ ২
ঋতস্যসীদস্যুৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ॥ (১) দুহানঊধর্দিব্যম্মধুপ্রিয়-
৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২। ৩ ১ ২ ৩ ১
ম্প্রত্নংসধস্থমাসদৎ। আপৃচ্ছ্যন্ধরুণবাজ্যর্ষসিনৃভির্ধৌতো-
২ ৩ ২
বিচক্ষণঃ॥ (২) উ॰ আ॰ ১,১,৯,১-২॥

এই দুটিও উভয়ই বৃহতী ছন্দের নহে, প্রথমটি মাত্র বৃহতীছন্দের অপরটি বিষ্টারপঙ্‌ক্তি ছন্দের। এস্থলে বিচার্য্য যে উক্ত তাণ্ড্যব্রাহ্মণের শ্রুতি অনুসারে তিনটি বৃহতী কোথা পাওআ যাইবে? অতএব উত্তরাগ্রন্থের ঐ সূক্তের প্রথম যেটি বৃহতী, রৌরব ও যৌধাজয় গানের জন্য সেটি গ্রহণীয় এবং ঐরূপ আর দুটী বৃহতী; ছন্দোগ্রন্থ হইতে সঙ্গ্রহও কর্ত্তব্য হইতে পারে।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, না; শ্রুতির সেরূপ অভিপ্রায় নহে। যদি শ্রুতির সেই অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে "মাধ্যন্দিন সবনে ষষ্টি ত্রিষ্টুপ্ ব্যবহৃত হইবে" এই মোট সংখ্যা কিরূপে কথিত হইল? পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তরাগ্রন্থের ঐ বিষ্টারপঙ্‌ক্তি ছন্দের ঋকটির পরিবর্ত্তে ছন্দোগ্রন্থের যে কোন দুইটি বৃহতী সঙ্গৃহীত হইলে অবশ্যই অক্ষর-সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে*। অতএব অপর দুটি বৃহতী সঙ্গ্রহ

* কোন্ কোন্ মন্ত্রের দ্বারা ষষ্টিসংখ্যা পরিপূরিত হয়, তাহা সংস্কৃত অংশে দ্রষ্টব্য। সে সমস্ত অনুবাদিত করা অনুস্বার বিসর্গ ত্যাগ করামাত্র।

না করিয়া ঐ বিষ্টারপঙ্‌ক্তিটীই প্রথম বৃহতীটীর সহিত প্রকৃষ্টরূপে গ্রথন করিলে ঐ দুইটিই, তিনটি বৃহতীর স্বরূপ ধারণ করিবে। যথা;—

২র র ১ ৫ ১র র র
রোরবম্ ॥ পুনানঃসোমা৩ধারা২৩৪য়া। অপোবসানো

২ র র ৩২ ১২ ২ ১ র
অর্ষস্যারত্নধায়োনিমৃতস্যসা২ইদসাই। ওহা৩উবা। উৎসো-

র র ২ ১২ ২ ১ ২ ৪ ৫
দেবোহিরা২৩হাই। ওহা৩উবা। ণ্যয়া। ঔ৩হোবা ॥ (১)

২ র র র ১ ৫ ১ র র র র
উৎসোদেবোহা৩ইরণ্যা২৩৪য়াঃ। উৎসোদেবোহিরণ্যয়োদু-

র র ৩২ ১২ ২ ১
হানউদর্দ্ধিবিয়ম্মধূ২প্রিয়াম্। ওহা৩উবা। প্রত্নংসধস্থমা২৩

২ ১২ ২ ১ ৪ ৫ ২
হাই। ঔহা৩উবা। সদাৎ। ঔ২৩হোবা ॥ (২) প্রত্নংসধস্থা৩

১ ৫ ১ র র র
মাসা২৩৪দাৎ। প্রাত্নংসধস্থমাসদদাপৃচ্ছ্যঞ্চরুণংবাজিয়া২র্ষ-

৩২ ১২ ২ ১ র ১ ২ ১২ ২
সাই। ওহা৬উবা। নৃভির্দ্ধৌতোবিচা২৩হাই। ওহা২৩বা।

১ ২ ৪ ৫ ৪
ক্ষণা। ঔ২হোবা। হোং৫ই। ডা ॥ (৩) উ০ গা০ ১,১,২ ॥

একটি বৃহতী ও একটি বিষ্টারপঙ্‌ক্তিতে তিনটি বৃহতী কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই সামটি দেখিলেই প্রতীত হয়। দেখ,—'পুনানঃ সোম' এই বৃহতী ঋকের শেষ চরণটি দ্বিরুক্ত হইয়া 'দুহান উধর্দিব্যং' এই বিষ্টারপঙ্‌ক্তির পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত সংযোজিত হইবায় দ্বিতীয় বৃহতী সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহারই চতুর্থপাদ দ্বিরুক্ত হইয়া উক্ত-

রার্দ্ধের সহিত যোগে আর একটী বৃহতীর আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ প্রগ্রথনানুসারে বৃহতীত্রয় সম্পন্ন ও তদনুযায়ী প্রদর্শিত "রৌরব" সামটি গীত হইয়াছে। য়ৌধাজয় সামও এই তিনটি বৃহতী অবলম্বনেই গীত হইয়া থাকে। যথা;—

৩২ ৩ ৪ ৫ ২ ৩ ৫
য়ৌধাজয়ম্। পুনা৩১। না৩ঃসো। ম। ধারা২৩৪য়া।
১ ২ ১ ৩২ ৩ ৫ ২র ১ ২ ১
আপো৩। বসা২। নআ৩৪৫। ষা২৩৪গী। আরাত্বধাঃ।
২র ১ ৩২ ৩ ৫ ২ —
য়ো। নিমৃতা২। স্যসা৩৪৫ই। দা২৩৪সী। উৎসা২ঃ।
১ ৩২ ৩ ২ ২ ২
দাইরো২। হিরা৩৪৫। ণ্যা২৩৪য়াঃ॥ (১) উৎসো৩১।
২ ৪ ৫ ২৩ ৫ ১ ২ ১
দেওবো। হি। রণ্যা২৩৪য়াঃ। উৎসো৩। দাইবো২।
৩২ ৩ ৫ ২১২ ১ ২ ১
হিরা৩৪৫। ণ্যা২৩৪য়াঃ। তুহান। উ। ধ্রঃ। দিব্রিয়া২ণ্।
৩২ ৩ ৫ ২ — ১ ৩২
মধূ৩৪৫। প্রী২৩৪য়াম্। প্রত্না২ম্। সাধা২। স্থমা৩৪৫।
৩ ৫ ৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৩
সা২৩৪দাৎ॥ (২) প্রত্না৩১ম্। সা৩ধ। স্থম্। আসা২৩৪
৫ ১ ২ ১ ৩২ ৩ ৫ ২র ১
দাৎ। প্রাত্না৩ম্। সধা২। স্থমা৩৪৫। সা২৩৪দাৎ। আপা
২ ১ ২ ১ ৩২ ৩ ৫ ২ —
কিয়াম্। ধ। রুণবা২। জিয়া৩৪৫। যা২৩৪সী। নৃভা২ইঃ।
১ ৩২ ২ ৫
ধৌতো২। রিচা৩৪৫। ক্ষ্ণ২৩৪ণা॥ (৩) উ০.গা০ ১,১,৩॥

"নৌধস" ও "কালেয়" সামদ্বয়ও অবিকল এইরূপ॥ ১৭

তৃতীয়বর্ণকম্—

'শ্যাবাশ্বান্ধীগবেহনুষ্টুবানেয়ে গ্রথ্যতেহথবা।

পুরেব লিঙ্গং জগতী চতুর্ব্বিংশতি কীর্ত্তনম্ ॥ ১৮

ইদমাম্নায়তে 'পঞ্চচ্ছন্দা আবাপঃ আর্ভবঃ পবমানঃ সপ্তসামা, গায়ত্রসংহিতে গায়ত্র্যে তৃচে ভবতঃ, শ্যাবাশ্বান্ধীগবে আনুষ্টুভে তৃচে ভবতঃ, উষ্ণিহি সফম্, ককুভি পৌষ্কলম্, কাবমন্ত্যং জগতীষু'-ইতি। অয়মর্থঃ—অস্তি তৃতীয়সবনে পবমান আর্ভবসংজ্ঞকস্তস্মিন্ পঞ্চ সূক্তানি, সপ্ত সামানি, 'স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া'-ইত্যেকং সূক্তম্, তস্মিন্ গায়ত্র্যস্তিস্র ঋচস্তাসু 'গায়ত্রং' 'সংহিতং' চেতি দ্বে সামনী। 'পুরোজিতী বো অন্ধসঃ'-ইতি সূক্তান্তরম্, তত্রৈকানুষ্টুপুত্তরে দ্বে গায়ত্র্যৌ তাসু 'শ্যাবাশ্বম্' 'আন্ধীগবং' চেতি দ্বে সামনী। 'ইন্দ্রমচ্ছ সুতা'-ইত্য[illegible] সূক্তম্, তস্মিন্নুষ্ণিহস্তিস্রস্তাসু 'সফং' সাম। 'পবস্ব মধু[illegible]'-ইতি প্রগাথঃ, তস্মিন্ পূর্ব্বা ককুপ্, উত্তরা পঙ্‌[illegible] তত্র 'পৌষ্কলং' সাম। 'অভিপ্রিয়াণি পবতে চ নোহিতঃ'-ইত্যন্তং সূক্তম্, তত্র তিস্রো জগত্যস্তাসু 'কাবং' সাম। এতেষাং পঞ্চানাং মধ্যে 'পুরোজিতী বঃ' 'পবস্ব'-ইত্যনয়োঃ সূক্তয়োঃ যদ্যপি দ্বে দ্বে ছন্দসী, তথাপি সমাসু গানং [illegible]দয়িতুং প্রগ্রথনে কৃতে সতি একমেব ছন্দঃ সম্পাদ্যতে, ততো গায়ত্র্যনুষ্টুবুষ্ণিক্ককুব্জগতীভিঃ পঞ্চচ্ছন্দা আর্ভবপবমানোহস্মিন্ সবনে আবপনীয় ইতি। অত্র 'পুরোজিতীব'-ইত্যস্মিন্ সূক্তে শ্যাবাশ্বমান্ধীগবং চ সমাসু গাতুমুত্তরে গায়ত্র্যাবাম্নাতে পরিত্যজ্য দ্বে উৎপত্ত্যনুষ্টুভাবানেতব্যে। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। চতুর্থং পাদং পুনরুপাদায় দ্বে

অনুষ্টুভৌ প্রগ্রথনীয়ে। ইতি রাদ্ধান্তঃ। তত্রোভয়ত্র পূর্ব্ব-
বর্ণকদ্বয়ন্যায়েন যুক্তির্দ্রষ্টব্যা। লিঙ্গন্ত্বেবমাম্নায়তে—"চতু-
র্ব্বিংশতির্জগত্যস্তৃতীয়সবন একা চ ককুবিতি"—সেয়ং
সংখ্যা প্রগ্রথনপক্ষে উপপদ্যতে। তথাহি—গায়ত্রসংহিতয়োঃ
সাম্নোরাশ্রয়ে তৃচে দ্বিরভ্যস্তে সতি ষট্ গায়ত্র্যো ভবন্তি।
চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, অষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী, ততঃ
ষড়্ভির্গায়ত্রীভিস্তিস্রোজগত্যোভবন্তি, শ্যাবাশ্বান্ধীগবয়োরা-
শ্রয়ভূতাঃ প্রগ্রথিতা দ্বিরভ্যস্তাঃ ষড়নুষ্টুভোভবন্তি, তাভিশ্চ-
তস্রোজগত্যোভবন্তি,—মিলিত্বা সপ্ত জগত্যঃ সম্পন্নাঃ।
সফস্য পৌষ্কলস্য চ সামান্তরবত্তৃচে গানং ন কর্ত্তব্যম্
কিন্ত্বেকৈকস্যামৃচি। তৎ কুতোঽবগম্যতে? উষ্ণিহি ককু-
ভীতিসপ্তম্যেকবচনান্তাভ্যাং বিশেষবিধানাৎ। অষ্টাবিংশ-
ত্যক্ষরয়োরুষ্ণিক্‌ককুভোরেকা জগতী গায়ত্রীপাদশ্চ সম্পা-
দ্যতে, ককুভি মধ্যমঃ পাদোদ্বাদশাক্ষরঃ উষ্ণিহি চ পরঃ
পাদঃ—ইতি তয়োর্ভেদঃ। কাবস্যাশ্রয়ভূত্যাঃ স্বতঃ সিদ্ধা-
স্তিস্রোজগত্যঃ—ইতি মিলিত্বা পবমানেঽস্মিন্নেকাদশ জগত্যো
ভবন্তি, গায়ত্রীপাদশ্চাতিরিচ্যতে। আর্ভবপবমানবত্তৃতীয়-
সবনে যজ্ঞায়জ্ঞীয়স্তোত্রমেকমস্তি, তস্য চাশ্রয়ঃ 'যজ্ঞাযজ্ঞাবো
অগ্নয়ে'-ইত্যসৌ প্রগাথঃ, তত্র পূর্ব্বা বৃহতী, উত্তরা বিষ্টার-
পঙ্‌ক্তিস্তয়োঃ প্রগ্রথনেন ককুভাবুত্তরে কর্ত্তব্যে। তত্রৈক-
বিংশস্তোমস্তস্য বিধায়িকা বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে। 'সপ্তভ্যো
হিং করোতি স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ স একয়া, সপ্তভ্যো
হিঙ্করোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স তিসৃভি, সপ্তভ্যো হিঙ্ক-
রোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স তিসৃভিঃ' ইতি। অয়মর্থঃ

প্রথমায়াঃ বৃহত্যাস্ত্রিষু পর্য্যায়েষু ত্রির্বারমেকবারং পুনস্ত্রির্বারমিতি সপ্ত বৃহত্যঃ, মধ্যমায়াঃ ককুভঃ প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ পর্য্যায়য়োস্ত্রিস্ত্রিঃ পাঠঃ অন্ত্যে সকৃৎ, উত্তমায়াঃ ককুভঃ আদৌ সকৃৎ, দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্ত্রিস্ত্রিঃ; এবং চতুর্দ্দশ ককুভঃ। তাসু ককুপসু দ্বাদশাক্ষরাঃ মধ্যমপাদাশ্চতুর্দ্দশ, তেষু সপ্ত পাদাঃ সপ্তসু বৃহতীষু যোজনীয়াস্ততঃ সপ্ত জগত্যোভবন্তি অবশিষ্টা অষ্টাক্ষরাঃ ককুভামাদ্যপাদা অন্ত্যপাদাশ্চ মিলিত্বাষ্টাবিংশতিঃ তেষু ষড়্ভিঃ পাদৈঃ একা জগতীত্যনেন ক্রমেণ চতুর্ব্বিংশতিপাদৈশ্চতস্রো জগত্যো ভবন্তি। যে তু দ্বাদশাক্ষরাঃ সপ্তপাদাঃ পূর্ব্বমবশিষ্টাস্তেষু পবমানশেষোঽষ্টাক্ষরঃ পাদো যোজনীয়ঃ, ককুভাংশেষেষ্বষ্টাক্ষরেষু চতুর্ষু পাদেষু চত্বার্য্যক্ষরাণি যোজনীয়ানি, তে দ্বে জগত্যৌ ভবতস্তমেবং যজ্ঞাযজ্ঞীয়স্তোত্রে ত্রয়োদশ জগত্যঃ পূর্ব্বোক্তাঃ পবমানগতা একাদশেতি চতুর্ব্বিংশতির্জগত্যশ্চতুরক্ষরবর্জিতাশ্চত্বারোঽষ্টাক্ষরপাদাঃ মিলিত্বা ককুবেকা ভবতি ॥

অনেন লিঙ্গেন শ্যাবাশ্বমান্ধীগবং চ প্রগ্রথিততৃচে গাতব্যম্, ন তু তত্রোৎপত্ত্যনুষ্টুবানয়নমিতি স্থিতম্” ইতি ॥ ১৮

(অনুবাদ)

এরূপ আরও আছে যথা ;—
‘শ্যাবাশ্ব’ ও ‘আন্ধীগব’ আনুষ্টুভে তৃচে গেয়।
আছে বিধি ; কিন্তু তা কৈ ? তবে কি এ বিধি হেয় ?
কিংবা ইহা আহরিব যুগ্ম অনুষ্টুপ্ দেখিয়া ?
না না, এও হ’বে পূর্ব্ববৎ, গাথি গায়ত্রী বৰ্দ্ধিয়া ॥ ১৮

তৃতীয় সবনে 'আর্ভবপবমান' পাঠ বিধি আছে। ঐ আর্ভবপবমানে পঞ্চসূক্তে সপ্ত সাম গীত হইয়াথাকে। যথা—প্রথম 'স্বাদিষ্ঠয়া (উং ১,১,১৫)' এই সূক্তে গায়ত্রী ছন্দের তিনটি ঋক্ আছে, ঐ গুলি অবলম্বন করিয়া 'গায়ত্র' ও 'সংহিত' নামক সামদ্বয় গীত হয় (উং গাং ১,১,৮)। দ্বিতীয় 'পুরোজিতী (উং ১,১,১৮)', এ সূক্তে একটি অনুষ্টুপ্ ও দুটী গায়ত্রী ছন্দের ঋক্ আছে, এতদবলম্বনে 'শ্যাবাশ্ব' ও 'আন্ধীগব' নামক সামদ্বয় গীত হয় (উং গাং ১,১,১১-১২)। তৃতীয় 'ইন্দ্রমচ্ছ সুতা (উং ১,১,১৭)' এ সূক্তে উষ্ণিক্ছন্দের তিনটি ঋক্ আছে; তদবলম্বনে 'সফ' নামক সাম গীত হয় (উং গাং ১,১,১০)। চতুর্থ 'পবস্বমধুমত্তমঃ (উং ১,১,১৬)', এ সূক্তে দুটিমাত্র ঋক্ আছে, তাহার প্রথমটি ককুপ্ ছন্দের, দ্বিতীয় পঁক্তি ছন্দের, এতদবলম্বনে 'পৌষ্কল' নামক সাম গীত হয় (উং গাং ১,১,৯)। পঞ্চম 'অভিপ্রিয়াণিপবতে (উং ১,১,১৯)', এ সূক্তে জগতীছন্দের তিনটি ঋক্ আছে, তাহা অবলম্ব করিয়াই 'কাব' নামক সাম গীত হয় (উং ১,১,১৩)। এই পাঁচটির মধ্যে 'পুরোজিতীবঃ' ও 'পবস্বমধুমত্তমঃ' এই সূক্তদ্বয় যদিও দুই দুই ছন্দের দুই দুই ঋকের পরং 'সমানছন্দের ঋক্ত্রয়ে গান করিবে', ব্যবস্থা থাকায় প্রগ্রথন দ্বারা একছন্দ ও ত্রিত্বও সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে তৃতীয় সবনে আর্ভবপবমানে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, ককুপ্ ও জগতী এ পঞ্চছন্দই ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এস্থলে বিচার্য্য যে, পুরোজিতী সূক্ত শ্যাবাশ্ব ও আন্ধীগব গান করিবার জন্য 'সমান

ছন্দের ঋকত্রয়ে গান করিবে' নিয়মানুসারে গায়ত্রী ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (২য় ও ৩য়) ত্যাগ করিয়া ছন্দোগ্রন্থ হইতে যে কোন হউক দুটি অনুষ্টুভ মন্ত্র সংগ্রহ করত উক্ত গান সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য হইতে পারে। উত্তরাগ্রন্থে পঠিত উক্ত পুরোজিতী সূক্ত যথা—

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ ১ ২
পুরোজিতীবোঅন্ধসঃসুতায়মাদয়িত্নবে। অপশ্বানংশ্নথিষ্টনসখায়োদীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ (১) য়োধারয়াপাবকয়াপরিপ্রস্যন্দতেসুতঃ। ইন্দুরশ্বোনকৃত্ব্যঃ॥ (২) তন্দুয়োষমভীনরঃসোমন্বিশ্বাচ্যাধিয়া। য়জ্ঞায়সন্ত্বদ্রয়ঃ॥ (৩) উং ১,১,১৮,১-২-৩॥

এই সূক্তের ২য় ও ৩য় মন্ত্র পরিবর্ত্তন না করিলে তিনটি আনুষ্টুভ মন্ত্র হইতে পারে না অতএব অবশ্য পরিবর্ত্তনীয় ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, যে, না ; মন্ত্র পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যক নাই, চতুর্থ পাদগুলির পুনরুক্তির দ্বারাই গায়ত্রীছন্দের ঋক্ ও অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া অনুষ্টুপ্ আকার ধারণ করিবে। যথা—

শারাশ্বম্॥ পুরো৩১। জী৩তী। বোঅ। ধা৩সঃ। এহিয়া। সূ। তায়মাদা। য়ি। ত্নবা২ই। এহিয়া২। অপশ্বানাংশ্না৩থী৬। ষ্টা৩৪না। এহা২ই। এহিয়া২। সখায়োদাইর্ঘা৩জী৩। হ্বা৩৪৫য়োঙহাই॥ (১) সখা৩১। য়োত

৪ ৫ ২ ৩ ৫ ১ র র ২
দী। ঘজি। হ্বাতয়ম্। এহিয়া। য়ো। ধারয়াপা। ব।

১ — ১র — ১ ২ ৪ ২
কয়া২। এহিয়া২। পরিপ্রস্যান্দা৩তা৩ই। সূ২৩৪তাঃ।

— ১র — ১ ২ ৪ ২ ১
ঐহা২ই। এহিয়া২। ইন্দুরশ্বোনা৩কা৩। ত্বা৩৪৫য়োও

৫ ৩ ২ ২ ৪ ৫ র ৪
হাই॥ (২) ইন্দূ৩১ঃ। আ৩শ্বো। নকৃ। ত্বা৩য়ঃ। এহি-

৫ ১ র ২র ১ — ১র — র
য়া। তাম্। ভুরোষমা। ভী। নরা২ঃ। এহিয়া২। সামং-

১ ২ ৪ ৫ ২র — ১র — র ১ ২
বিশ্বাচীতয়া৩০। ধা২৩৪য়া। ঐহা২ই। এহিয়া২। য়জ্ঞায়সন্তু

৪ ২ ৫
৩বা৩। দ্রা৩৪৫য়োওহাই॥ (৩) উ০ গা০ ১,১,১১ ॥

এইরূপে চতুর্থপাদ পুনরুপাদান দ্বারা অনুষ্টুপ্ত্রয় সম্পাদন করিবে, তথাপি ঐ গায়ত্রীদ্বয় ত্যাগ করিয়া অপর অনুষ্টুপ্দ্বয় সংগ্রহ করিবে না, তদ্বিষয়ে ‘তৃতীয় সবনে ২৪টি জগতী ও ১টি ককুপ্ গীত হইবে’—এই বিধিই প্রমাণ।' উল্লিখিত পঞ্চ সূক্তের যথাবৎ পাঠ অনুসারে মোট অক্ষর গণনা করিলেই ইহা সম্পন্ন হইবে, নতুবা গায়ত্রীর পরিবর্তে সঙ্গৃহীত অনুষ্টুপ্ অনুসারে মোট অক্ষর গণনা করিলে ২৪ জগতী ও ১ ককুপ্ হইতে অধিক হইয়া পড়িবে অতএব এই চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যার উল্লেখরূপ বিশেষ প্রমাণে এস্থলেও পূর্ব্ববৎ চতুর্থপাদ পুনরাবৃত্তির দ্বারা অনুষ্টুপ্ছন্দের ঋক্ত্রয় সম্পন্ন করিতে হইবে॥ ১৮

১০ক

(মূল)

চতুর্থবর্ণকম্—

"চতুঃশতে প্রগ্রথনমৃচঃ পাদস্য বাগ্রিমঃ।

তৃচে মুখ্যত্বতো নৈবমৃগন্যত্বস্য বর্ণনাৎ ॥ ১৯

গবাময়নে ব্রহ্ম সাম বিহিতম্—'অভিবর্ত্তোব্রহ্মসাম ভবতি'-ইতি, তৎপ্রকৃত্য শ্রূয়তে—'চতুঃশতমৈন্দ্রা বার্হতাঃ প্রগাথাঃ'—ইতি। চতুরুত্তরশতসঙ্খ্যাকাঃ ইন্দ্রদেবতাকাঃ বৃহতীচ্ছন্দস্কাঃ ঋগ্‌দ্বয়াত্মকাঃ। 'তেষ্বেকপ্রগাথগতে দ্বে ঋচৌ, দ্বিতীয়প্রগাথগতামেকামৃচঞ্চ প্রগ্রথ্য তৃচে অভিবর্ত্ত নামকং সাম গাতব্যম্। তথাসত্যাম্নাতানামবিকৃতানামেব তিসৃণামৃচাং লাভাৎ তৃচস্য মুখ্যত্বং ভবতি। পূর্ব্বোক্তরীত্যা পাদপ্রগ্রথনে তু বিকৃতত্বাদমুখ্যস্তৃচঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—"অন্যা-অন্যাঋচোভবন্তি, তদেব সাম"—ইত্যৃচামন্যত্বমত্র বর্ণ্যতে, তচ্চ পাদপ্রগ্রথনে সম্ভবতি, ঋক্‌প্রগ্রথনে তু য়েয়মৃক্ পূর্ব্বস্য তৃচস্যান্ত্যা সৈবোত্তরস্য তৃচস্যাদ্যেত্যন্যত্বমৃচো ন স্যাৎ। তস্মাৎ পাদস্য প্রগ্রথনম্"—ইতি ॥ ১৯

(অনুবাদ)

ঐ বিষয়েই আর এক প্রকার বিচার্য্য ;—

"চতুঃশতে প্রগ্রথিবে ঐন্দ্র বার্হত তৃচেতে,

এই বিধি অনুসারে ঋক্ হ'বে কি আবর্ত্তিতে ?

না না ; পাদের সম্ভবে, ঋচা গ্রথি নাহি ফল,

পাদেরি গ্রথনে সাধি তৃচে গাহিবে সকল ॥ ১৯

১৯। গবাময়ন সত্রে, ইন্দ্রদেবতাক ও বৃহতীচ্ছন্দের এক শত চৌরটি প্রগাথ অবলম্বন করিয়া অভিবর্ত্ত ব্রহ্ম সাম গীত

হইয়াথাকে। এস্থলে বিচার্য্য যে "ঐন্দ্র বার্হত প্রগাথ গ্রথন করিবে" বিধি থাকায় ঋগ্দ্বয়াত্মক প্রগাথের মধ্যে প্রথম ঋক্‌টি আবৃত্তি করিয়া দুইটী হইবে তাহা হইলেই প্রকৃত দ্বিতীয়টিই তৃতীয়ত্ব লাভ করিবে, এরূপে সেই প্রগাথ গ্রথনানুসারে ত্রিত্ব লাভ করিলে, তাহা অবলম্বন করিয়া স্তোত্রগান হইতে পারে পরং তাহা হইবে না প্রত্যুত পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ পাদ গ্রথনের দ্বারাই তৃচ্ সম্পন্ন হইবে অন্যথা প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ এক আকারের হইলে "বিভিন্ন আকারের ঋক্‌ত্রয় অবলম্বনীয়" বিধির এ অংশটুকু বিরুদ্ধ হইবে. পক্ষান্তরে প্রথম ঋকের শেষ পাদ পুনরাবৃত্তি করিয়া দ্বিতীয় ঋকের প্রথম পাদের সহিত গ্রথন করিলে বিভিন্ন আকারের ঋক্‌ত্রয় সুসম্পন্ন হইবেই অতএব সর্ব্বত্রই পাদাবৃত্তিপূর্ব্বকই গ্রথন করিতে হইবে, ঋক্ আবৃত্তি কুত্রাপি করিবে না॥" ১৯

(মূল)

নবমাধিকরণম্—তত্রৈব নবমদশময়োরধিকরণয়োরপরবিশেষৌ চিন্তিতৌ। নবমাধিকরণম্ ;—

"আই-ভাবোয়োনিবশাদুত্তরাবশতোহথবা।
গীত্যর্থত্বাদাদিমোহন্ত্যোবর্ণাভিব্যঞ্জকত্বতঃ॥ ২০

'যদ্. য়োন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি'—ইতি শ্রূয়তে। তত্র 'কয়ানশ্চিত্রআভুবৎ'—ইত্যসাবৃগ্যোনিঃ। তস্যামৃচি 'কয়া' ইত্যক্ষরদ্বয়মাদ্যোভাগঃ, 'নশ্চিত্রআভুব'দিত্যক্ষরষট্‌কং দ্বিতীয়োভাগস্তস্মিন্ ভাগে দ্বিতীয়াক্ষরে চকারস্যোপরিতনমিকারং বিলোপ্য তস্য স্থানে আইভাবমাম্নায় গীতির্নিষ্পাদিতা। 'কস্ত্বাসত্যোমদানাম'-ইত্যমন্তর্ভাবিন্যুত্তরা। তস্যাং যোনিস্থায়েন

চতুর্থাক্ষরে তকারস্যোপরিতনং য়কারমোকারঞ্চ লোপয়িত্বা তয়োঃ স্থানে আই-ভাবঃ কার্য্যঃ। 'অভীষুণঃ'—অসাবপরো-ত্তরা। তস্যামপি চতুর্থাক্ষরে ণকারস্যোপরিতনমকারং লোপ-য়িত্বা তস্য স্থানে আই-ভাবঃ কর্ত্তব্যোঽন্যথা গীতিনাশপ্রসঙ্গা-দিতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—নাত্র য়োনৌ বর্ণান্তরস্যাগমঃ, কিন্তর্হি? বিদ্যমান এব চকারস্যোপরিতন ইকারঃ সামপ্রসিদ্ধয়া প্রক্রিয়য়া বৃদ্ধঃ সন্নৈকারো ভবতি, তস্য সন্ধ্যক্ষরত্বাৎ 'আকারঃ পূর্ব্বোভাগ ইকার উত্তরভাগস্তাবুভৌ বিশ্লেষেণ গীয়মানাবাই-ভাবং প্রতিপদ্যেতে। তথাচ সামগা আহুঃ—'বৃদ্ধং তালব্য মাই ভবর্ত্তি'-ইতি, তথাসত্যুত্তরয়োশ্চতুর্থাক্ষরে নাস্তি তালব্য ইকার ইত্যাই-ভাবো ন কর্ত্তব্যঃ। 'অভীষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্'—ইত্যেতস্যামুত্তরায়াং দ্বাদশাক্ষরগতস্য রেফস্যো-পরিতন ইকারঃ পূর্ব্ববদাই ভবতি। তথা সোঽয়মাই-ভাবঃ উক্তরীত্যা বর্ণাভিব্যঞ্জকত্বাদুত্তরাগতবর্ণবশেন কর্ত্তব্যঃ, গীত্য-র্থত্বাভাবেন য়ৌনিক্রমে তেন বিনাপি গীতির্ন বিনশ্যতি" —ইতি॥ ২০

(অনুবাদ)

নবম ও দশম অধিকরণে অপরাপর বিষয়ও নির্ণীত হই-য়াছে। তন্মধ্যে নবম এই ;—

"আই-ভাব যোনি মত হ'বে কিংবা অন্য মত ?
হ'তে পারে সেই মত, কিন্তু হ'বে ইকার-সম্মত ॥ ২০

উত্তরাগ্রন্থের ঋচ্‌গুলির প্রথমটি যোনিগ্রন্থেও আছে এবং ঐ যোনি বা প্রথম ঋকটি অবলম্বন করিয়া যে গান গীত হয়, তাহা যোনি গান বা গেয়গান গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ঐ যোনি ঋকের পর পঠিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্‌কে উত্তর ঋগ্‌দ্বয় কহে, এই উত্তর ঋগ্‌দ্বয়ও অবিকল ঐ যোনি ঋকের ন্যায় গীত হইয়া থাকে সুতরাং যোনি সামের সহিত উত্তর সামদ্বয়ের বর্ণগত ও অর্থগত বিভিন্নতা থাকিলেও সামাংশে অর্থাৎ স্বরাংশে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না; এ সমস্তই ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইবে যে বর্ণের বিকার আগম প্রভৃতি সাম ধর্ম্ম। প্রকৃত স্থলে 'কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ' এই যোনি-ঋক্-মূলক 'কা৫য়া। নশ্চা৩ই ত্রা৩ আভুবাৎ।' বামদেব্য নামক যোনি সামও আছে, উত্তরাগ্রন্থে ঐ যোনি ঋক্‌টি প্রথম রূপে পঠিত আছে এবং সেই ছন্দের তৎপর-পর আরও ঋগ্‌দ্বয় আছে, ঐ ঋগ্‌দ্বয় অবলম্বন করিয়া 'যাহা যোনিতে গীত হইবে তাহাই উত্তর ঋগ্‌দ্বয়েও গাইবে' এই পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে আরও দুইটি বামদেব্য গীত হইয়া থাকে। যথা—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কয়ানশ্চি*ত্রআভুবদূতীসদাবৃধঃসখা। কয়াশচিষ্ঠয়াবৃতা ॥(১)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কস্ত্বাসত্যোমদানাম্মংহিষ্ঠোমৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচি*দারুজে-

১ ২ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
বসু ॥ (২) অভীষুণঃসখীনামবিতাজরিতৄণাম্। শতম্ভবাসূ্য-

২
তয়ে ॥ (৩) উ০ আ০ ২,১,১২ ॥

৩ র ৪ ২ ৪র ৫
॥ মহাবামদেব্যম্ ॥ কা৫য়া। নশ্চা৩ইত্রা৩আভুবাৎ।

(১) এটি যোনিঋক্। (২), (৩) এই দুটি উত্তর ঋক্।

১ র২ ১র ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২ৰ
ঊ। তীসদাবৃধঃস। খা। ঔ৩হোহাই। কয়া২৩শচাই।
৩র ২ ১ — ২ ৩ র
ছয়োহো৩। হুম্মা২। ৱা২৩ৌ৩১৫হাই॥(১) কা১৫স্ত্বা।
৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২ ২ র
সত্যো৩মা৩দানাম্। মা। হিষ্ঠোমা২সাদন্ধ। সা। ঔ৩হো-
২ ১ ৩ র ২ ১ — ১
হাই। দৃঢ়া২৩চিদা। রুজোহো৩। হুম্মা২। ৱা২৩সো৩১৫-
২ ৩ ৫ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১
হায়ি॥(২) আ১৫ভী। যুণা৩ঃসা৩খীনাম্। আ। ৱিতাজ-
২র ১ র ২ ১ ২ ৩ র ২
রায়িঞ্ত্ণাম্। ঔ২৩হোহায়ি। শতা২৩ন্তবা। সিয়োহো৩।
১ — ১ ২
হুম্মা২। তা১২য়ো৩১৫হায়ি॥(৩) উ০ গা০ ৯;১;৫॥

এস্থলে বিচার্য্য, যে 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' যোনি ঋকের 'কা১৫য়া' এই পূর্ব্বভাগ অনুযায়ী 'কা১৫স্ত্বা' এবং আ১৫ভী পূর্ব্বভাগ হইয়াই থাকে কিন্তু 'নশ্চি' এ অংশের গানে যেরূপ 'নশ্চা৩ই' হয়, উত্তর ঋগ্দ্বয়ের গানে চতুর্থাক্ষরে সেরূপ আই-ভাব দৃষ্ট হয় না, ঐরূপ আই-ভাব হওআ উচিত কি না? এতদুত্তরে বক্তব্য যে যোনি গানে এস্থলে বর্ণান্তরের আগম হয় নাই, ঋকের চতুর্থাক্ষর চকারের পরে যে ইকারটি ছিল, তাহাই প্রসিদ্ধ সাম প্রক্রিয়ানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া 'ঐ' হয় এবং 'ঐ'টি সন্ধ্যক্ষর অর্থাৎ 'ঐ' মধ্যে আ- এবং ই স্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে, তাহাই গানকালে গান প্রক্রিয়ানুসারে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করিতে হইলেই 'আই' এইরূপ শ্রুত হয়। এতদনুসারেই সামগগণের একটি সূত্র

(১) এটি যোনিসাম। ইহাকেই বামদেব্য কহে।

আছে যে "তালব্য বর্ণ অর্থাৎ ই বৃদ্ধ হইয়া আই হয়"। এতাবতা প্রথম ঋক্‌টিতে চতুর্থ বর্ণে ই ছিল তাহাই বৃদ্ধ হইয়া আই-ভাব ধারণ করিয়া থাকে, উত্তর ঋগ্‌দ্বয়ের চতুর্থ বর্ণে ইকার নাই সুতরাং বৃদ্ধ হইয়া আই-ভাবও হয় না বরং তৃতীয় ঋকের দ্বাদশাক্ষর রেফের পরে ইকার আছে, অহা আই-ভাব ধারণ করিয়াই থাকে। উপসংহারে বক্তব্য যে এই যে আই-ভাব ইহা বর্ণাভিব্যঞ্জক সুতরাং বর্ণানুসারে হইবে, ইহা গানের নিয়ামক নহে অতএব যোনি গানানুসারে উত্তর গানদ্বয়ে অতিদিষ্ট হইবে না, ইহার অভাবে 'যোনির ন্যায় গান হইল না' ইহা বক্তব্য নহে॥" ২০

(মূল)

দশমাধিকরণম্—

"স্তোভানোত প্রদিশ্যন্তে নাগীতিত্বেন বর্ণবৎ।
স্বরাদিবৎ প্রদিশ্যন্তে গীতিকালোপযোগতঃ॥ ২১

বামদেব্যসাম্নোর্যোনৌ দ্বয়োরর্দ্ধয়োর্মধ্যে ঔকারদ্বয়েন হো-শব্দেন হায়ি-শব্দেন চ নিষ্পন্নঃ স্তোভ এবমাম্নাতঃ—'ঔ৩হো হায়ি'-ইতি,—সোঽয়ং স্তোভোনোত্তরয়োরতিদিশ্যতে, কুতঃ? অগীতিত্বাৎ। 'যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি'—ইতি গীতিমাত্রমতিদিশ্যতে, তত্র প্রথমায়া ঋচো বর্ণাঃ যথা নাতিদিশ্যন্তে তথা স্তোভা অপি। ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—স্বরোবর্ণবিশ্লেষোবিরামইত্যেতে গীত্যুপযোগিত্বাদ্ যথাতিদিশ্যন্তে, তথা স্তোভা অপি গীতিকালপরিচ্ছেদকত্বাদতিদিশ্যন্তে"—ইতি॥ ২১:

(অনুবাদ)

দশম অধিকরণে এইরূপ আরও একটি আছে ; যথা—
"পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত মতে স্তোভও কি ত্যাজ্য হ'বে ?
না না ; তাহা হ'লে বল, সাম আর কি গাহিবে ॥ ২১

ঐ পূর্ব্বোক্ত বামদেব্য সামকেই দৃষ্টান্তস্থলে রাখিয়া বিচার্য্য, যে, যেরূপ আই-ভাবকে বর্ণগত স্বীকার করিয়া উত্তর গানে তাহার অতিদেশ অনাবশ্যক, সেইরূপ ঔকার-দ্বয় ও হো-শব্দ এবং হায়ি-শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন যে স্তোভ, তাহাও কি অনাবশ্যক ? তাহা হইলে বামদেব্য সামের যোনি গানে 'থা' র পরে "ঔওহো হাই" আছে দেখিয়া, উত্তর গানদ্বয়েও 'না'র ও 'নাম্'র পরে 'ঔওহো হাই' গান কর্ত্তব্য হইতে পারে না। এস্থলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে 'যোনিতে যাহা থাকিবে, তাহাই উত্তরেও গীত হইবে' বলায় যোনির বর্ণ উত্তরেও অতিদিষ্ট হইবে এরূপ বোধ হয় না প্রত্যুত গানই অতিদিষ্ট স্পষ্ট বোধ হইতেছে অতএব মন্ত্রের অবয়ব 'ই'কে বৃদ্ধ করিয়া 'আই' গীত হইয়া থাকে, সেস্থলে উত্তর ঋকে মন্ত্রের অবয়ব 'ই'. না থাকিলে 'ই' বর্ণ অতিদিষ্ট হয় না সুতরাং গানেও আইভাব শ্রুত হয় না (১) কিন্তু 'ঔওহোহায়ি' ইত্যাদি স্তোভ গুলি, ইহা যোনি ঋকের অবয়ব বর্ণ বা পদ নহে প্রত্যুত বামদেব্য গানের অংশ (২), উত্তর গানদ্বয়ে বামদেব্য গানের অতিদেশ করিলে সুতরাং

(১) ৭৭ ও ৭৮ পৃষ্ঠার * এই চিহ্নিত স্থানগুলি দেখ।
(২) ৭৭ ও ৭৮ পৃষ্ঠার † এই চিহ্নিত স্থানগুলি দেখ।

এ গুলিও অতিদিষ্ট হইবে। এতাবতা ইহাই নিষ্পন্ন হইল যে যেরূপ, স্বর, বর্ণবিশ্লেষ ও বিরাম গীতির উপযোগী বলিয়া উত্তর গানেও অতিদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ 'ঔংহোহায়ি' প্রভৃতি স্তোভও গীতির কাল পরিচ্ছেদক বলিয়া অবশ্য অতিদিষ্ট হইবে ॥ ২১

(মূল)

অষ্টমাধিকরণদ্বিতীয়বর্ণকে কচিদুৎপন্না গানাভাবশঙ্কা নিবারিতা ;—

"গানস্য নিয়মোনোত বিদ্যতে বহ্‌ব্যুপস্থিতৌ
নাম্নানন্বয়তোহস্ত্যেব প্রকৃতত্বাৎ শ্রুতেরপি ॥ ২২

কচিৎ কর্ম্মবিশেষে শ্রূয়তে—'অয়ং সহস্রমানব-ইত্যেতয়া হবনীয়মুপতিষ্ঠতে'—ইতি। অসাবৃক্ সংহিতাগ্রন্থে সমাম্নাতা, প্রগীতা গানগ্রন্থে। ততোবহ্ন্যুপস্থানে তস্যামৃচি গানং ন নিয়তং কিন্তু বিকল্পিতমিতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—অস্ত্যেব নিয়মো গানে; কুতঃ? সামবেদে গানস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। ঋচাং সংহিতাপাঠোহত্র গানায়ৈব, ন হ্যাধারমন্তরেণ গাতুং শক্যতে। অথোচ্যেত? 'অয়ং সহস্রেত্যৃক্‌প্রতীকপূর্ব্বকেণ বাক্যেনোপস্থানবিধানাদ্ বাক্যস্য প্রকরণতঃ প্রবলত্বাদৃচৈবোপস্থানমিতি। তন্ন, প্রকৃতপ্রগীতমন্ত্রবাচিন্যা এতয়েতি সর্ব্বনামশ্রুতেঃ প্রবলতরত্বাৎ। তস্মাৎ প্রগীতয়ৈবোপস্থানম্।"—ইতি ॥ ২২

(অনুবাদ)

অষ্টমাধিকরণ দ্বিতীয় বর্ণকে আরও একটি আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে। যথা—

"যে কার্য্যে নাহিক শুনি বিধি, সামের বিশেষে,
তাহাতে কি পাঠ্য হবে ঋচা-সাম নির্ব্বিশেষে ?
না না ; সামগগণের সামগান মাত্র পুঁজি,
অতএব সর্ব্বস্থলে পাঠ্য সাম খুঁজি খুঁজি ॥ ২২

একস্থলে বিধি আছে 'অয়ং সহস্রমানব মন্ত্রের দ্বারা হবনীয়াগ্নির উপস্থান করিবে'। এই ঋক্‌টি ছন্দোগ্রন্থে পঞ্চম-প্রপাঠকের দ্বিতীয় অর্দ্ধের তৃতীয় দশতে দ্বিতীয়রূপে পঠিত আছে এবং গান গ্রন্থের দ্বাদশ প্রপাঠকের প্রথমার্দ্ধে অষ্টাবিংশরূপে গীতও দেখা যায়। যথা—

৩ ২ ৩ ১উ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
ঋক্‌অয়ং্সহস্রমানবোদৃশঃকবীনাম্মতির্জ্যোতির্বিধর্ম্ম।ব্রধ্নঃসমী-
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
চীরুষসঃসমৈরয়দরেপসঃসচেতসঃস্বসরেমন্যুমন্তশ্চিতাগোঃ ॥২

৫ ৪ ৫ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ র ১র র
অয়ং্সহোহায়ি। স্রমানা২৩৪বাঃ। দৃশাঃকবীনামতির্জ্যো।
১ ১ ৫ ১ ২ ১ ২র ১ ২ ২ ১ ২
তির্বিধা২৩৪ম্মা। ব্রধ্নাঃসমায়ি। চীরুষসঃ। সমায়িরা১১য়া২৫।
৩ ২ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫র ৩ ২ ১ ২র ২ ১
অরাও। হোবাও। পা। সঃসচে। তসাওঃ। স্বাসরে। মন্যু-
২ ২ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১
মা২৩ন্তাঃ। চিতে। য়া২৩৪ঔহোবা। গো২৩৪৫ঃ ॥ ২৮ ॥

এস্থলে বিচার্য্য, যে, উল্লিখিত হবনীয়াগ্নির উপস্থানে ঋক্‌টি ব্যবহৃত হইবে বা তন্মূলক সামটিই ব্যবহৃত হইবে ? যখন উক্ত বিধিতে ঋক্ বা সামের দ্বারা এরূপ কোন বিশেষ উল্লিখিত হয় নাই, তখন যথেচ্ছ ব্যবহারই হইতে পারে অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা হইবে ঐ ঋক্ পাঠ পূর্ব্বক হবনাগ্নির

উপস্থান করিতে পারিবে, যাহার ইচ্ছা হইবে ঐ ঋক্‌মূলক সাম গান দ্বারাও হবনাগ্নির উপস্থান করিতে পারিবে। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলা হইয়াছে যে সামবেদে গানেরই প্রাধান্য; গানকেই সাম কহে এবং ঐ সামই যাঁহাদের ব্যবহার্য্য তাঁহারাই সামগ। সামবেদের মধ্যে যে ছন্দোগ্রন্থ দেখা যায়, যাহাতে ঋক্‌সমস্ত রহিয়াছে, উহা কেবল সেই সমস্ত সামের অর্থজ্ঞানের আনুকূল্যের জন্য। বস্তুত ঋক্ পদের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে সামই সর্ব্বত্র সামগগণের ব্যবহার্য্য ॥ ২২

(মূল)

পঞ্চদশাধিকরণাদিষু ত্রিষু ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যং চিন্তিতম্।

পঞ্চদশাধিকরণম্—

"বৃহদ্রথন্তরৈর্ধর্ম্মৈঃ সঙ্কীর্ণো বা ব্যবস্থিতিঃ।

পৃষ্ঠৈক্যাৎ সঙ্করোধর্ম্মে নির্দ্দেশাদের্ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২৩

জ্যোতিষ্টোমে বিকল্পনং পৃষ্ঠস্তোত্রে বিহিতম্—'বৃহৎপৃষ্ঠং ভবতি, রথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি'-ইতি। তত্রোভয়ত্র ধর্ম্মাঃ শ্রুতাঃ—'বৃহতি প্রস্তূয়মানে মনসা সমুদ্রং ধ্যায়েৎ, রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সম্মীলয়েৎ'-ইত্যাদয়স্তে উভয়ত্র সঙ্কীর্য্যেরন্, পৃষ্ঠসিদ্ধিলক্ষণস্য কার্য্যস্যৈকত্বাদিতি চেৎ? ন, নির্দ্দেশভেদাৎ, সাঙ্কর্য্যে ত্বৈলক্ষণ্যেন বৃহদিতি রথন্তরমিতি চ দ্বৌ নির্দ্দেশৌ নোপপদ্যেয়াতাম্। কিঞ্চোভয়ধর্ম্মসাহিত্যং বিরুদ্ধম্। উচ্চৈর্গেয়ং বলবদ্‌গেয়মিতি বৃহদ্ধর্ম্মঃ। নোচ্চৈর্গেয়ং ন বলবদ্গেয়মিতি রথন্তরধর্ম্মঃ তস্মাদুভয়োর্ধর্ম্মা ব্যবতিষ্ঠন্তে"—ইতি ॥ ২৩

(অনুবাদ)

পঞ্চদশাদি অধিকরণত্রয়ে সামধর্ম্ম বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে। যথা পঞ্চদশ—

"পৃষ্ঠস্তোত্রে আছে বিধি রথন্তর বিকল্পিবে,
কিন্তু উভয় কেমনে একাধারে সমুচ্চিবে ?
সমুচ্চয়ে কিবা কার্য্য বৃহৎ বৃহতে গাহিবে,
রথন্তর গান কালে সেই মত আচরিবে ॥ ২৩

পৃষ্ঠ স্তোত্র বিষয়ক গানে ব্যবস্থা আছে 'বৃহৎ গান করিবে', আরও ব্যবস্থা আছে 'রথন্তর গানের দ্বারাও পৃষ্ঠ স্তোত্র সম্পন্ন করিতে পারে'। এদিকে বৃহৎ গানের ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট আছে যে 'সমুদ্র ধ্যান করিবে' এবং 'রথন্তর গানকালে চক্ষু নিমীলিত করিবে'। আরও, বৃহৎ গান উচ্চ ধ্বনিতে ও বলবৎ ধ্বনিতে করিতে হয়, রথন্তর গানে তদ্বিপরীত ব্যবহার করিতে হয়। অতএব বৃহৎ ও রথন্তর উভয়ই বিরুদ্ধধর্ম্ম। এতাদৃশ অবস্থায়, পৃষ্ঠস্তোত্ররূপ এক কার্য্যে উভয়বিধ ব্যবহার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে 'যখন বিকল্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ বৃহৎ বা রথন্তর উভয়ের মধ্যে যে কোন সাম গান দ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র সম্পন্ন হইতে পারিবে বলা হইয়াছে, তখন পৃষ্ঠস্তোত্র এক কার্য্য হইলেও দ্বিবিধ সামের দ্বারা সম্পাদ্য, ইহাতে তত্তৎসামের প্রয়োগ কালে তত্তৎ ধর্ম্ম অবলম্বনীয় হইবার বাধা নাই' অর্থাৎ যখন বৃহৎ সাম গানের দ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র সম্পাদন করিতে হইবে, তৎকালে বৃহৎ সামের যে ধর্ম্ম উচ্চধ্বনি বলবৎ প্রয়োগ ও সমুদ্র-

ধ্যান, তৎকালে তাহাই রক্ষিত হইবে এবং যখন রথন্তর সাম গানের দ্বারা পৃষ্ঠ স্তোত্র সম্পাদন করিতে হইবে, তৎকালে রথন্তর সামের যে ধর্ম্ম, নীচধ্বনি, দুর্ব্বল প্রয়োগ ও নিমীলন, তৎকালে তাহাই করিতে হইবে। এতাবতা পৃষ্ঠ স্তোত্র রূপ কার্য্য এক হইলেও তৎসম্পাদক সাম, বিকল্পে দুইটি হইবায়, বিকল্পে তত্তৎসামধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন বাধাই নাই ॥ ২৩

(মূল)

ষোড়শাধিকরণম্—

"তয়োর্ধর্ম্মাঃ সমুচ্চেয়া ন বা কণ্বরথন্তরে।

দ্বি-স্থানত্বাদ্ ভাষ্য আদ্যোবিরোধাদ্ বার্ত্তিকোঽন্তিমঃ ॥ ২৪

বৈশ্যস্তোমে 'কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি'—ইতি শ্রূয়তে। তত্র কণ্বরথন্তরাখ্যসাম্নঃ পৃষ্ঠস্তোত্রসাধনয়োঃ প্রাকৃতয়োর্ব্বৃহদ্রথন্তরয়োরুভয়োঃ স্থানে পতিতত্বাদুভয়সম্বন্ধিধর্ম্মাঃ সমুচ্চেতব্যাঃ। যে তু বিরুদ্ধা ধর্ম্মাঃ—উচ্চৈর্গেয়ং নোচ্চৈর্গেয়মিত্যাদয়স্তে বিকল্প্যন্তাম্। সমুদ্রধ্যাননিমীলনাদীনাং বিরোধাভাবাৎ প্রকৃতাবিব নির্দ্দেশভেদস্যাত্রাভাবাচ্চ সমুচ্চয় ইতি ভাষ্যকারস্য মতম্। বিকল্পিতয়োরেব দ্বয়োঃ স্থানে পতিতত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্ম্মাস্বারস্যাচ্চ বিকল্প এব যুক্তো ন তু সমুচ্চয়ঃ ইতি বার্ত্তিককারস্য মতম্। তত্রোভয়ত্র তত্তন্মতবিপরীতঃ পূর্ব্বপক্ষ উন্নেয়ঃ"—ইতি ॥ ২৪

(অনুবাদ)

ষোড়শাধিকরণে ইহাই প্রকারান্তরে সুব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"কণ্বরথন্তর পৃষ্ঠে ধর্ম্মদ্বয় সমুচ্চয়,
কেমনে করিবে বল. বিরুদ্ধ কি এক হয় ?
সমুচ্চিব না বিরুদ্ধ কিন্তু যুক্ত মিশাইব ;
কিম্বা বিকল্প বিধানে কেন একত্র করিব ॥ ২৪

বৈশ্য স্তোমে শ্রুতি আছে,—কণ্বরথন্তর সামদ্বারা পৃষ্ঠ স্তোত্র সম্পন্ন হইবে। এস্থলে বিচার্য্য,—পৃষ্ঠ স্তোত্রে বৃহৎ বা রথন্তর বিকল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সুতরাং ঐ পৃষ্ঠ কখন বা উচ্চধ্বনি ও বলবৎ প্রয়োগে এবং সমুদ্রধ্যানে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কখন বা তদ্বিপরীত ভাবে এবং নিমীলনে সম্পন্ন হয় ; বৈশ্য স্তোমে বৃহৎ ও রথন্তরের পরিবর্ত্তে কণ্বরথন্তর গীত হইবে ব্যবস্থাতে উক্ত উভয় সামধর্ম্ম এক কণ্বরথন্তরে কিরূপে সমুচ্চিত ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে ? এই আশঙ্কা দ্বিবিধ রূপে অপনোদিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন,—'যে যে ধর্ম্ম সমুচ্চয় হইতে পারিবে তাহাই সমুচ্চিত হইবে' অর্থাৎ কণ্বরথন্তর পাঠকালে সমুদ্রধ্যান এবং নিমীলন উভয় হইবে কিন্তু একই বস্তু এককালে উচ্চ ধ্বনিতে ও নীচধ্বনিতে গীত হওআ নিতান্ত অসম্ভব অতএব তদ্বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে।' বার্ত্তিককার বলেন,—প্রকৃতে' বৃহৎ ও রথন্তর বিকল্পে ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থাই আছে অতএব কণ্বরথন্তর গানে ঐ বিকল্পানুযায়ী উচ্চধ্বনি ও নীচ ধ্বনি প্রভৃতি সামধর্ম্মের বৈকল্প্য হইবে, এককালে সমুচ্চয়ের কোনই আবশ্যক নাই ॥ ২৪

(মূল)

সপ্তদশাধিকরণম্—

"দ্বি-সামকে দ্বয়োর্ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্যং ব্বা ব্যবস্থিতিঃ।
পৃষ্ঠৈক্যাৎ সঙ্করোনৈবং ধর্ম্মাণাং সামগত্বতঃ॥ ২৫

'গোসব উভে কুর্য্যাৎ'—ইত্যাদিনা গোসবাদৌ বৃহদ্রথন্তরসামদ্বয়সাধ্যং পৃষ্ঠস্তোত্রং বিহিতম্। তত্র পৃষ্ঠস্তোত্রঃ নৈ্যক্যত্বেন ধর্ম্ম-ব্যবস্থয়া অসম্ভবাৎ বৃহত্যুভয়ধর্ম্মাঃ কর্ত্তব্যাঃ রথন্তরেঽপ্যুভয়ধর্ম্মা ইত্যেবং সাঙ্কর্য্যমিতি চেৎ? নৈবম্, ন হ্যেতে পৃষ্ঠস্তোত্রপ্রযুক্তা ধর্ম্মাঃ কিন্তু সামপ্রযুক্তাঃ ততঃ সাম্নোর্ভেদাৎ ধর্ম্মাঃ ব্যবতিষ্ঠন্তে"—ইতি। ব্যবস্থিতধর্ম্মোপেতাভ্যাং বৃহদ্রথন্তরনামকাভ্যাং সামভ্যাং নিষ্পন্নস্তোত্রস্য পৃষ্ঠমিতি বৈদিকং নামধেয়ম্। যথা ত্রিবৃচ্ছন্দস্যার্থোবেদপ্রসিদ্ধোগৃহীতস্তদ্বৎ"—ইতি॥ ২৫

(অনুবাদ)

সপ্তদশাধিকরণে ইহা আরও সুস্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা—

"সামদ্বয়-সাধ্যে পৃষ্ঠে ধর্ম্মদ্বয় বিকল্পিবে?
সামধর্ম্ম সামসহ, পৃষ্ঠেতে কেন থাকিবে॥ ২৫

গোসবাদি যাগে বৃহৎ ও রথন্তর উভয় সামের দ্বারাই পৃষ্ঠ স্তোত্র সম্পন্ন করিতে হয়; ঐ উভয় সামের যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য, যে, এক পৃষ্ঠ স্তোত্রে উভয় ধর্ম্ম অসম্ভব অতএব বিকল্প কি স্বীকার্য্য? এতদুত্তরে বলা হইতেছে, না; পৃষ্ঠ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত সামদ্বয় দ্বারা নিষ্পাদ্য স্তোত্র বিশেষকেই পৃষ্ঠ কহে, পৃষ্ঠ শব্দটি

বৈদিকগণের কল্পিত 'ত্রিবৃৎ' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একটি সংজ্ঞা মাত্র অতএব যখন বৃহৎসাম গান করিবে তখন বৃহৎসামের নিয়মই অবলম্বনীয় এবং যখন রথন্তর গান করিবে তখন তদীয় নিয়মই আদরণীয়; এইরূপে উভয় সামের গান কালে স্বতন্ত্র রূপে উভয় ধর্ম্মই প্রতিপালিত হইবে এবং এইরূপে উভয় সাম গীত হইলেই সুতরাং পৃষ্ঠ স্তোত্র সম্পন্ন হইবে, ইহাই পৃষ্ঠ স্তোত্র। 'পৃষ্ঠ' এটি বৈদিক সংজ্ঞা শব্দ, যেরূপ ত্রিবৃৎ প্রভৃতি" ॥ ২৫

(মূল)

স চ ত্রিবৃচ্ছব্দঃ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে পঞ্চমাধিকরণস্যান্তিমে বর্ণকে বিচারিতঃ—

"লৌকিকোবাক্যগোবার্থস্ত্রিবৃদাদেঃ সমস্বতঃ।
উভৌ বিধ্যর্থবাদৈকবাক্যত্বাদস্তিহান্তিমঃ॥ ২৬

'ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানম্'-ইতি শ্রুতৌ ত্রিবৃচ্ছব্দস্য ত্রৈগুণ্যং লোকসিদ্ধোঽর্থঃ, বাক্যশেষাদৃক্ত্রয়াত্মকেষু সূক্তেষ্ববস্থিতানাং বহিষ্পবমানাত্মকস্তোত্রনিষ্পাদনক্ষমাণাম্—'উপাস্মৈ গায়তানরঃ (উ১প্র০১,২.৩সূ০)—ইত্যাদীনামৃচাং নবকমর্থঃ। তত্র ধর্ম্মনির্ণয়ে বেদস্য প্রবলত্বেঽপি পদপদার্থনির্ণয়ে লোকবেদয়োঃ সমানবলত্বাদুভাবর্থৌ বিকল্পেন গৃহীতব্যাবিতি চেৎ? নৈবম্। লৌকিকার্থস্বীকারপক্ষে বিধিবাক্যে ত্রৈগুণ্যমর্থঃ, অর্থবাদবাক্যে স্তোত্রিয়াণামৃচাং নবকমিত্যেবং বিধ্যর্থবাদয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাদেকবাক্যত্বং ন স্যাদত একবাক্যত্বায় স্তোত্রিয়াণাং নবকমেব বিধিবাক্যে নিয়তোঽর্থঃ" — ইতি॥ ২৬

(অনুবাদ)

উক্ত ত্রিবৃৎ শব্দও প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে পঞ্চমাধিকরণের অন্তিম বর্ণকে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

"ত্রিবৃৎ বলিতে, ত্রৈগুণ্য বুঝি ? অন্য কিছু কিবা ?
অর্থবাদ-বাক্য-মতে ন'টি ঋচাই বুঝিবা ॥"২৬

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ডে শ্রুত হইয়াছে 'ত্রিবৃৎ বহিষ্পবমান' অর্থাৎ বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রটি ত্রিবৃৎ হইবে। এস্থলে বিচার্য্য, যে, এ ত্রিবৃৎ বলিতে কি ত্রৈগুণ্যরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে ? অথবা অপর কিছু ? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, যে, না ; যদিও ত্রিবৃৎ বলিতে সাধারণ্যে ত্রৈগুণ্য অর্থেরই বোধ হইয়াথাকে পরং এস্থলে অর্থবাদ বাক্যের দ্বারা ত্রিবৃৎ একটী বৈদিক সংজ্ঞাশব্দ সম্পন্ন হইয়াছে অতএব ত্রিবৃৎ শব্দে 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ (উ০ আ০ ১,১,১)' ইত্যাদি নয়টি ঋচাই বুঝিতে হইবে। এই নয়টি ঋচার দ্বারা সম্পাদ্য স্তোত্র বিশেষকেই 'ত্রিবৃদ্ বহিষ্পবমান' কহে। ইহাই পরে আরও সুব্যক্ত হইবে" ॥ ২৬

(মূল)

পৃষ্ঠ শব্দস্য নামধেয়ত্বং প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদস্য তৃতীয়াধিকরণে চিত্রাশব্দবন্নির্ণীতম্।

"যস্চিত্রয়া যজেতেতি তদ্গুণোনাম বা ভবেৎ।
চিত্রস্ত্রীত্বগুণৌ রূঢ়েরগ্নীষোমীয়কে পশৌ ॥
দ্বয়োর্বিধৌ বাক্যভেদোবৈশিষ্ট্যগৌরবং ততঃ।
স্যান্নাম পৃষ্ঠাজ্যবহিষ্পবমানেষু তত্তথা ॥ ২৭

'চিত্রয়া য়জেত পশুকামঃ'-ইত্যাম্নায়তে, তত্র চিত্রাশব্দো-নোদ্ভিচ্ছব্দবদ্ য়ৌগিকঃ কিন্তু রূঢ্যা চিত্রত্বং স্ত্রীত্বঞ্চাভিধত্তে, ততো ন পূর্ব্বন্যায়েন নামত্বম্। তথা সত্যগ্নীষোমীয়ং পশু-মালভেতেতিবিহিতপশুয়াগমত্র য়জেতেত্যনেন পদেনানূদ্য তস্মিন্ পশৌ চিত্রত্বস্ত্রীত্বগুণৌ বিধীয়েতে। ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ। চিত্রত্বং স্ত্রীত্বঞ্চেতি দ্বাবেতৌ গুণৌ, তয়োর্বিধানে বাক্যং ভিদ্যেত। তথাচোক্তম্। 'প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো-বিধাতুং শক্যতে গুণঃ। অপ্রাপ্তে তু বিধীয়েরন্ বহবো-প্যেকয়ত্নতঃ'-ইতি। অথ বাক্যভেদপরিহারায় গুণদ্বয়বি-শিষ্টং পশুদ্রব্যরূপং কারকং বিধীয়েত, তদা গৌরবং স্যাৎ। তস্মাচ্চিত্রাশব্দঃ পূর্ব্ববৎ য়জিসামানাধিকরণ্যেন য়াগনামধেয়ং ভবতি, চিত্রত্বঞ্চ তস্য বিলক্ষণদ্রব্যদ্বারেণোপ-পদ্যতে। 'দধিমধুঘৃতমাপোধানাস্তণ্ডুলাস্তৎসংসৃষ্টং প্রাজা-পত্যম্'—ইতি দধ্যাদীনি বিচিত্রাণি প্রদেয়দ্রব্যাণি যড়াম্না-তানি। তদেতচ্চিত্রানামকস্য য়াগস্যোৎপত্তিবাক্যম্, য়াগ-স্বরূপভূতয়োর্দধ্যাদিদ্রব্যপ্রজাপতিদেবতয়োরত্রোপদিশ্যমান-ত্বাদুৎপন্নস্য তস্য য়াগস্য 'চিত্রয়া য়জেত পশুকাম'-ইত্যে-তৎফলবাক্যম্। এবং সতি প্রকৃতার্থোলভ্যেত, অগ্নীষোমীয়-পশ্বনুবাদেন গুণবিধানে, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যে-য়াতাম্, লিঙ্প্রত্যয়স্য চানুবাদকত্বাঙ্গীকারান্মুখ্যোবিধ্যর্থো-বাধ্যেত। তস্মাচ্চিত্রাপদং নামধেয়ম্ ॥ ॥ য়থা চিত্রাশব্দে নামধেয়ত্বং তথা বহিষ্পবমানশব্দে আজ্যশব্দে পৃষ্ঠশব্দে চ তৎকর্ম্মনামধেয়ত্বং য়োজনীয়ম্। এবং হি শ্রূয়তে। ত্রিবৃদ্-বহিষ্পবমানম্ পঞ্চদশান্যাজ্যানি, সপ্তদশানি পৃষ্ঠানীতি।

অস্য বাক্যত্রয়স্যার্থো বিবিচ্যতে। সামগানামুত্তরাগ্রন্থে তৃচাত্মকানি সূক্তান্যাম্নাতানি। তত্র। 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ'-ইত্যাদ্যং সূক্তম্। 'দবিদ্যুততা ঋচা'-ইতি দ্বিতীয়ম্। 'পবমানস্য তে কবে'-ইতি তৃতীয়ম্। জ্যোতিষ্টোমস্য প্রাতঃসবনানুষ্ঠানে তেষু ত্রিষু সূক্তেষু গায়ত্রং সাম গাতব্যম্,—তদিদং সূক্তত্রয়গানসাধ্যং স্তোত্রং বহিষ্পবমানমিত্যুচ্যতে, তত্রাবস্থিতানামৃচাম্পবমানার্থত্বাদ্বহিঃসম্বন্ধাচ্চ। ন খল্বিদং স্তোত্রমিতরস্তোত্রবৎ সদোনামকস্য মণ্ডপস্য মধ্যে ঔদুম্বর্য্যাঃ স্তম্বশাখায়াঃ সন্নিধৌ প্রযুজ্যতে, কিন্তু সদসো বহিঃপ্রসর্পদ্ভিঃ প্রযুজ্যতে। তস্য চ বহিষ্পবমানস্য ত্রিবৃন্নামকঃ স্তোমো ভবতি, তস্য চ স্তোমস্য বিধায়কং ব্রাহ্মণবাক্যমেবমাম্নায়তে। "তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স প্রথময়া, তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স উত্তময়োদ্যতী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ"—ইতি। অয়মর্থঃ। সূক্তত্রয়পঠিতানাং নবানামৃচাং গানং ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ,—কর্ত্তব্যম্। তত্র প্রথমপর্য্যায়ে ত্রিষু সূক্তেষ্বাদ্যাস্তিস্র ঋচো দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে মধ্যমাস্তৃতীয়ে পর্য্যায়ে চোত্তমাঃ। তিসৃভ্য ইতি তৃতীয়ার্থে পঞ্চমী। হিঙ্করোতি গায়তীত্যর্থঃ। সোঽয়ং যথোক্তপ্রকারোপেতা গীতিস্ত্রিবৃৎস্তোমস্য বিষ্টুতিঃ স্তুতিপ্রকারবিশেষঃ। অস্যা বিষ্টুতেরুদ্যতী নামেতি। এবম্পরিবর্ত্তিনী কুলায়িনীতি দ্বে বিষ্টুতী। তয়োঃ পরিবর্ত্তিন্যেবমাম্নায়তে। 'তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স পরাচীভিস্তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স পরাচীভিস্তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স পরাচীভিঃ, পরিবর্ত্তিনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ'-ইতি।' পরাচীভিরনুক্রমেণাম্নাতাভিরিত্যর্থঃ। কুলায়িন্যেবমাম্নায়তে। 'তিসৃভ্যো হিঙ্-

রোতি স পরাচীভিস্তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি য়া মধ্যমা সা প্রথমা, য়োত্তমা সা মধ্যমা, য়া প্রথমা সোত্তমা, তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি য়া মধ্যমা সা প্রথমা, য়া প্রথমা সা মধ্যমা, য়া মধ্যমা সোত্তমা, কুলায়িনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতি:’-ইতি। অত্র প্রথমসূক্তে পাঠ-ক্রমএব, দ্বিতীয়ে মধ্যমোত্তমপ্রথমাস্তৃতীয়ে তূত্তমপ্রথমমধ্যমাঃ ইত্যেবং ব্যত্যয়েন মন্ত্রাঃ গাতব্যাস্তিদিদং বিষ্টুতিত্রয়ং বিকল্পিতম্। ত্রিবৃচ্ছব্দস্যেদৃশং স্তোমস্বরূপমর্থো ন তু ত্রৈগুণ্যমিতি পূর্বপাদে নির্ণীতম্॥ ॥ উত্তরাগ্রন্থে বহিষ্পবমান-সূক্তেভ্যস্ত্রিভ্য ঊর্দ্ধং চত্বারি সূক্তান্যাম্নাতানি। ‘অগ্ন আয়াহি বীতয়ে’-ইত্যাদ্যং সূক্তম্। ‘আনোমিত্রাবরুণা’-ইতি দ্বিতীয়ম্। ‘আয়াহি সুষুমাহিত’-ইতি তৃতীয়ম্। ‘ইন্দ্রাগ্নী আগতং সুতম্’-ইতি চতুর্থম্। তান্যেতানি প্রাতঃসবনে গায়ত্রসাম্না গীয়মানানি চত্বার্য্যাজ্যস্তোত্রাণীত্যুচ্যন্তে। তন্নির্বচনং শ্রূয়তে। ‘য়দাজিমীয়ুস্তদাজ্যানামাজ্যত্বম্’-ইতি। তেষাজ্যস্তোত্রেষু পঞ্চদশনামকঃ স্তোমো ভবতি। তস্য স্তোমস্য বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে। ‘পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স একয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স একয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স একয়া স একয়া স তিসৃভিঃ’-ইতি। একং সূক্তং ত্রিরাবর্ত্তনীয়ম্। তত্র। প্রথমাবৃত্তৌ প্রথমায়া ঋচস্ত্রিরভ্যাসঃ। দ্বিতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমায়াঃ। তৃতীয়াবৃত্তাবুত্তমায়াঃ। সোঽয়ং পঞ্চদশস্তোমঃ॥ ॥ উক্তেভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ সূক্তেভ্য ঊর্দ্ধমুত্তরাগ্রন্থে ত্রীণি মাধ্যন্দিনপবমানসূক্তান্যাম্নায়, তত ঊর্দ্ধং চত্বারি সূক্তান্যাম্নাতানি। তেষু ‘অভিত্বাশূর-নোনুমঃ’-ইত্যাদ্যম্। ‘কয়ানশ্চিত্রআভুবৎ’-ইতি দ্বিতীয়ম্।

'তৎ ৱো দস্মমৃতীষহম্'-ইতি তৃতীয়ম্। 'তরোভির্ব্বোবিদদ্বসুম্' ইতি চতুর্থম্। এতানি ক্রমেণ 'রথন্তর' (উ,১প্র,১সা) বামদেব্য' (উ৽১প্র,৫সা) 'নৌধস' (উ৽১প্র,৬সা) 'কালেয়' (উ৽১প্র৭সা) সামভির্মাধ্যন্দিনসবনে গীয়মানানি পৃষ্ঠ-স্তোত্রাণীত্যুচ্যন্তে। স্পর্শনাৎ স্পৃষ্ঠানীত্যেবং নিরুক্তি-র্দ্রষ্টব্যা। তেষু স্তোত্রেষু সপ্তদশস্তোমোভবতি। তস্য স্তোমস্য বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে। "পঞ্চভ্যো হিঙ্করোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স একয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স একয়া সতিসৃভিঃ সএকয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ"-ইতি। অত্র। প্রথমাবৃত্তৌ প্রথমায়াঃ ঋচ স্ত্রিরভ্যাসঃ। দ্বিতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমায়াঃ। তৃতীয়াবৃত্তৌ মধমোত্তময়োঃ। সোহয়ং সপ্তদশ স্তোমঃ। অত্র ত্রিষ্বপি বাক্যেষু ত্রিবৃৎ-পঞ্চদশ-সপ্তদশ-শব্দাঃ গুণবিধায়কত্বেন সম্মতাঃ। যদি বহিষ্পবমানাজ্যপৃষ্ঠশব্দা অপি গুণবিধায়কাঃ স্যুস্তদা প্রত্যুদাহরণম্ গুণদ্বয়বিধানাদ্ বাক্যভেদঃ স্যাৎ। তস্মাদ্ বহিষ্পবমানাদিশব্দাঃ স্তোত্রনামধেয়ানি। 'তৈর্নামভিঃ কর্ম্মাণ্যনূদ্য ত্রিবৃদাদিগুণা বিধীয়ন্তে"—ইতি॥ ২৭

(অনুবাদ)

প্রথমাধ্যায় চতুর্থ পাদের তৃতীয়াধিকরণে, 'চিত্রা' শব্দের ন্যায় পৃষ্ঠও যে একটী নাম; তাহা নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

'চিত্রয়া যজেত' গুণ কিংবা নামে ?
স্ত্রী-চিত্রত্ব গুণবিধি, হবে বুঝি অগ্নিষ্টোমে।
না না, তাহা নহে ইহা ; 'চিত্রা' কর্ম্মের আখ্যান !
আরো আছে এইরূপ,—'পৃষ্ঠ', 'বহিষ্পবমান' ॥ ২৭

একটি শ্রুতি আছে 'পশুকাম ব্যক্তি চিত্রাযাগ করিবে'। এই শ্রুতিটি গুণবিধি অর্থাৎ 'অগ্নিষোমীয় পশু আলভন করিবে' এই বিধিতে গুণ সমর্পক হইতে পারে; তাহা-হইলে, কিরূপ অগ্নিষোমীয় পশুর আলভন দ্বারা যাগ সম্পন্ন করিবে? বিচিত্রবর্ণ ও স্ত্রীজাতি; ইহাই নিষ্পন্ন হইবে। অথবা চিত্রা' নামক একটি স্বতন্ত্র যাগ? এই সংশয় স্থলে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, না, ইহা গুণবিধি নহে প্রত্যুত ইহা একটি স্বতন্ত্রই বিধি, 'চিত্রা' নামে একটি পৃথক্ যাগ। এই যাগে দধি প্রভৃতি ছয় প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন হয় বলিয়াই ইহাকে 'চিত্র' কহে (যেরূপ চিত্রবর্ণ)।

পৃষ্ঠ, আজ্য ও বহিষ্পবমান প্রভৃতিও এইরূপ এক একটি যজ্ঞীয় সংজ্ঞাশব্দ।

তিনটি শ্রুতি আছে,—'ত্রিবৃদ্ বহিষ্পবমান', 'পঞ্চদশ আজ্য' ও 'সপ্তদশ পৃষ্ঠ'। এই তিনটির অর্থ পর্য্যালোচনা করা হইতেছে।

১ম, 'ত্রিবৃদ্ বহিষ্পবমান'। সামবেদের উত্তরার্চ্চিকে তিন্ তিন ঋকের এক একটি সূক্ত আছে, ঐ গ্রন্থের প্রথম সূক্ত— 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ' ইত্যাদি; দ্বিতীয়সূক্ত— দবিদ্যুতত্যা ঋচা' ইত্যাদি; তৃতীয় সূক্ত—'পবমানস্য তে কবে' ইত্যাদি। জ্যোতিষ্টোম যাগের প্রাতঃসবনানুষ্ঠানে এই সূক্তত্রয় অবলম্বন করিয়া 'গায়ত্র' নামক সাম গীত হইয়া থাকে। এই গীত সূক্তত্রয় রূপ যে স্তোত্রটি, তাহাই যাজ্ঞিক সমাজে 'বহিষ্পবমান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু এই সূক্তত্রয়ের ঋক্গুলির অর্থ পবিত্র এবং যেহেতু এই

স্তোত্রটি সদোমণ্ডপের বাহিরে ব্যবহৃত হয়; এই জন্যই ইহাকে বহিষ্পবমান কহে। অপরাপর স্তোত্রগুলি যেরূপ সদোনামক যজ্ঞ মণ্ডপের মধ্যে ঔডুম্বরী স্তম্ভশাখার সন্নিধানে প্রযুক্ত হয়, ইহা সেরূপ হয় না প্রত্যুত ইহা সদোমণ্ডপের বাহিরে পবমান বেদীতে ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এই বহিষ্পবমান অবলম্বনে 'ত্রিবৃৎ' নামক স্তোম সম্পন্ন হয়। এই স্তোম সম্পাদনের বিধান তাণ্ড্যব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকারম্ভেই আছে; যথা—"তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স প্রথময়া তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি স মধ্যময়া, তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি স উত্তময়া; উদ্যতী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ"। অর্থাৎ সূক্তত্রয়গত নব ঋকের গান পর্য্যায়ক্রমে করিতে হয়; তন্মধ্যে, প্রথম পর্য্যায়ে—সূক্তত্রয়েরই আদ্য ঋকৃত্রয়, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে—ঐ সূক্তত্রয়েরই মধ্যম (দ্বিতীয়) ঋকৃত্রয়, তৃতীয় পর্য্যায়ে—ঐ সূক্তত্রয়েরই উত্তম (শেষ) ঋকৃত্রয় হিং করিবে অর্থাৎ গাহিবে; ত্রিবৃৎ নামক স্তোম সম্বন্ধে এই প্রকারের বিষ্টুতি অর্থাৎ বিশেষ স্তুতিকে 'উদ্যতী' কহে। এই ত্রিবৃৎ বহিষ্পবমান স্তোত্রের 'পরিবর্ত্তিনী' ও 'কুলায়িনী' আরও দুই প্রকার বিষ্টুতি আছে। পরিবর্ত্তিনী বিষ্টুতি যথা—"তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি স পরাচীভিঃ, তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি স পরাচীভিঃ, তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি স পরাচীভিঃ, পরিবর্ত্তিনী ত্রিবৃতোবিষ্টুতিঃ"। অর্থাৎ প্রথমত প্রথম সূক্তের ঋকৃত্রয় যথাক্রমে হিং করিবে, অনন্তর দ্বিতীয় সূক্তের ঋকৃত্রয়ও যথাক্রমে হিং করিবে, তদনন্তর তৃতীয় সূক্তের ঋকৃত্রয়ও যথাক্রমে হিং করিবে, ত্রিবৃৎ নামক স্তোম

সম্বন্ধে এই প্রকারের বিষ্টুতি অর্থাৎ বিশেষ স্তুতিকে 'পরিবর্ত্তিনী' কহে। কুলায়িনী যথা—"তিসৃভ্যোহিঙ্করোহি স পরাচীভি, তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি—য়া মধ্যমা সা প্রথমা—য়োত্তমা সা মধ্যমা—য়া প্রথমা সোত্তমা, তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি—য়োত্তমা সা প্রথমা—য়া প্রথমা সা মধ্যমা—য়া মধ্যমা সোত্তমা, কুলায়িনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ"। অর্থাৎ প্রথম সূক্তটি যথাক্রমেই হিংকরিবে, দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় ঋকৃটি প্রথমে হিংকরিবে—তাহার পরে তৃতীয়টি—শেষে প্রথমটি; তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋকৃটাই প্রথমে হিংকরিবে—তাহার পরে প্রথমটি—শেষে দ্বিতীয়টি; ত্রিবৃৎ নামক স্তোম সম্বন্ধে এই প্রকার বিষ্টুতি অর্থাৎ বিশেষ স্তুতিকে 'কুলায়িনী' কহে। ত্রিবৃৎ শব্দে, বেদে, এই ত্রিবিধ বিষ্টুতি স্বরূপ স্তোম বুঝিতে হয়; ত্রিবৃৎ শব্দে লোক-প্রসিদ্ধ ত্রৈগুণ্য অর্থ বেদের উপযোগী নহে; ইহা একবার সামান্যত ইতি পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

২য়, 'পঞ্চদশ আজ্য'। উত্তরাগ্রন্থে বহিষ্পবমান সূক্তগুলির পরেই চারিটি সূক্ত আছে। তন্মধ্যে; 'অগ্নআয়াহি' প্রথম, 'আনোমিত্রা' দ্বিতীয়, 'আয়াহি সুষুমাহিত' তৃতীয় এবং 'ইন্দ্রাগ্নী আগতং' চতুর্থ। এইগুলি প্রাতঃসবনে গায়ত্র সামে গীত হয়, এই গীত চতুষ্টয়কেই 'আজ্যস্তোত্র' কহে। এই পঞ্চদশ আজ্য স্তোত্রের বিষ্টুতি তাণ্ড্যব্রাহ্মণে এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়; 'পঞ্চভ্যো হিঙ্করোতি—স তিসৃভিঃ—সএকয়া—স একয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি—স একয়া—স তিসৃভিঃ—স একয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি—স একয়া—স একয়া—স

তিসৃভিঃ" অর্থাৎ এক একটি সূক্ত বারত্রয় আবৃত্ত হইবে, তন্মধ্যে, প্রথমাবৃত্তিতে প্রথম ঋকের ত্রিরভ্যাস, দ্বিতীয়াবৃত্তিতে দ্বিতীয় ঋকের এবং তৃতীয়াবৃত্তিতে তৃতীয় ঋকের ত্রিরভ্যাস করিয়া হিঙ্কৃত অর্থাৎ গীত হইবে সুতরাং পঞ্চদশ সম্পন্ন হইবে। ইহাকেই পঞ্চদশ স্তোম কহে।

৩য়, সপ্তদশ পৃষ্ঠ। উত্তরাগ্রন্থে ঐ আজ্য স্তোত্রের পরে 'মাধ্যন্দিনপবমান' নামক তিনটি সূক্ত আছে, তৎপরেই চারিটি সূক্ত আছে। তন্মধ্যে; 'অভিত্বাশূরনোনুম' প্রথম, "কয়ানশ্চিত্রআভুবৎ' দ্বিতীয়, 'তং বো দস্মমৃতীষহম্' তৃতীয় এবং 'তরোভির্বো' চতুর্থ। এই সূক্তগুলি মাধ্যন্দিন সবনে যথাক্রমে রথন্তর, বামদেব্য, নৌধস ও কালের সামে গীত হইয়াথাকে। ঔডুম্বরী স্তম্বশাখা স্পর্শ করিয়াই এগুলি গীত হয়, এইজন্যই ইহাদিগকে পৃষ্ঠ স্তোত্র কহে। এই স্তোত্র-সমস্তে সপ্তদশ স্তোম সম্পন্ন হয়। এই সপ্তদশ পৃষ্ঠ স্তোত্রের বিধি তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে শ্রুত আছে। যথা "পঞ্চভ্যো হিঙ্করোতি—স তিসৃভিঃ—স একয়া—স একয়া; পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি—স একয়া—স তিসৃভিঃ—স একয়া, পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি—স একয়া—স তিসৃভিঃ—স তিসৃভিঃ"। অর্থাৎ প্রথমাবৃত্তিতে প্রথমা ঋচার ত্রিরভ্যাস দ্বিতীয়াবৃত্তিতে দ্বিতীয়ার, এবং তৃতীয়াবৃত্তিতে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া উভয়েরই ত্রিরভ্যাস পূর্ব্বক হিং করিতে অর্থাৎ গান গাহিতে হইবে সুতরাং সপ্তদশ স্তোম সম্পন্ন হইবে।

এতাবতা বেদে ব্যবহৃত ত্রিবৃৎ আজ্য পৃষ্ঠ প্রভৃতি বাক্য

গুলির অর্থ, লোকানুসারে বোধ্য নহে প্রত্যুত বৈদিক বোধ অনুসারেই বোধ্য ॥ ২৭

(মূল)

উক্তস্য পৃষ্ঠাদিস্তোত্রস্য প্রধানকর্ম্মত্বং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে পঞ্চমাধিকরণে নির্ণীতম্ ;—

"প্রউগং শংসতীত্যাদৌ গুণতোত প্রধানতা ।
দৃষ্টাদেব স্মৃতিস্তেন গুণতা স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ ॥
স্মৃত্যর্থত্বে স্তৌতিশংসোর্দ্ধাত্বোঃ শ্রৌতার্থবাধনম্ ।
তেনাদৃষ্টমুপেত্যাপি প্রাধান্যং ক্রতয়ে মতম্ ॥ ২৮

জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে ;—'প্রউগং শংসতি', 'নিষ্কেবল্যং শংসতি', "আজ্যৈঃ স্তুবতে'-ইতি । প্রউগনিষ্কেবল্যশব্দৌ শস্ত্রবিশেষনামনী, আজ্যপৃষ্ঠশব্দৌ তু ব্যাখ্যাতৌ । অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্তুতিঃ শস্ত্রং । প্রগীতমন্ত্রসাধ্যা স্তুতিঃ স্তোত্রম্ । তয়োঃ স্তোত্রশস্ত্রয়োগু'ণকর্ম্মত্বং যুক্তম্ । কুতঃ ? তুষবিমোকবদ্দৃষ্টার্থলাভাৎ পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষু অনুস্মরণেন দেবতা সংস্ক্রিয়তে । ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ ।—তেষু অনুস্মরণেন স্তোতব্যায়া দেবতায়াঃ স্তাবকৈগু'ণৈঃ সম্বন্ধকীর্ত্তনং স্তৌতিশংসতিধাত্বোর্বাচ্যোঽর্থঃ । যদি মন্ত্রবাক্যানি গুণসম্বন্ধাভিধানপরাণি, তদা ধাত্বোর্মুখ্যার্থলাভাৎ শ্রুতিরনুগৃহীতা ভবিষ্যতি, যদা তু গুণদ্বারেণানুস্মরণীয়দেবতাস্বরূপপ্রকাশনপরাণি মন্ত্রবাক্যানি স্যুস্তদা ধাত্বোর্মুখ্যার্থো ন স্যাৎ, লোকে হি 'দেবদত্তশ্চতুর্বেদাদিভিজ্ঞঃ'-ইত্যুক্তে স্তুতিঃ প্রতীয়তে । তস্য বাক্যস্য গুণদ্বারেণ দেবদত্তস্বরূপোপলক্ষণপরত্বেন গুণসম্বন্ধপরত্বাৎ । যদা তু দেবদত্তস্বরূপপরতা 'যশ্চতু-

র্ব্বেদী তমানয়’-ইত্যাদৌ, ‘তত্র ন স্তুতিপ্রতীতিঃ। তস্য চতু-
র্ব্বেদসম্বন্ধদ্বারেণ দেবদত্তস্বরূপপরত্বেন গুণসম্বন্ধপরত্বাভাবাৎ,
ততশ্চাজ্যৈর্দেবং প্রকাশয়েৎ, পৃষ্ঠৈর্দেবং প্রকাশয়েদিত্যেবং
বিধ্যর্থপর্য্যবসানাদ্ ধাত্বোমুখ্যার্থোবাধ্যেত। ততোধাতুশ্রুতি-
মবাধিতুং স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ প্রধানকর্ম্মত্বমভ্যুপেতব্যম্’। তত্র
দৃষ্টং প্রয়োজনং নাস্তীতি চেৎ ? ততোঽপূর্ব্বমস্ত্ত”-ইতি॥ ২৮

(অনুবাদ)

উক্ত পৃষ্ঠাদি স্তোত্রের প্রধান কর্ম্মতা, দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চমাধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

‘প্রউগ্যংশংসতি’ শ্রুতি, গুণ বা প্রধান মানি ?
দৃষ্টমাত্রে হয় স্মৃতি অতএব গুণ জানি।
না না, তাহা নহে ; ইহা বিধি জানিবে প্রধান ;
অন্যথা শ্রৌতার্থ-বাধ-দোষ নাহি হ’বে আন ॥ ২৮

জ্যোতিষ্টোমে কয়েকটি শ্রুতি আছে ;—‘প্রউগং শংসতি’, ‘নিষ্কেবল্যং শংসতি’, ‘আজ্যৈঃ স্তুবতে’, ইত্যাদি। প্রউগ ও নিষ্কেবল্য শব্দদ্বয় শস্ত্রবিশেষের বোধক ; আজ্য ও পৃষ্ঠ ত পূর্ব্বেই ব্যাখাত হইয়াছে। গীতি ব্যতিরিক্ত মন্ত্রের দ্বারা যে স্তুতি, তাহাকেই স্তোত্র কহে। সেই স্তোত্র ও শস্ত্রসকল গুণকর্ম্ম বা প্রধান বিধি ? ইহাই বিচার্য্য-স্থল। ইহাদিগকে গুণকর্ম্ম বলাই সঙ্গত ; কেননা, যেরূপ ‘ব্রীহীনবহন্তি’ অর্থাৎ ব্রীহিসকল অবহনন করিবে, এ বিধি তুষবিমোকরূপ দ্রব্য-সংস্কারাত্মক দৃষ্ট ফল বোধন করে বলিয়া গুণবিধি শ্রেণীতে পরিগণিত হয়, ইহারাও সেইরূপ পাঠের দ্বারা স্তোতব্য দেবতার স্মারকরূপ দেবতা সংস্কারাত্মক দৃষ্ট-

ফল বোধক হইয়াই থাকে। এই দুঃসিদ্ধান্ত অপনোদনার্থ বলি ;—ঐ ঐ মন্ত্রের পাঠ দ্বারা দেবতার স্মরণ হয় বটে পরং তাহা প্রকৃত শ্রুত্যর্থ নহে প্রত্যুত গৌণ ; প্রকৃতপক্ষে স্তোতব্য দেবতার সহিত, স্তাবক গুণসমূহের সম্বন্ধ-কীর্ত্তনই স্তৌতি ও শংসতি ধাতুদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ। এতাবতা যদি মন্ত্র বাক্যগুলি গুণসম্বন্ধ কথনপর হয়, তাহা হইলেই ধাতু-দ্বয়ের মুখ্যার্থ লাভ হেতুতে শ্রুতি অনুগৃহীত হয় ; যদি গুণ-দ্বারা অনুস্মরণীয় দেবতার স্বরূপ প্রকাশনপর হয়, তাহা হইলে ধাতুদ্বয়ের মুখ্যার্থ হয় না। দেখ, লোকেও— 'দেব-দত্ত চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ' বলিলে যেহেতু এরূপ বাক্যের গুণদ্বারা দেবদত্ত স্বরূপ বোধনপূর্ব্বক তৎসহ গুণসম্বন্ধ বোধন হয় অতএব স্তুতি প্রতীত হয় পরং যদি বলাযায়;—যে, 'যে চতু-র্ব্বেদী তাহাকে আনয়ন কর' তাহা হইলে যেহেতু চতুর্ব্বেদ সম্বন্ধদ্বারা দেবদত্তের স্বরূপ বোধনপূর্ব্বক তৎসহ গুণসম্বন্ধ বোধন হয় না অতএব স্তুতি প্রতীত হয় না। এ স্থলেও সেই-রূপ 'আজ্য দ্বারা স্তুতি করিবে' বলিলে আজ্য মন্ত্রে স্তুত দেব-তার অনুস্মরণরূপ অর্থানুসারে ইহার গুণবিধিত্ব স্বীকার করিলে স্তুধাতুর প্রকৃত অর্থ বিরুদ্ধ হয় অতএব প্রকৃত শ্রুত্য-র্থানুসারে স্তোতব্য দেবতার সহিত গুণসম্বন্ধ কীর্ত্তনরূপ স্বতন্ত্র বিধিই স্বীকার্য্য। এরূপ স্তোত্রগুলিকে স্বতন্ত্র (প্রধান) কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে যদিও দৃষ্টফল (গুণবিধি পক্ষে দেবতার স্বরূপ-কথন, যেরূপ দৃষ্টফল হইতে পারে, সেই-রূপ) পাওআ যায় না, তাহাতে ক্ষতি নাই ; এতাদৃশ স্থল-সমূহে অদৃষ্ট ফলই স্বীকার্য্য ॥ ২৮

(মূল)

তত্রৈব দ্বিতীয়পাদে দ্বাদশাধিকরণে সামাবিশেষপ্রযুক্তং কর্ম্মান্তরত্বমভিহিতম্ ;—

"উক্তোঽগ্নিষ্টুতমেতস্য বারবন্তীয়সাম হি।
রেবতীষ্বৃক্ষু কৃত্বেতি শ্রুতং পশুফলাপ্তয়ে॥
রেবত্যাদিগুণঃ কর্ম্ম পৃথগ্বা পূর্ব্ববদ্ গুণঃ।
রেবতীবারবন্তীয়সম্বন্ধাখ্যঃ পশুপ্রদঃ॥
সাম্নোঽত্র ফলকর্ম্মভ্যাং সম্বন্ধে বাক্যভিন্নতা।
তেনোক্তগুণসংযুক্তমন্যৎ কর্ম্মোচ্যতে ফলে॥ ২৯

'ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমস্তস্য বায়ব্যাসু ঋক্ষু একবিংশাগ্নিষ্টোমসাম কৃত্বা ব্রহ্মবর্চ্চসকামো যজেত'—ইত্যস্য সন্নিধৌ শ্রূয়তে। 'এতস্যৈব রেবতীষু বারবন্তীয়মগ্নিষ্টোমসাম কৃত্বা পশুকামোহ্যেতেন যজেত'—ইতি। অস্যায়মর্থঃ।—অগ্নিষ্টোমস্য বিকৃতিরূপঃ কশ্চিদেকাহোঽগ্নিষ্টুন্নামকঃ। স চ পৃষ্ঠস্তোত্রে ত্রিবৃৎস্তোমযুক্ততয়া ত্রিবৃদিত্যুচ্যতে, অগ্নিষ্টোমোক্থাদীনাং সপ্তানাং সোমসংস্থানাং মধ্যেঽগ্নিষ্টোমসংস্থারূপত্বাদগ্নিষ্টোম-ইত্যপ্যুচ্যতে। প্রকৃতৌ তৃতীয়সবনে আর্ভবপবমানস্যোপরি 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' সাম গীয়তে, তেন সাম্না অগ্নিষ্টোমযাগস্য সমাপ্যমানত্বাদগ্নিষ্টোমসামেত্যুচ্যতে; তচ্চ প্রকৃতৌ 'যজ্ঞাযজ্ঞাবোঅগ্নয়ে'-ইত্যাদ্যাগ্নেয়ীষ্বৃক্ষু গীয়তে। অস্মিংস্ত্বগ্নিষ্টুতি ব্রহ্মবর্চসকামেন বায়ব্যাস্বৃক্ষু তৎ সাম গাতব্যম্। তচ্চ প্রকৃতাবিবৈকবিংশস্তোমযুক্তম্। পশুকামস্য তু 'রেবতীর্নঃ সধমাদ'-ইত্যাদিষু রেবতীষ্বৃক্ষু 'বারবন্তীয়ং' সাম গায়েদিতি তত্র রেবতীনামৃচাং বারবীয়নামকেন সাম্না যঃ

সম্বন্ধঃ সোঽয়ং পশুফলায়াগ্নিষ্টুতি বিধীয়তে। এতস্যৈ-বেতি প্রকৃতপরামর্শকেনৈতচ্ছব্দেনান্যব্যাবর্ত্তকেনৈবকারেণ চাগ্নিষ্টুতঃ সমর্প্যমাণত্বাৎ। যথা পূর্ব্বাধিকরণে, ইন্দ্রিয়ফলায় প্রকৃতেঽগ্নিহোত্রে দধিগুণোবিহিতস্তদ্বৎ। ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ।— বিষমোদৃষ্টান্তঃ। দধ্নোহোমজনকত্বং ন শাস্ত্রেণ বোধনীয়ং, তস্য লোকতোঽবগন্তুং শক্যত্বাৎ। ফলসম্বন্ধ এক-এব শাস্ত্রবোধ্য ইতি ন তত্র বাক্যভেদঃ; ইহ তু রেবত্যাধারকবারবন্তীয়সাম্নোঽগ্নিষ্টুৎকর্ম্মসাধনত্বং ফলসাধনত্বঞ্চেত্যুভয়স্য শাস্ত্রৈকবোধ্যত্বাদ্ দ্বয়োর্বাক্যভেদস্তেন পশুফলকং যথোক্তগুণবিশিষ্টকর্ম্মান্তরমত্র বিধীয়তে। এতচ্ছব্দ এবকারশ্চ বিধীয়মানকর্ম্মান্তরবিষয়তয়া যোজনীয়ৌ”-ইতি॥ ২৯

(অনুবাদ)

সেই স্থলেই দ্বিতীয় পাদের দ্বাদশাধিকরণে সামবিশেষ প্রযুক্ত কর্ম্মান্তরতাও অভিহিত হইয়াছে। যথা—

অগ্নিষ্টুতযাগে আছে বিধি পশু কামনায়,
রেবন্তীতে বারবন্তী গাহিবে বায়ব্যে প্রায়।
হ'তে পারে ইহা গুণ অগ্নিষ্টোম সাম গানে,
কিন্তু বাক্যভেদ-দোষে বিধি স্বতন্ত্র বাখানে॥ ২৯

“ব্রহ্মবর্চ্চনকামনা থাকিলে ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমের বায়ব্য ঋক্‌গুলিতে একবিংশ অগ্নিষ্টোম গান করিবে” এই বিধির নিকটেই আর একটি বিধি আছে, যে, “যে কেহ পশু কামনা করিবে, সে, ইহারই রেবতী ঋক্‌গুলিতে বারবন্তীয় নামক অগ্নিষ্টোম সাম গান করত যাগ সম্পন্ন করিবে”। অগ্নিষ্টোম

যাগের কোন একটি বিকৃতি যাগকে 'অগ্নিষ্টুৎ' কহে, উহা একদিন সম্পাদ্য বলিয়াই 'একাহ' নামে অভিহিত হয় এবং পৃষ্ঠস্তোত্রে ত্রিবৃৎ স্তোমযুক্ত হয় বলিয়া 'ত্রিবৃৎ' আখ্যা-ভাজনও হইয়াথাকে, আরও অগ্নিষ্টোম উক্থ প্রভৃতি সপ্ত-বিধ সোম যাগের মধ্যে ইটি যেহেতু অগ্নিষ্টোম লক্ষণাক্রান্ত অতএব 'অগ্নিষ্টোম'ও ইহার নামান্তর। প্রকৃতিযাগে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমযাগে তৃতীয় সবনে আর্ভবপবমানের পরেই 'যজ্ঞা-যজ্ঞীয়' সাম গীত হইয়াথাকে, সেই সামেই অগ্নিষ্টোম যাগের সমাপ্তি বলিয়াই তাহাকে অগ্নিষ্টোম সাম কহে। উক্ত সাম প্রকৃতিযাগে 'যজ্ঞাযজ্ঞাবো অগ্নয়ে' ইত্যাদি ঋক্‌গুলি (উ০ ১,২০,১-২-৩) অবলম্বন করিয়া গীত হইয়াথাকে। এই অগ্নিষ্টুৎনামক বিকৃতিযাগে সেই সামটীই ব্রহ্মবর্চ্চস কাম-নায় বায়ব্য ঋক্‌গুলিতে গীত হয় এবং উহা প্রকৃতিযাগে যেরূপ একবিংশ স্তোমযুক্ত, এস্থলেও তাহাই হয়; যদি পশুকামনা থাকে'ত 'রেবতীর্ণঃ সধমাদঃ' ইত্যাদি ঋক্‌গুলি (উ০ ৪,১৪ ১-২-৩) অবলম্বন করিয়া গীত হইয়াথাকে। এস্থলে বিচার্য্য ;—যেরূপ পূর্ব্ব অধিকরণে, প্রকৃত অগ্নিহোত্র হোমে ইন্দ্রিয় কামনায়, দধিগুণ বিহিত হইয়াছে; এস্থলেও সেইরূপ, প্রকৃত অগ্নিষ্টোমযাগে পশুকামনায়, রেবতী ঋক্-সমূহে বারবন্তীয় সামের সম্বন্ধরূপ গুণ বিহিত হইয়াথাকে অথবা এটি একটি স্বতন্ত্র বিধি? এই বিচারের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে, ইহা গুণবিধি নহে এবং উক্ত দৃষ্টান্তও ইহার সহিত সমতুল্য নহে; ইহা একটি স্বতন্ত্র বিধি; অন্যথা বাক্যভেদ দোষ অনিবার্য্য হইবে॥ ২৯

(মূল)

উত্তরস্মিংস্ত্বধিকরণে নিধনবিশেষাঃ কাম্যাঃ বিচারিতাঃ—
"বৃষ্ট্যন্নস্বর্গকামানাং সৌভরং স্তোত্রমীরিতম্।
নিধনাদ্যপি হীষূর্গ ইতি বৃষ্ট্যাদিকামিনাম্॥
ফলান্তরং নৈকং বৃষ্ট্যাদি হীষাদীনামুতোদিতে।
সৌভরে ফলসম্ভিন্নে নিধনং বিনিয়ম্যতে॥
ফলান্তরং চতুর্থ্যোক্তং বৃষ্টিকামায় হীষিতি।
সৌভরস্য ফলং বৃষ্টিহীষিত্যুক্ত্যা বিবর্দ্ধতে॥
নোক্তং বৃষ্ট্যন্নকামানামন্যত্বং প্রত্যভিজ্ঞয়া।
নিয়মেঽপি চতুর্থ্যেষা স্যাদর্থ্যাদুপপদ্যতে"। ৩০

'য়োবৃষ্টিকামঃ স্যাদ্ য়োঽন্নাদ্যকামো য়ঃ স্বর্গকামঃ সৌভরেণ স্তুবীত, সর্বে বৈ কামাঃ সৌভরম্'—ইতি সমাম্নায় পুনঃ সমাম্নাতম্—'হীষিতি বৃষ্টিকামায় নিধনং কুর্য্যাৎ—উর্গিত্যন্নাদ্যকামায়—উ ইতি স্বর্গকামায়'—ইতি। সৌভরং নাম সামবিশেষম্। নিধনং নাম পঞ্চভিঃ সপ্তভি র্বা ভাগৈরুপেতস্য সাম্নোঽন্তিমোভাগস্তস্মিন্নিধনে হীষাদয়োবিশেষাঃ সৌভরসামস্যাধ্যস্তোস্ত্রফলেভ্যোবৃষ্ট্যাদিভ্যোঽন্যানি বৃষ্ট্যাদিফলানি জনয়িতুং বিধীয়ন্তে। কুতঃ? হীষাদিবিধিবাক্যে বৃষ্টিকামায়েত্যাদিনা চতুর্থীশ্রবণাৎ। সা চ তাদর্থ্যে ত্রয়াণাং হীষাদিনাং বৃষ্ট্যাদিকামপুরুষশেষত্বং গময়তি। তচ্ছেষত্বঞ্চ পুরুষাভিলষিতফলসাধনত্বে সত্যুপপদ্যতে। ততঃ সৌভরস্য হীষিতিনিধনবিশেষস্য চ ফলভূতে দ্বে বৃষ্টী ভবতস্তদুভয়মেলনান্মহতী বৃষ্টিঃ। ইতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ;—সৌভরবিধৌ য়োবৃষ্ট্যাদিকামঃ স এব হীষাদিবিধৌ প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ততঃ সৌভরস্য

ফলভূতা য়ে বৃষ্ট্যাদয়স্ত এব হীষাদিশাস্ত্রেষ্বস্মদ্যন্তে, ইতি ন ফলান্তরম্। অথোচ্যেত— নূতনফলান্তরাভাবাদ্ধীষাদীনাঞ্চ নানাশাখাধ্যয়নাদেব সৌভরে প্রাপ্তত্বাদনর্থকোঽয়ং বিধিরিতি। তন্ন, ফলত্রয়কামানাং ত্রয়াণামনিয়মেনৈব হীষাদিষু মধ্যে যস্য কস্যচিন্নিধনস্য প্রাপ্তৌ বিধের্নিয়মার্থত্বাৎ, তাদর্থ্যন্তু ফলান্তরাভাবেঽপি সৌভরবাক্যোক্তবৃষ্ট্যাদিফলসাধনে সৌভরে হীষাদীনাং নিয়ম্যমানত্বাদুপপদ্যতে। তস্মাদয়ং নিধনবিশেষে নিয়মো ন বিধিঃ"—ইতি॥ ৩০

(অনুবাদ)

উত্তর অধিকরণে নিধনবিশেষানুসারে কয়েকটী কাম্য-কর্ম্ম বিচারিত হইয়াছে। যথা—

"বৃষ্টি, অন্ন, স্বর্গ কামে স্তোত্রে সৌভর গাইবে।
হীষুগ্‌ নিধন ভেদে ফল বিভিন্ন পাইবে।
নিধনানুসারে ফল ফলিবে যদি নিশ্চয়!
সৌভরের ফল তাহে, হবে বুঝি উপচয়
না না, তাহা নহে, শুন বলি নিয়ম বচঃ
সৌভরেরি নিধনেতে ইহা নিয়ম কথন॥ ৩০

একটি শ্রুতি আছে 'যে কেহ বৃষ্টি কামনা করিবে, যে অন্নাদি কামনা করিবে, যে স্বর্গ কামনা করিবে; তাহারা সকলেই সৌভরের দ্বারা স্তব করিবে; এ সমস্ত কামনাই সৌভর-দ্বারা সাধিত হয়'। ইহার পরেই আরও শ্রুত হইয়াছে 'যে বৃষ্টি কামনা করে, সে হীষ্‌ নিধন ব্যবহার করিবে, অন্নাদি

কামনায় উর্ক্ নিধন ব্যবহার করিবে এবং স্বর্গ কামনায় ঊ নিধন ব্যবহার করিবে'। সৌভর শব্দে একটি সাম বুঝায় (উঃ গাঃ ১, ১৬); নিধন শব্দে পঞ্চভাগে বিভক্ত সামের শেষ (পঞ্চম) ভাগ অথবা সপ্তভাগে বিভক্ত সামের শেষ (সপ্তম) ভাগ। এস্থলে বিচার্য্য;—যদি একমাত্র সৌভর সামের গান-ফলে বৃষ্ট্যাদি ফলত্রয়ই লাভ হয় এবং হীষ্ প্রভৃতি নিধনত্রয়েরও যথাক্রমে বৃষ্ট্যাদি ফলত্রয় অবশ্য লভ্য, তাহা হইলে ঐ সৌভরেরই নিধনভাগ হীষ্ প্রভৃতি ব্যবহার করিলে বৃষ্ট্যাদি ফলের আত্যন্তিকতা আসাদিত হইতে পারে? বস্তুত এরূপ নহে; সৌভর সামেরই তিন প্রকার নিধন ব্যবহার করাযায় এবং সৌভরের সর্ব্বফল-সাধকত্বানুসারেই যে নিধন ব্যবহারে যে ফল লাভ হইবে, তাহাই দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিয়মিত হইয়াছে মাত্র। যদি বল! শাখাভেদানুসারে সৌভর সামের হীষাদি নিধন ভেদ'ত হইবেই এবং সৌভরের বৃষ্ট্যাদি সর্ব্বফল-সাধকতা আছেই এতাবতা নিধনাদি ফল শ্রুতিটি নিতান্ত নিরর্থকই; তাহা নহে, যেহেতু সৌভরের সর্ব্বফল-সাধকতা থাকিলেও কীদৃশ নিধন বিশিষ্ট সৌভরের, কোন্ ফল সাধকতা? ইহা নিয়মিত করণার্থ নিধনভেদে ফলভেদ বোধক শ্রুতিটিও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব বৃষ্টিকাম ব্যক্তি হীষ্-নিধন সৌভর, অন্নাদিকামনায় উর্ক্-নিধন সৌভর এবং স্বর্গকামী ঊ নিধন সৌভর ব্যবহার করিবে। উক্ত সৌভর সাম এই *;—

* ইহা ঊ-নিধন। হীষ্-নিধন ও উর্ক্-নিধন উহনীয়।

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২র ১
সোভরম্‌ ॥ বয়া৩মৃ৩ত্বামপূর্ব্বিয়োবা ।: স্থূরমকাচস্তুরা২স্ত্বা

৭ ১ ৩ ৫ ১ ১ ২
অবা২৩। হো। স্যা২৩৪বাঃ। বজ্রিক্ষিত্রম্‌। হবা৩হা৩ই।

১ ৩ ৫র র ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫
মা২হা২৩৪ঔহোবা ॥ (১) বজ্রা৩ইক্ষা৩ইত্রংহবামহোবা।

১ র র —১ ৭ ১ ৩ ৫ ১
উপস্থাকর্ম্মন্নূতা২য়াইসনা২৩ঃ। হোই। য়ূ২৩৪বা। উগ্র-

র ১ ২ ১ ৩ ৫র র ৫ ৪
শচক্রা। ময়ো৩হা৩ই। ধা২র্ষা২৩৪ঔহোবা ॥ (২) উগ্রা৩

২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১র —১ ১
শ্চা৩ক্রামর্য়োধ্বষোবা। স্বাগিধ্যাবিতা২য়াংববা২৩। হো।

৩ ৫ ১র ১ ২ ১ ৩ ৫র র
মা২৩৪হাই। সথায়ই। প্রসা৩হা৩ই। না২সা২৩৪ঔহোবা।

৩ ১ ১ ১ ১
উ২৩৪৫ (৩) ॥ ৩০

(মূল)

তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে প্রথমদ্বিতীয়াধিকরণয়োঃ সামগানে উচ্চত্বনীচত্বধর্ম্মৌ বিচারিতৌ। তত্র প্রথমাধিকরণম্‌;—

"কর্ত্তব্যমুচ্চৈঃ সামর্গ্‌ভ্যামুপাংশু যজুরেত্যমী।
মন্ত্রাণাং বাথ বেদানাং ধর্ম্মা মন্ত্রগতা যতঃ ॥
বিধ্যুদ্দেশে মন্ত্রবাচিশব্দাঃ প্রোক্তা ঋগাদয়ঃ।
ঋগ্বেদোঽগ্নেঃ সমুৎপন্ন ইত্যুপক্রমবেদগীঃ ॥

অসঞ্জাতবিরোধোঽতস্তদ্বশাদুপসংহৃতেঃ।
নয়নে সতি বাক্যেন ধর্ম্মাণাং বেদগামিতা ॥ ৩১

জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—'উচ্চৈঋর্চা ক্রিয়তে, উপাংশু যজুষা, উচ্চৈঃ সাম্না'—ইতি। তত্র বিধিবাক্যে মন্ত্রবাচিনামৃগাদিশব্দানাং প্রয়োগান্মন্ত্রধর্ম্মা উচ্চৈস্ত্বাদয়ঃ, তথা সতি যজুর্ব্বেদোৎপন্না আধ্বর্য্যবা প্রযুজ্যমানা অপ্যৃচ উচ্চৈরেব পঠিতব্যা—ইতি চেৎ? নৈবম্, অসঞ্জাতবিরোধিত্বেন প্রবলমুপক্রমমনুসৃত্য তদ্বশেনোপসংহারস্য নেতব্যত্বাৎ। উপক্রমে হি বেদশব্দঃ শ্রুতঃ—'ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত,—অগ্নের্ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদ আদিত্যাৎ সামবেদঃ'-ইতি অতঃ উপক্রমগতবেদানুসারেণ বিধ্যুদ্দেশগতানামৃগাদিশব্দানাং বেদপরত্বে সত্যৃচোঽপি যজুর্ব্বেদোৎপন্না উপাংশু পঠনীয়াঃ। নন্‌পক্রমোঽর্থবাদত্বাদ্ দুর্ব্বলঃ, উপসংহারো বিধ্যুদ্দেশত্বাৎ প্রবলঃ ইতি চেৎ? বাঢ়ম্ লব্ধাত্মনোহি বিধ্যুদ্দেশস্য প্রাবল্যম্, ইহ তু প্রথমতোবুদ্ধ্যুৎপাদক উপক্রমস্তদানীমলব্ধাত্মকত্বান্ন তস্য বাধকত্বম্, পশ্চাত্তু বাক্যৈকত্বায় তদবিরোধেনৈবাত্মানং লপ্স্যতে, তদেবমুপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতাবলেন নির্ণয়াদ্ বাক্যবিনিয়োগোঽয়ম্—ইতি ॥ ৩১

(অনুবাদ)

তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিকরণে

মন্ত্র-পাঠাদির উচ্চত্ব নীচত্ব ধর্ম্ম বিচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাধিকরণ এই ;—

"সাম ও ঋচার পাঠে হবে সদা উচ্চ-ধ্বনি,
যজুঃপাঠ নীচস্বরে করিবে' ব্যবস্থা, গণি।
এখানে কি বুঝিব হে! মন্ত্র কিংবা বেদ বল?
মন্ত্রের বর্ণনা হেতু বুঝিব যে মন্ত্রদল।
না না, তাহা নহে, হেথা উপক্রমে বেদশ্রুতি,
বুঝি লব অতএব বেদ, স্থির করি শ্রুতি॥ ৩১

জ্যোতিষ্টোমে শ্রুত হইয়াছে,—'ঋক্‌পাঠ উচ্চস্বরে করিবে, যজুঃ পাঠ নীচস্বরে করিবে এবং সামগানও উচ্চ-ধ্বনিতে করিতে হইবে'। এস্থলে বিচার্য্য ;—বিধিবাক্যে ঋক্‌প্রভৃতি মন্ত্রবাচী শব্দের শ্রবণ থাকাপ্রযুক্ত উচ্চৈস্ত্বাদি ধর্ম্ম মন্ত্রেরই ; তাহা হইলে যজুঃসংহিতাতে শ্রুত ঋক্‌গুলি অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক পঠ্যমান হইলেও উচ্চস্বরেই পঠিত হইবে। বস্তুত ইহা অপসিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে, উপক্রমে অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃকই যজুঃসংহিতামন্ত্রসমস্ত ব্যবহার্য্য বিধান থাকায় অধ্বর্য্যুর পাঠ্য ঋক্‌গুলিও যজুর্ব্বেদই বুঝিতে হইবে এবং তদনু-যায়ী তৎসমস্তও নীচস্বরেই পঠিত হইবে॥ ৩১

(মূল)

দ্বিতীয়াধিকরণম্—

"যজুর্ব্বেদগতাধ্যানং তদঙ্গং সাম তত্র কিম্?
উচ্চৈরুপাংশু বা গানমুচ্চৈঃ শীঘ্রপ্রবর্ত্তিতঃ॥

উৎপত্তের্বিনিয়োগোঽত্র প্রবলোঽনুস্মৃতির্যতঃ।
মুখ্যস্যাঙ্গেন কর্ত্তব্যা তস্মাদ্ গানমুপাংশুতা॥
আধানস্যাত্র মুখ্যত্বং গানস্য গুণতাথবা।
বিনিয়োগস্য মুখ্যত্বাদুৎপত্তের্গুণতা ত্বিহ॥ ৩২

আধানে বামদেব্যাদিসামান্যঙ্গত্বেন বিহিতানি। তত্র যদ্যপ্যেতানি যজুর্ব্বেদগতস্যাধানস্যাঙ্গানি, তথাপি সামবেদে তেষামুৎপন্নত্বাদুৎপত্তেশ্চ শীঘ্রং বুদ্ধিহেতুত্বাৎ সামবেদধর্ম্মেণ গেয়ানীতি চেৎ ? ন, বিনিয়োগস্য প্রবলত্বাৎ। "স চ যজুর্ব্বেদে শ্রুতঃ— 'য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তি'—ইতি। গুণেন হি মুখ্যস্যানুসরণং ন্যায্যম্। কো গুণঃ ? কিম্ মুখ্যম্ ?—ইতি চেৎ—অত্রাঙ্গিত্বাদাধানং মুখ্যম্, সামগানমঙ্গত্বেন গুণস্তথাসতি 'ঘর্ম্মঃ শিরঃ'-ইত্যাদয় আধানাঙ্গভূতাঃ মন্ত্রাঃ যথোপাংশু পঠ্যন্তে, তথা সামান্যপ্যাধানানুসারেণোপাংশু গেয়ানি। অথবা বিনিয়োগোঽনুষ্ঠাপকবিধিত্বান্মুখ্যঃ, উৎপত্তিবিধিরতথাবিধত্বাদ্ গুণস্তস্মাদত্র বিনিয়োগবেদানুসারেণোপাংশু গেয়ানি"—ইতি॥ ৩২

(অনুবাদ)

এইরূপ দ্বিতীয়াধিকরণে অধ্বর্য্যুরপাঠ্য সামগানের নীচস্বরই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যথা—

"যজুর্ব্বেদ-গতাধান, পাঠ্য আছে সাম্ তাহে,
উচ্চে হবে গীত কিংবা নীচস্বরে, যজু যাহে ?

হতে পারে উচ্চে গান, সাম-ধর্ম্ম-অনুসারে।
কিন্তু হবেনা, যেহেতু অধ্বর্য্যু পঠিবে তারে॥ ৩২

যজুর্ব্বেদীয় আধান প্রকরণে যজুর্ব্বেদীয় শ্রুতিতেই বামদেব্যপ্রভৃতি কতিপয় সাম অধ্বর্য্যুর পাঠ্যরূপে বিহিত আছে। এস্থলে বিচার্য্য, যে এই সামগুলি উচ্চস্বরে বা নীচস্বরে পঠিত হইবে? যদিও ইহা যজুর্ব্বেদীয় আধানে ব্যবহৃত হইতেছে তথাপি সাম অতএব সামধর্ম্মেই অর্থাৎ উচ্চস্বরেই গীত হওআ উচিত। এই অপসিদ্ধান্ত দূরীকিরণার্থ বলা হইয়াছে, না, এগুলি সাম হইলেও যখন অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক পঠিত হইবার বিধি দেখা যাইতেছে, তখন তদনুসারে যজুর্ধর্ম্মেই অর্থাৎ যজুর ন্যায় নীচস্বরেই পঠিত হইবে, যেহেতু এস্থলে এগুলির সামত্ব গৌণ এবং বিনিয়োগানুসারে যজুষ্ট্বই প্রধান *॥ ৩২

(মূল)

পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চতুর্থপঞ্চমাধিকরণয়োঃ স্তোত্রবিচারঃ। তত্র চতুর্থাধিকরণম্;—

* প্রকৃত পক্ষে উচ্চৈস্ত্ব ও নীচৈস্ত্ব সামধর্ম্ম না বলিয়া, অধ্বর্য্যু যাহা কিছু পাঠ করিবেন তাহা নীচস্বরে এবং উদ্গাতা ও হোতা যাহাকিছু পাঠ করিবেন তৎসমস্তই উচ্চস্বরে বলিলেই হয়।

"স্তোমবৃদ্ধৌ ক্রিমাগন্তোর্ম্মধ্যেঽন্তে বাস্তু মধ্যতঃ।
দ্বাদশাহবদন্যত্র মধ্যানুক্তের্ন মধ্যমঃ॥ ৩৩

ইদমাম্নায়তে—'একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজ-য়েৎ, ত্রিণবেনৌজস্কামং, ত্রয়স্ত্রিংশেন প্রতিষ্ঠাকামম্'—ইতি। তত্র প্রকৃতৌ বহিষ্পবমানস্তোত্রে ত্রয়স্তৃচা ভবন্তি। উপাস্মৈ গায়তেত্যাদ্যেকঃ। দবিদ্যুতত্যারুচেত্যাদি দ্বিতীয়ঃ। পবমানস্য তে কবইত্যাদি স্তৃতীয়ঃ। তেষু ত্রিষু তৃচেষূর্দ্ধং গানেন ত্রিবৃৎস্তোমোভবতি ন হ্যত্র পঞ্চদশসপ্তদশস্তোমাদীনা-মিবাবৃত্তগানমস্তি। স চ বহিষ্পবমানোবিকৃতাবতিরাত্রে চোদ-কেন প্রাপ্তস্তত্র ত্রিবৃৎস্তোমং বাধিতুমেকবিংশাদিস্তোমঃ বিহিতাঃ। বহিষ্পাবমানে আবৃত্তগানাভাবাত্ত্রিষু তৃচেষ্ববস্থিতা-ভির্নবভিঋগ্ভিরেকবিংশস্তোমপূরণাভাবাত্তৎপূরণায় চত্বার-স্তৃচা আগময়িতব্যাঃ। ত্রিণবস্তোমপূরণায় ষট্ তৃচাঃ। ত্রয়স্ত্রিং-শস্তোমপূরণায়াষ্টৌ তৃচাঃ। ঋচাগমনঞ্চোপরিষ্টাদ্ রক্ষ্যতে তেষাঞ্চাগন্তূনাং মন্ত্রাণাং প্রাকৃতবহিষ্পবমানমধ্যে নিবেশঃ কার্য্যোদ্বাদশাহে তদ্দর্শনাদিতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ;—দ্বাদশাহে হি বচনমেব মাম্নায়তে—"স্তোত্রিয়ানুরূপৌ তৃচৌ ভবতৌ বৃষ-ণ্বন্তস্তৃচা ভবন্তি, তত্রোত্তমপর্য্যাসঃ"—ইতি। অয়মর্থঃ—প্রাকৃতানাং বহিষ্পবমানগতানাং ত্রয়াণাং তৃচানাং স্তোত্রিয়ো-ঽনুরূপঃ পর্য্যাসশ্চেতি ত্রীণি নামানি, তত্র চোদকান্তর্গত-য়োরনুরূপপর্য্যাসয়োস্তৃচয়োর্ম্মধ্যে বৃষণ্বচ্ছব্দযুক্তাস্তৃচাঃ কর্ত্ত-ব্যাইতি। নত্বেবমতিরাত্রমধ্যে নিবেশনায় বচনমস্তি। তস্মাৎ উপক্রমমবাধিতুমাগন্তূনামন্তে নিবেশঃ"॥ ৩৩

(অনুবাদ)

পঞ্চমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ ও পঞ্চম অধিকরণে স্তোম-বিচার কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থাধিকরণ এই ;—

স্তোম বৃদ্ধি হ'বে মধ্যে, দ্বাদশাহে হয় যথা ?
বিশেষ বিধি অভাবে, অন্তে হইবে সর্ব্বথা ॥৩৩

এইরূপ বিধি আছে,—"যিনি প্রজা কামনা করেন, তিনি একবিংশ স্তোম দ্বারা অতিরাত্র নামক যাগ কার্য্য সম্পাদন করিবেন ; যিনি ওজঃ কামনা করেন, তিনি ত্রিণব স্তোম দ্বারা ঐ যাগ সম্পন্ন করিবেন ; যিনি প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম দ্বারা উহা সম্পন্ন করিবেন"। প্রকৃতি যাগে * অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম নামক সোমযাগে বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রে তিনটি ত্র্যৃচ্ আছে—'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ' ইত্যাদি প্রথম, 'দবিদ্যুততা ঋচা' ইত্যাদি দ্বিতীয়, 'পবমানস্য তে কবে' ইত্যাদি তৃতীয় ; ত্র্যৃচ-ত্রয়-মূলক গানে একটি ত্রিবৃৎস্তোম সম্পন্ন হইয়াথাকে ; পঞ্চদশ সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোমগুলিতে যেরূপ ঋগাবৃত্তি করিতে হয় ত্রিবৃৎ স্তোমে সেরূপ করিতে হয় না। ঐ সোম যাগে-

* যাহাতে সমস্ত অঙ্গ-কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপদেশ থাকে, তাহাকে প্রকৃতি যাগ কহে।

রই সংস্থাবিশেষ * অতিরাত্র নামক বিকৃতি যাগেও † প্রকৃতি অনুসারে ‡ উক্ত বহিষ্পবমানে ঐ ত্রিবৃৎ স্তোম গানই হইতে পারে পরং 'যিনি প্রজা কামনা করেন' ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিশেষ বিধি অনুসারে একবিংশাদি স্তোম গান করিতে হয়। এইরূপ স্তোমগান করিতে হইলে বহিষ্পবমানের ত্র্যৃক্ত্রয়ে নয়টি মাত্র ঋকে সম্পন্ন হইতে পারে না কাজেই একবিংশ স্তোমের জন্য অপর চারিটি ত্র্যৃচ, ত্রিণব স্তোমের জন্য অপর ছয়টি ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের জন্য অপর আটটি ত্র্যৃচ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হয় এবং আগমের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিবার বিধিও উত্তর (৫০) গ্রন্থে স্থিরীকৃত হইবে। এস্থলে বিচার্য্য;—ঐ আগন্তু ত্র্যৃচগুলির সমা-

---

* সোমবল্লীর রসের দ্বারা নিষ্পাদ্য যজ্ঞকে সোমযাগ কহে। সেই সোমযাগ সপ্ত প্রকার; যথা— অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয় এবং আপ্তোর্য্যাম। এই সপ্তবিধকে সপ্ত সংস্থা কহে। এই সপ্ত সংস্থ সোমযাগ পুনশ্চ একাহ, অহীন, সত্র ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। গর্গত্রিরাত্র, দ্বাদশাহ প্রভৃতি তাহারই উদাহরণ। ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই সর্ব্ব প্রধান; উহাকেই জ্যোতিষ্টোমও কহে। অন্যান্য গুলিও প্রায় ঐরূপ, কোন কোন স্থলে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছেমাত্র। এই জন্যই অগ্নিষ্টোমকে প্রকৃতিযাগ এবং অপরাপরগুলিকে বিকৃতিযাগ কহে।

† যাহাতে যে যে স্থলে বিশেষ কর্ত্তব্য, তত্তৎস্থলেই উপদিষ্ট হইয়াছে-মাত্র, তাহাকেই বিকৃতিযাগ কহে।

‡ 'প্রকৃতির ন্যায়ই বিকৃতি কর্ত্তব্য, এই বিধি অনুসারে 'প্রকৃতি যাগে অর্থাৎ মূল যাগে পূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গোপদেশ সহ বিহিত যাগ যে যে অঙ্গের যে যে বিধান করা হইয়াছে, কামনা বিশেষে তদনুক্ত বিকৃতি যাগেও সেই সেই অঙ্গের সেই সেই ব্যবস্থাই স্বীকার্য্য হইবে।

বেশ কোন্ স্থলে হইবে, বহিষ্পবমানীয় তিনটি তৃ্যচের মধ্যে বা অন্তে ? দ্বাদশাহ নামক যাগের ন্যায় মধ্যেই হইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে,—না ; এস্থলে তাহা হইতেপারে না, যেহেতু আগন্তু তৃ্যচ্গুলির সমাগম মধ্যে স্বীকার করিলে শ্রুতিগত পাঠ ক্রমের ব্যাঘাত দোষ অনিবার্য্য হইবে। দ্বাদশাহে বিশেষ বিধি আছে, যে—'অনুরূপ তৃ্যচ্ এবং পর্য্যাস তৃ্যচ্ * এতদুভয়ের মধ্যে বৃষণ্বৎ-শব্দ-যুক্ত তৃ্যচ্গুলি সমাবিষ্ট হইবে' এই বিশেষ বিধি অনুসারেই তথায় মধ্যে তৃ্যচ্ সমাগম হইয়া থাকে ; এস্থলে তাদৃশ বিশেষ কোন বিধি নাই অতএব তাহা না হইয়া আগন্তু তৃ্যচ্গুলির সর্ব্বান্তেই সমাগম স্বীকার্য্য ॥ ৩৩

(মূল)

পঞ্চমাধিকরণম্—

"আর্ভবে সাম্ন আগন্তোরন্তে-মধ্যেঽথবাঽগ্রিমঃ।

পূর্ব্ববৎ ত্রীণি যজ্ঞস্যেত্যুক্ত্যা মধ্যে নিবেশনম্ ॥৩৭

পূর্ব্বোদাহৃতেঽতিরাত্রে মাধ্যন্দিনার্ভবপবমানয়োশ্চোদকপ্রাপ্তৌ পঞ্চদশসপ্তদশস্তোমৌ বাধিতুমেকবিংশাদিবিবৃদ্ধস্তোমোবচনাদনুষ্ঠীয়তে, তত্র বহিষ্পবমানবদৃচাগমনং নভবতি, কিন্তু সামাগমেন স্তোমপূরণমিতি দশমে বক্ষ্যতে,—তস্যাগন্তোঃ সাম্নঃ পূর্ব্বোক্তানামৃচামিবান্তে নিবেশনাৎ পঠিতানাং তৃ্যচানাং মধ্যে তৎসাম চরমে তৃ্যচে গাতব্যমিতি প্রাপ্তে,

* প্রকৃতিযাগে ব্যবহার্য্য বহিষ্পবমানগত তিনটি তৃ্যচের মধ্যে প্রথম তৃ্যচ্টীকে স্তোত্রিয়, দ্বিতীয় তৃচ্কে অনুরূপ ও তৃতীয় বা শেষটীকে পর্য্যাস কহে।

ক্রম:—'ত্রীণি হ বৈ য়জ্ঞস্যোদরাণি গায়ত্রী-বৃহতী-অনুষ্টুপ্,
চাত্র হ্যেবাবপন্ত্যত এবোদ্বপন্তীতি হি বিশেষ আম্নায়তে, অয়-
মর্থ:—স্তোমস্য বিবৃদ্ধয়ে সাম্ন আবাপঃ ক্রিয়তে, হ্রাসায়
চোদ্বাপস্তাবুভাবাবাপোদ্বাপৌ গায়ত্র্যাদিষ্বের নান্যত্রেতি।
'উচ্চা তে জাতমন্ধসঃ' (উ,১প্র,৮সূ১।২।৩ঋ)-ইত্যেষ মাধ্যন্দি-
নপবমানস্যাদ্যাস্তৃচঃ,'স্বাদিষ্ঠয়া' (উ,১প্র১৪সূ১।২।৩ঋ) ইত্যেষঃ
আর্ভবপবমানস্য—তাবুভৌ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কৌ, তয়োরাবাপোন
তু ত্রিষ্টুপ্‌জগতীচ্ছন্দস্কয়োরন্যয়োস্তৃচয়োঃ সামাবপনীয়ম্,
ইতি ॥ ৩৭

(অনুবাদ)

পঞ্চমাধিকরণ এই ;—

পবমানে সামাগম অগ্রে মধ্যে বা অন্তেতে ?

হ'তে পারে পূর্ব্ব-ন্যায়ে ! কিন্তু হবে বিধিমতে ॥ ৩৭

প্রকৃতি যাগে মাধ্যন্দিন পবমান ও আর্ভব পবমান স্তোত্র
যথাক্রমে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ স্তোমের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া-
থাকে। অতিরাত্র নামক বিকৃতি যাগে ঐ স্তোমদ্বয় পঞ্চদ-
শাদি স্তোম দ্বারা না হইয়া একবিংশাদি স্তোম দ্বারা হয়
সুতরাং ইহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় আগমের আবশ্যক হইয়াথাকে
কিন্তু এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় তৃচের সমাগম হয় না প্রত্যুত
সামেরই আগম হইয়াথাকে (ইহা দশমাধ্যায়ে নির্ণীত
হইবে)। এস্থলে বিচার্য্য যে, ঐ আগন্তু সাম কোন্ তৃচটি
অবলম্বন করিয়া গীত হইবে—প্রথম, মধ্য বা অন্তিম ? পূর্ব্বে
যেরূপ ভাবে তৃচ সমস্তের অন্তে-নিবেশ নির্ণয় করা হই-

য়াছে; তদনুসারে এতাদৃশ স্থলেও অন্য তৃচেই আগন্তু সামের সমাবেশ স্বীকার্য্য হইতে পারে? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যাইতেছে, যে—না; এস্থলে বিশেষ বিধি আছে "স্তোম"-সৌকার্য্যের জন্য সামের আবাপ (বৃদ্ধি) ও উদ্বাপ (হ্রাস) করিতে হইলে গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুপ্ এই তিনটি ছন্দের তৃচমাত্র অবলম্বনীয়"। এতাবতা এ স্থানে মাধ্যন্দিন পবমানের উচ্চাতেজাতমন্ধস ইত্যাদি আদ্য তৃচটি গায়ত্রী ছন্দের এবং স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া ইত্যাদি আদ্য তৃচটিও গায়ত্রী ছন্দের, অপর দ্বিতীয় তৃচদ্বয় ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এবং তৃতীয় তৃচদ্বয় জগতী ছন্দের অতএব আদ্য তৃচদ্বয় অবলম্বনেই সামাবাপ কর্ত্তব্য ॥ ৩৭ *

(মূল)

তত্রৈব পঞ্চদশাধিকরণে স্তোমবিচারঃ—

"একস্তোমেঽন্যশব্দঃ স্যাদ্ বহুস্তোমেঽপি বাগ্রিমঃ।
ত্রিবৃদন্যেত্যর্থবাদাম্নান্যমাত্রস্য সম্ভবাৎ ॥ ৩৮

অত্র পূর্ব্বোদাহৃতোঽন্যোনেত্যয়মন্যশব্দ একস্তোমকে ক্রতৌ বর্ত্ততে, কুতঃ? অর্থবাদেন তদবগমাৎ—'যো বৈ ত্রিবৃদন্যং যজ্ঞঃ ক্রতু মাপদ্যতে স তং দীপয়তি, যঃ পঞ্চদশঃ স তম্, যঃ সপ্তদশঃ স তম্, য একবিংশঃ স তম্'-ইত্যর্থবাদঃ। অস্যায়মর্থঃ— ত্রিবৃদাদয়শ্চত্বারঃ স্তোমাঃ অগ্নিষ্টোমে বর্ত্তন্তে, তেষু ত্রিবৃৎস্তোমোবিকৃতিরূপং যং যজ্ঞমাপ্নোতি, স ত্রিবৃৎস্তোমস্তং

* পূর্ব্ব মুদ্রিত অঙ্কগুলিতে ভ্রম আছে।

য়জ্ঞং দীপয়তি প্রকাশয়তি সর্বতোব্যাপ্নোতীতি। স্তোমা-
ন্তরস্যাপ্রবেশায় ত্রিবৃত এব সর্বস্মিন্ য়জ্ঞস্বরূপে ব্যাপ্তাবয়-
মেকস্তোমকঃ ক্রতুর্ভবতি—এবং পঞ্চদশাদিস্তোমব্যাপ্তির্যো-
জনীয়া। তথা সত্যর্থবাদাদেকস্তোমকানামেব বুদ্ধিস্থত্বাৎ
ত এবান্যশব্দেনোচ্যন্তে। একস্তোমকাশ্চ ষট্ রাত্রাদিম্বা-
ম্নাতাঃ—ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমোভবতি, পঞ্চদশ উক্থ্যোভবতীত্যা-
দয়স্তস্মাত্তদ্বিষয়োঽন্যশব্দ ইতি প্রাপ্তে. ক্রমঃ—স তং দীপয়-
তীত্যত্র প্রকাশকত্বমাত্রমুচ্যতে, তচ্চ ব্যাপ্তিমন্তরেণ সম্বন্ধ-
মাত্রাদপ্যুপপদ্যতে, তস্মাদগ্নিষ্টোমপ্রতিযোগিতয়া বহুস্তো-
মৈকস্তোমসাধারণত্বেন শ্রূয়মাণস্যান্যশব্দস্য সঙ্কোচহেত্ব-
ভাবাৎ সর্ববিষয়োঽয়মন্যশব্দঃ” ইতি ॥ ৩৮

(অনুবাদ)

সেই স্থলেই পঞ্চদশাধিকরণে স্তোম বিচার কথিত হই-
য়াছে ; যথা—

'অন্যশব্দ, এক স্তোম কিংবা বহুস্তোম কহে ?
অর্থবাদ প্রমাণেতে উভয় অর্থই সহে ॥ ৩৮

প্রকৃতি যাগে অগ্নিষ্টোমে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ ও
একবিংশ এই চারিটি স্তোম ব্যবহৃত হইয়াথাকে। তদ্বিষয়ে
বিকৃতি যাগের জন্য বিশেষ অর্থবাদ বলা হইয়াছে যে—'ত্রিবৃৎ
স্তোম অন্য যে ক্রতুকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রকাশ করে ;
পঞ্চদশ স্তোমও অন্য যে ক্রতুকে প্রাপ্তহয়, তাহাকে প্রকাশ
করে ; সপ্তদশ স্তোমও অন্য যে ক্রতুকে প্রাপ্তহয়, তাহাকে
প্রকাশ করে ; একবিংশ স্তোমও অন্য যে ক্রতুকে প্রাপ্ত হয়,

তাহাকে প্রকাশ করে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ;—'অন্য যে ক্রতুকে' বলিতে যে কোন ক্রতুতে ঐ ত্রিবৃৎ স্তোমটিমাত্র বা পঞ্চদশ স্তোমটিমাত্র কিংবা সপ্তদশস্তোমটিমাত্র অথবা একবিংশ স্তোমটিমাত্র ব্যবহৃত হয়, সেই সেই ক্রতু বুঝা যাইতে পারে? এবং সেরূপ এক-স্তোমক ষট্‌রাত্রাদি ক্রতুও আছে। এস্থলে সিদ্ধান্ত;—ঐ অর্থবাদ বাক্যে প্রত্যেক স্তোমেরই গুণপ্রকাশ-রূপ স্তুতি প্রকাশিত হইয়াছেমাত্র, অন্য যে কোন ক্রতুতে বলিতে অন্য শব্দে প্রকৃতি যাগ ব্যতিরিক্ত বিকৃতি যাগমাত্র কেই বুঝাইবে এবং প্রকৃতি যাগেরও ফলহানি করিবে না। এতাবতা প্রকৃতি যাগেতেও ত্রিবৃদাদির উক্তবিধ ফল আছেই, এক স্তোমক বা বহু-স্তোমক সর্ব্ববিধ বিকৃতি যাগেও ঐ স্তোমগুলি পূর্ণফলপ্রদ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৩৮

(মূল)

সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে তৃতীয়াধিকরণে সর্ব্বপৃষ্ঠাতি-দেশশ্চিন্তিতঃ—

"বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ কিমনুবাদো রথন্তরম্।
বৃহতা বা সমুচ্চেয়ং যদ্বা ষাড়হিকানি ষট্॥
অতিদেশ্যানি তত্রাদ্যো মাহেন্দ্রাদিচতুষ্টয়ে।
পৃষ্ঠশব্দাচ্চোদকেন সর্ব্বেষামিহ সম্ভবাৎ॥
সমুচ্চয়োবা দ্বিধয়ে সর্ব্বত্বং বহ্বপেক্ষয়া।
ন তু দ্বয়োরতঃ ষণ্ণাং পৃষ্ঠানামতিদেশনম্॥ ৩৯

'বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠোভবতি'-ইতি শ্রূয়তে তত্র সর্ব্বপৃষ্ঠ-শব্দোঽনুবাদঃ, কুতঃ? প্রাপ্তত্বাৎ। তথাহি—জ্যোতিষ্টোমে

মাধ্যন্দিনপবমানানন্তরভাবীনি মাহেন্দ্রাদীনি চত্বারি স্তোত্রাণি সন্তি—'অভিত্বা শূর নোনুমঃ', 'কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ', 'তং-বোদস্মমৃতীষহম্', 'তরোভির্ব্বোবিদদ্বসুম্'-ইত্যেতেষু চতুর্ষু সূক্তেষু তানি স্তোত্রাণি সপ্তদশস্তোমতামাপাদ্য গীয়ন্তে। একস্মিন্ সূক্তে বিদ্যমানানাং তিসৃণা মৃচাং ব্রাহ্মণোক্তবিধানেন সপ্তদশধাভ্যাসঃ সপ্তদশস্তোমস্তাদৃশেষু স্তোত্রেষু পৃষ্ঠশব্দঃ শ্রূয়তে—'সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি'-ইতি, তানি পৃষ্ঠানি বিশ্বজিতা চোদকপ্রাপ্তত্বাৎ সর্ব্বপৃষ্ঠশব্দেনানূদ্যন্তে, ইত্যেকঃ পক্ষঃ। রথন্তরপৃষ্ঠয়োর্জ্যোতিষ্টোমে বিকল্পিতয়োরিহাপি চোদকেন বিকল্পপ্রাপ্তৌ সর্ব্বশব্দেন সমুচ্চয়ো বিধীয়তে, তথা সত্যনুবাদকৃতং বৈয়র্থ্যং ন ভবিষ্যতীতি দ্বিতীয়ঃ। সর্ব্বত্বং বহুষু ন তু দ্বয়োঃ, তস্মাদনেন সর্ব্বপৃষ্ঠশব্দেন ষট্-সঙ্খ্যাকানি পৃষ্ঠান্যতিদিশ্যন্তে. ষড়হে প্রতিদিনমেকৈকং পৃষ্ঠং বিহিতম্—তানি চ পৃষ্ঠানি ষট্—রথন্তরবৃহদ্বৈরূপরৈবতরাজনশাক্করসামভির্নিষ্পাদ্যানি। যদ্যপি বিশ্বজিত একাহত্বাদ্ জ্যোতিষ্টোমবিকৃতিত্বমেব তু ষড়হবিকৃতিত্বং তথাপি সর্ব্বপৃষ্ঠোক্তিবলাৎ তানি ষট্ পৃষ্ঠান্যতিদিশ্যন্তে"-ইতি ॥ ৩৯

(অনুবাদ).

সপ্তমাধ্যায়ের তৃতীয়াধিকরণে সর্ব্বপৃষ্ঠ অতিদেশ বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে; যথা—

'বিশ্বজিতে সর্ব্বপৃষ্ঠ' ইহা কি হে অনুবাদ ?

কিংবা রথন্তর বৃহৎ বিকল্পেরি হ'বে বাদ ?

অথবা একাহে হ'বে ষুড়হেরি অতিদেশ ?

শেষ পক্ষ সত্য বটে,—সর্ব্ব শব্দেতে অশেষ ॥ ৩৭

একটি শ্রুতি আছে,—'বিশ্বজিৎ নামক বিকৃতি যাগে সর্ব্বপৃষ্ঠই ব্যবহৃত হইবে। এস্থলে ত্রিবিধ আশঙ্কা হইতে পারে। জ্যোতিষ্টোমে মাধ্যন্দিন পবমানের পরেই মাহেন্দ্র প্রভৃতি চারিটী স্তোত্র আছে। 'অভি ত্বা শূর নোনুমঃ', 'কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ', 'তং বো দস্মমৃতীষহম্' ও 'তরোভির্বোবিদদ্বসুম্'; এই চারি সূক্তে সেই মাহেন্দ্রাদি স্তোত্রচতুষ্টয় সপ্তদশ স্তোমরূপে গীত হইয়া থাকে। এক সূক্তে বিদ্যমান ঋক্‌ত্রয়ের ব্রাহ্মণগ্রন্থোক্ত বিধি অনুসারে সপ্তদশাবৃত্তির দ্বারা সপ্তদশ স্তোম হয়। তাদৃশ স্তোত্রসমস্ত পৃষ্ঠশব্দেও অভিহিত হইয়াথাকে; যথা—'সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি ভবন্তি' ইত্যাদি। বিশ্বজিৎ ক্রতুটি বিকৃতিযাগ এবং "প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতি হইবে" —এই অতিদেশ শাস্ত্রানুসারে এ যাগেও ঐ সপ্তদশ পৃষ্ঠ ব্যবহৃত হইতেই পারে। তথাপি স্পষ্টার্থই উপরি প্রদর্শিত বিধির দ্বারা ঐ প্রাপ্ত বিধিরই অনুবদন করা হইয়াছে? ইহাই প্রথম আশঙ্কা। জ্যোতিষ্টোমে রথন্তর পৃষ্ঠ ও বৃহৎ পৃষ্ঠের বৈকল্পিকত্ব আছে অর্থাৎ ঐ উভয়রূপ পৃষ্ঠের অন্যতর একরূপমাত্র ব্যবহৃত হইয়াথাকে। বিশ্বজিৎযাগে হয়ত ঐ উভয়রূপই ব্যবহৃত করা অভিপ্রেত! এইজন্যই সর্ব্বপৃষ্ঠ বিধান করা হইয়াছে? ইহাই দ্বিতীয় আশঙ্কা। জ্যোতিষ্টোমে ছয় দিবসে ক্রমে রথন্তর, বৃহৎ বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্কর ও রৈবত এই ছয় সামের দ্বারা ছয়টি পৃষ্ঠ নিষ্পন্ন করিয়া ব্যবহার করা হইয়াথাকে, বিশ্বজিৎযাগটি একদিনে সম্পাদ্য

সুতরাং ঐ ষট্-দিবস-সাধ্য ষট্পৃষ্ঠের প্রয়োগ ইহাতে "প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতি হইবে" এ বিধানানুসারেও অতিদিষ্ট হইতে পারে না। সেইজন্যই বিশেষ করিয়া সর্ব্বপৃষ্ঠ হইবার বিধান করা হইয়াছে ? ইহাই তৃতীয়। এস্থলে সিদ্ধান্ত; যে,—প্রথমকল্প আদরণীয় হইতে পারে না; যেহেতু তাহা হইলে বিধিটি বৃথা হয় (স্পষ্টার্থ বলা এবং বৃথা বলা একই)। দ্বিতীয় পক্ষও মনোনীত নহে; যেহেতু 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' বিধানে সর্ব্বশব্দের উল্লেখ থাকায় রথন্তর ও বৃহৎ এই পৃষ্ঠদ্বয়মাত্র ব্যবহার করিলেও ঐ বিধি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয় না। অতএব শেষ দলই স্বীকার্য্য, যেহেতু তাহা হইলেই সম্পূর্ণরূপ সর্ব্ব শব্দের সাফল্য হয়। এতাবতা বিশ্বজিৎ যাগটি একাহ হইলেও এই বিধির বলে ইহাতে ষড়হের ব্যবহার্য্য সমস্ত পৃষ্ঠই ব্যবহৃত হইবে * ॥ ৩৯

(মূল)

তত্রৈব দশমাধিকরণে স্বরসামবিকারচিন্তা;—

"ন বিকারা বিকারা বা স্বরসামাদয়ো ন হি।

বৈষুবন্যায়তো নৈব মনন্যগতিলিঙ্গতঃ ॥ ৪০ ॥

গবামযনে দ্বয়োর্ম্মাসষট্কয়োর্মধ্যে বর্ত্তমানং বিষুবন্নামকং প্রধানভূতমেকমহর্বিদ্যতে,তচ্চ দিবাকীর্ত্ত্যম্। তস্মাৎ প্রাচীনাস্ত্রয়ঃ স্বরসামনামকা অহর্বিশেষাস্তথোপরিষ্টাদপি ত্রয়ঃ স্বরসামানস্তদেতদভিপ্রেত্য শ্রূয়তে—'অভিতো দিবাকীর্ত্ত্যস্ত্রয়ঃ

* যেমন বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রীপূজা এক দিবসের কার্য্য হইলেও তাহাতে দশভুজা দুর্গাপূজার ন্যায় পূজাচতুষ্টয়ই একই দিনে অনুষ্ঠিত হইয়াথাকে।

স্বরসাম্নান ইতি। তেষু চ গ্রহ-সান্তত্যায় সপ্তদশস্তোমাদয়ো· ধর্ম্মা বিহিতাঃ। অন্যত্র ত্বেবং শ্রূয়তে—‘পৃষ্ঠঃ ষড়হো দ্বৌ স্বরসামনী’—ইতি—তাবেতাবহর্ব্বিশেষৌ পূর্ব্বোক্তানাং স্বর· সাম্নাং ন বিকারৌ,কুতঃ? বৈষ্ণবসমানত্বাৎ; যথা বৈষ্ণবশব্দো দেবতারূপগুণবিধানেন মুখ্যবৃত্তিস্থাম লক্ষণয়া ধর্ম্মানতি· দিশতি, তথা সামবিশেষরূপগুণবিধায়কঃ স্বরসামশব্দ।—ইতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ;—অনন্যগতিলিঙ্গবশাৎ স্বরসামানৌ· বিকারৌ ভবতঃ। তথাহি—ষড়হো দ্বৌ স্বরসামনীত্যেবং যোহয়মষ্টাহ উপন্যস্তস্তত্র ষট্স্বহঃসু ক্রমেণ ‘ত্রিবৃৎ’—‘পঞ্চদশঃ’—‘সপ্ত- দশঃ’— ‘একবিংশঃ’— ‘ত্রিণবঃ’— ‘ত্রয়স্ত্রিংশঃ’— ইত্যেবং স্তোমষট্কঞ্চোদকেন প্রাপ্তম্। এবং স্থিতে তৃতীয়ষষ্ঠদিবস- গতয়োঃ সপ্তদশত্রয়স্ত্রিংশয়োর্ব্যত্যাসং বিধায়, সপ্তমাষ্টময়ো· রহ্নোঃ সপ্তদশস্তোমং সিদ্ধবৎ কৃত্য, ত্রিষু চরমেষ্বহঃসু সপ্ত- দশস্তোম নৈরন্তর্য্যমর্থবাদেনানুবদতি।‘যৎ তৃতীয়ং সপ্তদশম- হস্তৎ ত্রয়স্ত্রিংশস্থানমভিপর্য্যাহরন্তি’—ইতি ব্যত্যাসবিধিঃ। ‘ত্রয়াণাং সপ্তদশানামনবনতানাম্’—ইত্যর্থবাদঃ। অত্র যদ্য- স্তয়োরহ্নোঃ সপ্তদশস্তোমং স্বরসামশব্দোহতিদিশেৎ, তদা নৈরন্তর্য্যমুপপদ্যতে; নত্বন্যথা। তস্মান্ন বৈষ্ণবন্যায়েন গুণ· বিধিঃ, কিন্তু ধর্ম্মাণামতিদেশকঃ’ ইতি ॥ ৪০ ॥

(অনুবাদ)

সেই স্থলেই দশম অধিকরণে স্বরসাম-বিকারের বিষয়ও বিচারিত হইয়াছে। যথা—

বিকৃতেতে ব্যবহার্য্য ‘স্বরসাম’ আদিসায়,
যথাপ্রাপ্ত স্তোম বাধি গাহিবে কি স্বর্গকাম ?

হ'তে পারে তাই, সত্য! কিন্তু আছে অর্থবাদ;
অতএব স্বরসাম, স্তোমেই গা'বে নির্ব্বিবাদ। ৪০

গবাময়ন সত্রে প্রথম ছয় মাসের পরে এবং উত্তর ছয় মাসের পূর্ব্বে, একদিন বিষুবৎ নামে যাগ করিতে হয়, ঐ যাগানুযায়ী ঐ দিনও বিষুবৎ নামেই অভিহিত হইয়াথাকে; ঐ যাগে প্রধানত দিবাকীর্ত্ত্য সাম ব্যবহৃত হয়, এইজন্য উক্ত দিবসকে দিবাকীর্ত্ত্যও কহে। ঐ মধ্যবিন্দু স্বরূপ বিষুবৎ নামক দিনের পূর্ব্বদিবসত্রয় এবং পরদিবসত্রয় অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসের শেষ তিন দিন এবং সপ্তম মাসের আরম্ভের ১ম দিন ছাড়িয়া ২য় হইতে তিন দিন, যে যে যাগ হয় তাহাতে স্বরসাম নামক সামই বিশেষত ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এইজন্য ঐ ছয় দিবসকেই 'স্বরসাম' কহে (এইত গেল, প্রকৃতি যাগের কথা)। বিকৃতি যাগে মহাব্রত প্রয়োগে একস্থলে শ্রুতি আছে, — 'ছয়দিবস ত্রিবৃৎপ্রভৃতি পৃষ্ঠ নামক স্তোমদ্বারা অতিবাহিত হইবে, আর দুইদিন স্বরসাম ব্যবহার করিবে। এতাবতা ১ম দিন ত্রিবৃৎ, ২য় দিন পঞ্চদশ, ৩য় দিন সপ্তদশ, ৪র্থ দিন একবিংশ, ৫ম দিন ত্রিণব, ৬ষ্ঠ দিন ত্রয়স্ত্রিংশ, ৭ম দিন "ৱজ্জায়থা অপূর্ব্ব্য" ঋঙ্মূলক স্বরসাম (অ° গা° ৩.২) এবং ৮ম দিনও ঐ স্বরসাম ব্যবহার্য্য হইতে পারে। বস্তুত তাহা হইবে না। যেহেতু একটি অর্থবাদ আছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যে "তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিনের ব্যত্যাস হইবে এবং আরও বুঝা যাইতেছে, যে, ষষ্ঠদিনে যাহা ব্যবহৃত হইবে ৭ম ও ৮ম দিনেও তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।" এতাবতা তৃতীয় দিন সপ্তদশ স্তোমের পরিবর্ত্তে ত্রিণব ও ষষ্ঠ

দিন ত্রিণব স্তোমের পরিবর্ত্তে সপ্তদশ এবং ৭ম, ৮ম দিবসও ঐ সপ্তদশ স্তোমই ব্যবহার্য্য, পরং পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্বরসাম গাহিবার বিধিও প্রতিপাল্য অতএব ঐ সপ্তদশ স্তোমেই স্বরসাম-গান ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪০

(মূল)

দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে নবমাধিকরণম্ ;—

"বাধ্যং শ্লোকাদিনাজ্যাদি ন বাদ্যঃ স্তুতিলিঙ্গতঃ।
দেশসাম্নোর্বিধৌ ভেদোবৈশিষ্ট্যাত্তু সমুচ্চয়ঃ ॥ ৪১ ॥

মহাব্রতে শ্রূয়তে—'শ্লোকেন পুরস্তাৎ সদসঃ স্তুবতে, অনুশ্লোকেন পশ্চাৎ'—ইত্যাদি, তত্র শ্লোকানুশ্লোকাদিনামকৈঃ সামভিঃ প্রাকৃতান্যাজ্যপৃষ্ঠাদিস্তোত্রগতানি রথন্তরবামদেব্যাদিনামকানি সামানি বাধ্যানি। কুতঃ? 'স্তুবতে'—ইতি প্রকৃতিলিঙ্গদর্শনাৎ। প্রকৃতৌ 'আজ্যৈঃ স্তুবতে'—ইতি শ্রুতম্। নৈতৎ সারম্। কিমত্র স্তুতিমনূদ্য দেশসামগুণৌ বিধীয়েতে?—কিংবা গুণদ্বয়বিশিষ্টা স্তুতিঃ? নাদ্যঃ, বাক্যভেদাপত্তেঃ; দ্বিতীয়ে তু কার্য্যভেদেন বাধ্যাভাবাৎ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ"—ইতি ॥ ৪১ ॥

তত্রৈব দশমে কৌৎসাদিসাম্নঃ প্রাকৃতসামবাধকত্বম্

"সমুচ্চীয়েত কৌৎসাদি যদ্বা প্রাকৃতবাধকম্।
স্তুত্যভাবাদাদিমোঽন্ত্যোলিঙ্গপ্রকরণদ্বয়াৎ ॥ ৪২ ॥

বিকৃতিবিশেষে শ্রূয়তে ;—

'কৌৎসং ভবতি কাখং ভবতি'—ইতি। তদেতৎ কৌৎসাদিনামকং সাম প্রাকৃতেন সাম্না সমুচ্চীয়তে। কুতঃ? প্রাকৃতস্য স্তুতি-লিঙ্গস্যাভাবেন কার্য্যৈক্যাভাবাৎ, মৈবম্। প্রকর-

ণাৎ ক্রত্বঙ্গত্বে সতি ঋগক্ষরাভিব্যক্তিসামর্থ্যলক্ষণপ্রাকৃতলিঙ্গেন কার্য্যৈক্যাবগমাৎ। তস্মাদ্ বাধকম্"—ইতি ॥ ৪২ ॥

একাদশে ত্বেকাদ্যুক্তিতঃ প্রকৃতবাধকত্বম্ ;—

"তৎ সর্ব্ববাধকং সর্ব্বমেকদ্ব্যাদ্যুক্তিতোঽথবা।"

অবিশেষাদাদিমোঽন্ত্য একাদ্যুক্তিবিশেষতঃ ॥ ৪৩ ॥

তৎ পূর্ব্বোক্তং কৌৎসাদিসামবিষয়স্তত্র কিং 'কৌৎসং' সাম যথা প্রাকৃতসর্ব্বসামনিবর্ত্তকং, 'কাণ্বমপি তথেত্যেকৈকস্য সর্ব্বনিবর্ত্তকত্বমুচ্যতে ? আহোস্বিদেকবচনান্তনির্দ্দিষ্টমেকস্য নিবর্ত্তকম্, দ্বিবচনান্তনির্দ্দিষ্টং দ্বয়োঃ, বহুবচনান্তনির্দ্দিষ্টানি বহূনাম্ ? তত্র নিয়ামকাভাবাদাদ্যঃ পক্ষঃ প্রাপ্নোতি। একাদিবচনরূপাণাং শ্রুতীনাং নিয়ামকত্বাদন্ত্যঃ পক্ষোঽভ্যুপেয়ঃ। তথাহি—'কৌৎসং ভবতি' 'বসিষ্ঠস্য জনিত্রে ভবতঃ' ক্রৌঞ্চানি ভবন্তি'—ইতি নিবর্ত্তকেষু শ্রূয়মাণানি একদ্বিবহুবচনানি নিবর্ত্ত্যানাং তৎসঙ্খ্যাবত্বং প্রত্যাসত্যা বোধয়ন্তি। কিঞ্চৈবং সত্যবাধিতসামবিধয়শ্চোদকোঽনুগৃহীতোভবতি ; কৃৎস্নবাধে তু সর্ব্বশ্চোদকোনিরুধ্যতে। তস্মান্ন সর্ব্ববাধকঃ"—ইতি ॥ ৪৩ ॥

দ্বাদশে স্তোমবৃদ্ধ্যবৃদ্ধ্যোঃ প্রাকৃতবাধিকা ;—

"স্তোমস্থয়োর্বৃদ্ধ্যবৃদ্ধ্যোঃ প্রাকৃতঃ কিং নিবর্ত্ততে।

অবৃদ্ধাবেব বাদ্যঃ স্যাৎ সাম্নোৎপত্ত্যুপয়োগিতঃ ॥

অবৃদ্ধাবুপয়োগায় প্রকৃতস্য নিবর্ত্তকম্।

বৃদ্ধৌ পূর্ব্বোপয়োগিত্বাৎ বৃদ্ধৌ তু ন নিবর্ত্তকম্ ॥ ৫৪ ॥

সন্তি বৃদ্ধস্তোমকাঃ অবৃদ্ধস্তোমকাশ্চ বিকৃতিরূপাঃ ক্রতবঃ। তত্রোভয়ত্রাপি য়ানি সামান্যুপদিষ্টানি, তৈরতিদিষ্টানাং

সাম্নাং নিবৃত্তিঃ স্যাদন্যথা সাম্নোৎপত্তিবৈয়র্থ্যাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তঃ স্পষ্টার্থঃ”—ইতি ॥ ৪৪ ॥

ত্রয়োদশে স্তোত্রে ছন্দোবিশেষত আবাপঃ;—

“কাপি স্তোত্রে ঋচি কাপি স্যাদাবাপস্তয়োদ্ধৃতিঃ।
পবমানেষু গায়ত্র্যাদিম্বেবোদ্গাতা বিশেষতঃ ॥
আদ্যো নো পরিসঙ্খ্যানাদত্র হ্যেবেতি তদ্বিধেঃ।
বিধ্যন্তরাশেষরূপমপূর্ব্বং তদ্বিধীয়তে ॥ ৪৫ ॥

অবৃদ্ধস্তোমকেষু প্রাকৃতস্যাতিদিষ্টস্য সাম্ন উদ্বাপঃ, প্রত্যক্ষোপদিষ্টানামাবাপঃ, বৃদ্ধস্তোমকেম্বাবাপঃ;—ইতি স্থিতম্ পূর্ব্বাধিককরণে—তাবেতাবাবাপোদ্বাপৌ যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্তোত্রে যস্যাং কস্যাঞ্চিদৃচি স্যাতাম্। কুতঃ? নিয়ামকাভাবাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। নো খল্বেতদ্ যুক্তম্। এবকারেণ প্রকৃতপবমানব্যতিরিক্তেম্বাজ্যাদিস্তোত্রেষু গায়ত্রীবৃহত্যনুষ্টুব্ব্যতিরিক্তাস্বৃক্ষ্বাবাপোদ্বাপয়োঃ পরিসঙ্খ্যাতত্বাৎ। এবকারশ্চৈবমাম্নায়তে;—‘ত্রীণি হ বৈ যজ্ঞস্যোদরাণি যদু গায়ত্রী বৃহত্যনুষ্টুপ্ চ, অত্র হ্যেবাবপন্ত্যত এবোদ্বপন্তি’—ইতি। ননু মাভূতামন্যত্রাবাপোদ্বাপৌ বিবক্ষিতদেশেষু কথং প্রাপ্নুত?—ইতি চেৎ, অনেন বাক্যেন তদ্বিধানাৎ।—ইতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ;—ন চায়মর্থবাদোঽনন্যশেষত্বাৎ, নাপ্যনুবাদোঽপূর্ব্বার্থত্বাৎ। তস্মাৎ পবমানেম্বেব গায়ত্র্যাদিম্বাবাপোদ্বাপৌ”—ইতি ॥ ৪৫ ॥

চতুর্বিংশে তু ‘কণ্বরথন্তরং’ স্বয়োনাবেব;—

“বৃহদ্রথন্তরৈকীয়য়োর্মৌ কণ্বরথন্তরম্।
রথন্তরস্যৈব যোনৌ কিং স্বয়োনাবুতাগ্রিমঃ ॥

চোদকস্যাবিশেষেণ দ্বিতীয়োনামসাম্যতঃ।
অনঙ্গত্বান্নাতিদেশঃ স্বয়োনৌ পঠিতত্বতঃ ॥ ৪৬ ॥

বৈশ্যস্তোমে পৃষ্ঠস্তোত্রে সামবিশেষোবিহিতঃ;— কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি'—ইতি, প্রকৃতৌ পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহদ্রথন্তরসামনী বিকল্পিতে। ত্বামিদ্ধি হবামহে'—ইতীয়মৃক্ বৃহতোযোনিঃ; 'অভি ত্বা শূর'—ইতি রথন্তরস্য; "পুনানঃ সোম" —ইতি কণ্বরথন্তরস্য। তত্র বৃহদ্রথন্তরয়োরন্যতরস্য সাম্নো যোনৌ কণ্বরথন্তরং গেয়ম্। কুতঃ? চোদকপ্রাপ্তয়োর্বিশেষনিয়ামকাভাবাৎ। অথবা রথন্তরস্যৈব যোনৌ গেয়ম্। কুতঃ? রথন্তরেতিনামসাম্যস্য ধর্ম্মাতিদেশার্থত্বেন নিয়ামকত্বাৎ। নৈতদ্ যুক্তম্। বৃহদ্রথন্তরসাম্নোরেব প্রকৃতাবঙ্গত্বেন বিধানম্, ন তু তদ্যোন্যোঃ; অতো নাস্তি তয়োরতিদেশতঃ প্রাপ্তিঃ। তস্মাৎ স্বয়োনৌ গেয়মিতি পরিশিষ্যতে, প্রাপ্তিশ্চ সামগানামুত্তরাগ্রন্থপাঠাদবগন্তব্যা। এবং সতি শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনে ন ভবিষ্যতঃ" ॥ ৪৬ ॥

পঞ্চবিংশে তু কণ্বরথন্তরং স্বকীয়য়োরেবোত্তরয়োর্গেয়ম্;—
"সন্দেহনির্ণয়ৌ পূর্ব্ববদেবোত্তরয়োর্ঋচোঃ।
যোনিত্যাগঃ সমশ্চেন্ন তৃচশব্দেন বাধনাৎ ॥ ৪৭ ॥

'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে'—ইতি শ্রুতেঃ কণ্বরথন্তরসাম্নঃ ঋচাং ত্রয়মাশ্রয়ঃ, তত্রৈকা স্বযোনিঃ, ইতরে স্বয়োন্যুত্তরে। এবং বৃহদ্রথন্তরসাম্নোর্দ্রষ্টব্যম্। তত্র বৃহদুত্তরয়োঃ রথন্তরোত্তরয়োর্বা অতিদেশপ্রাপ্ত্যবিশেষেণ স্বেচ্ছয়া গেয়মিত্যাদ্যঃ পক্ষঃ। নামসাম্যাদ্রথন্তরোত্তরয়োরেব গেয়মিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। প্রকৃতাবৃচোঃ সাক্ষাদঙ্গত্বাভাবেঽপি সামদ্বারকমঙ্গত্ব-

মঙ্গীকৃত্য চোদকপ্রাপ্ত্যা পক্ষদ্বয়োপন্যাসঃ। যোনিবত্তুত্তর-য়োগ্রন্থপঠিতত্বাৎ স্বয়োন্যুত্তরয়োর্গেয়মিতি তৃতীয়ঃ পক্ষো রাদ্ধান্তঃ। বৃহদ্রথন্তরোত্তরয়োঃ স্বয়োন্যুত্তরয়োর্বা গীয়ত্বাম্, সর্বথাপি স্বয়োন্যাকত্যাগ ঋগন্তরপরিগ্রহশ্চ সমানঃ; তথা সতি চোদকোঽত্র প্রাপকঃ—ইতি পূর্বপক্ষিণোঽভ্যধিকা শঙ্কা। তৃচশব্দঃ সমানচ্ছন্দস্কানামেকদেবত্যানামৃচাং ত্রয়ে প্রসিদ্ধঃ; অতস্তৃচশ্রুত্যা প্রত্যক্ষয়া, চোদকপ্রাপ্তস্য বাধঃ—ইতি রাদ্ধান্তাশয়ঃ”—ইতি ॥ ৪৭ ॥

(অনুবাদ)

দশমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের নবম অধিকরণে সমুচ্চয়ও নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

রথন্তর প্রভৃতি কি বাধিবে শ্লোকাদি সাম ?
কার্য্যভেদে সমুচ্চয়; বাধাবাধি কিবা কাম ॥ ৪৮

মহাব্রত যাগে শ্রুত হয়—“সদো মণ্ডপের পুরোভাগে শ্লোক নামক (গে০ গা০ ১১, ২, ১) সামের দ্বারা স্তুতি সম্পন্ন হইবে এবং পশ্চাদ্ভাগে অনুশ্লোক নামক (গে০ গা০ ১১, ২, ২) সামের দ্বারা” (তা০ ব্রা০ ৫, ৪)। এস্থলে বিচার্য্য—প্রকৃতিযাগে যে আজ্য পৃষ্ঠাদি স্তোত্র-গত রথন্তর বামদেব্য প্রভৃতি সামের বিধি আছে, এই শ্লোকাদি বিধি কি তাহার বাধক হইবে ? অর্থাৎ রথন্তরাদির পরিবর্ত্তে শ্লোকাদি গীত হইবে ? না; তাহা হইবে না। তাহা হইলে, বাক্যভেদ দোষ হয়। অতএব ঐ ঐ সামের সহিত সমু-

চ্চয় জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাদৃশস্থলে (কার্য্যভেদে) রথন্তরাদিও গীত হইবে এবং শ্লোকাদিও গীত হইবে ॥ ৪১

এক কার্য্যে উভয়রূপ বিধি হইলে বাধ্যবাধক ভাব ঘটিয়া থাকে। তাহাও সেই স্থলেই দশম অধিকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

কৌৎসাদি বিধান তথা হইবে কি সমুচ্চয় ?
এক কার্য্যে বিধিদ্বয় বাধ্যবাধক নিশ্চয় ॥ ৪২

বিকৃতি বিশেষে শ্রুত হয়—"কৌৎস সাম (উ০ গা০ ১, ২, ১০) গীত হইবে, কাণ্বসাম (উ০ গা০ ১, ১, ২০) গীত হইবে" (তা০ ব্রা০ ১৩, ৯)। এই কৌৎসাদি নামক সাম প্রকৃতিযাগে বিহিত রথন্তরাদি সামের সহিত সমুচ্চিত হইতে পারে; কেননা প্রকৃতিগত কোনরূপ স্তুতিলিঙ্গ না থাকায় এস্থলে এক কার্য্যে উভয় বিধিরূপ বাধ্য বাধক-হেতু নাই ? না, এরূপ হইবে না। প্রকরণানুসারে উহা এক কার্য্যেই বিধিদ্বয় স্থির হইয়াথাকে সুতরাং বাধ্যবাধক ভাবও অনিবার্য্য। অতএব তাদৃশস্থলে রথন্তরাদির পরিবর্ত্তে কৌৎসাদি সামই গীত হইবে ॥ ৪২

একাদশাধিকরণে এই বিষয়েই আরও কিঞ্চিৎ বিশেষ স্থির করা হইয়াছে। যথা-

কৌৎসাদি তবে কি বাধিবে সমস্ত প্রকৃতি-গত ?
না না : এক দুই বহু বাধা হবে শ্রুতিমত ॥ ৪৩

পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে যে কৌৎসাদি সামের বিধি প্রকৃতিবিহিত সামের বাধক হইবে। এস্থলে বিচার্য্য যে কৌৎস বা কাণ্ব, একটী সামের বিধানেই প্রকৃতিবিহিত সমস্ত সামেরই বাধ হইবে অথবা একটির বিধানে একটি-মাত্রের, দুইটির বিধানে দুইটির এবং বহুবিধানে বহু সামের? নিয়ামক হেতু না থাকা প্রযুক্ত প্রথম পক্ষই প্রবল হইতে পারে পরন্তু শ্রুতিসমূহে একবচনাদির শ্রবণ থাকায় ঐ একবচনাদিই নিয়মক রূপে স্বীকৃত হইয়াথাকে অতএব দ্বিতীয় পক্ষই স্বীকার্য্য। এতাবতা 'কৌৎস সাম (উ° গা° ৯, ২, ১০) গীত হউক', 'বসিষ্ঠের জনিত্রদ্বয় নামক সাম (গে°. গা° ১৫, ২, ৮ম ও ৯ম) গীত হউক,' 'ক্রৌঞ্চ নামক সামগুলি (গে° গা° ১৬, ১, ১৩, ১৪; ১৫) গীত হউক' ইত্যাদি সংখ্যা-শ্রুতির অনুসারে প্রকৃতিবিহিত এক, দুই ও বহু সামের বাধ হইয়াথাকে; এইরূপ হইলে অবাধিত সামবিষয়ক বিধি অনুগৃহীত হয়, অন্যথা সর্ব্ববাধে সর্ব্ববিধি বিরুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব কৌৎসাদির বিধি সর্ব্ববাধক নহে॥ ৪৩

স্তোমের বৃদ্ধি ও অবৃদ্ধি অনুসারে প্রাকৃত সামের অবাধ ও বাধও দ্বাদশাধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

কোন কোন্ বিকৃতিতে স্তোমবৃদ্ধি দেখা যায়,
কোথাও বা বৃদ্ধিহীন হয় স্তোম সমুদায়।
প্রাকৃত সামের বাধ হইবে কি সর্ব্বঠাঁই?
অবৃদ্ধিতে হ'কু বাধ বৃদ্ধিকালে বাধা নাই॥ ৪৪

কোন কোন বিকৃতিযাগে স্তোমের বৃদ্ধি বিহিত হইয়াছে, কোন কোন বিকৃতিযাগে স্তোমের বৃদ্ধি বিহিত হয় নাই। তাদৃশ উভয় স্থলেই বিশেষ বিশেষ সামের বিধান দেখা যায়। এস্থলে বিচার্য্য যে "প্রকৃতিবৎ বিকৃতি: কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রকৃতিযাগের ন্যায়ই বিকৃতিযাগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে"—এই সাধারণ বিধানানুসারে প্রকৃতিযাগে বিহিত সামসমস্তই বিকৃতিযাগে অতিদিষ্ট হইবার কথা, তাহা কি বিশেষ বিশেষ সামের বিধান হইবায় বাধিত হইবে? যদি বাধিত না হয়, তাহাহইলে তাদৃশ বিশেষ বিধানই ব্যর্থ হইয়াযায়।—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, যে স্থলে বাধিত না হইলে বিশেষ বিধান ব্যর্থ হইয়া-যায়, তাদৃশ স্থলে বাধিত হউক কিন্তু যে সমস্ত বিকৃতি-যাগে স্তোমবৃদ্ধির বিধান আছে, তাদৃশ স্থলে বিশেষ সামের বিধান ব্যর্থ হয় না বরং ঐ ঐ সামের বিধানসাহায্যেই স্তোমের বৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াথাকে অতএব তত্তৎস্থলে প্রকৃতিযাগানুসৃত সাম সমস্ত বাধিত হইবে না॥ ৪৪

ত্রয়োদশাধিকরণে ছন্দোবিশেষে আবাপ-উদ্বাপের ব্যবস্থা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

যে-কোন স্তোত্রে, ঋকে, হ'কু আবাপ-উদ্বাপ?
তা কি হয় যথা-তথা! শ্রুতি আছে,—ওরে বাপ!
"গায়ত্রী, বৃহতী আর অনুষ্টুপ, পবমানে
যদি হয় স্তোম-বৃদ্ধি, তবে হবে উহা গানে"॥ ৪৫

পূর্ব্বাধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, "যে সকল বিকৃতি যাগে স্তোমের বৃদ্ধি বিহিত হয়, তাদৃশ স্থলে প্রকৃতি-যাগের অতিদেশে যে সামের প্রাপ্তি হইবে, তাহার উদ্বাপ এবং প্রত্যক্ষ-উপদিষ্ট সামের আবাপ হইবে"। এই আবাপ ও উদ্বাপ কি যে কোন স্তোত্রে যে কোন ঋকেই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে না; ইহা পবমান ভিন্ন অন্য কোন স্তোত্রে এবং গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুপ্ ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের ঋকে হইবে না। এ বিষয়ে শ্রুতি এই—"যজ্ঞের তিনটিমাত্র উদর,—গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুপ্; এই তিনছন্দেই আবাপ ও উদ্বাপ হইয়াথাকে"। ভাল! না হউক, অন্যত্র কিন্তু যেস্থলে হওআ আবশ্যক (গায়ত্রী প্রভৃতিতে), সে স্থলেই বা কিরূপে হয়; এ শ্রুতিতে ত কোনরূপ বিধি বোধ হয় না? ইহার উত্তরে বক্তব্য—ইহা অবশ্য বিধিবাক্য! যেহেতু ইহা কোনরূপ বিধির স্তুতি-নিন্দা-পর অর্থবাদ বাক্য নহে এবং আবাপ ও উদ্বাপ বিধায়ক অন্য কোন শ্রুতিও দৃষ্ট না হইবায় অনুবাদকও নহে সুতরাং ইহাই অপূর্ব্ববিধায়ক বিধি। অতএব যদি বৃদ্ধি-স্তোমে বিকৃতি হয়, তবে পবমান স্তোত্রমাত্রে গায়ত্র্যাদি ছন্দত্রয়েই আবাপ-উদ্বাপ হইবে; অন্যত্র আবাপ উদ্বাপ হইবে না। ৪৫

চতুর্ব্বিংশাধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে "কণ্বরথন্তর" সাম স্বকীয় যোনি-ঋকেই গীত হইবে। যথা—

বৈশ্যস্তোমে আছে বিধি "পৃষ্ঠে কণ্বরথন্তর";
প্রকৃতিযাগেতে কিন্তু হয় বৃহদ্রথন্তর।
বৃহতের যোনি-ঋকে কিংবা রথন্তর-মূলে,
"কণ্বরথন্তর" গান হইবে ? কিংবা স্ব-মূলে ?
পর-মূলে হ'লে গান দুই বিধি অনুকূল !
কিন্তু না হইবে তাহা হেথা ; থাকিতে স্ব-মূল ॥ ৪৬

প্রকৃতি যাগেতে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎও রথন্তর বৈকল্পিক রূপে বিহিত আছে ; —বৈশ্যস্তোম নামক বিকৃতিবিশেষে কণ্বরথন্তর নামক সামের দ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র সম্পন্ন করিবার বিশেষ বিধি আছে (তা° ব্রা° ১৮, ৬)। এ স্থলে বিচার্য্য যে "প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতি হইবে"—এই সাধারণ বিধি অনু- সারে বৈশ্যস্তোমেও পৃষ্ঠস্তোত্রে বৈকল্পিকভাবে বৃহৎ ও রথন্তরের প্রাপ্তি আছেই, সেই স্থলে বিশেষরূপে "কণ্বরথ- ন্তর" বিধান করায় সুতরাং বাধ্যবাধক ভাব ঘটিতেছে। বৃহৎ সামের যোনি ঋক্ "অভিত্বাশুর (ছ° আ° ৩, ১, ৫, ১)", রথন্তর সামের যোনি ঋক্ "ত্বামিদ্ধিহবামহে (ছ° আ° ৩, ১, ৫, ২)" এবং কণ্বরথন্তর সামের যোনি ঋক্ "পুনানঃ সোমধারয়া" (ছ° আ° ৬, ১, ৩, ১) ; "ত্বামিদ্ধিহবা- মহে" বা "অভিত্বাশুরনোনুমঃ" ঋক্ অবলম্বন করিয়া কণ্বরথন্তর সাম গীত হইলেই উভয় বিধির মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে।—ইহা অপসিদ্ধান্ত। যেহেতু প্রকৃতিযাগে বৃহৎ ও রথন্তর সামেরই বৈকল্পিক বিধান আছে, ঋকের কোনরূপ বিধি নাই এবং বৈশ্যস্তোমেও তাহারই পরি-

বর্ত্তে কণ্বরথন্তর বিহিত হইয়াছে কোন ঋকেরই উল্লেখ নাই সুতরাং সামেরই বাধ্যবাধক ভাব উপস্থিত ; এতাদৃশ স্থলে বৃহৎ ও রথন্তরের বাধক কণ্বরথন্তর হইবেই এবং তাহা স্বীয় যোনি ঋক্ থাকিতে পরযোনিতে কেন হইবে ; স্বযোনি "পুনানঃসোমধারয়া" ঋকেই (উ° আ° ১, ১, ৯) গীত হইবে (উ° গা° ৪, ১, ৪)। এইরূপ হইলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতার্থকল্পনা দোষ হইবে না ॥ ৪৬

ঐ কণ্বরথন্তর সাম স্বকীয় যোনির উত্তর ঋগ্দ্বয়েই গীত হইবে, ইহাও পঞ্চবিংশাধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

"এক সাম, তৃচে গেয়" বিধি আছে এইরূপ ;
কণ্বরথন্তর কিন্তু একমাত্র যোনিরূপ ;
আর দু'টি যাহা ইচ্ছা ল'বে ? না না বুদ্ধি ধর,—
উত্তরা গ্রন্থেতে শ্রুত দেখ যোনির উত্তর ॥ ৪৭

বিধি আছে—"তিন তিনটি ঋক্ অবলম্বনে এক একটি স্তোত্রীয় সাম গীত হইবে"। তদনুসারে কণ্বরথন্তর সামেরও আশ্রয় ঋক্ত্রয় অবশ্য স্বীকার্য্য কিন্তু যোনিগ্রন্থে, উহার যোনি একটিমাত্র ঋক্ (ছ° আ° ৬, ১, ৩, ১) দেখা যায়, অপর দুইটি বিবেচনীয়। বৃহৎ ও রথন্তর সামেরও এইরূপ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে 'স্বীয় যোনি-ঋক্ অবলম্বনেই কণ্বরথন্তর (গে° গা° ১৪, ১, ২৯) গীত হইবে'—এস্থলে বিচার্য্য যে উত্তর ঋগ্দ্বয় যাহা আবশ্যক, তাহা কোন্ দুইটী অবলম্বনীয় ? প্রকৃতি যাগে বিহিত সুতরাং

অতিদেশপ্রাপ্ত বৃহৎ ও রথন্তরের মধ্যে যেটির ইচ্ছা উত্তর ঋগ্‌দ্বয় অবলম্বন করিবে অথবা রথন্তর ও কণ্ব রথন্তর নামের সাদৃশ্য—অনুসারে রথন্তর সামের মূল উত্তর-ঋগ্‌দ্বয়ই অবলম্বন করিবে? না, এ উভয় পক্ষই অগ্রাহ্য। যোনি গ্রন্থে যেরূপ কণ্বরথন্তরাদি সামের যোনি-ঋক্‌গুলি পঠিত আছে, উত্তরাগ্রন্থেও সেইরূপ উত্তর-ঋগ্‌দ্বয়সমূহও শ্রুত দেখা যায়; পূর্ব্বে যোনি ঋক্ সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, উত্তর ঋক্ সম্বন্ধেও তদনুরূপ সিদ্ধান্তই কর্ত্তব্য। এতাবতা উত্তরার্চ্চিকে শ্রুত (১, ১, ৯, ১ ও ২) দুইটী ঋচা 'রৌরব' ও 'যৌধাজয়' সামের মূল হইলে ঐ দুই ঋচাই (৬৫পৃ০) কণ্বরন্তরেরও মূল নির্ণীত হইল* ॥ ৪৭

---

* উত্তরা গ্রন্থের ১, ১, ৯ম সূক্তের প্রথম ঋক্‌টী যোনি ঋক্, উহা যোনি গ্রন্থেও আছে (৬, ১, ৩, ১); দ্বিতীয়টীমাত্র উত্তরা ঋক্, উহাই উত্তরার্চ্চিকের নিজস্ব। এই ঋগ্‌দ্বয় কে ভাঙ্গিয়া তিনটি করিয়া গাঁথিয়া ভাগত্রয়াবলম্বনে গীত ত্রিভাগীকৃত "কণ্ব রথন্তর" (স্তোত্রীয়) সাম উহগানের (৪, ১, ৪) মধ্যে শ্রুত হইয়াছে। মূল দুইটীকে ভাঙ্গিয়া তিনটী করিয়া গাঁথিয়া লইলেই "এক সাম তৃচে গেয়" বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় এবং তদনুসারে ত্রিভাগীকৃত সামস্বরূপও প্রতিপন্ন হইয়াথাকে; ইহাকেই প্রগাথীকরণ কহে। এই প্রগাথবিচার পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৫৭—৭৫ পৃ০)। 'পুনানঃ সোম ধারয়া (ছ০ আ০ ৬, ১, ৩, ১ এবং উ০ আ০ ১, ১, ৯, ১)' ঋক্ অবলম্বনে রৌরব ও যৌধাজয় কিরূপ গীত হয় পূর্ব্বে (৬৬ ও ৬৭ পৃ০) প্রদর্শিত হইয়াছে, কণ্ব রথন্তরের স্বরূপও মমুদ্রিত উহ গানের ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই "পুনানঃ সোম ধারয়া" ঋক্ অবলম্বনে আরও অনেক সাম

(মূল)

পঞ্চমপাদস্য দ্বিতীয়েঽধিকরণে তিসৃষ্বিত্যগ্রিমসূত্রে চো দ্বিরক্ষিতঃ। যথা—

তৃচাদ্যাসু তৃচে বাদ্যে তিসৃষ্বিত্যুচ্যতেঽগ্রিমঃ।
ত্রিচ্ছন্দস্ত্বাৎ প্রাকৃতং স্যাৎ ক্রমাদত্র ত্রিচোঽখিলঃ॥ ৪৮

একসঙ্খ্যায়াস্ত্রিসঙ্খ্যায়াশ্চ ব্যতিষঙ্গবিধানাৎ 'একত্রিক-নামকঃ' কশ্চিৎ ক্রতুর্ভবতি; স চৈবং শ্রূয়তে—'অথৈষ এক-ত্রিকস্তস্যৈকস্যাং বহিষ্পবমানং তিসৃষু হোতুরাজ্যম্ *;

গীত হইয়াথাকে; মন্মুদ্রিত সামসংহিতার ১ম ভাগের ৯১৩ পৃষ্ঠায় এবং ২য় ভাগের ২৭ পৃষ্ঠায় বিং দেখ। তন্মধ্যে গেয় ও আরণ্য গানের সামগুলিকে "যোনিসাম" এবং উহ ও উহ্য গানের সামগুলিকে "স্তোত্রীয় সাম" কহে।

* "পান্তমান্ধোঅন্ধসঃ"—ইতি ছন্দো গ্রন্থস্য দ্বিতীয়-দ্বিতীয়-দ্বিতীয়ে প্রথমা ঋক্। অস্যামুৎপন্নানি ত্রীণি সামানি শ্রুতানি, তানি চ গেয়গানস্য চতুর্থ-দ্বিতীয়ে ষোড়শাদীনি 'বৈতহব্য'-নামকানি। তত্রাস্ত্যমোঽন্যনিধনং যদ্ বৈতহব্যং তন্নাত্র গ্রাহ্যং তিসৃষ্বিত্যুক্তেঃ, অপিতু উহ্যগানস্য প্রথম-প্রথমে শ্রুতমষ্টাদশমোকোনিধনাখ্যমেব গ্রাহ্যম্। তদাধারভূতস্তৃচস্তু উত্তরা গ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে প্রথম-সূক্তাত্মকঃ, তত্র প্রথমা 'পান্তমান্ধো'—ইত্যাদ্যা ছন্দসি শ্রুতৈব, দ্বিতীয়া 'পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্'—ইত্যাদ্যা, তৃতীয়া 'ইন্দ্র ইন্দ্রো'—ইত্যাদ্যা।—ইতি প্রথমে পর্য্যায়ে হোতুরাজ্যম্। দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে 'অয়ন্ত ইন্দ্রসোম'—ইতি উত্তরাগ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে পঞ্চমং তৃচাত্মকং সূক্তম্, তত্র তিসৃষু গীতমূহগ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ং সাম দৈবোদাসাখ্যম্। তৃতীয়ে পর্য্যায়ে "ইদংহ্যম্বোজসা"—ইতি উত্তরাগ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে তৃচাত্মকং নবমং সূক্তম্; তত্র তিসৃষু গীতমূহগ্রন্থস্য—মাধুচ্ছন্দসীখাং সাম। অত্র প্রমাণং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণস্য নবমাধ্যায়ীয়ে দ্বিতীয়ে খণ্ডে দ্রষ্টব্যম্।

একস্যাং মৈত্রাবরুণস্য * তিসৃষু ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ †; একস্যামচ্ছাবাকস্য ‡ তিসৃষু মাধ্যন্দিনঃ পবমানঃ'—ইতি।

* অস্তি 'প্রবইন্দ্রায়মাদনম্'—ইতি ছন্দোগ্রন্থস্য দ্বিতীয়-দ্বিতীয়-দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়া ঋক্, অস্যামুৎপন্নানি ষট্ সামানি, তানি চ গেয়গানস্য চতুর্থ-দ্বিতীয়ে ঊনবিংশাদীনি, তত্র তৃতীয়ং 'গৌরীবীতং'; তদেবাত্র প্রথমে পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণস্য। অস্তি "আতূনইন্দ্রক্ষুমন্তম্"—ইতি ছন্দোগ্রন্থস্য দ্বিতীয়-দ্বিতীয়-তৃতীয়ে তৃতীয়া ঋক্, অস্যামুৎপন্নানি চত্বারি সামানি, তানি চ গেয়-গানস্য পঞ্চম-প্রথমে ষোড়শাদীনি, তত্র তৃতীয়মাকূপারম্; তদেবাত্র দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণস্য। অস্তি 'আত্বেতানিষীদত'—ইতি ছন্দোগ্রন্থস্য দ্বিতীয়-দ্বিতীয়-দ্বিতীয়ে দশমী ঋক্, অস্যামুৎপন্নং গেয়গানস্য পঞ্চম-প্রথমে শ্রুতং 'দৈবাতিথ'-নামকং সাম; তদেবাত্র তৃতীয়ে পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণস্য। অত্র প্রমাণং তাং ব্রাং ৯, ২। কিঞ্চ প্রবইন্দ্রায়েত্যাদ্যা ঋচঃ সন্তি চোত্তরা গ্রন্থে, সন্তি চ তদাশ্রিতানি গানানি তত্তন্নামভিরেব প্রসিদ্ধানি উহগ্রন্থে, পরং তান্যত্র ন গৃহ্যন্তে; একস্যামিতি শ্রবণাৎ।

† অস্তি 'বয়মুত্বাতদিদর্থাঃ'—ইতি উত্তরাগ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে তৃতীয়ঃ তৃচঃ, তত্র উহগানস্য প্রথম-প্রথমান্তাং কাণ্ নামকং সাম; তদেবেহ প্রথমে পর্য্যায়ে। অস্তি 'অভিত্বাবৃষভাসুতঃ'—ইত্যাদিঃ উত্তরাগ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে সপ্তমসূক্তাত্মকস্তৃচঃ, তত্রোহগানস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে পঞ্চমমার্ষ-ভাখ্যং সাম; তদেবেহ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে। অস্তি 'য়োগেয়োগেতবস্তরম্'—ইত্যাদিঃ উত্তরাগ্রন্থস্য প্রথম-দ্বিতীয়ে একাদশ-সূক্তাত্মকস্তৃচঃ, তত্রোহ গানস্য প্রথম দ্বিতীয়ে শ্রুতং দশমং কৌৎসনামকং সাম; তদেবেহ তৃতীয়ে পর্য্যায়ে গৃহ্যন্তে।

‡ অস্তি 'ইন্দ্রায়মদ্বনেসুতম্'—ইতি ছন্দোগ্রন্থস্য দ্বিতীয়-দ্বিতীয়-দ্বিতীয়ে চতুর্থী ঋক্, অস্যামুৎপন্নানি ত্রীণি সামানি, তানি চ গেয়

সন্তি প্রকৃতৌ মাধ্যন্দিনপবমানস্য ত্রয়স্তৃচাঃ; ‘উচ্চাতেজাতম্’—ইত্যয়ং প্রথমো গায়ত্রীচ্ছন্দস্কঃ, ‘পুনানঃ সোম’—ইত্যয়ং দ্বিতীয়ো বৃহতীচ্ছন্দস্কঃ, ‘প্রতুদ্রব’—ইত্যয়ং তৃতীয়ঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস্কঃ *। এতদেবাভিপ্রেত্য শ্রুতম্, ‘ত্রিচ্ছন্দা আবাপো মাধ্যন্দিনঃ’—ইতি (তাং ব্রা০ ৭, ৩)। এবং সতি একত্রিকস্য মাধ্যন্দিনপবমানে তিসৃষ্বিতি যদুক্তং তত্র ত্রয়াণাং তৃচানামাদ্যাস্তিস্রঃ ঋচো গ্রাহ্যাঃ, কিংবা প্রথম-তৃচস্থাঃ ক্রমপঠিতাস্তিস্রঃ? ইতি সংশয়ঃ। তত্র ত্রিচ্ছন্দস্ত্ব-শ্রুত্যা প্রবলয়া দুর্ব্বলং পাঠক্রমং বাধিত্বা প্রথমঃ পক্ষো গ্রাহ্যঃ।—ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—যদেতৎ ত্রিচ্ছন্দস্ত্বং তদেতৎ প্রাকৃতম্, তত্র ছন্দস্ত্রয়োপেতস্য তৃচত্রয়স্যোপদি-ষ্টত্বাৎ। বিকৃতাবপি তৎ সর্ব্বমতিদিষ্টমিতি চেৎ—বাঢ়ম্। অতএব পাঠক্রমোঽপ্যতিদিষ্টঃ, তথাসতি প্রক্রান্তগায়ত্রী-চ্ছন্দস্কস্য তৃচস্য সমাপ্তৌ সত্যাং পশ্চাদ্ বৃহতীচ্ছন্দস্কে তৃচে

গানস্য চতুর্থ-দ্বিতীয়ে সপ্তবিংশত্যাদীনি; তত্র, তৃতীয়ং শ্রৈতকক্ষাভিধং সাম, তদেবেহ প্রথমে পর্য্যায়ে। অস্তি ‘ইদংবসোসুতমন্ধঃ’—ইতি দ্বিতীয়-প্রথম-তৃতীয়ে দশমী ঋক্, অস্যামৃচ্যুৎপন্নানি ত্রীণি ‘গার’-নামকানি গেয়গানস্য তৃতীয়-দ্বিতীয়ে একবিংশত্যাদীনি সামানি; তৎতৃতীয়মিহ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে; উহগ্রন্থে প্রথম-দ্বিতীয়ে তস্যৈব গারমিতি প্রথিতত্বাৎ। অস্তি ‘ইন্দ্রস্সুতেষুসোমেষু’—ইতি ছন্দোগ্রন্থস্য চতুর্থ-দ্বিতীয়-পঞ্চমে প্রথমা ঋক্, অস্যামুৎপন্নানি ত্রীণি সামানি, তানি চ গেয়গানস্য দশম-প্রথমে চতু-র্ব্বিংশত্যাদীনি, তত্র তৃতীয়ং ‘কৌৎস’-নামকং, তদেবেহ তৃতীয়েপর্য্যায়ে গ্রহণীয়ং ভবতি। ইহ মানং তাণ্ড্যনবমদ্বিতীয়মার্ষেয়কল্প ব্রাহ্মণম্।

* উ০ আ০ ১ প্র০ ৮, ৯, ১০ সূক্তাত্মিকাঃ ক্রমেণ তিস্রঃ দ্বে দ্বে ইতি সপ্ত ঋচো দ্রষ্টব্যাঃ।

প্রথমায়াঃ ঋচঃ প্রারম্ভাবসরঃ; স চারম্ভস্তিস্থৃ—ইতি বিশেষ-বিধানেন বাধ্যতে। তস্মাদাদ্যস্তৃচো নিখিলো গ্রাহ্যঃ॥ ৪৮॥

(অনুবাদ)

পঞ্চম পাদের দ্বিতীয়াধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে যে 'এক-ত্রিক' নামক ক্রতুতে প্রথম তৃচেরই গ্রহণ হইবে। যথা—

আছে, প্রকৃতিযাগেতে মাধ্যন্দিনপবমানে
বিধি,—ত্রিবিধ ছন্দেরি তৃচত্রয়-গানে।
ঋচাত্রয়মাত্র পাঠ্য কিন্তু "একত্রিক" যাগে;
তত্র কি ত্রিচ্ছন্দে তৃচ ল'বে প্রকৃতি-বিভাগে?
না; বাধ্যবাধক ভাবে নাহি হ'বে অতিদেশ,
আদ্য তৃচমাত্র লভি বিধি হইবে নিঃশেষ॥ ৪৮

"একত্রিক" নামক একটি ক্রতু অনুষ্ঠিত হইয়াথাকে; তাহাতে এক সংখ্যার সহিত তিন সংখ্যার ব্যতিষঙ্গ বিধান হয়। যথা—"ঋক্‌ত্রয়েই মাধ্যন্দিন পবমান সম্পন্ন করিবে" ইত্যাদি। প্রকৃতিযাগে মাধ্যন্দিন পবমানে তিনটি সূক্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে "উচ্চাতেজাতম্" (উ০ আ০ ১, ৮, ১-২-৩) এটি গায়ত্রীচ্ছন্দের তৃচ সূক্ত, "পুনানঃসোমধারয়া" (উ০ আ০ ১, ৯, ১-২) দ্বিতীয় প্রগাথ সূক্ত বৃহতীচ্ছন্দের এবং "প্রতুদ্রব" (উ০ আ০ ১, ১০, ১-২) প্রগাথটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের। এই অভিপ্রায়েই যাজ্ঞিকগণ বলিয়াথাকেন যে "মাধ্যন্দিন পবমানে ছন্দত্রয়েই আবাপ সম্পন্ন হইয়াথাকে" (তা০ ব্রা০ ৭, ৩)। এস্থলে আশঙ্কা

এই যে একত্রিক যাগের মাধ্যন্দিন পবমানে কোন্ ঋকত্রয় ব্যবহৃত হইবে?—প্রকৃতির ন্যায় অতিদেশ মান্য করিতে হইলে তিন ছন্দের তিন তৃচেরই এক একটি লইয়া ঋকত্রয় সংগ্রহ করিতে হয় এবং পাঠক্রমের প্রাবল্য স্বীকার করিলে "উচ্চাতেজাতম্" এই প্রথম তৃচটি লইলেই বিধি প্রতিপালিত হইতে পারে। এস্থলে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পাঠক্রম ভঙ্গ করিয়া তিনতৃচেরই এক একটি সংগ্রহ করা অবিধি, কেননা যখন প্রকৃতির অতিদেশানুসারে প্রাপ্ত তিন ছন্দের তিন তৃচের অপবাদরূপে একত্রিক ক্রতুতে এক তৃচের বিধান করা হইয়াছে, তখন ঐ অতিদেশের অনুরোধ আর নাই বরং পাঠক্রমের অনুরোধ রক্ষা করত ক্রমভঙ্গ না করিয়া যথাবৎ সম্পূর্ণ প্রথম তৃচটিই ব্যবহার করিবে (উ০ আ০ ১, ৮, ১; ২; ৩ এবং উ০ গা০ ১২, ১, ১) ॥ ৪৮ ॥

(মূল)

তৃতীয়ে ধূর্গানমেকস্যামৃচি কর্ত্তব্যম্,
তৃচে স্যাদৃচি বৈকস্যাং ধূর্গানং প্রকৃতাবিব।
তৃচে ভবেদিহৈকস্যাং শ্রুতাবৃত্তিবিধানতঃ ॥ ৪৯

একত্রিকে এব ক্রতৌ ব্যতিষঙ্গেণৈকস্যাং চ স্তোত্রেষু সম্পাদ্যমানেষু যদ্ধূর্গানং তৎ কিং তৃচে স্যাৎ; উতৈকস্যামৃচি? ইতি সংশয়ঃ। তত্র চোদকেন তৃচে ভবেদিতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—ইহৈকত্রিকক্রতৌ একস্যামৃচি ধূর্গানং ভবেৎ। কুতঃ? 'আবৃত্তং ধূর্ষু স্তুবতে'—ইতি আবৃত্তিবিধানাৎ। তৃচে গানেঽপি সাম্নস্ত্রিরাবৃত্তির্ভবেৎ? ন; আবৃত্তেঃ স্তুতি-

বিশেষণত্বাৎ। গুণসঙ্কীর্ত্তনপরঃ পদসমূহ এব স্তুতিঃ, তচ্চ-র্ঋগাবৃত্তিং বিনা ত্রিস্থস্বৃক্ষু ন সিধ্যতি। তস্মাদেকস্যাং ধূর্গানম্ ॥ ৪৯ ॥

(অনুবাদ)

— ঐ পাদেই তৃতীয়াধিকরণে একত্রিক যাগের ধূর্গান এক ঋকেই কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

যদিও ঋক্‌ত্রয়ে গেয় বটে স্তোত্রিয় সকল,
কিন্তু একত্রিকে হ'বে ঋঙ্মাত্রে ধূর্গান কেবল ॥ ৪৯

সমস্ত স্তোত্রিয় সামই তৃচ অবলম্বনে গীত হইয়াথাকে, তথা ধূর্গানও প্রকৃতিযাগে তৃচাবলম্বনেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু একত্রিক যাগে একটিমাত্র ঋকে ধূর্গান বিহিত আছে সুতরাং এক ঋঙ্মাত্র অবলম্বন করিয়াই ধূর্গান অবশ্য কর্ত্তব্য ; তাহা-হইলে "তৃচাবলম্বনে স্তোত্রিয় সাম গীত হইবে" এ নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায়। এস্থলে কি কর্ত্তব্য ? বিচারে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে "আবৃত্তি পূর্ব্বক ধূর্গান সম্পন্ন হইবে" বিধি থাকায় একটি ঋকেরই ত্রিরাবৃত্তি করিয়া তৃচত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক তদবলম্বনে ধূর্গান গীত হইবে; এরূপ হইলেই সর্ব্বদিক্ সামঞ্জস্য হইবে ॥ ৪৯ ॥

(মূল)

ষষ্ঠে স্তোমবৃদ্ধিরাগমাদ্ ভবেৎ—

স্তোমবৃদ্ধিঃ কিমভ্যাসাদাগমাদ্বাগ্রিমো য়তঃ।
ন কাম্যমঙ্ক্তং যৈবং সঙ্খ্যাবাপাদিলিঙ্গতঃ ॥ ৫০

'বিবৃদ্ধস্তোমকঃ ক্রতুরেবমাম্নায়তে,—'একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ, ত্রিণবেনৌজস্কামম্, ত্রয়স্ত্রিংশেন প্রতিষ্ঠাকামম্'—ইতি। প্রকৃতিগতেভ্যঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিস্তোমেভ্যো বিবৃদ্ধাঃ একবিংশত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশস্তোমাঃ। তেষু কিং প্রাকৃতানাং সাম্নাম্ অভ্যাসাদ্ বৃদ্ধির্ভবতি; কিংবা সামান্তরাগমাৎ? ইতি সংশয়ঃ। অশ্রুতস্য সামাগমস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাদ্ অভ্যাসাদ্ বৃদ্ধিঃ।—ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অভ্যাসোঽপি ন সাক্ষাৎ শ্রুতঃ, কিন্ত্বেকবিংশাদিসঙ্খ্যাপূরণায় কল্প্যতে; সঙ্খ্যা চ দ্রব্যগতা, ভিন্নদ্রব্যৈরেব পূর্য্যতে ন ত্বেকদ্রব্যাবৃত্ত্যা; ন হ্যষ্টকৃত্ব একং ঘটমানীয় মদ্গৃহে সন্ত্যষ্টৌ ঘটাঃ ইতি ব্যবহরন্তি, অতঃ স্তোমাবয়বদ্রব্যগতা সঙ্খ্যা তদবয়বভূতানাং সাম্নাং পদার্থানাং ভেদং গময়তি, স চ ভেদঃ সামান্তরাগমলিঙ্গম্; অত্র হোৱাৱপঁন্তীত্যাবাপোদ্দেশেন দেশবিশেষবিধিরপরং লিঙ্গম্; সামান্তরোৎপত্ত্যর্থমন্যল্লিঙ্গম্। তস্মাদাগমেন বৃদ্ধিঃ ॥ ৫০ ॥

(অনুবাদ)

ষষ্ঠাধিকরণে সামাগমের দ্বারা স্তোমবৃদ্ধি কর্ত্তব্য সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

স্তোমবৃদ্ধি অভ্যাসেতে কিংবা হ'বে আগমেতে?
অশ্রুতকল্পনা ত্যাজ্য তাই হ'কু অভ্যাসেতে।
"স্তোমবৃদ্ধি" বিধি যদি তবে কল্পনা কোথায়?
সামের আগমবিনা বৃদ্ধি হয় কি কথায় ॥ ৫০

বিবৃদ্ধস্তোমক ক্রতু সম্বন্ধে এইরূপ বিধি শ্রুত হইয়াথাকে—

"যদি প্রজা কামনা করে, অতিরাত্র নামক যাগে একবিংশ স্তোম ব্যবহার করিবে; যদি ওজঃ কামনা করে, অতিরাত্র নামকযাগে ত্রিণব স্তোম ব্যবহার করিবে; যদি প্রতিষ্ঠা কামনা করে, অতিরাত্র যাগে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ব্যবহার করিবে"। প্রকৃতিযাগে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ স্তোমের ব্যবস্থা আছে, সেই সেই স্থলেই কামনাবিশেষে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ করিতে হইবে। এস্থলে সংশয়,—যে ত্রিবৃৎ প্রভৃতিতে বিহিত সামগুলিরই অভ্যাসানুসারে এই স্তোমবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে অথবা সামান্তরের আগমের দ্বারা? অশ্রুত সামান্তর আগম করিয়া স্তোমবৃদ্ধি সম্পন্ন করা অপেক্ষা ত্রিবৃদাদিতে বিহিত সামেরই যথেচ্ছ অভ্যাস দ্বারাই স্তোমবৃদ্ধি সমুচিত হইতে পারে এই অপসিদ্ধান্ত বিদূরিত করণার্থ বলা হইতেছে।—অভ্যাসও ত কল্পনা-প্রসূত, উহাও সাক্ষাৎ শ্রুত নহে; আরও বিবেচ্য—সংখ্যামাত্রই দ্রব্যগত সুতরাং দ্রব্যান্তরের দ্বারাই উহার পূরণ হইয়াথাকে, আবৃত্তির দ্বারা হয় না; দেখ এক ঘটকে অষ্টবার দেখাইয়া 'আমার গৃহে অষ্ট ঘট আছে' বলিতে কোন সত্যবাদী সমর্থ হয় না; স্তোমবৃদ্ধি ক্রতুতে যখন স্তোমবৃদ্ধি করারই কথা, তখন সামান্তর আগমের দ্বারা স্তোমবৃদ্ধি করাই বিধির অনুমোদিত, উহাকে অশ্রুত-কল্পনা-প্রসূত বলা যায় না। অতএব যথাবশ্যক সামান্তরের আগমের দ্বারাই একবিংশাদি স্তোম সম্পন্ন করিবে *। ৫০

---

* ৮৮ হইতে ৯৮ পৃষ্ঠায় ত্রিবৃদাদি স্তোমের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(মূল)

সপ্তমে বহিষ্পবমানবৃদ্ধাবৃচ আগমঃ—

"কিং বহিষ্পবমানস্থৌ সামর্চাবাভিপূরণম্ !
সাম্না পূর্বোক্তিতো নৈবং সামৈকত্বপরাক্‌ত্বতঃ"॥ ৫১

প্রকৃতৌ প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানস্য অবিবৃদ্ধঃ স্তোমঃ, তস্য বিকৃতিষু বৃদ্ধৌ সত্যাং পূর্বোক্তরীত্যা সামান্তরাগমে প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—'একং হি তত্র সাম'—ইতি বহিষ্পবমানং প্রকৃত্য সামৈকত্ব আম্নায়তে, অতো ন সামান্তরাগমঃ সম্ভবতি এবং তর্হ্যভ্যাসেন সঙ্খ্যাপূরণমস্তু ? ইতি, ন বাচ্যম্ ; 'পরাগ্ বহিষ্পবমানেন স্তুবন্তি'—ইতি পরাক্‌শব্দেনাভ্যাসপ্রতিষেধাৎ। তস্মাদাগমঃ"—ইতি ॥ ৫১ ॥

(অনুবাদ)

সপ্তমাধিকরণে বহিষ্পবমানে ত্রিবৃদাদি স্তোমের বৃদ্ধি করিতে হইলে ঋকের দ্বারাই বৃদ্ধি করিতে হইবে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

বহিষ্পবমান-বৃদ্ধি বিকৃতিযাগেতে শুনি।
হ'বে বুঝি উহা তত্র সামের আবৃত্তি গুণি ?
বহিষ্পবমান সাম আছে গ্রন্থেতে প্রসিদ্ধ।
অতএব আবৃত্তি এ, বল কেন হ'বে সিদ্ধ ॥
হবে হ'কু পূর্বমত যথেচ্ছ সাম আগমি ?
পবমানে ঋচা-বিধি ; তাই হ'বে ঋগাগমি ॥ ৫১

প্রকৃতিযাগে প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমান স্তোমের দ্বারা স্তুতি

সম্পন্ন হইয়া থাকে; বিকৃতিবিশেষে ঐ স্তোমের বৃদ্ধি করিতেও হয়। ঐ বৃদ্ধি, সামাবৃত্তির দ্বারা হইতে পারে কিন্তু তাহা হয় না, যেহেতু উহ্যগানগ্রন্থে বহিষ্পবমান আছেই, তাহাতে সামাভ্যাস দৃষ্ট হয় না; পূর্ব্বের দৃষ্টান্তানুসারে সামাগমের দ্বারাও বৃদ্ধি সম্পাদ্য নহে, যেহেতু "পরাক্ বহিষ্পবমানেন স্তুবন্তি" বিধি থাকায় সামসম্বন্ধ উহাতে হইতেই পারে না, অতএব ঋগাগমনের দ্বারাই ঐ বৃদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

(মূল)

ষষ্ঠপাদস্যাদোঽধিকরণে একং সাম তৃচে গেয়ম্—

"সামৈকস্যাং তৃচে বা স্যাদাদ্যঃ স্বাধ্যায়বদ্ ভবেৎ।
বচনাল্লিঙ্গসংযুক্তাৎ স্তোত্রে সাম তৃচে ভবেৎ ॥ ৫২

পবমানাজ্য-পৃষ্ঠাদিস্তোত্রেষু যদ্ বিহিতং রথন্তর-বৃহদ্-বৈরূপাদি সাম, অধ্যেতারঃ একস্যামৃচ্যধীয়তে; তৎ কিং স্তোত্রপ্রয়োগকালেঽপ্যেকস্যামৃচি গেয়ম্;—কিংবা তৃচে গেয়ম্? ইতি সংশয়ঃ *। অধ্যয়নস্যানুষ্ঠানার্থত্বাদ্ যথাধ্যয়নমেকস্যামৃচি সাম্নঃ কৃতম্; তথৈকস্যামেব সাম গেয়ম্। —ইতি পূর্বপক্ষঃ। 'অষ্টাক্ষরেণ প্রথমায়াঃ ঋচঃ প্রস্তৌতি, দ্ব্যক্ষরেণোত্তরয়োঃ'—ইতি। তিসৃষ্বৃক্ষু প্রস্তোত্রা গাতব্য-

---

* অত্রেদং তত্ত্বম্—অস্তি ছন্দোগ্রন্থস্য তৃতীয়-প্রথম-পঞ্চমে প্রথমা ঋক্, তস্যাং গীতং রথন্তরম্, তচ্চ আরণ্যগানস্য দ্বিতীয়-প্রথমে একবিংশতিতমং সাম। তথা ছন্দোগ্রন্থস্য তৃতীয়-প্রথম-পঞ্চমে দ্বিতীয়া ঋক্, তস্যাং গীতং বৃহৎ, তচ্চ আরণ্যগানস্য প্রথম-প্রথমে সপ্তবিংশতিতমং সাম। তথা ছন্দো

গেগৌ নিরূপাতে ; তদিদং তৃচনা লিঙ্গম্। 'ঋক্সামেবার মিথুনো সম্ভবার'—ইত্যাদৌ ঋগ্দেবতাসামদেবতয়োঃ সংবাদরূপেঽর্থবাদে সামদেবতৈকামৃচং দ্বে ঋচৌ চ প্রত্যাখ্যায় তিস্রঃ ঋচোঽঙ্গীচকার ; তদিদমপরং লিঙ্গম্। তাভ্যাং লিঙ্গাভ্যামুপবৃংহিতাদ্ 'একং সাম তৃচে গীয়তে স্তোত্রিয়ম্'—ইতি বচনাৎ তৃচে গাতব্যম্''—ইতি ॥ ৫২ ॥

(অনুবাদ)

ষষ্ঠ পাদের প্রথম অধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে স্তোত্রিয় বৃহদাদি সামগুলি ঋক্ত্রয় অবলম্বনেই গীত হইবে।

গ্রন্থস্য তৃতীয়-দ্বিতীয়-চতুর্থে ষষ্ঠী ঋক্, তস্যাং বৈরূপসংজ্ঞকান্যষ্টৌ সামানি, তত্র প্রথমম্ অজোবৈরূপম্, দ্বিতীয়ং হ্রস্ববৈরূপম্, তৃতীয়ং বৃহদোপশবৈরূপং পঞ্চনিধনবৈরূপং বা, চতুর্থং ষন্নিধনবৈরূপম্, পঞ্চমং সপ্তনিধনবৈরূপম্ ; ষষ্ঠম্ অষ্টানিধনবৈরূপম্, সপ্তমং দ্বাদশনিধনবৈরূপম্ অষ্টমং পুষ্যবৈরূপম্ (অত্র মানমার্ষেয়ব্রাহ্মণস্য তৃতীয়প্রপাঠকাষ্টমঃ খণ্ডঃ) তানি চ অরণ্যগানস্যারম্ভে এব শ্রুতানি। এবম্ অস্তি উত্তরাগ্রন্থস্য প্রথমপ্রথমৈকাদশে প্রথমস্তৃচঃ, তত্র চ গীতং রথন্তরম্, তদ্ধি উহ্যগানস্যাদিমং সাম ; তথা উত্তরাগ্রন্থস্য দ্বিতীয়-প্রথম-দ্বাদশে প্রথমস্তৃচঃ, তত্র চ গীতং বৃহৎ, তদ্ধি উহ্যগানস্য প্রথম-প্রথমে পঞ্চমং সাম ; তথা উত্তরাগ্রন্থস্য দ্বিতীয়দ্বিতীয়ৈকাদশে প্রথমস্তৃচঃ, তত্র চ গীতং পঞ্চনিধনং বৈরূপম্, তদ্ধি উহাগানস্য প্রথমে সপ্তমং সাম। তদত্র রথন্তরং গেয়মিতি বিহিতে অরণ্যগানে শ্রুতং ছন্দোগ্রন্থীয়ৈকস্যামৃচ্যুৎপন্নং গাতব্যমাহোস্বিৎ উহগানে শ্রুতম্ উত্তরাগ্রন্থীয়তৃচবীজকং গাতব্যমিতি শঙ্কাস্বরূপঃ। এবং বৃহদ্বৈরূপয়োঃ, অন্যত্র চ বোধ্যম্।

যথা—

আজ্য আদি স্তোত্রে বিধি আছে বৃহদাদি সাম।
এক ঋকে কিংবা তৃচে করিবে ঐ সব গান?
হ'তে পারে এক ঋকে যোনিগ্রন্থ-অনুসারে।
বিশেষ আছয়ে বিধি কিন্তু তৃচ—ব্যবহারে॥ ৫২

আজ্য, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্তোত্রে বৃহৎ, রথন্তর প্রভৃতি সামের গান বিহিত দেখাযায়। যোনিগ্রন্থে ঐ সামসমস্ত এক এক ঋক্-অবলম্বনেই শ্রুত হইয়াছে। তদনুসারে ঐরূপই সর্ব্বত্রে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। তাহা হইবে না; প্রত্যুত ঐ স্তোত্রের সাধন সুতরাং স্তোত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ ঐ ঐ সামসমস্ত তিন তিন ঋক্ অবলম্বন করিয়াই গীত হইবে; যেহেতু "প্রথম ঋকের অষ্টাক্ষরের দ্বারা প্রস্তোতা স্তব করিবে"—ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রথম ঋক্ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৃচাবলম্বনেই স্তোত্রিয় গান কর্ত্তব্য। ঋগ্দেবতার সহিত সামদেবতার কথোপকথনচ্ছলেও ঐরূপ প্রকাশ আছে; উহাই এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ। "একটি স্তোত্রিয় সাম, তিনটি ঋক্ অবলম্বনে গীত হইবে"—এই সাক্ষাৎ শ্রুতিও আছে। অতএব প্রমাণত্রয়েই সম্পন্ন হইতেছে যে স্তোত্রিয় সামগুলি সমস্তই উত্তরাগ্রন্থে পঠিত তৃচগুলি অবলম্বনেই গীত হইবে; যোনিগ্রন্থের সামগুলি স্তোত্রিয় নহে॥ ৫২॥

(সূপ)

দ্বিতীয়ে স্বদৃ‌র্কৃশব্দো মীলনাবধিঃ—

'স্বদৃ‌র্কৃশব্দে বীক্ষণে চ কিং স্যাদঙ্গাঙ্গিতাথবা।
মীলনাবধিতা দ্যোত্যা ভিন্নবাক্যেন তদ্বিধেঃ॥
প্রতিশব্দেনাবধির্হি দ্যোত্যো বাক্যং ন ভিদ্যতে।
সত্যেবং মীলনস্যাপি বিধির্নোত্তরয়োর্ভবেৎ॥ ৫৩

অস্তি রথন্তরসাম্নো যোনৌ 'অভিত্বাশূর'—ইত্যস্যামৃচি স্বদৃ‌র্কৃশব্দঃ 'ঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃ‌র্শম্'—ইত্যাম্নাতঃ; অস্তি চোদ্গাতুঃ কর্ত্তৃতা তৃচে 'রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সম্মীলয়েৎ, স্বদৃ‌র্শং প্রতি বীক্ষেত'—ইতি শ্রুতেঃ। তত্র সংশয়ঃ।—কিং স্বদৃ‌র্কৃশব্দোচ্চারণবীক্ষণয়োরঙ্গাঙ্গিভাবোঽত্র বিধীয়তে, কিংবা বিধীয়মানসম্মীলনাবধিত্বেন স্বদৃ‌র্কৃশব্দোচ্চারণং নির্দ্দিশ্যতে? ইতি। তত্র সম্মীলনবাক্যাদ্ বীক্ষণবাক্যং ভিন্নং ততো ন মীলনাবধিত্বেনান্বয়ঃ সম্ভবতীতি। কিঞ্চ বীক্ষেতেতি লিঙ্প্রত্যয়োঽত্র বিধায়কঃ শ্রূয়তে, ততঃ স্বদৃ‌র্কৃশব্দোচ্চারণং বীক্ষণাঙ্গম্, বীক্ষণং বা তদঙ্গম্—ইত্যঙ্গাঙ্গিভাবোঽভ্যুপেয়ঃ। তথা সতি স্বদৃ‌র্কৃশব্দরহিতয়োঃ ঋচোর্গীয়মানে রথন্তরেঽপি বিহিতসম্মীলনানুবৃত্তিঃ ফলিষ্যতীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। স্বদৃ‌র্শং প্রতীত্যনেন কর্ম্মপ্রবচনীয়েন স্বদৃ‌র্কৃশব্দোচ্চারণস্য মীলনকালাবধিত্বং দ্যোত্যতে। ন চাত্র ভিন্নবাক্যত্বম্ একবাক্যত্বসম্ভবাৎ। তথাহি বিরোধপরিহারায় স্বত এব প্রাপ্তত্বাদ্ বীক্ষণং ন বিধেয়ম্। তথা

সতি আ স্বদৃর্কৃশব্দোচ্চারণাৎ সম্মীলয়েদিত্যেকং বাক্যং সম্পদ্যতে। এবং সত্যুত্তরয়োশ্চোর্মীলনবিধ্যভাবঃ ফলিষ্যতীতি রাদ্ধান্তঃ”—ইতি ॥ ৫৩ ॥

(অনুবাদ)

দ্বিতীয়াধিকরণে “স্বদৃর্ক্ শব্দের উচ্চারণ পর্য্যন্তই রথন্তর গানের সম্মীলন কর্ত্তব্য সিদ্ধান্তিত-হইয়াছে। যথা—

রথন্তর গানকালে দৃষ্টি-বিধি সামান্যত,
স্বদৃর্ক শব্দেতে বীক্ষণ-বিধি আছে বিশেষত।
উভয় শ্রুতির মান রাখি, করি শেষশেষী ?
না—না ; স্বদৃর্ক্-পাঠাবধি দৃষ্টি করহ বিশেষি ॥ ৫৩

“অভি ত্বা শূর নোনুমঃ” (৬০ পৃ০) ঋক্‌টিই রথন্তর সামের যোনি ; ঐ ঋকের তৃতীয়চরণে ‘স্বদৃর্শম্’ পদ আছে। “রথন্তর গানকালে উদ্গাতা স্বীয় নেত্রদ্বয় সম্মীলন করিবে” এই একটী বিধি আছে, (তা০ ব্রা০ ৭, ৭) ; পুনশ্চ “স্বদৃর্ক্ শব্দের পাঠকালে বীক্ষণ করিবে” ইহাও আর একটি শ্রুতি আছে। এস্থলে বক্তব্য যে উভয় শ্রুতির মান রক্ষা কর্ত্তব্য অতএব এস্থলে শেষশেষিভাব স্বীকার্য্য ; তাহাহইলে রথন্তর সামমাত্রের গানে সম্মীলন করা উচিত এবং স্বদৃর্ক্ শব্দটির পাঠকালে বিশেষত সম্মীলন করিবে, ইহাই সম্পান্ন হয়। বস্তুত ইহা অভীষ্ট নহে। এস্থলে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে তিনঋকের উপরি গীত রথন্তর সামের প্রথম ঋক্‌টির মধ্যস্থ ঐ স্বদৃর্কৃশব্দ পর্য্যন্তই সম্মীলন কর্ত্তব্য, তৎপরে সম্মীলনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নাই এবং অন্যান্য ঋকে বা তৃচে রথন্তর

গান কালেও সম্মীলনের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। সম্মীলনবিধি ও বীক্ষণবিধি, উভয় বিভিন্ন হইলেই শেষশেষী অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গী ভাব স্বীকার করিয়া উভয়বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ সম্পন্ন হয়। বস্তুত "সম্ভবপর হইলে বাক্যভেদরূপ গৌরব স্বীকার না করিয়া একবাক্যতা অবলম্বনই কর্ত্তব্য" ব্যবস্থানুসারে সম্মীলন বিধিকে সামান্য এবং বীক্ষণ বিধিকে বিশেষ বলিয়া স্বীকার করত উভয়ের একবাক্যতানুসারে স্বদৃক্শব্দের পাঠাবধিই বীক্ষণ বা সম্মীলন কর্ত্তব্য তৎপরে বা অন্যত্র সম্মীলনের বা বীক্ষণের আবশ্যক নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৫৩ ॥

(মূল)

তৃতীয়ে বৃহদ্রথন্তরয়োর্দ্দিনভেদেন প্রয়োগঃ—

গবাময়নিকে পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হে প্রত্যহং দ্বয়ম্।
বৃহদ্রথন্তরং চোক্ত ভবেৎ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্দিনে।
দ্বন্দ্বগর্ভবহুব্রীহেরাদ্যোঽন্ত্যোঽপি সমৌ হ্যসৌ॥
অন্যোন্যনিরপেক্ষস্য চোদকাদন্তিমো ভবেৎ॥ ৫৪

দ্বাদশাহে পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হ উৎপন্নঃ, তত্র ষণ্ণামপ্যহ্নাং ক্রমেণ রথন্তর-বৃহদ্-বৈরূপ-বৈরাজ-শাক্কর-রৈবতানি ষট্ সামানি বিহিতানি। গবাময়নে * তু বিকৃতি-রূপো য়ঃ পৃষ্ঠ্যঃ

---

* গবাময়ননামকং সত্রমস্তি, তচ্চ দ্বিবিধম্। 'গাবো বা এতৎ সত্রমাসত তাসাং দশসু মাঃসু শৃঙ্গাণ্যজায়ন্ত'—ইত্যাদ্যাখ্যায়িকয়া দশমাসনির্ব্বর্ত্ত্যম্; 'তাসাং দ্বাদশসু মাঃসু শৃঙ্গাণি প্রাবর্ত্তন্ত'—ইত্যাদ্যাখ্যায়িকয়া দ্বাদশমাসনির্ব্বর্ত্ত্যঞ্চ। শ্রূয়তে চৈতৎ সমস্তং তাণ্ড্য-চতুর্থ-প্রপাঠকারম্ভখণ্ডে। তত্র অহর্নিয়মস্ত্বেবম্—প্রায়ণীয়োঽতিরাত্রঃ, প্রথমমহঃ, চতুর্ব্বিংশো দ্বিতীয়

মহঃ, উক্থ্যং তৃতীয়মহঃ, জ্যোতির্গৌশ্চতুর্থমহঃ, আয়ুর্গৌরিতি পঞ্চমমহঃ, আয়ুর্জ্যোতিরিতি ষষ্ঠমহঃ ; এষ এব ষড়হঃ আভিপ্লবিক উচ্যতে। এবং চতুর্ভি-রাভিপ্লবিকৈশ্চতুর্বিংশত্যহানি ভবন্তি। ততঃ ত্রিবৃৎস্তোমসাধ্যমেকাহঃ, পঞ্চ-দশস্তোমসাধ্যং দ্বিতীয়াহঃ, সপ্তদশস্তোমসাধ্যং তৃতীয়াহঃ, একবিংশস্তোম-সাধ্যঞ্চতুর্থমহঃ, ত্রিণবস্তোমসাধ্যং পঞ্চমাহঃ, ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমসাধ্যং ষষ্ঠাহঃ ; সোঽয়ং ষড়হঃ পৃষ্ঠ্য উচ্যতে। পূর্ব্ববিবৃতাভিপ্লবিকষড়হচতুষ্টয়ৈঃ সহাস্য যো-গেন ত্রিংশদ্দিনাত্মক এক মাসঃ সম্পন্নঃ। দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-মাসাশ্চৈ-বমেব। ষষ্ঠমাসস্যাদ্যাষ্টাদশ দিনানি আভিপ্লবিকষড়হত্রয়াত্মকানি, ঊনবিংশ-ত্যাদ্যঃ পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হঃ—ইতি চতুর্বিংশতিঃ ; পঞ্চবিংশতিতমমহোঽভিজিৎ, ততস্ত্রীণি দিনানি প্রথমাদিস্বরসামত্রয়সাধ্যানি, ঊনত্রিংশত্তমমহঃ প্রায়ণীয়ঃ, ত্রিংশত্তমঞ্চতুর্বিংশাখ্যকম্। ইত্থমব্দস্য পূর্ব্বার্দ্ধং বৃত্তম্। উত্তর-ষণ্মাসানাং প্রথমমাসস্য প্রথমমহস্তৃতীয়স্বরসামসাধ্যম্, দ্বিতীয়মহো দ্বিতীয়-স্বরসামসাধ্যম্, তৃতীয়মহঃ প্রথমস্বরসামসাধ্যম্, চতুর্থমহো বিশ্বজিদাবৃত্তম্, (পঞ্চমাদীনি ষট্ দিনানি পৃষ্ঠ্যসংজ্ঞকানি, তত্র) ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমসাধ্যং পঞ্চ-মমহঃ, ত্রিণবস্তোমসাধ্যং ষষ্ঠমহঃ, একবিংশস্তোমসাধ্যং সপ্তমমহঃ, সপ্তদশ-স্তোমসাধ্যমষ্টমমহঃ, পঞ্চদশস্তোমসাধ্যং নবমমহঃ, ত্রিবৃৎস্তোমসাধ্যং দশমমহঃ, ততোঽভিপ্লবাঃ ষড়হাস্ত্রয়ঃ—ইত্যষ্টাবিংশতিঃ ; ঊনত্রিংশত্তমমহো মহাব্রতাখ্যং, অতিরাত্রাখ্যঞ্চ ত্রিংশত্তমম্। দ্বিতীয়াদিষু চতুর্ষু মাঃসু প্রথমং দিনষট্কং পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হঃ ; ততঃ পূর্ব্বোক্তপ্রতিলোমেনানুষ্ঠিতাশ্চত্বারঃ আভিপ্ল-বিকাঃ ষড়হাঃ, অন্ত্যমাসস্য ত্রয় আভিপ্লবিকাঃ ষড়হাঃ প্রথমাঃ, তথা চাষ্টাদশ দিনানি নিষ্পন্নানি ; গোষ্টোমসাধ্যমূনবিংশতিতমম্, আয়ুষ্টোমসাধ্যং বিংশ-তিতমম্, দশরাত্রস্য দিবসা দশ—ইতি ত্রিংশৎ। ইত্থমুত্তরার্দ্ধমব্দস্য। অনয়ো-র্মাস ষট্কয়োঃ সন্ধিস্থানম্ অশীত্যুত্তরশতদিনানন্তর মশীত্যুত্তরশতদিনাৎ প্রাগ্ বিদ্যমানমহঃ বিষুবন্নামকম্। তদিদমেকষষ্ঠ্যুত্তরত্রিশতদিননির্বর্ত্যং গবাময়নং সত্রং তাণ্ড্যস্য কৃৎস্নেন চতুর্থপ্রপাঠকেন বিহিতম্ ; বিবৃতঞ্চ ততঃ স্থলাৎ। তদয়ং শ্লোকঃ—"শতানি ত্রীণি ষষ্টিশ্চ বিষুবাংশ্চ চতুর্থকে। প্রোক্তানি গব্যসত্রস্য ত্বহ্ন্যাহানি ক্রমাদিহ।"-

ষড়হঃ। তত্র শ্রূয়তে—"পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো বৃহদ্রথন্তরসাম।" —ইতি। চোদকপ্রাপ্তয়োঃ বৃহদ্রথন্তরয়োঃ পুনর্বিধানাৎ বৈরূপাদিনিবৃত্তিঃ। ততঃ শিষ্যমাণং বৃহদ্রথন্তরং সামদ্বয়ং কিং প্রত্যহং কর্ত্তব্যম্; কিংবা কেষুচিদহঃসু বৃহৎ, কেষুচিদ্রথন্তরম্? ইতি সংশয়ঃ। বৃহচ্চ রথন্তরঞ্চ বৃহদ্রথন্তরে, তে চ সামনী যস্য ইতি দ্বন্দ্বগর্ভে বহুব্রীহাবিতরেতরযোগ-দ্বন্দ্বেন সাহিত্যং প্রতীয়তে; ততঃ প্রত্যহং সামদ্বয়ম্—ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তে সামনী যস্য অহ্নঃ—ইত্যহ্নো যদ্যন্যপদার্থত্বং তদা ভবদুক্তমেব স্যাৎ; ইহ তু ষড়হোঽন্যপদার্থঃ, তথা সতি ষড়হে দ্বয়োঃ সাম্নোঃ সাহিত্যং সিদ্ধান্তেঽপি সমানম্। প্রকৃতৌ সাম্নোরন্যোন্যনিরপেক্ষত্বাদিহাপি নিরপেক্ষত্বমেব সামচোদকেনাতিদিশ্যতে। তস্মাৎ কেষুচিদহঃসু কিঞ্চিৎ সাম ইতি রাদ্ধান্তঃ"—ইতি॥ ৫৪॥

(অনুবাদ)

তৃতীয়াধিকরণে বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় দিন-ভেদে প্রযুক্ত হইবে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

গবাময়নে বিধান আছে বৃহদ্রথন্তর।
দুই গা'বে প্রতিদিন; কিং বা এক একান্তর?
ষড়হে গেয় ষট্‌ সাম আছিল প্রকৃতি যাগে,
তা'র স্থানে দুই বিধি; কেন, হ'বে এক যোগে॥৫৪

দ্বাদশাহ নামক প্রকৃতি যাগে পৃষ্ঠ্য নামক ষড়হে অর্থাৎ ছয় দিবসে একৈক ক্রমে রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ,

শাক্কর, রৈবত,—এই ষট্ সাম গীত হইয়াথাকে (উহ্য গান গ্রন্থে ১, ১, ১; ৫; ৭; ১০, ১৫; ১৮ দ্রষ্টব্য) কিন্তু তদীয় বিকৃতি যাগে—গবাময়ন নামক সত্রে ঐ ষড়হে বৃহৎ ও রথন্তর এই দুইটীমাত্র সামেরই বিধান দেখাযায়। এ বিষয়ে বিচার্য্য যে ঐ ছয় দিবসের প্রতিদিবসেই ঐ সামদ্বয় গেয় অথবা আজি একটি, কালি অপরটি, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ঐ সামদ্বয় গেয়? এ স্থলে সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতি যাগে ষড়হে ষট্ সাম বিহিত আছে, তাহারই পরিবর্ত্তে সুতরাং সেই ছয় দিবসে এই সামদ্বয় গীত হইবে; এক দিবসে সামদ্বয়ের গীতির বিধি নাই সুতরাং একদিবসান্তর একটী সামের গানই কর্ত্তব্য* ॥ ৫৪ ॥

(মূল)

পঞ্চমে সর্ব্বপৃষ্ঠে যথোক্তদেশে পৃষ্ঠানি—

কিং সর্ব্বপৃষ্ঠে সর্ব্বাণি পৃষ্ঠদেশে যথোক্তি বা।

পৃষ্ঠ-শব্দাৎ পৃষ্ঠ-দেশে বচনাৎ তু ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫৫

* আমার মতে এক এক সামের তিন তিন অংশ আছে এবং প্রতি অংশই এক এক সাম অর্থাৎ দুইটী স্তোত্রিয় সামে ছয়টি যোনিসাম থাকেই সুতরাং বৃহৎ ও রথন্তর এই স্তোত্রিয় সামদ্বয়েই যোনি ছয় সাম আছে, ঐ ছয় সাম যথাক্রমে পৃষ্ঠ্যষড়হে প্রকৃতিযাগে ব্যবহার্য্য স্তোত্রিয় সামষট্কের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলেই ভাল হয়; অন্যথা কোন্ দিবস বৃহৎ গেয় এবং কোন্ দিবসইবা রথন্তর গেয়? ঐ বিষয়ে যথেচ্ছাচারি-ব্যবস্থার নিবারণ বোধ য় নিতান্ত অসম্ভব। জানিনা যাজ্ঞিক ব্যবহার কিরূপ।ছ

ইদগাম্নায়তে—'বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ'—ইতি। ষড়হে ষট্স্বহঃস্ক্রমেণ 'রথন্তরং' 'বৃহদ্' 'বৈরূপম্'—ইত্যাদিভিঃ সামভিঃ পৃষ্ঠস্তোত্রং নিষ্পাদিতম্, তানি সর্ব্বাণি-পৃষ্ঠসামানি যস্মিন্ বিশ্বজিতি সোঽয়ং সর্ব্বপৃষ্ঠঃ; তত্র মাধ্যন্দিনপবমান-মৈত্রাবরুণসাম্নোরন্তরালভূতে পৃষ্ঠস্তোত্রদেশে কিং সর্ব্বাণি পৃষ্ঠসামানি কার্য্যাণি; কিংবা যথাম্নানং দেশব্যবস্থা ?—ইতি সংশয়ঃ। পৃষ্ঠকার্য্যগমকেন পৃষ্ঠ শব্দেন পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্তে বচনেন দেশবিশেষো ব্যবস্থাপ্যতে। বচনং চৈবমাম্নায়তে—'পবমানে রথন্তরং করোত্যার্ভবে বৃহন্মধ্য ইতরাণি বৈরূপং হোতুঃ পৃষ্ঠং বৈরাজং ব্রহ্মসাম শাক্বরং মৈত্রাবরুণস্য রৈবতমচ্ছাবাকস্য'—ইতি; বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়ঃ, তস্মাদ্দেশবিশেষো ব্যবস্থিতঃ"—ইতি ॥৫৫ ॥

(অনুবাদ)

পঞ্চমাধিকরণে সর্ব্বপৃষ্ঠের যথোক্তদেশে ব্যবস্থা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

বিশ্বজিতে সর্ব্বপৃষ্ঠ হ'বে, বেদবিধি আছে;
হ'বে কি তা পবমান ও মৈত্রাবরুণ মাঝে ?
পৃষ্ঠ-গান-স্থান ঐ ত বটে, হ'তে পারে তাই;
কিন্তু ষট্ স্থানে ষট্ বিধি, তাই হবে ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৫৫

প্রকৃতি যাগে পৃষ্ঠ্য ষড়হে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত রথন্তরাদি ষট্ সাম গীত হইয়াথাকে কিন্তু বিশ্বজিতে এক দিবসেই সর্ব্ব পৃষ্ঠ বিহিত হইয়াছে সুতরাং পৃষ্ঠ্যনামক ষট্ দিবসে গেয়

সুতরাং পৃষ্ঠনামে প্রসিদ্ধ ঐ ষট্ সামই একদিবসে ব্যবহার্য্য। মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্র পাঠের পরে এবং মৈত্রাবরুণ সাম গানের পূর্ব্বে পৃষ্ঠসাম গীত হইয়াথাকে, তদনুসারে এই সর্ব্বপৃষ্ঠও সেই স্থান লাভ করিতে পারে? এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে সর্ব্বপৃষ্ঠ গানের সম্বন্ধে বিশেষত ষট্ স্থান বিধিবোধিত থাকায় তাহাই অবলম্বনীয় সুতরাং পবমান স্তোত্রের পরে রথন্তর, আর্ভবের পরে বৃহৎ, অপর চারিটী যথাপ্রাপ্ত মাধ্যন্দিন পবমানের পরে ও মৈত্রাবরুণের পূর্ব্বে হইবে; তন্মধ্যে বৈরূপটি হোতৃ-কর্ত্তৃক, বৈরাজটি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক, শাক্করটি মৈত্রাবরুণ-কর্ত্তৃক এবং রৈবতটী অচ্ছাবাক-কর্ত্তৃক গীত হইবে ॥ ৫৫ ॥

(মূল)

ষষ্ঠে বৈরূপবৈরাজে উক্থষোড়শিনোঃ পৃষ্ঠগতে—
"কিং স্যাদ্ বৈরূপবৈরাজে উক্থষোড়শিনোরুত।
পৃষ্ঠে স্যাৎ ক্রতুসংয়োগাদাদ্যোঽন্তঃ পৃষ্ঠলিঙ্গতঃ ॥ ৫৬

ইদমাম্নায়তে—"উক্থো বৈরূপসামৈকবিংশঃ ষোড়শী বৈরাজসামা"—ইতি। তত্র কৃৎস্নে উক্থে 'বৈরূপং' সাম, কৃৎস্নে ষোড়শিনি 'বৈরাজম্'; বৈরূপং সাম যস্মিন্ উক্থে ক্রতৌ—বৈরাজং সাম যস্মিন্ ষোড়শিনি ক্রতৌ ইত্যেবং ক্রতুসম্বন্ধঃ প্রতীতেঃ। মৈবম্।—প্রকৃতৌ রথন্তরসাম বৃহৎসাম ইত্যেবংবিধস্য নির্দ্দেশস্য পৃষ্ঠস্তোত্রবিষয়ত্ব-দর্শনাৎ অত্রাপি তন্নির্দ্দেশেন পৃষ্ঠলিঙ্গেন পৃষ্ঠকার্য্যে বৈরূপং

বৈরাজং চ ভবিতুমর্হতি ; ক্রতুসম্বন্ধস্তয়োঃ পৃষ্ঠদ্বারেণোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

(অনুবাদ)

ষষ্ঠাধিকরণে উকৃথ্য ও ষোড়শী যাগে বিহিত বৈরূপ ও বৈরাজ সাম সর্ব্বযাগবিষয়ক নহে প্রত্যুত পৃষ্ঠ্যবিষয়ক, ইহাও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

"ষোড়শী হ'বে বৈরাজে, উকৃথ হইবে বৈরূপে"
তবে বল' ঐ ঐ যাগে অন্য গাহিবে কিরূপে ?
পৃষ্ঠ্যেতে বিহিত সাম, যাগে করিয়া নিক্ষেপ,
বৃথা শঙ্কা কেন কর ! হয় মাত্র কালক্ষেপ ॥ ৫৬

বিধি আছে যে "বৈরূপ সামের দ্বারা উকৃথ যাগ এবং বৈরাজ সামের দ্বারা ষোড়শী যাগ সম্পন্ন হইবে"। এ স্থলে আশঙ্কা যে উক্ত যাগদ্বয়ে কি ঐ সামদ্বয়মাত্র ব্যবকার্য্য অন্য কোন সাম-গানের আবশ্যক নাই? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—না, তাহা নহে। প্রকৃতি যাগে পৃষ্ঠ্য ষড়হে রথন্তরাদি ষট্ সামের বিধি আছে, সেই পৃষ্ঠের প্রকরণেই উল্লিখিত বিধি থাকায় ইহাও ঐ পৃষ্ঠ্যবিষয়েই বুঝিতে হইবে। অতএব উকৃথ নামক জ্যোতিষ্টোমীয় সংস্থা-বিশেষের পৃষ্ঠ্য ষড়হে প্রকৃতি-যাগানুসারে প্রাপ্ত রথন্তরাদি ষট্ সামের পরিবর্ত্তেই বৈরূপ সাম এবং ঐরূপ ষোড়শী নামক জ্যোতিষ্টোমীয় সংস্থাবিশেষের পৃষ্ঠ্য ষড়হে প্রকৃতি-যাগানুসারে প্রাপ্ত রথন্তরাদি ষট্ সামের পরিবর্ত্তেই বৈরাজ

সাম ব্যবহৃত হইবে। এতাবতা এই বৈরূপ ও বৈরাজের বিধি পৃষ্ঠ্যমাত্রে; সমস্ত যাগের সহিত এ বিধির সাক্ষাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ নাই॥ ৫৬॥

(মূল)

সপ্তমে ত্রিবৃদগ্নিষ্টুতি স্তোম এব—
ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদিত্যেতৎ সর্বত্র স্তোম এব বা।
আদ্যস্ত্রৈগুণ্যবাচিত্বাদন্ত্যস্তোমেঽস্য রূঢ়িতঃ॥ ৫৭

এবং হি শ্রূয়তে—'ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদগ্নিষ্টোমঃ' —ইতি। কিং ত্রিবৃত্ত্বমগ্নিষ্টুতি ক্রতৌ সর্বেষু সাধনেষু সম্বধ্যতে; কিংবা স্তোমমাত্রসম্বন্ধি তৎ? ত্রিবৃদ্রজ্জুরিত্যাদৌ ত্রিবৃচ্ছব্দস্য ত্রৈগুণ্যবাচিত্বদর্শনাদত্রাপি ক্রতুসাধনেষু যা সঙ্খ্যা শ্রূয়তে, সা সর্বা ত্রিবৃত্ত্বেন বিক্রিয়তে।—ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদ্যপি ত্রিবৃচ্ছব্দোঽবয়বপ্রসিদ্ধ্যা লোকে ত্রৈগুণ্যং ব্রূতে, তথাপি বেদে রূঢ্যা স্তোমবাচকঃ, ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানঃ ইত্যুক্ত্যা স্তোত্রিয়াণাং নবানামৃচামনুক্রমণেন স্তোমবিষয়মেব ত্রিবৃত্ত্বম্"—ইতি॥ ৫৭॥

(অনুবাদ)

সপ্তমাধিকরণে অগ্নিষ্টুৎ যাগে বিহিত ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ ত্রিগুণিত নহে; প্রত্যুত ত্রিবৃৎ-স্তোম সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

'অগ্নিষ্টুৎ যাগেতে শ্রুতি—"সম্পাদ্য উহা ত্রিবৃতে";
লোকপ্রসিদ্ধ আছয়ে ত্রিবৃৎ ত্রিগুণ অর্থেতে।
অতএব ঐ যাগেতে সর্ব্ব তিন গুণ হ'বে?
না না, ত্রিবৃৎ নামে স্তোম! বেদেতে তাহাই ল'বে॥৫৭

শ্রুতি আছে যে "অগ্নিষ্টুৎ নামক যাগ (সোম সংস্থা-বিশেষ) ত্রিবৃৎ-সম্পাদ্য"। এ স্থলে সংশয় এই যে যেরূপ লোকে 'ত্রিবৃৎ রজ্জু' বলিলে ত্রিগুণিত রজ্জু বুঝায়, এস্থলেও কি সেইরূপ তিনগুণ অর্থ হইবে? তাহাহইলে ঐ যাগে সামগানাদি সমস্তই ত্রিগুণ করিতে হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে না, তাহা নহে; বেদেতে স্তোমবিশেষেই ত্রিবৃৎশব্দ রূঢ় অতএব বেদের সর্ব্বত্রই ত্রিবৃৎ-শব্দে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে বিহিত ত্রিবৃৎ স্তোমই গ্রহণীয় * ॥ ৫৭ ॥

(মূল)

অষ্টমে সংসরবাদৌ পৃষ্ঠত্বম্—

সংসরবাদৌ দ্বয়োরেকং পৃষ্ঠং য়দ্বা সমুচ্চিতম্।
একং প্রকৃতিবদ্ বিশ্বজিদ্বন্যাত্র চেতরম্॥
বচনাদ্ বিশ্বজিত্যেতে সাম্নী দ্বে স্তোত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
নেহাস্তি তৎ পৃষ্ঠ এব সাহিত্যং স্যাৎ পুনর্বিধেঃ॥৫৮

ইদমাম্নায়তে—'সংসব উভে কুর্য্যাদ্, 'গোসব উভে কুর্য্যাদ্, অভিজিত্যেকাহঃ উভে বৃহদ্রথন্তরে কুর্যাৎ'—ইতি। কিমত্র বৃহদ্রথন্তরয়োরেকং পৃষ্ঠস্তোত্রে, ইতরদন্যস্তোত্রে স্যাৎ;

---

* ত্রিবৃৎ শব্দ বিষয়ে পূর্ব্বেও বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিংবা সমুচ্চিতমুভয়ং পৃষ্ঠস্তোত্রে?—ইতি সংশয়ঃ। প্রকৃতৌ দ্বয়োর্বিকল্পিতত্বাদেকস্মিন্ প্রয়োগে একস্য পৃষ্ঠত্বাদন্যত্রাপি তথাত্বং যুক্তম্, তথা সত্যবশিষ্টং সাম সর্ব্বপৃষ্ঠ-বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্তোত্রান্তরে প্রয়োক্তব্যম্।—ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তাদৃগ্বচনাভাবেনাত্র বিশ্বজিদ্-বৈষম্যাৎ প্রকৃতিবদ্ বিকল্পে সতি পুনর্বিধানবৈয়র্থ্যাৎ সমুচ্চয়ঃ—ইতি রাদ্ধান্তঃ" —ইতি ॥ ৫৮ ॥

(অনুবাদ)

অষ্টমাধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে সংসবাদি যাগে বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয় সামের দ্বারাই পৃষ্ঠ স্তোত্র সম্পন্ন হইবে। যথা—

সংসবাদি যাগে বিধি আছে, সামদ্বয় গা'বে।
পৃষ্ঠেতে প্রকৃতিমতে বুঝি একমাত্র যা'বে ;—
অন্যত্র অন্যটি হ'বে, হয় যথা বিশ্বজিতে ?
নহে হেথা সেইরূপ ;—বিধি দুটীই পৃষ্ঠেতে ॥ ৫৮

শ্রুতি আছে—"সংসবে বৃহৎ ও রথন্তর উভয় সাম গীত হইবে, গোসবে ঐ উভয় সাম গীত হইবে, একাহ অভিজিৎ যাগেও ঐ উভয় সামই গীত হইবে"। এ স্থলে আশঙ্কা যে ঐ উভয় সামই পৃষ্ঠে হইবে অথবা উহার একটিমাত্র পৃষ্ঠে হইবে, অপরটি অন্য কোন স্তোত্রে? বিশ্বজিৎ যাগে সর্ব্বপৃষ্ঠ বিহিত থাকায় এক পৃষ্ঠ স্তোত্রেই রথন্তরাদি ছয়টি পৃ সামের গীতির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা না হইয়া "বিকৃতি যাগে প্রকৃতির ন্যায় কর্ত্তব্য"—এই

বিধির অনুরোধে একটিমাত্র পৃষ্ঠস্তোত্রে ব্যবহৃত হইয়াথাকে, অপরগুলি অন্যত্রান্যত্র গীত হয়, এ স্থলেও উভয় সামের বিধি থাকিলেও উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে পৃষ্ঠে একটিমাত্র গীত হইতে পারে এবং অপরটি অন্য স্তোত্রে ব্যবহৃত হওআ উচিত। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে বিকৃতি যাগে যে যে স্থলে যে যে বিষয়ে বিশেষ বিধি আছে, তত্তৎ স্থলে তত্তৎবিষয়ে "প্রকৃতির ন্যায় কর্ত্তব্য" বিধি সুতরাং বাধিত হইয়াথাকে এবং বিশেষ বিধি অনুসারেই কার্য্য হয়; বিশ্বজিৎ যাগে "প্রকৃতিবৎ কর্ত্তব্য" এই বিধি অনুসারেই উক্তরূপ হয় না। প্রত্যুত বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠ সামের বিধান থাকাতেই তাদৃশ বিধান সম্পন্ন হয়, এ স্থলে তাদৃশ বিভিন্ন স্থানে বিধায়ক অপর বিধি না থাকায় পৃষ্ঠস্তোত্রেই উভয় সাম গীত হইবে ॥ ৫৮ ॥

(মূল)

সপ্তমপাদস্য ষোড়শাধিকরণে বৃহদ্-যব-খাদিরাঃ নিয়তাঃ—
বৃহদ্-যব-খাদিরাশ্চ বিকল্প্যা নিয়তা উত।
বিকল্প্যাশ্চোদকপ্রাপ্তের্নিয়তাঃ স্যুঃ পুনর্বিধেঃ ॥ ৫৯

ক্বচিদ্ বিকৃতৌ শ্রূয়তে—'বৃহৎ পৃষ্ঠং ভবতি'—ইতি, ত্রৈধাতবীয়ে শ্রূয়তে—'যবময়ো মধ্যমঃ'—ইতি, বাজপেয়ে শ্রূয়তে—'খাদিরো যূপো ভবতি'—ইতি। তত্র বৃহদ্রথন্তরয়োঃ ব্রীহিযবয়োঃ খাদিরবৈল্বাদীনাঞ্চ প্রকৃতৌ বিকল্প

তস্মাদত্রাপি চোদকেন বিকল্পিতাঃ ?” ইতি চেৎ—ন, পুনর্বিধান-বৈয়র্থ্যাৎ ; পরিসংখ্যা তু দুষ্টত্বাৎ ন শঙ্ক্যা, তস্মান্নিয়তাঃ ; কোট্যন্তরং স্বর্থান্নির্বর্ত্ততে”—ইতি ॥ ৫৯ ॥

(অনুবাদ)

সপ্তম পাদের ষোড়শাধিকরণে যে কোন বিকৃতি যাগে পৃষ্ঠে বৃহৎ বিধান আছে, তথায় তাহাই বিধেয় হইবে ; ত্রৈধাতবীয় নামক বিকৃতি যাগে যবের বিধান আছে, তথায় তাহাই বিধেয় হইবে ; বাজপেয় নামক বিকৃতি যাগে খাদির যূপের বিধান আছে, তথায় তাহাই বিধেয় হইবে ; তত্তৎ স্থলে প্রকৃতি যাগের তুল্যরূপ কর্ত্তব্যতার অনুরোধ রক্ষিত হইবে না, ইহাও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

বাজপেয়াদি যাগেতে বিধি খাদির প্রভৃতি।
সেই স্থলে হ'বে সেই, না হবে যথাপ্রকৃতি ॥ ৫৯

প্রকৃতি যাগে পৃষ্ঠে বিকল্পে বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় বিহিত আছে, হবির্বিষয়ে বিকল্পে ব্রীহি ও যব বিহিত আছে এবং যূপ বিষয়েও বিকল্পে খাদির ও বৈল্বপ্রভৃতি বিহিত আছে ; "বিকৃতিযাগগুলি প্রকৃতির অনুসারেই কর্ত্তব্য" বিধিও আছে কিন্তু সমস্ত বিকৃতি যাগেই ঐরূপ হইবে না প্রত্যুত যে স্থলে যে সাম, যে হবি, যে যূপ বিশেষত বিহিত আছে, তাদৃশ স্থলে তাহাই হইবে ; অন্যথা সে সমস্ত বিধির সার্থকতা থাকে না ॥ ৫৯ ॥

(মূল)

"অষ্টমপাদস্য ষষ্ঠাধিকরণে বিপ্রগানং বিকল্পিতম্—
"উন্নেয়ো ব্রহ্মগানস্য নিষেধো বিহিতস্তুতিঃ।
বিকল্পিতো বা শূন্যোঽপি বপোৎখেদ ইব স্তুতিঃ ?
বিধ্যনন্বয়তোঽস্তোত্রং ব্রহ্মোদ্গাতা তথা সতি।
বিষয়ৈক্যাদ্ বিকল্পোঽত্র ষোড়শিগ্রহবন্মতঃ ॥ ৬০

আধানে বামদেব্যাদিসাম্নাং গানানি বিহিতানি ; আধান এবেদমপরমাম্নায়তে—'উপবীতা বা এতস্যাগ্নয়ো ভবন্তি, যস্যাগ্ন্যাধেয়ে ব্রহ্মসামানি গায়ন্তি'—ইতি। উপশব্দঃ সামীপ্যং ব্রূতে, বিগতাঃ কালবিলম্বমন্তরেণ পরৈস্ত্যক্তা ইত্যর্থঃ। অনয়া নিন্দয়া ব্রহ্মণঃ সামগাননিষেধ উন্নীয়তে, স নিষেধ উদ্গাতুর্বিহিতং বামদেব্যাদিসামগানং স্তৌতি। নন্বু ব্রহ্মণঃ সামগানমপ্রসক্তং ততস্তন্নিষেধোঽত্যন্তমসম্ভাবিতত্বাচ্ছশ-বিষাণবচ্ছূন্যঃ, ন হি বন্ধ্যাপুত্রো বা তদ্বধো বা সম্ভাবয়িতুং শক্যতে, তথাসতি তাদৃশেন কথং স্তুতিঃ ? ইতি চেৎ—বপোৎখেদবৎ, ইতি ব্রূমঃ—'স আত্মনোবপামুদখিদৎ'—ইত্যনেনাত্যন্তাসম্ভাবিতার্থেন যথা প্রাজাপত্যস্য তূপরস্য অজস্য বিধিঃ স্তূয়তে, তদ্বৎ।—ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নেদং বামদেব্যাদিসামবিধ্যাস্যং স্তোত্রং ভবিতুমর্হতি, বিধীনামনেকত্বেন স্ব-স্ব-সন্নিধিপঠিতৈরর্থবাদৈর্নিরাকাঙ্ক্ষত্বেন চ তদন্বয়ায়োগাৎ। কা তর্হ্যস্য বাক্যস্য গতিঃ ? ইতি চেৎ, উচ্যতে—ব্রহ্মশব্দোঽত্র বিপ্রত্বজাতিদ্বারেণোদ্গাতারং ব্রূতে,

য়স্য চ গানং তন্নিষেধে সতি বিধিনিষেধাভ্যামেকক্রিয়া-ভ্যামুদ্‌গাতুর্গানং বিকল্প্যতে ॥ ৬০ ॥

(অনুবাদ)

অষ্টমপাদের ষষ্ঠাধিকরণে বিপ্রগানের বিকল্পত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

"অগ্ন্যাধানে আছে, নিন্দা শুনি ব্রহ্মকৃত গানে।
ব্রহ্মার কেমনে প্রাপ্তি হইবে গান বিধানে?
অতএব সিদ্ধান্তিত এই হ'ল এই স্থানে,—
ব্রহ্ম শব্দে বিপ্র; তাই বিকল্প উদ্‌গাতৃ-গানে ॥ ৬০

অগ্ন্যাধানে বামদেব্যাদি সামের বিধান আছে, এবং সেই স্থানে ইহাও শ্রুত হইয়াছে যে "যে যজমানের অগ্ন্যাধানে ব্রহ্মা কর্তৃক সামসমূহ গীত হয়, তাহার যজ্ঞ উপবীত হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়" সুতরাং ব্রহ্মকর্তৃক সামগান নিষিদ্ধ হইল এবং উদ্‌গাতৃকর্তৃকই ঐ গানসমস্ত কর্তব্য হইল। এস্থলে বিচার্য্য যে প্রাপ্তি হইলেই নিষেধ সফল হয়, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌রাজ কর্তৃক সামগানের প্রাপ্তিই নাই, ঈদৃশ স্থলে ঐ নিষেধ কি বন্ধ্যাপুত্রের বধের ন্যায় কার্য্যকর হইবে? যদি বলা যায় 'যে যেমন প্রাজাপত্য তূপর * অজার স্তুতির জন্য নিতান্ত অসম্ভব "তিনি আপনারি বপা উৎখাত করিয়াছিলেন" —ইত্যাদি অর্থবাদের ন্যায় ব্রহ্মকর্তৃক গান অসম্ভব হইলেও ঐ বামদেব্যাদি সামের স্তুতিকৃৎ অর্থবাদ? তাহাও

* তূপর শব্দে অজাতশৃঙ্গ বা পতিতশৃঙ্গ পশু।

নহেং বামদেব্যাদি অনেক গান বিহিত হইয়াছে, একটি অর্থবাদ তথায় কার্য্যকর নহে বিশেষত, যেহেতু সেই সেই সামের বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই এক একটি অর্থবাদ আছেই। তবে এ বাক্যের কি গতি? এস্থলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে ঐ অর্থবাদের অন্তর্গত ব্রহ্মশব্দটি ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিগ্বোধক নহে প্রত্যুত ব্রাহ্মণ জাতিবাচক; তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ জাতিরই নিষেধ বোধিত হইল; যজ্ঞে সামগানের অধিকারী উদ্গাতাও অবশ্যই ব্রাহ্মণ অতএব ঐ শ্রুতি অগ্ন্যাধানে উদ্গাতৃ-কর্ত্তৃক সামগানেরই নিন্দা কথন পুরঃসর নিষেধ বিধান করিতেছে; অথচ উদ্গাতারই কার্য্য সাম গান সুতরাং বিধি ও নিষেধ উভয়েরই মান রক্ষার জন্য অগ্ন্যাধানে উদ্গাতৃ-গানের বৈকল্প সিদ্ধ হইল * ॥ ৬০ ॥

(মূল)

একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে দ্বাদশাধিকরণে ব্রহ্ম-সামন্যুৎকর্ষ:—

পর্য্যগ্নিকরণে ত্যাগ আলম্ভো ব্রহ্মসামনি।
কর্ম্মশেষনিষেধশ্চ কর্ম্মান্তরবিধির্ভবেৎ ?

* আমার মতে যজ্ঞে যদিও সর্ব্বত্রই উদ্গাতৃকর্ত্তৃকই সামগানের ব্যবস্থা কিন্তু অগ্ন্যাধানে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ কর্ত্তৃকই সামগান বিধেয়; ঐ অর্থবাদের অন্তর্গত "উপবীত": শব্দটী নিন্দা বোধক নহে প্রত্যুত স্তুতিবোধক সুতরাং ঐ অর্থবাদানুসারে ব্রহ্মকর্ত্তৃক অপ্রাপ্ত গানের নিষেধ আশঙ্কার কোনই প্রসঙ্গ নাই বরং অপ্রাপ্তির বিধানই হইয়াছে। তবে জানিনা যাজ্ঞিক-ব্যবহার কিরূপ? বাল্যকালে একবারমাত্র যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলাম, তাহাও অগ্ন্যাধানে নহে।

কিং স্তোত্রকর্ম্মোঽনুশিষ্টস্য হ্যারণ্যোক্তিবদাদিমঃ।
অদৃষ্টবাক্যভেদাপ্তেদ্র্ব্যাভেদেন চান্তিমঃ ॥ ৬১

বাজপেয়ে 'সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূন্ সক্ষিনুতে'—ইতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে—'তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজতি'—ইতি 'ব্রহ্মসাম্ন্যালভতে'—ইতি চ সপ্তদশসু পশুষু পর্য্যগ্নিকরণেঽনুষ্ঠিতে তদুত্তরকালভাবী কর্ম্মশেষঃ উৎসর্গশব্দেন নিষিধ্যতে; অশ্বমেধে 'পর্য্যগ্নিকৃতান্ আরণ্যানুৎসৃজতি'—ইত্যত্র কর্ম্মশেষনিষেধস্য প্রতিপন্নত্বাদত্রাপি তথাত্বেন সপ্তদশ পশবঃ পর্য্যগ্নিকরণান্তাঃ সমাপ্যাঃ; আলভতিনা চ ব্রহ্মসামকালে কর্ম্মান্তরম্? ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—কর্ম্মান্তরবিধৌ সপ্তদশজন্যাদৃষ্টাদ্ ভিন্নং কিঞ্চিদদৃষ্টং কল্পেত, বাক্যভেদশ্চ প্রাপ্নুয়াৎ; কিঞ্চ 'ব্রহ্মসাম্ন্যালভতে'—ইত্যত্র দ্রব্যদেবতয়োঃ অশ্রবণাৎ ন কর্ম্মান্তরবিধিঃ সম্ভবতি *। তস্মাৎ পর্য্যগ্নিকরণানন্তরমেব কার্য্যস্য সপ্তদশপশূনামালম্ভনাদিশেষস্য ব্রহ্মসামকালে উৎকর্ষো বিধীয়তে, তথাসতি অর্থপ্রাপ্তঃ, পর্য্যগ্নিকরণান্তরভাবিকর্ম্মব্যাপারো পরমউৎসর্গশব্দেনানূদ্যতে ॥ ৬১ ॥

(অনুবাদ)

একাদশাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বাদশাধিকরণে ব্রহ্ম সাম গানের ঔৎকর্ষ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

---

* "শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃত্যানুবন্ধত্বাৎ (মী০ জৈ০ সূ০ ২, ২, ১)"—ইত্যাদি, "অদ্রব্যত্বাৎ কেবলে কর্ম্মশেষঃ স্যাৎ"—ইত্যপবাদ-পাদ-গতং বিংশতিতমং সূত্রমত্রানুসন্ধেয়ম্।

বাজপেয়ে সপ্তদশ পশু করিবে উৎসর্গ,
আরও আছয়ে বিধি পরে, আলভনে সর্গ।
আলভন বিধি বুঝি হ'বে কর্ম্মান্তর হেথা ;—
উৎসর্গান্ত এক কার্য্য, অশ্বমেধে আছে যথা ?
না না, তাহা নহে ; এক—উৎসর্গ ও আলভন
ব্রহ্ম সামেতে উঁহার হয় উৎকর্ষসাধন ॥ ৬১ ॥

বাজপেয় যাগেতে বিধি আছে—"প্রজাপতি দেবতাক সপ্তদশ পশু চয়ন করিবে ; ঐ সমস্তকে পর্য্যগ্নীকৃত করিয়া উৎসর্গ করিবে" ; আরও আছে যে "বিপ্রসাম পাঠান্তে আলভন করিবে"। এ স্থলে সন্দেহ যে ইহা বিধিদ্বয় হইতে পারে ? অশ্বমেধ প্রকরণেও আরণ্য পশুসমস্তের উৎসর্জন এবং গ্রাম্য পশুসমূহের আলভন সুতরাং দ্বিবিধ বিধি দেখা যায়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে বিধিদ্বয় নহে ; তাহাহইলে বাক্যভেদ দোষ হয়, বিশেষত বিপ্রসাম পাঠান্তে আলভন করিবে' এ বিধিতে কোন দ্রব্য বা কোন দেবতার উল্লেখ না থাকায় ইহা কর্ম্মান্তর হইতেই পারে না সুতরাং এ স্থলে অশ্বমেধের দৃষ্টান্ত, অনুরূপ নহে। অতএব উৎসর্গ ও আলভন একই বিধি ; বিপ্রসামের পাঠ বিধান কেবল তাহারই উৎকর্ষসাধকমাত্র ॥ ৬১ ॥

(মূল)

মন্ত্রলক্ষণমারভ্য ব্রহ্মসাম্যোৎকর্ষপর্য্যন্তৈঃ পূর্ব্বমীমাংসাগতৈঃ দ্বিষষ্ঠিসংখ্যাকৈর্বিচারৈঃ সামবেদস্য ক্রতুষু উপয়োগো

বিস্পষ্টীকৃতঃ। অতঃ স প্রয়োজনবত্ত্বাদৃগ্বেদাদিবদেবাবশ্যং ব্যাখ্যাতব্যঃ ॥

(অনুবাদ)

মন্ত্র লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মসামোৎকর্ষ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বমীমাংসাগত দ্বিষষ্ঠিসংখ্যাক বিচারের দ্বারা ক্রতুসমস্তে সামবেদের উপযোগিতা বিস্পষ্টীকৃত হইল। এতাবতা ঋগ্বেদ প্রভৃতির ন্যায় ইহাও সপ্রয়োজন অতএব ইহারও ব্যাখ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য ॥

(মূল)

নম্বস্মিন্ সামবেদে ব্রাহ্মণভাগস্য ব্যাখ্যাতুং যোগ্যত্বেঽপি মন্ত্রভাগস্য ন ব্যাখ্যানয়োগ্যতাস্তি, তত্রত্যানাং মন্ত্রাণাং গীতিমাত্রাত্মত্বাৎ, ন খলু পদবাক্যব্যতিরিক্তায়াং স্বরস্তোভাদিসাধ্যায়াং গীতৌ ক্রিয়াকারকয়োজনাভিব্যঙ্গ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি, যস্যাভিব্যক্তয়ে ভবতা গীতির্ব্যাখ্যায়েত। যত্তু স্বরাদিলক্ষণবিশেষকথনেন গীতিব্যাখ্যানং তৎ পূর্ব্বাচার্য্যৈরেব তত্তল্লক্ষণ মন্ত্রগ্রহণেষু সম্পাদিতম্;—ইতি ন তত্র ত্বয়া যতিতব্যম্, অতঃ কথং ভবতো মন্ত্রভাগব্যাখ্যানম্? অত্রোচ্যতে—ন তাবদ্ গীতির্নিরাশ্রয়া, তস্যাঃ ঋগাশ্রিতত্বাৎ; অতএব ছন্দোগা উপনিষদ্যেবমামনন্তি—'তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে'—ইতি (ছা০ ব্রা০ ১, ৬); গীতাশ্রয়ভূতা সেয়মৃগপি মন্ত্র এব :'তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা'—ইতি মন্ত্রবিশেষত্বেন সূত্রিতত্বাৎ (মী০ দ০ জৈ০ সূ০ ২, ২, ৩৫); ঋগাত্মকস্য তু মন্ত্রস্য ক্রিয়াকারকান্বয়াভিব্যঙ্গ্যোঽর্থো

বিদ্যতে, স চ ক্রত্বনুষ্ঠানকালেঽনুস্মর্ত্তব্যঃ—ইতি ঋগ্‌-ব্যাখ্যানমবশ্যং কর্ত্তব্যম্ ॥

(অনুবাদ)

ভাল ! এই সামবেদের ব্রাহ্মণ ভাগটি ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত হইলেও মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন ! কেন না সামবেদীয় মন্ত্রভাগ ত কেবল গীতিময় ; গীতি বলিলে পদও বুঝায় না, বাক্যও বুঝায় না, প্রত্যুত উহা স্বরস্তোভাদি-সাধ্য ; তাদৃশ স্বরস্তোভাদিসাধ্য গীতিতে ক্রিয়া-কারক-যোজনাভিব্যঙ্গ কোন অর্থই নাই, যাহার অভিব্যক্তির জন্য আপনি গীতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন ? যদি বলেন স্বরাদির লক্ষণবিশেষ কথনাদির দ্বারা গীতিরই ব্যাখ্যান করিবেন ? তদ্বিষয়েও আপনার যত্ন করিবার আবশ্যক নাই, কেন না উহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাতই রহিয়াছে। অতএব আপনি মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যানে কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন ? ইহার উত্তরে বক্তব্য—গীতি নিরাশ্রয়া হইবার নহে ; ঋক্‌ই গীতির আশ্রয়। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে (১প্র০ ৬খ০) শ্রুত আছে যে "ঋগাশ্রিতই সাম গান করা যায়"। গীতির আশ্রয়রূপ সেই ঋক্‌গুলিও মন্ত্রই ; যেহেতু জৈমিনি-সূত্রে প্রকাশিত রহিয়াছে যে, "অর্থবশে পাদ-ব্যবস্থা থাকিলে তাহাকেই ঋক্ বলা যায়" (জৈ০ সূ০ ২, ১, ৩২)। ঐ ঋগাত্মক মন্ত্রের ক্রিয়াকারকান্বয়াভিব্যঙ্গ্য অর্থ আছেই এবং ঐ অর্থ, ক্রতুর অনুষ্ঠান কালে স্মরণীয়ও বটে। অতএব ঐ ঋক্-সমুদয়ের ব্যাখ্যান অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥

(মূল)

মন্ত্রৈরর্থানুস্মরণং তু প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চতুর্থাধিকরণে নির্ণীতম্।—

"মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ।
যাগেষূত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ?
ব্রাহ্মণেনাপি তদ্ভানাৎ মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ।
ন; তদ্ভানস্য দৃষ্টত্বাৎ দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ॥ ৬২ (১বর্ণক)

উরুপ্রথস্বেত্যয়ং কশ্চিন্মন্ত্রঃ, তস্যায়মর্থঃ—ভো পুরোডাশ! ত্বং উরু বিপুলতা যথা ভবতি তথা প্রসর—ইতি। এবমাদয়ো মন্ত্রাঃ যাগপ্রয়োগেষূচ্চার্য্যমাণাঃ অদৃষ্টমেব জনয়ন্তি, ন ত্বর্থপ্রকাশনায় তদুচ্চারণম্, পুরোডাশপ্রথনলক্ষণস্যার্থস্য ব্রাহ্মণবাক্যেনাপি প্রাপ্তত্বাৎ, "উরুপ্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি'—ইতি হি ব্রাহ্মণবাক্যম্। নৈতদ্ যুক্তম্, অর্থপ্রত্যায়নস্য দৃষ্টপ্রয়োজনসম্ভবে সতি কেবলাদৃষ্টস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ। তস্মাৎ দৃশ্যমানার্থানুস্মরণমেব যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্য প্রয়োজনম্; ব্রাহ্মণবাক্যেনার্থানুস্মরণসম্ভবে মন্ত্রেণৈবানুস্মরণীয়মিতি যো নিয়মঃ, তস্য দৃষ্টাসম্ভবাৎ অদৃষ্টং প্রয়োজনমস্তু"—ইতি॥ ৬২॥ ১বর্ণকম্

(অনুবাদ)

মন্ত্রের দ্বারা অর্থানুস্মরণও প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের চতুর্থাধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা—

'উরুপ্রথস্ব' মন্ত্র কি অদৃষ্টহেতু কেবল,
অথবা হবিঃ-প্রথন অর্থও বুঝিব বল?

ব্রাহ্মণে প্রথন বোধ যদিও হতেছে সিদ্ধ,
কিন্তু সম্ভবে দৃক্‌ফলে নহে অদৃষ্ট প্রসিদ্ধ ॥ ৬২ (১ব০)

"উরুপ্রথস্ব" একটী মন্ত্র আছে। তাহার অর্থ—হে পুরোডাশ! তুমি বিপুলভাবে প্রথিত হও। যাগপ্রয়োগে উচ্চার্য্যমাণ এইরূপ মন্ত্রগুলি অদৃষ্ট ফলমাত্র উৎপন্ন করে, কোনরূপ অর্থপ্রকাশের জন্য তৎসমস্তের পাঠ নহে; যেহেতু ব্রাহ্মণ বাক্যের দ্বারাই পুরোড়াশপ্রথন কার্য্যসিদ্ধ হইয়াথাকে,—ব্রাহ্মণে আছেই যে "উরুপ্রথস্ব মন্ত্রের দ্বারা পুরোডাশ (হবি) প্রথন করিবে"। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ইহা ন্যায্য নহে; যেহেতু অর্থবোধরূপ দৃষ্টফল প্রয়োজন সম্ভাবিত থাকিলে কেবল অদৃষ্টার্থ কল্পনা করিতে পারাযায় না। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে দৃশ্যমান অর্থের অনুস্মরণই যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণের প্রধান প্রয়োজন; যে স্থলে দৃষ্টপ্রয়োজনের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ স্থলেই ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারা যাগপ্রয়োগের বিধান হইবে এবং মন্ত্রগুলি কেবল অদৃষ্ট ফল উৎপত্তির জন্য পঠিত হইবে ॥ ৬২ ॥ ১ বর্ণক ॥

(মূল)

অস্মিন্নেবাধিকরণে মতান্তরেণ * পূর্ব্বোত্তরপক্ষাবাহ।—
মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্যদ্বা কলহো বিনিয়োজনে।
ন মন্ত্রলিঙ্গসিদ্ধার্থমনুব্রূতীতরদ্‌যতঃ ॥ ৬২ (২ব০)

---

* আসীৎ কশ্চন ভট্টরহস্যাদি-মীমাংসাজীবনগ্রন্থনির্ম্মাতুঃ যাগপদ্ধতিপ্রথয়িতুশ্চ মীমাংসকবরস্য ভট্টেতিপ্রসিদ্ধস্য অন্তেবাসী কান্যকুব্জো ব্রাহ্মণঃ প্রভাকরনামকঃ গুরুদত্তগুরূপাধিকঃ, তস্য মতেনেতি যাবৎ। শালিকনাথীয়-প্রকরণপঞ্জিকাদৌ কৃৎস্নং তন্মতং স্ফুটতরম্।

তস্য মন্ত্রস্য লিঙ্গেন বিনিয়োগে ব্রাহ্মণবাক্যমবিবক্ষিতার্থং স্যাৎ,—বাক্যেন বিনিয়োগে মন্ত্রলিঙ্গং ন বিবক্ষ্যেত, —ইত্যুভয়োর্ব্বিরোধাদপ্রামাণ্যং চোদনায়াঃ? ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। নায়ং বিরোধঃ; প্রবলেন লিঙ্গেন বিনিয়োগসিদ্ধৌ বাক্যস্যানুবাদকত্বাৎ। ইতিরাদ্ধান্তঃ”—ইতি ॥ ৬২ ॥ (২ব৹)

(অনুবাদ)

এই অধিকরণেই মতান্তরে অন্যরূপ পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইতেছে। যথা—

মন্ত্র বুঝি' বিনিযোগ যদি করিব যাগেতে,
কি কাজ করিবে বল বিধি ব্রাহ্মণ-বাক্যেতে?
কিংবা ব্রাহ্মণের মান, মন্ত্রবাক্য ব্যর্থ করি?
সর্ব্বথা হইবে দ্বন্দ্ব, বিধি যা'বে গড়াগড়ি।
না না, তাহা নহে, শুন—আছে মন্ত্রেরি প্রাধান্য;
বিধি পেলে মন্ত্রপাঠে, অনুবাদার্থ ব্রাহ্মণ্য ॥ ৬২ (২ব৹)

যে স্থলে মন্ত্রলিঙ্গানুসারে বিনিয়োগ সিদ্ধ হইতেছে, তথায় ব্রাহ্মণবাক্য ব্যর্থ এবং ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারাই বিনিয়োগ স্বীকার করিলে মন্ত্রবাক্যার্থবোধ ব্যর্থ হয় সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে এবং এরূপ হইলে বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বতই ঘটিয়া উঠিতেছে এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতেছে যে প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বিরোধ কি? মন্ত্রপাঠ অবশ্যই প্রবল; তাদৃশ প্রবল-লিঙ্গানুসারে

যে স্থলে বিনিয়োগ সিদ্ধ হইবে, তাদৃশস্থলে ব্রাহ্মণ-বাক্যকে ঐ মন্ত্রার্থেরই অনুবাদক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে॥ ৬২। ২য় বর্গক॥

[ইতি সমগ্র "সামবেদসংহিতার" সায়ণীয়ভাষ্যের অবতরণিকা]

(অথ ছন্দআর্চ্চিক-ভাষ্যাবতরণিকা)

অর্থানুস্মরণায় ব্যাখ্যাতব্যাঃ সাময়োনিভূতাঃ ঋচঃ সংহিতাগ্রন্থে ছন্দোনামকে সমাম্নাতাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ ঋচঃ আম্নাত ক্রমেণেহ ব্যাখ্যায়ন্তে।

ন চ তাসাং ক্রতুষু স্বাতন্ত্র্যেণ বিনিয়োগোঽস্তি ব্রাহ্মণেন সূত্রেণ চ বিনিযুক্তানাং সাম্নামাশ্রয়তয়া তদুপযোগাৎ; তস্মাদৃগ্বেদব্যাখ্যান ইবৈতদ্ব্যাখ্যানে বিশেষেণ বিনিয়োগো নান্বেষণীয়ঃ। সামান্যেন তু বিনিয়োগো যদ্যপি ব্রহ্মযজ্ঞবিষয়োঽস্তি, তথাপ্যসৌ কৃৎস্নস্য বেদস্যৈকত্র এবেতি নান্বেষণ-প্রয়াসোঽস্ত।

নন্বেবমপ্যৃচামৃষিচ্ছন্দোদৈবতানাবগন্তব্যানি.. অন্যথা প্রত্যবায়-প্রসঙ্গাৎ। তথাচ ছন্দোগা আমনন্তি—"য়ো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বা পদ্যতি প্র বা মীয়তে পাপীয়ান্ ভবতি যাতয়ামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্ত্যথ যো মন্ত্রে বেদ

সর্ব্বমায়ুরেতি শ্রেয়ান্ ভবত্যয়াতয়ামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্তি, তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ”—ইতি (আ০ ব্রা০ ১, ১)। এবন্তুহি তাসামৃচাং ক্রমব্যত্যাসেন বৃহ্বৃচৈরপ্যধীয়মানত্বাৎ তদীয়ানুক্রমণিকোক্তান্ ঋষাদীন্তত্রানুসন্ধেয়ানি॥

(অনুবাদ)

অর্থানুস্মরণের জন্য ব্যখ্যাতব্য, সামযোনিস্বরূপ, ঋক্-গুলি, ছন্দোনামক সংহিতা-গ্রন্থে সমাম্নাত আছে; সেই সমস্ত ঋক্ যথাম্নানক্রমে এই প্রথমভাগে ব্যাখ্যা করা যাই-তেছে।

ব্রাহ্মণ বাক্য এবং কল্পসূত্র অনুসারে সামসমস্তই ক্রতুসমস্তে বিনিযুক্ত হইয়াথাকে; এই ঋক্গুলি ঐ সাম-সমস্তের আশ্রয়রূপেই উপযোগী; স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের প্রয়োগ কোন ক্রতুতেই দেখা যায় না *; অতএব ঋগ্বেদ সংহিতার ব্যাখ্যানকালে যেরূপ বিনিয়োগ বর্ণিত হইয়াছে, এ সমস্ত ঋকের ব্যখানকালে তাদৃশ বিনিয়োগান্বেষণের প্রয়াস নাই †। যদিও সামান্যত এ সমস্তেরই ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে বিনিয়োগ দেখা যায় কিন্তু যখন সমস্তবেদই ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে

* জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতুতে বহিষ্পবমানাদি স্তোত্রে ত্রিবৃদাদি স্তোমে স্বতন্ত্ররূপেও পাবমানী প্রভৃতি ঋকের প্রয়োগ দেখা যায়।

† সামবেদের ঋগ্ব্যাখ্যাকালেই তত্তদৃগাশ্রিত সামসমস্তের বিনি-য়োগাদি এবং সামমধ্যগত স্তোভাদির বিশেষ অর্থসকলও অবশ্যই বক্তব্য ছিল কিন্তু তাহা বলেন নাই কেন? বোধ হয় সামবেদখানি তাঁহার যথানিয়ম গুরুমুখাধীত ছিল না।

(একত্র) বিনিযুক্ত হইয়াথাকে, তখন তদ্বিষয়ে বিশেষ অন্বেষণীয়ই বা কি আছে।

ঋক্-সমূহের বিনিয়োগানুসন্ধান প্রয়াস কর্ত্তব্যনা হইলেও ঋষি, ছন্দও দেবতা অবশ্য জ্ঞাতব্য; অন্যথা প্রত্যবায় হইয়া-থাকে। যথা ছন্দোগগণ আম্নান করেন—"এইগুলি প্রতি-মন্ত্রেই জ্ঞাতব্য অন্যথা পাপীয়ান্ হইবে" ইত্যাদি *। অতএব ঋষি, ছন্দ ও দেবতার অনুসন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে; যদিও অত্রত্য ঋক্গুলি ঋগ্বেদের ক্রমানুসারে পঠিত নহে, তথাপি এস্থলে তাহাই সংগৃহীত হইবে †

(মূল)

আগ্নেয়মৈন্দ্রং পাবমানমিতি কাণ্ডত্রয়াত্মকো য়োঽয়ং ছ-ন্দোনামকঃ সংহিতাগ্রন্থঃ, সোঽয়মারণ্যকেনাধ্যায়েন ষট্-সঙ্খ্যাপূরকেণ সহ ষড়্ভিরধ্যায়ৈরুপেতঃ॥

---

* ইহা আর্ষেয় ব্রাহ্মণের আরম্ভেই আছে। সামবেদী মাত্রকে ছন্দোগ এবং ত্বদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মাত্রকেই ছান্দোগ্য বলাযায়। আরও জ্ঞাতব্য যে প্রতিযুগাবসানে গ্রন্থাদি সমস্ত জলপ্লাবনাদিতে নষ্ট হইলে যে সমস্ত ঋষিরা রক্ষা পান, তাঁহারাই নব-যুগারম্ভে স্বীয় স্মৃতিবলে তৎসমস্ত পুনর্জীবিত করিয়াথাকেন, এইরূপ বহু বার হইয়াছে; সেই জন্যই বেদ ও বেদাঙ্গ গ্রন্থ সমস্ত কৃত নহে;—আম্নাত অর্থাৎ অভ্যাসলব্ধ।

† সামবেদীয় ঋক্সমস্তের ঋষ্যাদিজ্ঞানের জন্য নৈগেয় গ্রন্থ আছে বোধ হয় উহা অনুক্রমণিকা হইতেও প্রাচীন এবং স্থানে স্থানে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। ভাষ্যকার এ গ্রন্থ দেখেন নাই কি?

(অনুবাদ ।)

এই ছন্দোনামক সংহিতা-গ্রন্থখানি কাণ্ডত্রয়াত্মক ;— আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও পাবমান এবং ইহা আরণ্যক অধ্যায়ের সহিত ষড়ধ্যায়ী * ॥

॥ ইতি সায়ণীয়সামভাষ্যস্যারতরণিকা ॥

তত্র প্রথমে খণ্ডে য়া ঋচঃ, তাঃ ক্রমেণোদাহৃত্য ব্যাখ্যায়ন্তে—

ছন্দোগ্রন্থের প্রথমখণ্ডে ণ যে ঋক্‌গুলি, তাহাই ক্রমে উদ্ধৃতপূর্ব্বক ব্যাখ্যাত হইতেছে।—

---

* ইনি কোন্ শাখা অবলম্বনে বলিলেন, তাহা জানা যায় না। কৌথুমী শাখার ছন্দোগ্রন্থ ও আরণ্যক ব্যতীতই ষট্-প্রপাঠক এবং আরণ্যকাচ্চি কণ্ড এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। অপরঞ্চ দ্রষ্টব্য সামবেদের গ্রন্থে মোটেই অধ্যায় ব্যবহার নাই ; তাদৃশ স্থলসমূহে সর্ব্বত্রই প্রপাঠক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

ণ উক্তস্থলে ছন্দোগ্রন্থে খণ্ড-ব্যবহার নাই, তাদৃশ স্থলে সর্ব্বত্রই দশৎ ব্যবহারই আছে ; পাণিনি প্রভৃতিও অনুসারে দশৎ পাঠই শুদ্ধ থাকে।

বৈদিক সমালোচনা।

দ্বিতীয় ভাগ।

(ভূমিকা)

১ম ভাগ সমালোচনা 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' পত্রিকাতে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহাতে বেদচতুষ্টয়ের শাখা ও গ্রন্থসংখ্যাদি এক প্রকার বলা হইয়াছে। অতঃপর আভ্যন্তর পর্য্যালোচনা কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই ভাগের আরম্ভ করা যাইতেছে। পূর্ব্বকালে এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গরাজ্যে বেদের অধ্যয়নাধ্যাপন প্রথা ছিল কি না? বিচার্য্যস্থল কিন্তু মহারাজ আদিশূর মহাত্মার রাজ্যকাল হইতে শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন মহোদয়ের সিংহাসনস্থ থাকা পর্য্যন্ত যে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অব্যাহত ছিল তাহা সুন্দরবনে ও দিনাজপুরে লব্ধ লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রপত্রে 'ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে' এই পদটীর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। পরে ক্রমে কালান্তরঙ্গে উহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া ইদানীং কথামাত্রাবশেষ হইয়াছে। ইহা কি অনল্প ক্ষোভের বিষয় যে মহর্ষি মনু প্রভৃতি যে বেদের অধ্যয়নার্থ 'বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ' (আদ্যন্ত সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিবে ২,১৬৫) এবং "যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি" (যে ব্রাহ্মণ বিধিমতে গুরুর সমীপে আদ্যন্ত বেদ অধ্যয়ন না করে সে কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী ও চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগের ন্যায় নামে মাত্র ব্রাহ্মণ ২,১৫৭) ইত্যাদি ভূয়োভূয় শাসনে

করিয়াছেন, তাদৃশ বিপ্র-প্রাণ বেদের গ্রন্থ-নামাদিও এই হতভাগ্য বঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত; সহস্র২ ন্যায়ালঙ্কার স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি ভট্টাচার্য্য মহোদয় গণের মধ্যে এক জনাও একটি বৈদিক মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণেও সক্ষম নহেন!

অধিকন্তু এতদ্দেশীয় যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই দৃঢ় সংস্কার যে ৩, ৪ খানি বেদের অধ্যয়ন'ত দূরের কথা, একখানি বেদও এক জনার সমস্ত জীবনে সম্পূর্ণ অধীত হইতে পারে না; অনেকে উপনিষৎগুলিকেই "বেদ' ও তাহাকেই 'বেদান্ত' বলিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহাদের অন্তঃকরণে এগুলি এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাঁহারা এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানও নিতান্ত নিরর্থক জ্ঞান করেন।

যে সমস্ত নব্য ভ্রাতৃগণ ইদানীং ইহার গবেষণা করিতেছেন, প্রত্নানুসন্ধিৎসু সংস্কৃত ভাষানুশীলনকারী য়ুরোপীয় কয়েকটি ধীমান্'ই তাঁহাদের প্রবর্ত্তক ও পথ-প্রদর্শক এবং তাঁহারাই তাঁহাদের শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরু; তাঁহাদের মহার্হ অনুসন্ধিৎসার ফলে যাহা কিছু অবগত হএন, তাহাই অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞানে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন এবং তাহাই সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বিবিধ আকারে বক্তৃতাদির দ্বারা প্রকাশ করিয়া বেদহীন এই দগ্ধভাগ্য জনপদে স্বীয় বেদজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, ক্রমে সংবাদ পত্রাদিতেও তৎসমস্ত প্রচারিত করত ধন্যাস্পদ হইতেছেন। ইহাতে যাঁহারা ইহার উত্তেজক, সেই য়ুরোপীয় মহাত্মারাই ধন্যবাদার্হ এবং দেশীয় ভ্রাতৃগণের বেদানুশীলনে যত্নও

অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু ফল অতি বিষ-ময়। ভ্রাতৃগণ যদি পাশ্চাত্য সমালোচন-ফল অবগত হইয়া তন্মাত্রে পরিতুষ্ট না থাকিয়া তাহার সত্যাসত্য নিরাকরণে শ্রম করিতেন এবং যাবৎ তাহা অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্তিত না হইত তাবৎ তাহাকে বীজ মন্ত্রের ন্যায় স্বীকার ও প্রচার না করিতেন; তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল পরং তদ্বিপরীত ব্যবহারে বেদসম্বন্ধে কতকগুলি স্ব-কপোলকল্পিত মত ক্রমে পাঠ্য পুস্তকে পর্য্যন্ত নিবিষ্ট হওআয় বৈদিক সমাজের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট এবং অস্মদাদির মনে যে কতদূর আঘাত হইতেছে, তাহা যদি কখন কালচক্রে ইহা আবর্ত্তিত হয় তখনই বিদিত হইবে 'কালো হি বলবত্তরঃ'।

ইহা কি সামান্য অনুতাপের বিষয়, যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃত কোবিদগণ আর্য্যদেশের বহুদূরে থাকিয়াও একমাত্র অপ্রতিরোধ্য আন্তরিক অধ্যবসায়ের বলেই দুর্গম আর্য্য-শাস্ত্রসকল যথাসাধ্য পর্য্যালোচিত—পুনরালোচিত করত তত্তন্মধুপানে জন্ম সফল করিতেছেন কিন্তু দেশীয় মধুপগণ স্বাবাসকোণে মধুচক্র দেখিয়াও পদার্থাভিজ্ঞতার অভাবে অবহেলা করত সেই সমস্ত পাশ্চাত্য মধুকর-ত্যক্ত মধুজপূর্ণ মধুকোষ আস্বাদন করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন!

য়ুরোপীয় বৈদিকগণ অজ্ঞ এবং যাহা কিছু লিখিয়া থাকেন তৎ সমস্তই ভ্রমসঙ্কুল, তাহা আমার বক্তব্য নহে পরং তাঁহাদের এই গবেষণা প্রথম, কিছুদিন পুরুষপরম্পরা এইরূপ নিরন্তর গবেষিত হইতে থাকিলে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে, ইহা তাঁহারাও স্বীয় লেখনীতে অস্বীকার

করেন না। এস্থলে আরও বিবেচ্য, যে, যদিও তাঁহারা ব্যাকরণ ও অভিধানাদির সাহায্যে সামান্য উপদেশেই অনেকটা কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তথাপি দেশীয় বা ভাষাগত ব্যবহারাদির অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন যে স্থানে স্থানে স্খলিত-পদ হইবেন তাহার বৈচিত্র্য কি? যদি একজন। য়ুরোপীয় বঙ্গভাষার ব্যাকরণাদি পাঠ পূর্ব্বক সুশিক্ষিত হন, তিনিও কি হঠাৎ 'ঝুর লোশা' কুপো কাৎ' 'পটল তোলা' 'শিঙ্গে ফোঁকা' এ সমস্ত বুঝিতে পারেন? আমার স্মরণ হয় কিছুদিন হইল অত্রত্য কোন রঙ্গভূমি হইতে একবার 'আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ' প্লাকার্ট প্রকাশিত হইলে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক 'রাজপথশীর্ষে অশ্লীল প্রকাশ অযোগ্য' বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হওআয়, বিচারক কতিপয় দিবস হাঁটাইয়া বহু বিচারের পরে অভিধান খুলিয়া প্রত্যেক শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ পত্রান্তরে লিখিয়া একত্রিত পাঠ করত 'স্বর্ণনির্ম্মিত চন্দ্র ঘুরিয়া আইস' ইহাতে কিছুমাত্র অশ্লীলভাব না দেখিয়া অভিযোগকারীদিগকে রোরুদ্যমান বদনে বিদায় দিয়াছিলেন। এতাবতা পাশ্চাত্য বৈদিকগণ যে স্থানে স্থানে এরূপ বৈদেশিকতার পরিচয় দেন, ইহা বলাই বাহুল্য। বিশেষ বোধনার্থ এস্থলে ঐরূপ একটি দৃষ্টান্তও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

'মা শিশ্নদেবা অপি গু ঋতং নঃ'

ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ২১শ সূক্তের এই ৫ম ঋকে যে একটি 'শিশ্নদেব' শব্দ আছে, ইহার অর্থ কোন পাশ্চাত্য

ধীমান্ অভিধানানুসারে—শিশ্ন শব্দের প্রতিশব্দ লিঙ্গ ব্যাখ্যানুযায়ী লিঙ্গোপাসক অর্থাৎ শিবপূজক স্থির করত এই শ্রুতিতে অসুরগণকে শিবপূজক বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে অতএব তদানীং শিবপূজা আর্য্যগণের অকর্ত্তব্য ছিল, নির্ণয় করিয়াছেন। দেশীয় ভ্রাতৃগণ ইহাই পাঠ করিয়া নূতন শিক্ষা অথচ মনোমণ্ড, লাভ করত আনন্দের হিল্লোলে বক্তৃতাদির দ্বারা কতশত শ্রোতৃ-শ্রোত্র আবর্ত্তিত এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রসকল বিকম্পিত করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে স্ব স্ব বেদজ্ঞতার পরিচয় প্রদানে মৃতকল্প বৈদিক সমাজের প্রত্যেক ধমনি ক্ষত বিক্ষত রূপে আহত করিতেছেন। যদি উক্ত বৈদেশিক বৈদিক মহোদয় অস্মদ্দেশের 'শিশ্নদেব' শব্দের ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উহার প্রকৃত অর্থ 'ইন্দ্রিয়-পরায়ণ' স্বীকার করিতেন সুতরাং প্রকাশিত ভাবে শিব পূজার নিষেধ বা বিধির আন্দোলনই উপস্থিত করিতে পারিতেন না পরং ইহা অনিবার্য্য অনুতাপের বিষয় যে তাঁহারা আমাদের দেশের বা আমাদের ভাষা বা ভাষামূলের ব্যবহারজ্ঞ নহেন এবং এপর্য্যন্ত আমাদের তাদৃশ কোন অভিধানও প্রকাশিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদের এতাদৃশ বিষয়েও অভিজ্ঞ করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর দ্রষ্টব্য, যে, চতুর্ব্বেদাদির ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্য উক্ত ঋকৃটির কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অথ চ 'শিশ্নদেবাঃ' শিশ্নেন দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তে ইতি শিশ্নদেবাঃ অব্রহ্মচর্য্যা ইত্যর্থঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ঋতং' যজ্ঞং সত্যং

বা 'মা অপি গুঃ' মা অপিগমন্।" অর্থ—যাহারা শিশ্নক্রীড়াসক্ত তাহাদিগকে শিশ্নদেবা বলাযায় অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মচর্য্যশূন্য (ইন্দ্রিয় পরায়ণ), তাহারা যেন আমাদের যজ্ঞ বা সত্য আক্রমণ না করে।

এইরূপ শিশ্নদেবশব্দ এই ঋগ্বেদেই আরও আছে যথা—

"অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ"

(১০, ৯৯, ৩)

ইহার সায়ণাচার্য্য বিরচিত ভাষ্য যথা—

"কিঞ্চ 'অনর্বা' যুদ্ধেঽপ্রত্যৃত ইন্দ্রঃ 'শতদুরস্য' শত্রুপুরস্য অন্তর্নিহিতং 'যৎ' 'বেদঃ' ধনম্ অস্তি তৎ ধনং 'বর্পসা' আবরকেণ বলেন 'অভি ভূৎ' অভিভবতি। কিং কুর্বন্ 'শিশ্নদেবান্' অব্রহ্মচর্য্যান্ শতদ্বারেষু শত্রুপুরসম্বন্ধিষু বর্ত্তমানান্ 'ঘ্নন্' হিংসন্।" অর্থ—যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ইন্দ্র, শতদুর নামক শত্রুপুরীর যে অন্তঃসম্পত্তি আছে, তাহা স্বীয় আবরক বলের দ্বারা অভিভূত করিয়াছেন। কিরূপে? উক্ত পুরীরক্ষক ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুতরাং হতবীর্য্য সৈন্য দিগকে বিনষ্ট করত।

যদি এই ভাষ্যগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সায়ণাচার্য্যের কৃত বলিয়া অগ্রাহ্য হয়'ত অতি পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভগবান্ যাস্ক ঋষি কৃত নিরুক্ত গ্রন্থোক্ত ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য; যথা—(৪,১৯)

"মা শিশ্নদেবা অপিগুঃ ঋতং নঃ। মা শিশ্নদেবাঃ অব্রহ্মচর্য্যাঃ (শিশ্নং শ্নথতেঃ) অপিগুঃ, ঋতং নঃ সত্যং বা যজ্ঞং বা।" অর্থ—শিশ্নদেব শব্দে ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরায়ণ।

শ্নথ-ধাতু হইতে (ভ্বা° প° বধার্থ) শিশ্ন পদ নিষ্পন্ন হয়।
ঋত শব্দে সত্যই হউক আর যজ্ঞই হউক।

এই নিরুক্তগ্রন্থ খানি বেদের ছয়খানি অঙ্গের অন্যতম।
এ বিষয়ে শিক্ষাবচনই যথেষ্ট প্রমাণ; যথা—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য, হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য, মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।" (৪১।৪২)

নিরুক্ত বেদের অভিধান স্বরূপ এই নিরুক্তকারই যখন স্বয়ং উদাহরণস্থলে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন তখন এতন্মূলক অত্রত্য সায়ণভাষ্যই বা কিরূপে অগ্রাহ্য হইবে।

আরও দ্রষ্টব্য—ঐ ঋগ্বেদসংহিতাতেই শুদ্ধ শিশ্ন শব্দটির আরও দুইটী প্রয়োগ আছে, তত্তৎস্থলেও উপাস্য শিবলিঙ্গ অর্থ সঙ্গত হয় কি না?

১ম,—শত্রুগণ কর্ত্তৃক, মরুদেশীয় কোন অরণ্যের কূপে নিহিত ত্রিত ঋষি, সেই কূপ হইতে উদ্ধৃত হইবার জন্য সর্ব্বজনপদকে বিদিত করণাভিলাষে চিৎকার ধ্বনিতে যে ঊনবিংশ ঋগাত্মক সূক্ত উচ্চারণ করত ঈশ্বরারাধনা করেন সেই সূক্তের ৮ম ঋক্ যথা—

"সম্মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।
মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো
বিত্তং মে অস্য রোদসী" (১, ১০৫, ৭)

অর্থ— 'অভিতঃ পর্শবঃ' বেষ্টিত কূপভিত্তিসকল 'মা'

আমাকে 'সপত্নীরিব' সপত্নীদের ন্যায় 'সং' তপন্তি সম্যক্ তাপ দিতেছে এবং 'ন' সম্প্রতি 'ব্রি আধ্যঃ' ব্যাধির ন্যায় কষ্টদায়ী 'মূষঃ' কূপস্থ মূষিকারা 'মা' আমার 'শিশ্না' প্রজননেন্দ্রিয় অদন্তি' দংশন করিতেছে। হে 'শতক্রতো' সৃজনাদি বহুকর্মকারিন্! 'তে' তোমার 'স্তোতারং' স্তবকারী 'মে' আমার 'অস্য' এই ক্লেশ 'রোদসী' সমস্ত দ্যাবাপৃথিবী 'বিত্তং' অবগত হউক অর্থাৎ আমার এই কষ্ট সংবাদ এ জগতে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হউক, যাহাতে কেহ না কেহ দয়াবশে এই দুর্গম স্থানে আসিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উত্তোলিত করিবে। এই মন্ত্রে শ্রুত শিশ্না পদটী দ্বিতীয়া বিভক্তির যোগে 'সুপাংসু লুক্ (৭, ১, ৩৯)' এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। "মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ" এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা বিষয়ে যদিও মতভেদ আছে অর্থাৎ কোনমতে এস্থলে শিশ্না পদের অর্থ তাঁতিদের অন্নরস-লিপ্ত সূত্র, কিন্তু শিশ্নাপদে 'উপাস্য শিবলিঙ্গ'—এ রূপ অর্থ কেহই করেন নাই এবং কোনরূপে সঙ্গতও হইতে পারে না।

২য়, ইন্দ্রপুত্র বসুক্র ঋষির প্রকাশিত চতুর্ব্বিংশত্যাত্মক সূক্তের ঊনবিংশ ঋক্ যথা—

অপশ্যং গ্রামং বহমান মারাদচক্রয়া স্বধয়া বর্ত্তমানম্।

সিসক্ত্যর্যঃ প্র যুগা জনানাং সদ্যঃ শিশ্না প্রমিনানো নবীয়ান্॥

(১০, ২৭, ১৯)

অর্থ—'অপশ্যম্' এই 'দেখিলাম্ 'অচক্রয়া' অঘূর্ণ-জলে

অর্থাৎ স্রোতে 'বর্ত্তমানং' বিদ্যমান 'গ্রামং' গ্রামকে গ্রাম 'বহমানং' ভাসিয়া যাইতেছে। আবার 'সদ্যঃ' তখনিই দেখি— 'অর্য্যঃ' এ জগতের স্বামী 'জনানাং যুগং' এক এক জোড়া প্রাণিকে 'শিশ্না' প্রজননেন্দ্রিয়ের সাহায্যে 'প্রমিনানঃ' পরস্পর ঐকাত্মভাবে উপনীত করত 'নবতরান্' নূতন নূতন 'সিষক্তি' সৃজন করিতেছেন।

এ মন্ত্রে শিশ্না পদটি তৃতীয়ান্ত, এস্থলেও 'সুপাং সুলুক্ (৭, ১, ৩৯)' সূত্রের দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হইয়াথাকে।

এ মন্ত্রের ব্যাখ্যানেও মতান্তর আছে কিন্তু কোন মতেই শিশ্নাপদে শিবলিঙ্গ উক্ত হয় নাই এবং ওরূপ অর্থ এতাদৃশ স্থলে সঙ্গতিসম্পন্নই বা কিরূপে হইবে? অতএব বেদোক্ত শিশ্নাশব্দটি যে কোন স্থানেই শিবলিঙ্গ বোধক নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য সুতরাং সর্ব্বত্রই শিশ্নদেব পদটী যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রূপ ঘৃণিত অর্থের বোধক এবং সেই জন্যই গালি-রূপে অসুরদিগের পরিচয়ে ব্যবহৃত হইত, তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুত অসুরগণ স্বয়ং যজ্ঞ করিতে পাইত না অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অনধিকারী থাকায়,* সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঋষিদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিত, তাহাদের স্ব স্ব উদর-শান্তি ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ব্যতিরেকে অপর কোন কার্য্যই ছিল না; এই জন্যই তাহারা সতত দস্যুতা ও বলাৎকারাদি করিতেই উদ্যোগী থাকিত। এইজন্য এই ঋগ্বেদ সংহিতাতেই তাহারা

* কি কারণে অনধিকারী ছিল, তাহা প্রকরণানুসারে স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

অনেকস্থলে 'মূরদেব' বলিয়াও পরিচিত হইয়াছে। যথা—

১ম, "বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশন্ত সূর্য্যমুচ্চরন্তম্"

(৭, ১০৪, ২৪)

ভাষ্য—"অপিচ, 'মূরদেবাঃ' মারণক্রীড়াঃ রাক্ষসাঃ, 'বিগ্রীবাসঃ' বিচ্ছিন্নগ্রীবাঃ সন্তঃ, 'ঋদন্তু' নশ্যন্তু। 'তে' তথাবিধা রাক্ষসাঃ, 'উচ্চরন্তম্' উদ্যন্তং 'সূর্য্যম্' আদিত্যম্ 'মা দৃশন্' মা দ্রাক্ষুঃ।" অর্থ— ঘাতকতাপরায়ণ রাক্ষসগণ, ছিন্নগ্রীবা হওত বিনষ্ট হউক, তাহারা যেন আর সূর্য্যোদয় দর্শন করিতে না পারে।

২য়, "আ জিহ্বয়া মূরদেবান্রভস্ব" (১০, ৮৭, ২)

ভাষ্য—"কিঞ্চ ত্বং 'মূরদেবান্' মারকব্যাপারান্ রাক্ষসান্ 'জিহ্বয়া' জ্বালয়া 'আ রভস্ব' মারয়েত্যর্থঃ।" অর্থ— এবং তুমি ঘাতকতাপরায়ণ রাক্ষসদিগকে জ্বালারূপিণী জিহ্বার দ্বারা বিনাশ কর।

৩য়, "পরার্চ্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি" (১০, ৮৭, ১৪)

ভাষ্য—"কিঞ্চ 'মূরদেবান্' মারকব্যাপারান্ রাক্ষসান্ 'অর্চ্চিষা' স্বকীয়েন তেজসা 'পরা শৃণীহি' মারয়।"
অর্থ—ঘাতকতাপরায়ণ রাক্ষসদিগকে স্বীয় তেজে বিনষ্ট কর।

যাঁহারা শিশ্নদেব শব্দের অর্থ, শিশ্নের অপর নাম লিঙ্গ, লিঙ্গশব্দে শিবলিঙ্গ, অতএব শিবলিঙ্গোপাসক স্থির করিয়াছেন; তাঁহারা বোধহয় উল্লিখিত মন্ত্র সকলে শ্রুত মূরদেব পদগুলির অর্থকালে মূর নামক কোন অসুর-দেবতার

অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তদানীন্তন অসুরকুলে অশ্রুতপূর্ব্ব মূর নামক দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল' বলিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না! বস্তুত প্রদর্শিত উদাহরণগুলিতে মূরদেব শব্দটি ঘাতকতাপরায়ণ রূপ গালি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; সেইরূপ শিশ্নদেব শব্দটি গালিবাচক, তাহাও সন্দেহ-শূন্য। পুরাণাদিতেও বহুশ 'শিশ্নোদরপরায়ণাঃ' গালি বা নিন্দা প্রসিদ্ধই আছে। অধিক কি বাঙ্গলা ভাষাতেও ইতরলোকে 'অমুকের কেবল প্যাটটি আর— —টী' এ ব্যবহার সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। এতাবতা বৈদিক কালেও যে এই অভিপ্রায়েই শিশ্নদেব প্রচলিত হইয়াছিল এবং তন্মূলকই যে 'শিশ্নোদর-পরায়ণাঃ' এই পৌরাণিক বচন ও তন্মূলকই যে 'প্যাটটি আর— —টী' এই অস্মদ্দেশীয় ইতর বাণী, তাহার আর কোন সন্দেহই থাকিতেছে না।

প্রকৃতপক্ষে; তন্ত্র ও পুরাণ হইতেই প্রচলিত রূপ শিব-লিঙ্গ পূজা পদ্ধতির উৎপত্তি;* তন্ত্র ও পুরাণ যে অপেক্ষা-কৃত আধুনিক, বিদ্বৎসমাজে তাহাও অবিদিত নহে।

বৈদিক কালে দৃশ্যমান প্রণালির শিবপূজা বোধহয় কখনও কাহারও অন্তঃকরণেও উদিত হয় নাই; যদি তাহা হইত তাহা হইলে কোন না কোন ঋকে তাহার আভাস অবশ্য পাওয়া যাইত! বেদে যে শিব শব্দের ব্যব-হারই নাই, তাহাও নহে পরং উপাস্য দেবতাবিশেষ ভাবে কুত্রাপি দেখা যায় না সুতরাং তদ্বিষয়ে স্তুতি বা নিন্দা কিছুরই সম্ভাবনা নাই।

* শিবলিঙ্গ শব্দ শব্দকল্পদ্রুমে দেখ।

তাঁহারও কতকগুলি সভাষ্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।—

ঋ০ সং০—১, ২, ৩২, ১ 'শিবঃ=শোভনঃ'। ২, ৫, ৬, ৩ 'শিবঃ=মঙ্গলঃ'। ২, ৬, ২৫, ৩ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৩, ৫, ১১, ৬ 'শিবঃ=শিবকরঃ'। ৩, ৮, ১৩, ২ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৩, ৮, ২১, ৩ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৪, ১, ১৬, ১ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৪, ৫, ১৮, ৪ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৪, ৭, ২৪, ২ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৫, ২, ১২, ৩ 'শিবঃ=শিবকরঃ'। ৫, ২, ৩০ ৫ 'শিবঃ=কল্যাণকৃৎ'। ৫, ৩, ২৬, ৫ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৫, ৭, ৩৩, ৩ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৬, ৩, ২২, ৩ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৬, ৪, ৪২, ৪ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৬, ৬, ২১, ৩ 'শিবঃ=কল্যাণতমঃ'। ৭, ৭, ১২, ৪ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৮, ৪, ২৪, ৪ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৮, ৮, ২৩, ২ 'শিবঃ=সুখকরঃ'। ৩, ৪, ৪, ১ 'শিবং=কল্যাণকরং'। ৬, ২, ৩০, ৩ 'শিবা=শিবং=কল্যাণম্'। ৮, ৭, ৯, ২ 'শিবং=শোভনং'। ৮, ১, ১৪, ৩ 'শিবান্=সুখকরাণি'। ১, ৭, ২৬, ৫ 'শিবানি=শোভনানি'। ৩, ৪, ৪, ১ 'শিবানি=সুখকরাণি'। ৫, ৩, ৬, ৫ 'শিবানি=ভদ্রাণি'। ৩, ৫, ১০, ৮ 'শিবা=শিবানি মঙ্গলানি'। ৭, ৮, ৩, ৩ 'শিবা=সুখকরী'। ৮, ৩, ২৮, ৪ 'শিবা=হিতকরী'। ৪, ১, ৪, ৫ 'শিবাসঃ=শিবা আঢ্যাঃ'। ৫, ৪, ১৭, ৪ 'শিবাঃ=কল্যাণ্যঃ'। ৭, ৬, ২০, ৪ 'শিবাঃ=সুখহেতবঃ'। ৮, ৮, ২৭, ৪ 'শিবাঃ সতীঃ=কল্যাণীর্ভবন্তীঃ'। ৫, ৫, ২১, ৪ 'শিবেন=মঙ্গলেন'। ৫, ১, ২০, ৫ 'শিবে=সুখকৃতৌ'। ২, ২, ১২, ৮ 'শিবেভিঃ=মন্ত্রকল্যাণৈঃ'। ২, ৮, ১৪, ৪ 'শিবেভিঃ=শিবঙ্করৈঃ'। ২ ৮, ১৬, ৪ 'শিবেভিঃ=সুখকারিভিঃ'। ৫, ১, ১৫, ৩ 'শিবেভিঃ=সুখকারিভিঃ'। ৬, ৪, ৩৩৩ 'শিবেভিঃ=সুখকরৈঃ'। ৪, ২, ১৬, ২ 'শিবাং=০'। ৮, ৫, ৩, ৩ 'শিবায়ে=শিবে কল্যাণে'। ৭, ৬, ৫, ২, 'শিবতমঃ=সুখতমঃ'। ১, ৪, ১৬, ৬ 'শিবতমাঃ=

অতিশয়েন কল্যাণাঃ'। ৮, ৩, ২৭, ২ 'শিবতমাং= অত্যন্ত মঙ্গলভূতাং'। ৬, ৬, ৩৩, ৫ 'শিবতমায়=কল্যাণতমায়'। ৮, ১, ২৬, ৬ 'শিবাভিমর্শনঃ=মঙ্গলস্পর্শনঃ'। ২, ৫, ৬, ৩ 'শিবাভিঃ=মঙ্গলযুক্তাভিঃ'। ১, ৫, ২৭, ২ 'শিবাভিঃ=সুখকারিণীভিঃ'। ৬, ১, ৪০, ৪ 'শিবাভিঃ= কল্যাণীভিঃ'। ৭, ৬, ৪, ৫ 'শিবাভিঃ=কল্যাণীভিঃ'। ৮, ২, ১৬, ৩ 'শিবাভিঃ=কল্যাণীভিঃ'। ২, ২, ৮, ২ 'সপ্তশিবাসু=সপ্তলোক শিবকরীষু'। ৮, ৭, ৯, ২ 'অশিবঃ= অশোভনরূপঃ'। ১, ৮, ১৩, ৩ 'অশিবস্য=দুঃখকারিণঃ'। ৪, ৭, ২০, ২ 'অশিবস্য=অসুখকরস্য'। ৪, ১, ৪, ৫ 'অশিবাঃ=পরনিন্দাদি কুর্ব্বাণাঃ'। ৭, ৭, ৯, ৫ 'অশিবাঃ= অশিবানি অসুখকারিণি'। ৫, ৩, ২১, ৭ 'অশিবাসঃ=০'। ৮, ৫, ৩, ৫ 'অশিবাসঃ=অশুভাঃ'। ১, ৮, ১২, ৪ 'অশিবেন=দুঃখহেতুনা'। ১, ৮, ১৬, ২ 'অশিবেন=অসুখকারিণা'॥

বিশেষত, আর্য্যগণ, যে অসুরদিগকে শত২ মন্ত্রে 'অব্রত', 'অদেব', 'অকর্ম্মা' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তাহাদিগকেই এই মন্ত্রটিতে কেবল শিবোপাসক বলিবেন, ইহাও সম্ভবপর নহে, কারণ যদি তাহারা শিবব্রত পরায়ণই ছিল, তবে অব্রত কিরূপে হইল? এবং যদি শিবোপাসনা কর্ম্মই করিত, তবে অকর্ম্মাই বা কিরূপে হইল? ফলে তাহারা যজ্ঞবিরোধী ছিল এবং তদানীং যজ্ঞীয় দেবতাতিরিক্ত কোন দেবতারই উপাসনা প্রচলিত ছিল না কাজেই তাহারা উদরের পূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা ব্যতিরেকে কিছুই করিত না বলিয়াই তাহাদিগকে অকর্ম্মা, অব্রত ও অদেব বলিয়া গালি দেওয়া হইত এবং সেই জন্যই শিশ্নদেবও বলা যাইত অতএব এক্ষণে বোধ হয় ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে উক্ত 'শিশ্নদেব' পদের প্রকৃত অর্থ ইন্দ্রিয়-

পারায়ণ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য, একমাত্র ব্যবহারাভিজ্ঞতার অভাবে কতই না অনর্থ ঘটিতে পারে?

বস্তুত, নব্য ভ্রাতৃগণ বেদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞতাকে যত সহজ বিবেচনা করেন, বাস্তবিক উহা তত সহজ নহে। বিজ্ঞ সমাজে ইহা বোধহয় বলাই বাহুল্য যে, যিনি যে বিষয়ের অন্তর্নিবিষ্ট নহেন, তিনি সে বিষয়ের কাঠিন্য কিছুই উপলব্ধি করিতেও সমর্থ নহেন; যাঁহারা চিরদিন মহীলতার সহবাসে কালযাপন করেন, তাঁহারা বিষধর সর্পের মহিমা লোকমুখে শুনিয়াই কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? তাহা যদি পারিতেন, তবে মধ্যে ২ "অমুক মহোদয় সুস্নিগ্ধগাত্র সৌম্যদর্শন ভুজঙ্গমের সহিত লীলা করিতে করিতে তদীয় মুখচুম্বন করিতে গিয়া একেবারে লীলা সম্বরণ করিলেন" ইত্যাদি সমাচারে সমাচারপত্রের স্তম্ভ-পূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। বেদার্থের অভিজ্ঞতা অতি কঠিন, বহুকাল-নৈরন্তর্য্য-শ্রম-সাধ্য এবং গুরুর কৃপাবলেই উহা লভ্য। যদি উহা এত সহজ হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মসংহিতাকারেরা "প্রতিবেদং দ্বাদশাব্দং ব্রহ্মচর্য্যং" প্রত্যেক বেদে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিতেন না। আমার স্মরণ হয়,—কোন বৈদিক অধ্যাপককে কোন পল্লবগ্রাহী মহোদয় বেদের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে "তুমি কি আপনাকে এতই ধীমান্ জ্ঞান কর এবং আমাদিগকে এতই নির্ব্বোধ জ্ঞান কর? যে; আমরা এতকাল নিরন্তর শ্রম করিয়া যেটুকু উপার্জন করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, তাহা তুমি দণ্ডার্দ্ধের মধ্যেই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবা?" ফলে প্রত্যেক

শব্দের প্রতিশব্দজ্ঞতা বা প্রত্যেক বাক্যের অর্থজ্ঞতা হইলেই যে, সে গ্রন্থের মর্মাভিজ্ঞতা জন্মে তাহা নহে এবং গ্রন্থ-মর্মজ্ঞতার অভাবে ঐ প্রতিশব্দজ্ঞতাদিও নিরর্থক এবং অনর্থকর;—হাতুড়ে চিকিৎসক হওআ অপেক্ষা চিকিৎসা না করাই যে ভাল ইহা কে না স্বীকার করিবেন। পঠন-পাঠন ব্যবসায়ী মাত্রেই বোধহয় ইহা অনবগত নহেন যে অনুপেক্ষিত ভাবে গ্রন্থের বহ্বান্দোলনই তদীয় তাৎপর্য্যজ্ঞতার একমাত্র নিদান এবং সৎপথজ্ঞ গুরুর উপদেশই তাহার পথ, অন্যথা বিপথগামী হইয়া বৈপরীত্য অবলম্বনেরই সমধিক সম্ভাবনা। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে যে 'সদ্গুরুমভিগচ্ছেৎ'।

মহর্ষি মনু স্বীয় ধর্ম্মসংহিতা গ্রন্থের উপসংহারে ;—

"অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ"॥

অর্থ— যে সমস্ত কর্ম্ম শ্রুতিতে স্পষ্ট আম্নাত হয় নাই, তাহা কিরূপে অনুষ্ঠেয় হইবে? হইবে; শিষ্টগণ যাহার অনুমোদন করিবেন, তাহা নিঃসংশয় ধর্ম্ম (অর্থাৎ যেহেতু শিষ্টগণ শ্রুতির তাৎপর্য্যজ্ঞ, তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক শ্রুতির অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা সম্ভাবিত নহে)। ১২, ১০৮

এইটুকু বলিয়া তদ্ব্যবহিতেই শিষ্ট-লক্ষণও বলিয়াছেন;—

"ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ॥ ১২, ১০৯

অর্থ— যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদসমস্ত ধর্ম্মানুসারে অধিগত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রুতিতাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতে-

ছেন, সেইহেতু সেই ব্রাহ্মণদিগকেই শিষ্ট বলিয়া জানিবে।

এই বচনটিতে 'ধর্ম্মানুসারে' উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বোধিত হইয়াছে যে রহস্যোদ্ভেদাদি বুদ্ধিতে শ্রুত্যর্থ অন্বেষণকারীরা প্রকৃত শ্রুত্যর্থ প্রত্যক্ষ করিতে কখনই সমর্থ নহেন প্রত্যুত শ্রুত্যর্থ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শ্রদ্ধাসহকৃত গুরু-গৃহবাসাদি ব্রহ্মচর্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অভ্যাসই যে সু ও কু উভয়বিধ সংস্কারের মূল, ইহাও একটি সত্য। আস্তিকগণ দর্শনাভ্যাসগুণেই সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্তা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন এবং অভ্যাসের দোষেই নাস্তিকগণ শূন্যহৃদয় হইয়াথাকেন; এতাবতা বেদের সদর্থ ধারণাও যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মননাদি অভ্যাসানুগত, তাহাও অস্বীকার্য্য নহে এবং তাদৃশ সাধু অভ্যাস সাধনের জন্যই শিষ্ট গুরুর দীর্ঘকাল সাহচর্য্য ও পরিচর্য্যাদি আবশ্যক, ইহাও সুতরাং সিদ্ধ।

এইরূপ প্রস্তাব সকলের পর্য্যালোচনা করিবার জন্যই এই দ্বিতীয় ভাগের অবতারণা। এই ভাগে,—তিন বেদ কি চারি বেদ? হোতা প্রভৃতি ঋত্বিক্ গণের বেদাধিকারিতা ও পশ্বঙ্গভাগ এবং দক্ষিণাবিভাগাদি, কোন বেদ প্রথমে? আর্য্যদিগের আদিবাস কোথায় ছিল? আদি কালে ঈশ্বর-ভাব কিরূপ ছিল? তৎকালে বিজ্ঞানচর্চ্চা কি রূপ ছিল? পৃথিবীর কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিজ্ঞাত ছিল? মন্ত্র, সূক্ত, মণ্ডলাদির উৎপত্তি কাল, ঋষি, দেব, দেবতা, আর্য্য, অসুর, দস্যু, দাস, শূদ্র প্রভৃতির পরিচয় এবং ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছবসতি ও তাহাদের সহিত আর্য্যদের বিক্রম প্রকাশ ইত্যাদি বহুতর সারগর্ভ বিষয় আলোচিত হইবে অতএব দীর্ঘকাল-সাধ্য বিবেচনায় প্রতিসংখ্যাতে ক্রমে প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি। অদ্য এই পর্য্যন্ত॥

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা —

কলিকাতা।

বৈদিক সমালোচনা।

তিন বেদ কি চারি বেদ?

যদিও এ বঙ্গপ্রদেশে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় 'একে চন্দ্র, দুএ পক্ষ, তিনে নেত্র, চারি বেদ' ইত্যাদি শঠকিয়া অধ্যাপনের প্রভাবে এ হতভাগ্য বঙ্গবাসীদের হৃদয়েও 'চারিবেদ' সিদ্ধান্তই চিরজাগরূক আছে কিন্তু কালক্রমে গুরুপাঠশালার পাততাড়ির মাহাত্ম্য-হীনানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ীয় নূতন পল্লবগ্রাহী নবীন যুবকগণের হৃদয়ে ঐ সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রতিভাশূন্য হইতেছে সুতরাং এক্ষণে প্রাচীন ও নব্য দলে এই বিষয় লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত। বৃদ্ধগণ শুভঙ্করী স্মরণানুযায়ী একমাত্র গুরুপাঠশালাতে আদ্যানীত 'চারিবেদ' বচনটির প্রমাণেই নব্যদলের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন কিন্তু যুবকগণ পরমারাধ্য গোর গুরু মুখারবিন্দ মকরন্দ ক্ষরিত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুতরাং অনুপম বচনামৃত আস্বাদন ফলে 'তিনবেদ' স্থির জানিয়া স্ব স্ব বিজ্ঞত্বানুসারে তাঁহাদিগকে নিতান্ত অজ্ঞজ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছেন।

এরূপ বিবাদস্থলে মধ্যস্থ হওআ (একালে) আমাদের ন্যায় কৃষ্ণকায়ের সম্ভবে না, ইহা স্থির জানিয়াও একমাত্র ভবিষ্যৎ ফলের আশাতেই অদ্য এ বিষয়ে যথাজ্ঞান সতর্ক

জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলাম, সম্পূর্ণ আশা আছে, যে যদি ইহা সত্যই সত্য হয়, তবে সত্যাবিষ্কারে বদ্ধকটি পাশ্চাত্য ধীমানেরাও এখন না হউক কিছুদিন পরেও সাদরে স্বীকার করিবেন, তখন তত্তৎপাদাব্জলেহী অস্মদ্‌ভ্রাতৃগণও শতমুখে ইহার প্রশংসা করিবেন, এবং পূর্ব্বকৃত ভ্রান্তিঘোষণার জন্য অনুতাপ করুন বা না করুন, জনৈক হবিষ্যাশী কৃষ্ণকায়-লিখিত বলিয়া শতমুখী-ভাজন করিতে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইবেন।

বিবিধ বিদ্যাবিশারদ শ্রীমান্‌ উইল্‌শন্‌ মহোদয় স্বীয় ঋগ্‌বেদসংহিতানুবাদের উপক্রমণিকার ৮ম পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন—যে, "অথর্ব্ব, বেদের মধ্যে গণ্য নহে, উহা বেদের ক্রোড়-পত্রস্বরূপ ইত্যাদি"। এই মূলসূত্র অনুসারেই অথর্ব্বসংহিতার বেদত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই সূত্রটি যদিও ভ্রান্তি-মূলক তথাপি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা উল্লিখিত-নাম মহোদয় আমাদের ধন্যাস্পদ; যেহেতু তদীয় ডমরুধ্বনিতেই বেদপ্রকাশ-শূন্য সুতরাং গাঢ়তমসাচ্ছন্ন গভীর বিবরে সুখশায়ী বঙ্গবাসী-দের বুদ্ধিজিহ্মগীও ফণোত্তোলন করিতেছে। গবেষণাই প্রকৃততত্ত্বাবিষ্কারের প্রধান উপায় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ প্রস্তাবে উক্ত মহোদয় অবশ্যই আমাদের চিরস্মরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে, কোন কোন স্থানে বেদত্রয়ের নাম প্রাপ্ত হওআ যায় এবং কোন কোন স্থানে চারিবেদের স্বীকারও দেখা যায়; ইহাই ঈদৃশ আশঙ্কা বা বিবাদের নিদান। বস্তুত যাঁহারা চারিবেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ-

গুলি আদ্যন্ত পরিদর্শন করেন নাই, কেবল ঐতীহ্য* প্রমাণানুসারে বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন মাত্র; এতাদৃশ শাস্ত্রীয় দ্বৈধ উক্তিগুলি'ত তাঁহাদের ভ্রান্তিজনক হইতেই পারে! যাঁহারা বৈদিক বিবাদগুলির মীমাংসার জন্যই প্রণীত মীমাংসাদর্শনে শ্রম করেন নাই, তাঁহারা বেদগ্রন্থদর্শী হইলেও যে সংশয়াবর্ত্তে মগ্ন হইবেন, তাহারও সন্দেহ নাই অতএব ঈদৃশ বিচার মীমাংসার জন্য যে দর্শন আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য; অধিকন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে সৎ লাভ নিতান্ত অসম্ভব, ইহা বলাও ভূয়োবাদমাত্র। এইজন্যই উচিত যে প্রথমে সদ্‌গুরুর প্রসাদে দর্শনাদি লাভ করিয়া পরে বেদাব্ধির মন্থনে প্রবৃত্ত হওআ, অন্যথা অমৃত লাভ অতি দুষ্কর॥

পাশ্চাত্য-বৈদিক-শিষ্যগণ বলেন;—ঋগ্বেদসংহিতার ১০, ৯০, ৯ম মন্ত্রে সৃষ্টিপ্রকরণে ঋক্ যজু ও সাম এই তিনটি বেদেরই নাম দেখা যায়, অথর্ব্ব নামক চতুর্থ বেদের কোন উল্লেখ নাই; যথা—

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত॥"

অর্থ—সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে ঋক্‌সকল, সামসকল, ছন্দসকল ও যজু উৎপন্ন হইল।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ষষ্ঠাধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডেও তিনটি মাত্র বেদের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—

* "ইহ বটে যক্ষঃ" অর্থাৎ এই বটবিটপীতে কোন যক্ষ বাস করে এইরূপ চিরপ্রচলিত প্রবাদবাক্য।

"অগ্নেঋচো বায়োর্যজূংসি সামান্যাদিত্যাৎ।
স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যা মভ্যতপৎ ॥"

অর্থ—অগ্নি হইতে ঋক্‌সকল, বায়ু হইতে যজুসকল এবং আদিত্য হইতে সামসকল; তিনি (প্রজাপতি) এই ত্রয়ী বিদ্যা সৃজন করিলেন।

মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়েও অবিকল এইরূপই বেদ-ত্রয়ের সমুল্লেখ দেখা যায়; যথা—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ মৃগ্-যজুঃ-সামলক্ষণম্ ॥"

অর্থ—প্রজাপতি, যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতে ঋক্, যজু ও সাম নামক সনাতন ব্রহ্মত্রয় দোহন করিয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বিলক্ষণ স্থির করা যায় যে, ঋগ্বেদ, ছান্দোগ্য ও মনুসংহিতা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাদের সময়ে তিনটিমাত্র বেদ ছিল, তখন অথর্ব্ববেদের নামও কেহ জানিত না।

সত্য বটে! বৃহদারণ্যকে চারিবেদ দেখা যায় "অরে অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি এবং মহাভারতেও চারি-বেদের উল্লেখ আছে; যথা—

আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়েই—

"একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতঞ্চৈত দেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্ ॥ ২৬৮
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারত মুচ্যতে ॥ ২৬৯"

ঐ পর্ব্বের তৃতীয়াধ্যায়েও—

"য়ো ৱিদ্যাচ্চতুরো ৱেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।

ন চাখ্যানমিদং ৱিদ্যাৎ নৈৱ স স্যাদ্ ৱিচক্ষণঃ॥ ৩৬৮"

পরং এ সমস্ত প্রমাণে অথর্ব্ববেদের আধুনিকত্বই নির্ণীত হইতেছে, যেহেতু মহাভারত'ত আধুনিক বটেই, বৃহদারণ্যকও ঋগ্বেদাদির অপেক্ষা অবশ্যই আধুনিক। এতাবতা প্রাচীনতম গ্রন্থসকলে বেদত্রয়ের উল্লেখ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থসকলে চারি বেদের উল্লেখ থাকাতেই প্রমাণিত হইল যে অথর্ব্ববেদ ঋক্ প্রভৃতির সমকালের নহে প্রত্যুত অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাই তাঁহাদের প্রথম যুক্তি॥

এই যুক্তিটির মূল যদিও নিতান্ত দুর্ব্বল, যেহেতু বৈদিক গ্রন্থের কোন্ খানি নবীন ও কোন্ খানি অনবীন, ইহা তাঁহাদের মতে ভ্রান্তিশূন্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে স্বীকৃত হইলেও আমরা তাহা স্বীকার করি না (প্রকরণান্তরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাইবে), তথাপি এক্ষণে তন্মতানুযায়ী খণ্ডনই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে অর্থাৎ এ প্রস্তাবে আমাদের ইহাই দর্শনীয় যে তাঁহাদের মতানুসারে কতিপয় বৈদিক গ্রন্থের নবীনত্ব ও কতিপয়ের অনবীনত্ব স্বীকার করিলেও অথর্ব্ব বেদের নবীনত্ব স্থাপনের উল্লিখিত প্রধান যুক্তিটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

যদি প্রদর্শিত ঋক্‌সংহিতা, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও মনুসংহিতা ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থে অর্থাৎ তদপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থসকলের কোনও স্থানে বেদের ত্রয়ীত্ব স্বীকার

দৃষ্ট না হইত এবং উক্ত ঋক্, ছান্দোগ্য ও মনুর মধ্যে কুত্রাপি অথর্ব্বার নামও দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলেও বরং উক্ত যুক্তিটি সারগর্ভ বলিয়া সংশয়াস্পদও হইত! বস্তুত তাহা নহে।

তাঁহারা যে শুক্লযজুর্ব্বেদকে অত্যাধুনিক বলেন, তদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অর্থাৎ শতপথব্রাহ্মণেও বেদের ত্রয়িত্বই স্বীকৃত দেখা যায়। যথা—"ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত (১১, ৫,৮)" ইত্যাদি। যদি ঋগ্বেদাদির সময়ে অথর্ব্ব বেদের অনাবিষ্করণই তন্নামানুল্লেখের কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই অত্যাধুনিক বলিয়া প্রমাণিত * শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ বা তৎসহ বেদের চতুষ্টয়ত্ব স্বীকার কেন না হয়? প্রত্যুত ইহাতেও বেদত্রয়েরই সৃষ্টি বর্ণিত রহিয়াছে অতএব ঈদৃশ ত্রয়ীত্ববাদের অপর কোন অভিপ্রায় আছে, ইহাই কি যুক্তি সঙ্গত নহে? এইরূপ রামায়ণ অবশ্যই অথর্ব্ববেদ অপেক্ষা আধুনিক সর্ব্ববাদিসম্মত; তাহাতেও আদিকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বেদের ত্রয়িত্বই বর্ণিত রহিয়াছে। যদি অনাবিষ্কারই তন্নামের অনুল্লেখের হেতু হইত, তাহা হইলে রামায়ণে কদাপি বেদের ত্রয়িত্ব কথিত হইত না প্রত্যুত সর্ব্বত্র চারিবেদেরই স্বীকার দেখা যাইত, অতএব ঈদৃশ ত্রয়িত্ববাদের অপর কোন অভিপ্রায় আছে,

* গোল্‌ষ্টুকরের 'সংস্কৃত সাহিত্য' ১৮৬১ খৃঃ সালের মুদ্রিত পুস্তকের ১৩০—১৪০ পৃষ্ঠা, মোক্ষমূলরের 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের মুদ্রিত ৩৫০—৩৫২ প্যারা এবং ৩৬৩ প্যারা ও 'ওয়েষ্টমিনিষ্টর-রিবিউ' ১৮৬২ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের ২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাই কি যুক্তি সঙ্গত নহে ? মহাভারতের বচনে চারি বেদের উল্লেখ থাকায়, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, যে, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্র নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঐ অথর্ব্ব নামক চতুর্থ বেদও প্রচলিত ছিল, সেই জন্যই মহাভারতে চারি বেদ বর্ণনীয় হইয়াছিল ; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি সেই মহাভারতেই অপরাপর স্থলে বেদের ত্রয়িত্বও স্পষ্ট উল্লিখিত দৃষ্ট হয় ! তবে কি কল্পনীয় হইবে— যে, মহাভারতের সেই সেই শ্লোকের রচনার পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ ছিল না বা তত্তৎ রচনা করিবার সময়ে গ্রন্থকার অথর্ব্ব নামক চতুর্থ বেদ আছে, ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ? যদি অনাবিষ্কারই তন্নামের অনুল্লেখের প্রকৃত হেতু স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে মহাভারতের সর্ব্বত্রই চতুর্ব্বেদের উল্লেখই সম্ভব, বস্তুত তাহা নহে। মহাভারতের বহুতর স্থলে বেদের ত্রয়িত্বও স্বীকৃত আছে ; তদ্‌যথা—

আদিপর্ব্বে, ১০০ম অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে--

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী বিদ্যা"

সভাপর্ব্বে, ৫ম অধ্যায়ের ৯৮ শ্লোকে—

"কচ্চিদ্ধর্ম্মে ত্রয়ীমূলে"।

বনপর্ব্বে; ১৫০ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে—

"ন সাম ঋগ্‌য়জুর্ব্বর্ণাঃ"।

এক গ্রন্থের এক স্থলে বেদের ত্রয়িত্ব ও অপর স্থলে চতুষ্টয়ত্ব থাকা, পাশ্চাত্য মতে কি আরও বিচিত্র নহে ? অতএব ঈদৃশ ত্রয়িত্ববাদের অপর কোন অভিপ্রায় আছে, ইহাই কি যুক্তি সঙ্গত নহে ?

কেবল ঐ মহাভারতেই যে বেদের ত্রয়িত্ব স্বীকৃত আছে;

তাহাও নহে প্রত্যুত বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, দেবীপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিতেও বেদের ত্রয়িত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—

বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশের ১১শ অধ্যায়ে—

"সর্ব্বা শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
সৈষা ত্রয়ী তপত্যংহো জগতশ্চ হিনস্তি যা॥" ৭

৮ম, ৯ম, ও ১০ম শ্লোকেও এইরূপ।

পুনশ্চ—"অঙ্গমেষা ত্রয়ী বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা॥ ১১"

১২শ, ১৩শ ও ১৪শ শ্লোকেও এইরূপ।

কূর্ম্মপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে যথা—

"ততঃ স ঋচ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥"

দেবীপুরাণের ৪৫ অধ্যায়ে যথা—

"ঋগ্‌যজুঃসামভাগেন সাঙ্গবেদ গতাপি বা।
ত্রয়ীতি পঠ্যতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টার্থ নাশিনী॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণের সূর্য্যোৎপত্তি নামাধ্যায়ে যথা—

"প্রাতর্মধ্যন্দিনে চৈব তথা চৈবাপরাহ্নিকে।
ত্রয়ী তপতি সা কালে ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা॥"

এক্ষণে বিবেচনীয়;—ঋগ্বেদ, ছান্দোগ্য ও মনুতে বেদত্রয়ের উল্লেখ দেখিয়া যদি বলা যায় যে অথর্ব্ববেদ, ঋগ্বেদাদির সমকালের নহে, তৎপূর্ব্বেরও নহে প্রত্যুত তৎপরের; তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে উপরি প্রদর্শিত বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, দেবীপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের বচনানুসারে

অথর্ব্ববেদকে পৌরাণিক কালেরও পরে প্রকাশিত অবশ্যই বলিতে হয় ! এমন কি অমরকোষের স্বর্গবর্গেও "ইতিবেদা-স্ত্রয়স্ত্রয়ী" বচনের দ্বারা তৎকালেও বেদের ত্রয়িত্ব অব্যাহত থাকায়, তাহারও পরে অথর্ব্ববেদের প্রকাশ সময় স্বীকার করিতে হয় এবং যেহেতু পূর্ব্বপ্রদর্শিত বৃহদারণ্যকের শ্রুতিতে চারিবেদের উল্লেখ আছে অতএব তাহার প্রকাশ, তাহারও পরে অর্থাৎ ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে স্বীকার করিতে হয় ! এদিকে যে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদের সম-পদবীতে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারই ব্রাহ্মণগ্রন্থে অর্থাৎ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অথর্ব্ববেদের উল্লেখও স্পষ্টই রহিয়াছে। উপনিষদ্‌ভাগের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়ানুবাকে যথা—

"তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"

পুনশ্চ সেই স্থলেই দশমানুবাকে—

"যজুঋ‌ক্‌সামাদেশোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছম্‌"

এই ব্রাহ্মণের আদ্যভাগেও ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে চারিবেদের নামোল্লেখ দেখা যায়। অতএব ইহা বলাই কি সঙ্গত নহে, যে, অথর্ব্ববেদও ঋক্‌ প্রভৃতির সমসাময়িক তুল্য-মর্য্যাদার বস্তু পরং ঐরূপ বেদের ত্রয়ীত্ব-প্রবাদের অপর কারণ আছে।

অপরঞ্চ; সত্যবটে! ঋক্‌সংহিতার মধ্যে বা মন্বাদিসংহিতাতে 'চারিবেদ' উল্লিখিত দেখা যায় না পরং তত্তদ্‌গ্রন্থে অথর্ব্বার নামোল্লেখ নাই এরূপ নহে প্রত্যুত তাঁহাদের মানিত ঋক্‌, যজু, সাম ও মনু, সর্ব্বত্রই অথর্ব্বা নামক জনৈক ঋষির নাম

বহুধা শ্রুত হইয়া থাকে *। এতদ্দ্বারা ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, যে অথর্ব্বা ঋষি তাঁহাদের মতানুসারে ক্রোড়পত্ররূপ চতুর্থবেদের প্রকাশক, ঋগ্বেদাদির সময়েও তিনি কি তাঁহার পুত্র পর্য্যন্তও† অবিজ্ঞাত ছিলেন না। এক্ষণে এইমাত্র স্বীকারই যথেষ্ট, ক্রমে এতদ্দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হইবে।

আরও বিবেচনীয়; যে সামবেদকে ত্রয়ীর মধ্যে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহারই ব্রাহ্মণগ্রন্থে অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে বেদের চতুষ্ট্ব বিষয়ক প্রমাণও স্পষ্টই রহিয়াছে। সপ্তম প্রপাঠকীয় সপ্তমখণ্ডে যথা—

"ঋগ্বেদং বিজানতি, যজুর্ব্বেদং, সামবেদমাথর্ব্বণঞ্চতুর্থম্"।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—যে, যে ছান্দোগ্যে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ত্রয়িত্ব আছে, তাহাতেই চতুষ্ট্বও দেখা যাইতেছে অতএব এস্থলে কি ইহাই বক্তব্য হইবে, যে, উক্ত ছান্দোগ্যের যে অংশে বেদের ত্রিত্ব বোধিত হইতেছে, তাহা ঋগ্বেদাদির সমকালের এবং যে অংশে বেদের চতুষ্ট্ব বোধিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত রীত্যনুসারে ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকৃত শিশুশিক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের? যদি সত্যই ইহাই গবেষণার ফল হয়! তাহা হইলে এতদূর মস্তিষ্ক আলোড়ন না করিয়া এককথায় ইহাই বলা উচিত, যে, "আমাদের

---

* ঋক্‌সংহিতাতে যথা—'অথর্বা' ১, ৮০, ১৬; ৮৩, ৫; ৬, ১৬, ১৩; ১০, ১২০, ৯ ইত্যাদি।

† যথা, ঋ০ স০—আথর্ব্বণঃ ১,১১৬,১২ এবং 'আথর্ব্বণায়' ১১৭,২২। তত্তৎস্থলে সায়ণাচার্য্যও 'অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ ঋষি' স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মতের বিরুদ্ধ যে কোন প্রমাণ হইবে তৎসমস্তই আধুনিক, যেহেতু আমাদের মতের বিরুদ্ধ” এরূপ বলিলে আমাদিগকেও এবিষয়ে কিছুমাত্র বুদ্ধিচালনা করিতে হয় না আর অতি সহজেই তাঁহাদের পক্ষ জয় হয়॥

অতঃপর স্থিরচিত্তে বিবেচনীয় যে, যখন পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কর্তৃকও অতিপ্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত সামবেদীয় ছান্দোগ্যগ্রন্থে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় গ্রন্থেও বেদের চতুষ্ট্ব শ্রুত হওআ যাইতেছে, তখন “অতি প্রাচীনগ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই অতএব অতি প্রাচীন নহে” ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। আরও তাঁহাদের মতে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথগ্রন্থে ও সর্ব্বাদিসম্মত নবীন মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, দেবীপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ভাগবতে, এমন কি অমরকোষ পর্য্যন্তেও যখন বেদের ত্রিত্ববর্ণনের অপ্রতুল নাই, তখন ‘পূর্ব্বে চতুর্থের অসদ্ভাব নিবন্ধনই এরূপ ত্রিত্ববর্ণনা’ ইহা কি বলা যাইতে পারে ? এরূপ বলিলেও অব্যাহতি নাই ; কারণ তাহা হইলে অতি-প্রাচীন বলিয়া তাঁহাদেরও স্বীকৃত ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কেও অথর্ব্ববেদাপেক্ষা নূতন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ! এরূপ স্বীকার করিলেও অব্যাহতি নাই, যেহেতু, ঐ তৈত্তিরীয়ে ও ছান্দোগ্যে বেদবিষয়ে ত্রিত্ব ও চতুষ্ট্ব উভয়ই দেখা যায় ! যদি সত্যই প্রাচীনগ্রন্থে বেদের ত্রয়িত্বের এবং অপ্রাচীন গ্রন্থে বেদের চতুষ্ট্বের উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে ঐ যুক্তির দ্বারাই অথর্ব্ববেদের আধুনিকত্ব নির্ণয় হইত, পরং বিশেষ অনুসন্ধানে ইহাই অবগত হওআ যায়, যে, যে কোন গ্রন্থে

"ত্রয়ী" পদের উল্লেখ দেখা যায় প্রায় তৎসমস্তেই (তৎপূর্ব্বে বা পরে) অথর্ব্বার উল্লেখও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি ; কি প্রাচীন কি নবীন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব্বত্রই ; এমন কি, অনেক স্থলে এক প্রকরণের মধ্যেই ; উভয়রূপ আছে *। পাঠক ইচ্ছা করিলে তত্তৎস্থল স্বয়ং দেখিতেও পারেন। যথা—

গ্রন্থনাম	ত্রয়ী	অথর্ব্ব
ঋগ্বেদ (সংহিতা)	১০, ৯০, ৯.	১, ৮৩, ৫.
ঐ (ঐতরেয়)	৫, ১, ৭.	৬, ৫, ৯.
সামবেদ (ছান্দোগ্য)	৬, ২৭.	৭, ৭.
কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ (তৈত্তিরীয়)	১, ২, ২৬.	উ, ২, ৩.
শুক্লযজুর্ব্বেদ (শতপথ)	১১, ৫, ৮.	১৪, ৪, ২.
মনুসংহিতা	১, ২৩.	৯, ২৯০.
ভাগবত পুরাণ	১, ৪, ২৫.	৬, ৬, ১৬.
বিষ্ণুপুরাণ	২, ১১, ৭.	১, ৫, ৫৫.
কূর্ম্মপুরাণ	৪৯ অধ্যায়ে	ঐ ৪৯ অধ্যায়েই
মহাভারত	১, ১০০, ৬৬.	১, ১, ২৬৮.
দেবীপুরাণ	৪৫ অধ্যায়ে	ঐ ৪৫ অধ্যায়েই
মার্কণ্ডেয়পুরাণ	সূ, উ, অধ্যায়ে	ঐ সূ, উ, অধ্যায়েই
পাণিনি	৪, ৩, ১০২ ও ১২৯.	৪, ৩, ১৩৩.
অমরকোষ	১, ৬, ৩.	৩, ২, ৪৩.

এতাবতা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঋগ্বেদসংহি·

* মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রদর্শিত উদাহরণের প্রকরণটি মূলগ্রন্থে আদ্যন্ত দেখ।

তাদির প্রকাশকালে অথর্ব্বাঋষি বা তন্নামে প্রসিদ্ধ বেদভাগ বা তদুক্ত অভিচারাদি ক্রিয়া, কিছুই ভবিষ্যদ্‌গর্ভে বা অপরিজ্ঞাত ছিল না।

বিশেষত এস্থলে আরও চিন্তনীয়; যে, যে মহোদয়েরা বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে 'ত্রয়ী' পদের উল্লেখ সংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কি যেই সেই গ্রন্থেই চতুর্ব্বেদেরও নামোল্লেখ দৃষ্টিগত হয় নাই? না, তাঁহাদের মত বিরুদ্ধ বলিয়া তত্তৎ সঙ্গ্রহের বা দর্শনের উপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্যই হয় নাই? সত্যবটে! কোন কারণান্তরে (যাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তই হইয়াছি) সংহিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে অথর্ব্বকে চতুর্থবেদ বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত নাই এবং থাকা সম্ভব পরও নহে কিন্তু অপরাপর সর্ব্বস্থলেই'ত ত্রয়ীও আছে, অথর্ব্ব নামক চতুর্থ বেদও স্বীকৃত আছে; তথাপি যে তাঁহারা স্বমতপোষক সঙ্গ্রহে এতদূর হঠকারী হইয়াছেন, যে, প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত গ্রন্থাদির অংশবিশেষ অঞ্চলাচ্ছাদিত করিয়া অপরাংশ প্রদর্শনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, এতদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। পরং গড্ডলিকা প্রবাহানুসারেই, যাঁহাদের গতি, এবং অনূক্তিই যাঁহাদের গ্রন্থের জীবন, তাঁহারা যে এ বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধী নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব "অনতি প্রাচীন গ্রন্থেই অথর্ব্বার নামোল্লেখ এবং অতীব প্রাচীন গ্রন্থে ত্রয়ীমাত্রের উল্লেখ" এরূপ কথনও যে একদেশ-দর্শিতা-মূলক তাহাতে অণুমাত্র সংশয় থাকিল না॥

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি;—ভাষা ও তাৎপর্য্য ভেদ।

তাঁহারা বলেন,—যে, "অথর্ব্ববেদের পদ্যময় ভাগের অনেকাংশের ভাষা ও তাৎপর্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সেই সেই অংশকে ঋগ্বেদসংহিতা অপেক্ষা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়*" ইহার পর্য্যালোচনে আমরা অধিক কি বলিব, এইমাত্র বলিতে পারি,—যে, পাণ্ডুরোগীরা যদিও স্বীয় রোগধর্ম্মে সমস্ত পদার্থই পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে, পরং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পদার্থই পাণ্ডু নহে; সেইরূপ অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ (অনাদি না হইলেও সর্ব্বথা অনাদি তুল্য) বৈদিক গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ে মস্তিষ্করোগে রুগ্ন পাশ্চাত্য বৈদিক মহোদয়গণ যে, ভাষা ও তাৎপর্য্য বিষয়ে বহুভেদ দেখিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ কেহ কোন বিষয়ে আগ্রহের বশীভূত হইলে যে স্বীয় আগ্রহানুযায়ীই সমস্ত দেখিবেন, তাহারই বৈচিত্র কি। আমরা এ বিষয়ে পাঠকগণকেই মধ্যস্থ স্বীকার করণ মানসে অদ্য অথর্ব্ববেদ হইতে পদ্যময়ই একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করত প্রদর্শিত করিতেছি। যথা—

অথর্ব্ববেদ সংহিতার প্রথম মন্ত্র—

"যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১ ॥"

পাঠকগণ! এই মন্ত্রের ছন্দের সহিত যদি মিলাইতে

ইচ্ছা করেন, ঋক্‌বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই শ্রুত দশম সূক্তীয় "গায়ন্তিত্বা" প্রভৃতি অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত বহুতর মন্ত্র দেখিবেন। যদি ভাষা মিলাইতে বাঞ্ছা করেন, নিম্নে দর্শ্যমান ঋগর্দ্ধ দেখুন,—

"য়ে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।"
(ঋ০ সং ৮, ২৮, ১)

অতঃপর দ্রষ্টব্য তাৎপর্য্য; যাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, বেদের অধিকাংশই স্বীয় কল্যাণ প্রার্থনারূপ তাৎপর্য্যে পর্য্যবসন্ন, তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে বিশেষ বুঝাইতে হইবে না পরং এস্থানে এই মাত্র বিচার্য্য হইতে পারে যে 'বল-সংখ্যা ত্রিসপ্ত' ঋগ্বেদাদির স্বীকার্য্য বটে কি না ? এ বিষয় আলোচ্য হইলে ঋ০ সং ১, ১৩৩ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। যথা—

"ত্রিসপ্তৈঃ শূর সত্বভিঃ"

অথর্ব্বসংহিতার বেদত্ব খণ্ডনার্থ প্রদর্শিত ইহাঁদের তৃতীয় যুক্তিটী আরও কৌতুকাবহ। উক্ত তৃতীয় যুক্তিটি যথা— "পাণিনি অতিপ্রাচীন ব্যাকরণ। তাহার মধ্যে অথর্ব্ব নামক ঋত্বিগ্ বিশেষের ধর্ম্মাদি বুঝিতে আথর্ব্বণিক্ শব্দ থাকিলেও সুস্পষ্টরূপে 'চতুর্থবেদ অথর্ব্ব' এরূপ কোন স্থলেও নাই অতএব উক্ত ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার সময়েও ইহা ছিল না; যদি থাকিত, তাহাহইলে ঋক্, সাম ও কৃষ্ণ যজুর ন্যায় এই বেদের বেদত্বজ্ঞাপক ও বহুতর সূত্র প্রদর্শিত থাকিত *" ইত্যাদি। এস্থলে;—

* গোল্ডষ্টুকর কৃত পাণিনি প্রবন্ধের ১৪২ ও ১৪৩ পাতায় দ্রষ্টব্য।

প্রথম বক্তব্য ;—পাণিনি একখানি পদসাধক ব্যাকরণ। সাধু শব্দ সমস্তই উহার সূত্রানুসারে সাধিত হইয়া থাকে, এইমাত্র উহার প্রয়োজন ; যে যে শব্দ বা পদ সাধনার্থ বিশেষ নিয়ম আবশ্যক, সেই সেই শব্দ বা পদ সাধিবার জন্যই পৃথক্ সূত্র আছে, এক নিয়মের বলে সহস্র২ শব্দ সাধিত হইয়া থাকে, সর্ব্বত্রই পৃথক্ নিয়ম প্রয়োজনীয় নহে। এতাবতা পাণিনিতে যে পদার্থের বোধক শব্দ, বিশেষ সূত্রের দ্বারা সাধিত হয় নাই, তাহা সে পদার্থের বোধকই হইতে পারে না বা তাহা পাণিনি ঋষির পরবর্ত্তী কালের, বলিলে উক্ত গ্রন্থোক্ত সূত্রগুলির মধ্যনিবিষ্ট শব্দাতিরিক্ত সমস্তকেই অলীক বলিতে হয়, অধিকন্তু তাহা হইলে "লঘ্বর্থং ব্যাকরণম্" অর্থাৎ কতকগুলি শব্দের উপদেশদ্বারা সেই নিয়মানুসারে অনন্তশব্দরাশির উপদেশ সিদ্ধার্থই ব্যাকরণ ; এই মহাভাষ্যোক্ত মহৎ প্রয়োজনটি কথামাত্রাবশেষ থাকিয়া যায়। অতএব ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে পদসাধন বিষয়ে পাণিনির প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইলেও, যাহা সাধিবার জন্য তিনি বিশেষ সূত্র করেন নাই, তাহা তাঁহার বিজ্ঞাত ছিল না, ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য।

সত্যবটে ! পাণিনি যে পদের প্রয়োগ এক অর্থে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকেই অপর অর্থে প্রয়োগ করণার্থ ভাষ্যকারাদি অনেকস্থলে যত্ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সময়ে তাঁহার মতানুযায়ী অর্থের ব্যবহার এবং তদুত্তর কালে ভাষ্যাদিমতানুসারেই ব্যবহার ইত্যাদি কালের

পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে অর্থ বিশেষে পদ ব্যবহারের তারতম্য দেখা যায় কিন্তু অথর্ব্ব বিষয়ে সেরূপও কিছুই নাই অতএব ঈদৃশ স্থলে পাণিনি সূত্রে অথর্ব্বসংহিতার বেদত্ব স্পষ্ট বোধিত না থাকিলেও এতদীয় বেদত্ব তাঁহার অপরিজ্ঞাত বলিতে প্রস্তুত নহি ; যদি ইহার বেদত্বের বিরুদ্ধার্থবোধক তদীয় কোন সূত্র থাকিত এবং পরে বার্ত্তিককার বা ভাষ্য-কার তাহা সংশোধন করিয়া বেদত্ববোধক অর্থেই অথর্ব্ব পদ নির্ণয় করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এ যুক্তি আদরণীয় হইত।

প্রকৃত পক্ষে ;—অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে পাণিনি যে কিছুই সূত্র করেন নাই তাহাও নহে। তিনি চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়-পাদে বেদাধ্যয়ন প্রকরণে, যেরূপ ছন্দোগ (সামবেদী) দিগের বেদ অর্থে "ছান্দোগ্য" বহ্বৃক্ (ঋগ্‌বেদী) দিগের বেদ অর্থে "বাহ্বৃচ্য" পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ আথর্ব্বণিক (অথর্ব্ববেদী) দিগের বেদ অর্থে "আথর্ব্বণ" পদও সিদ্ধ করিয়াছেন। পুনশ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ের চতুর্থপাদের ১৭৪ সূত্রেও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নকারিগণকে আথর্ব্বণিক বলি-বার জন্য স্পষ্ট উপদেশও করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়াও যে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ স্বপক্ষাগ্রহান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অনল্প ক্ষোভের বিষয় কে না স্বীকার করিবেন।

দ্বিতীয় বক্তব্য ;—যদি পাণিনির সময়েও অথর্ব্বনামক চতুর্থ বেদ ছিল না, তবে কি অথর্ব্বনামক চতুর্থবেদ স্বীকারকারী ছান্দোগ্যাদিও তাহারও পরের ? বোধ হয়, যাঁহারা সাম-বেদকে ত্রয়ীর মধ্যে স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা সামবেদেরই

ব্রাহ্মণভাগ ছান্দোগ্যকে অথর্ব্ববেদের পরের বলিয়া স্বীকার করিতে সমর্থ নহেন; বিশেষত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণকে'ত অথর্ব্ববেদ অপেক্ষা প্রাচীন স্বয়ংই বলিয়াছেন।

ত্রয়ীবাদিগণ, "অথর্ব্ববেদ ম্লেচ্ছজাতির বেদ" এই প্রবাদটীকে উল্লিখিত স্বীয় যুক্তিত্রয়ের পোষক স্বরূপে স্বীকার করেন পরং আমরা যদি এই প্রবাদের অপর কোন কারণ দর্শাইতে পারি, তাহা হইলে ভরসা করি এ অন্ধযষ্টি অবলম্বনেও হতাশ হইতে হইবে। বস্তুত অথর্ব্ববেদের ম্লেচ্ছাপবাদের কয়েকটী কারণ অনুমিত হইতে পারে।

প্রথম;—আর্য্যগণ যদবধি যজ্ঞকাণ্ডানুরক্ত হইয়াছেন, তদবধি অথর্ব্ব সংহিতার বিশেষ আদর না করিতে পারেন! কারণ, হোতৃকার্য্যোপযোগী মন্ত্র সমস্তই ঋক্‌সংহিতাতে পাওআ যায়, অধ্বরকার্য্যোপযোগী মন্ত্রগুলিও য়জুঃসংহিতার এবং উদ্‌গাতৃকার্য্যও সামসংহিতা দ্বারাই সম্পন্ন হয় সুতরাং অথর্ব্বসংহিতাখানি যাজ্ঞিকগণের কোন উপকারেরই নহে।

দ্বিতীয়;—সত্বপ্রকৃতি আর্য্যগণ, জিঘাংষু দস্যুগণকে যে কারণে ম্লেচ্ছ বলিয়া কটু সম্বোধন করেন, সেই ঘৃণিত জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থের জন্য তামসিক ক্রিয়া অভিচারাদিকেও যে ঘৃণা করিবেন এবং উক্ত অভিচারাদির মন্ত্রাদি যে সংহিতাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহাকেও যে ম্লেচ্ছ ব্যবহার্য্য বলিয়া বিষ-নেত্রে দেখিবেন, ইহারই বা বৈচিত্র্য কি?

তৃতীয়;—বোধ হয়, যে কতকগুলি আর্য্য, সমাজচ্যুত ও দেশ-বহিষ্কৃত হইয়া দস্যু-পদবী পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে আর্য্য হৃদয়ে ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধি-

কাংশই অথর্ব্ববেদী ছিলেন। সম্ভবত অথর্ব্ববেদোক্ত অভি-চারক্রিয়াদিই যে তাঁহাদের ঘাতুকতা শিক্ষার প্রথম সোপান হইয়াছিল এবং সেইজন্যই যে তাঁহারা সমাজের কটুকষা-য়িত লোচনের পান্থ হইয়াছিলেন ও ক্রমে সমাজ-বিরুদ্ধভাবে বিদ্রোহিতা-পরায়ণ হইয়া দেশ-বহিষ্কৃত ও দস্যুনামে পরি-চিত হইয়াছিলেন, ইহাও বলা যায়। অদ্যাপি পারসীক-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত অথর্ব্ববেদের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, যাঁহারা তাহাদের "অবস্তা" গ্রন্থের ভালরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ বুঝা-ইতে হইবে না। অবস্তা গ্রন্থের একটি বিভাগের নাম 'যশ্‌ন' ইহাই যে যজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই; উহার দ্বিতীয় ভাগের নাম 'গাথ' এটিই আমাদের গাথা, তাহাতেও সংশয় নাই; তৃতীয় বিভাগের নাম 'বেন্দিদাদ্‌' এই বেন্দিদাদের ২০শ হইতে ২২শ অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে, ইহাতেও আথর্ব্বণের ন্যায় মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা রোগশান্তি, আয়ু-র্লাভ, শত্রুবিনাশ ও উৎপাতাদির নিবারণ প্রভৃতি রহি-য়াছে; ইহার চতুর্থভাগের নাম 'য়শ্‌ৎ' ইহাই আমাদের ইষ্টি। অধিক কি অবস্তা গ্রন্থে যে 'আঙ্গ্র' নামক ঋত্বিক্‌-কুলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে উপদেশ আছে, অঙ্গিরোবংশাবিতংস আঙ্গিরস নামক অথর্ব্ববেদীরাই সেই আঙ্গ্র এবং তাঁহারা যাঁহাকে 'আথ্রব' বলেন, তাহাই আথর্ব্বণ॥

এস্থলে আরও বক্তব্য;—পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মতে হিমালয়ের দক্ষিণ পারে আসিবার অগ্রেই পারসীকগণ আর্য্য-সম্প্রদায় চ্যুত হইয়াছেন এবং অন্যান্য বেদের কথা

দূরে থাকুক ঋগ্বেদেরও শেষ মণ্ডল এপারে আসিলে পরে রচিত। এদিকে অবস্তার যশ্ন বিভাগের (১,১০) সহিত অথর্ব্ব সংহিতার (১,৭,২৩) সহিত অবিকল ঐকাত্ম উপলব্ধি হয় সুতরাং অথর্ব্ব সংহিতার সহিত অবস্তাগ্রন্থের বহুমিলনও তাঁহাদের অস্বীকার্য্য নহে। এতাবতা এরূপ ম্লেচ্ছ প্রবাদটি তাঁহাদের যুক্তির পোষক না হইয়া, বরং তত্তদ্‌যুক্তির সমূল-ঘাতক বলাই কি অধিকতর সঙ্গত নহে ?

বস্তুত আর্য্যশাস্ত্রের অনেক স্থলে বেদ ত্রয়ের উল্লেখ এবং অনেক স্থলে চারিবেদের উল্লেখ, হঠাৎ বুদ্ধি-বিভ্রমকর হইলেও চক্ষুরোগীর চক্ষু উৎপাটনরূপ চিকিৎসা বিধেয় নহে। যাঁহারা গুরুর উপদেশানুসারে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত আছেন; তাঁহাদের'ত সংশয় উপস্থিত হইতেই পারে না, যাঁহারা বিদ্যাবলে বিদ্যোপার্জ্জনে ব্রতী, তাঁহারাও কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই, এরূপ বিরুদ্ধ উল্লেখের প্রকৃত কারণ এবং এরূপ উল্লেখে কোনই দোষ নাই বরং স্থলবিশেষে তিন বেদের উল্লেখ এবং স্থলবিশেষে চারিবেদের উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য; অন্যথা তত্তৎস্থলের উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট হয় না; এ সমস্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। এবার এইপর্য্যন্ত, বারান্তরে প্রক্রান্তোপসংহার করিবার অভিপ্রায় থাকিল ॥

বৈদিক সমালোচনা

তিন বেদ কি চারি বেদ ?

(উপসংহার)

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, যে কোন গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ আছে, চতুর্থ বেদের অস্তিতাও তাহার অনভিমত নহে, অতএব একস্থানে বেদত্রয়ের উল্লেখ ও অপর স্থানে চতুর্থেরও অস্তিতা স্বীকারের অবশ্যই কোন বিচিত্র কারণ আছে; পাঠকগণের কৌতূহল নিরাকরণার্থ এ প্রস্তাবে তাহাই প্রদর্শনীয়।

অতিপূর্ব্বকালের আর্য্যঋষিগণ কর্তৃক প্রকাশিত, রচিত বা সংগৃহীত কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিকেই বেদ (মন্ত্রভাগ) কহে। উহা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ কোন একখানি গ্রন্থ নহে প্রত্যুত যতগুলি মন্ত্র ততগুলি গ্রন্থ বলিলেও ক্ষতি নাই। ঐ মন্ত্রগুলি ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়াই ঋক্ প্রভৃতি নামত্রয় লাভ করিয়াছে তাহাও নহে, প্রত্যুত তদীয়-রচনাপ্রণালিই ঐ ঋক্প্রভৃতি নামকরণের একমাত্র কারণ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি পদ্য, কতকগুলি গদ্য ও কতকগুলি গীত অতএব বেদ ত্রিবিধ সুতরাং সম্পন্ন হইল এবং পদ্যকেই বৈদিক ভাষাতে ঋক্, গদ্যকেই যজু ও গীতকেই সাম কহে; কাজেই ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটি নামও পাওয়া গেল। গদ্য, পদ্য ও গীত ব্যতিরেকে অপর কোনরূপ গ্রন্থরচনাপ্রণালি অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় রচনানুসারে চতুর্থপ্রকার বেদ হইতেই পারে না; এই জন্যই বেদের একটি নাম 'ত্রয়ী'। ত্রয়ী বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে তিন

প্রকার রচনা-প্রণালিতেই রচিত একখানি (বেদ) গ্রন্থ। এই নামের দ্বারা ইহাই দৃঢ়ীকৃত হইল যে বেদের রচনা-প্রণালী তিনপ্রকার; এতাবতা বেদের কতকগুলি মন্ত্র ঋক্ (পদ্য), কতকগুলি যজু (গদ্য) ও কতকগুলি সাম (গীত)। অত:পর ইহা বলাও বোধ হয় বাহুল্য যে ঋক্, যজু ও সাম এই নামত্রয়ের উল্লেখ করিলে, বা ত্রয়ী বলিলে সমস্ত বেদেরই উল্লেখ করা হয়; যে কোন স্থানে ত্রয়ীর বা ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটি নামের উল্লেখ আছে তৎসমস্ত স্থলেই অবিশেষে সমস্ত বেদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অথর্ব্ব নামের কারণা-ন্তর থাকুক কিন্তু উহাও ঐ ত্রয়ীরই অন্তর্গত, যেহেতু উহার মন্ত্রগুলিও ঐ ত্রিবিধ রচনাকে অতিক্রম করে নাই; অথর্ব্ব সংহিতাতে অধিকাংশই ঋক্, যজুও আছে, সাম নাই। এ অবস্থায় পাঠকগণ স্থিরচিত্তে দেখুন; যে, যে কোন স্থলে ত্রয়ী বা ঋগাদি নামত্রয়ের উল্লেখ আছে, তাহাতে অথর্ব্ব নামে সীমাবদ্ধ-গ্রন্থ-গত ঋক্ ও যজুরও বোধ কেন না হইবে? যদি উহা বিমিশ্রভাবে গ্রন্থাবদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হয়'ত যজুঃসংহিতাতেও বহুতর ঋক্ ও কতিপয় সাম আছে, সামসংহিতাতেও অনেকানেক ঋক্ ও যজু আছে সুতরাং কেবল যজুঃসমুদয়ের অথবা সামসমুদয়ের গ্রন্থ না থাকায় যজু ও সাম গ্রন্থদ্বয়েরও অসদ্ভাব স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে যদি ঋক্ বলিলে ঋক্সংহিতার, যজুঃসংহিতার ও সামসংহিতার ঋক্গুলি বুঝা যাইতে পারে'ত অথর্ব্ব-সংহিতার ঋক্গুলি কি অপরাধ করিল? বস্তুত ঋগ্বেদ বলিলেই যে কোন সংহিতারই হউক সমস্ত পদ্যময়-মন্ত্রই

হউক সমস্ত গদ্যময় মন্ত্রই বুঝিতে হইবে, এইরূপ সামবেদ বলিলেই যে কোন সংহিতারই হউক গীতিময় সমস্ত মন্ত্রই বুঝিতে হইবে। ত্রয়ী বলিলেও এইরূপ *।

অতঃপর ইহা বলা দ্বিরুক্তিমাত্র যে ত্রয়ীমাত্রের উল্লেখে বা ঋগ্বেদাদি নামত্রয়ের উল্লেখেই ঋক্‌সংহিতা প্রভৃতি চারি সংহিতার সমস্ত মন্ত্রই পাওয়া যায় অতএব তত্তৎস্থলে বিশেষ করিয়া অথর্ব্বসংহিতার নামোল্লেখ হইতেই পারে না এবং ত্রয়ী ব্যতীত বেদকে চতুষ্টয়ী বলাই যাইতে পারে না। অথর্ব্ব সংহিতার মন্ত্রগুলি যদি অপর (চতুর্থ) প্রণালিতে রচিত হইত তবে অবশ্যই বেদকে চতুষ্টয়ী বলিতে হইত এবং ঋক্‌প্রভৃতির উল্লেখ স্থলে অথর্ব্বেরও পৃথগ্রূপে উল্লেখ আবশ্যক হইত। বস্তুত এক বেদেরই ত্রিবিধ রচনাভেদে তিনটি বিভাগের তিনটি নামমাত্র সুতরাং ঋক্‌সংহিতাদি চারিটি সংহিতাই ঐ বিভাগত্রয়ের অন্তর্গত ও ত্রয়ী নামের বাচ্য।

বর্ণিতপ্রকারে তিনটি মাত্র বেদ স্থিরীকৃত হইল কিন্তু অথর্ব্বও পরিত্যক্ত বা পরিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার্য্য হইল না।

প্রকৃতপক্ষে; মহর্ষি অথর্ব্বাই প্রথমে যজ্ঞ কাণ্ডের স্রষ্টা;

যথা—"যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্তত" (ঋ০ স০ ১,৬,৪,৫)

অর্থ—অথর্ব্বা ঋষিই প্রথমে যজ্ঞের দ্বারা অভীষ্টলাভের পথ বিস্তৃত করেন।

২য়, "অগ্নির্জ্জাতো অথর্বণা" (ঋ০ স০ ৭,৭,৪,৫)

অর্থ—অথর্ব্বঋষিকর্ত্তৃকই প্রথমে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রকাশ পান।

৩য়, "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত"(ঋ০ সং ৪,৫,২৩,৩)

অর্থ—অগ্নে! অথর্ব্বা ঋষিই প্রথমে তোমাকে পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়াছেন। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে অথর্ব্বাই যজ্ঞপ্রথার আবিষ্কারক এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদিতে তিনিই কোথাও প্রজাপতি শব্দে কোথাও বা স্পষ্টনামেই উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকর্ত্তৃকই যে হোতৃকার্য্যাদির সুশৃঙ্খলার জন্য এই সংহিতাগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছিল, তিনিই আদি বেদব্যাস এবং যে গ্রন্থে সমধিক ঋক্ আছে তাহাকে ঋক্সংহিতা, যাহাতে সমধিক যজু আছে তাহাকে যজুঃসংহিতা ও যাহাতে সমধিক সাম আছে তাহাকে সামসংহিতা, এ সংজ্ঞাগুলিও তাঁহারই প্রদত্ত সুতরাং অবশিষ্ট ঋক্ ও যজুর্ম্মন্ত্রগুলি একত্রীকৃত একখানি গ্রন্থবদ্ধ হইলে রচনাপ্রণালি অনুসারে আখ্যাত না হইয়া এইরূপ বিভাগকারী অথর্ব্বার নামেতেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে অথবা অথর্ব্ব শব্দের শব্দার্থানুসারে 'গমনে অক্ষম' বুঝাইয়া থাকে, এ মন্ত্রগুলি যে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের হোতৃকার্য্যাদিতে গমনে অক্ষম ইহাও সু-প্রতিপন্ন, এ জন্যও ইহাকে অথর্ব্বসংহিতা বলা যাইতে পারে।

এতাবতা প্রকৃত পক্ষে বেদ 'ত্রয়ী' হইলেও এই চারিটি সংহিতা অনুসারে চারিভাগে বিভক্ত বিবেচনায় চারি বেদ কথনও অযথার্থ নহে। এই জন্যই এক গ্রন্থের মধ্যেই এক স্থলে ত্রয়ীর উল্লেখ এবং অপর স্থলে (এমন কি এক প্রকরণেই পূর্ব্বাপর স্থলে) অথর্ব্বেরও স্বীকার রহিয়াছে।

তত্তৎস্থলে বক্তার ইচ্ছাই নিয়ামক অর্থাৎ যেখানে রচনা-ভেদে বেদের ত্রিবিধত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তথায় ত্রয়ী বা ঋগাদি নামত্রয় মাত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন, স্থানান্তরে যেখানে সংহিতাভেদে বেদের চতুর্ব্বিধত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তথায় অথর্ব্বেরও পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। যে যে স্থলে অথর্ব্বের পৃথক্ উল্লেখ আছে, তথায় ঋক্ শব্দে বেদের পদ্য-বিভাগ, যজুঃ শব্দে বেদের গদ্য-বিভাগ ও সাম শব্দে বেদের গীতবিভাগ না বুঝিয়া ঋক্ শব্দে ঋক্সংহিতা, যজুঃ শব্দে যজুঃসংহিতা ও সাম শব্দে সামসংহিতা এবং সেইরূপ অথর্ব্বসংহিতা, এই চারি সংহিতা-গ্রন্থের বোধ হইবে। ফলত চারি সংহিতার নামানুসারে বেদবিভাগ বর্ণনা করিতে হইলে চারি নামেরই উল্লেখ করা কর্ত্তব্য সুতরাং চারিবেদও অনৃত-কথন নহে।

বস্তুত হোতা প্রভৃতির ব্যবহারোপযোগী করিয়া সঙ্গৃহীত এক্ এক্ মন্ত্রসমষ্টিই ঋক্সংহিতা প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াথাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্চিকার পঞ্চমাধ্যায়ে ইহা বিশদরূপেই প্রকাশিত আছে। তদীয় কিঞ্চিন্মাত্র যথা—

"য়দৃচৈব হৌত্রং ক্রিয়তে য়জুষাধ্বর্যবং সাম্নোদ্গীথং
ব্যারব্ধা ত্রয়ী ৰিদ্যা ভবত্যথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়ত
ইতি ত্রয়্যা ৰিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ"

অর্থ—ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা হোতৃকার্য্য করিবে, যজুর দ্বারা অধ্বর কার্য্য ও সাম্নের দ্বারা উদ্গীথ; এইরূপে ত্রিবিধ বেদ-বিদ্যাই কার্য্যগত হইল, তবে ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্ স্বীয় কার্য্য কিরূপ মন্ত্রে করিবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ব্রহ্মাকে ত্রিবিধ বেদ সমস্তই জানিতে হইবে।

এস্থলে গোপথ ব্রাহ্মণে আরও বিশেষ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণের আরম্ভেই স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে "অথর্ব্বসংহিতা পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রয়ীই ব্রহ্মার জ্ঞাতব্য অতএব অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণই ব্রহ্মা হইবে"—ইত্যাদি। ফলতঃ গুজ্জরে, দ্রাবিড়ে বা কান্যকুব্জে যাঁহারা ত্রিবেদী (তেওআরি) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগকেই সামবেদী—সামবেদাধ্যয়নাধ্যাপনে পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত এবং যাঁহারা চতুর্ব্বেদী (চৌবে) বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদিগকেই অথর্ব্ববেদী—অথর্ব্ববেদাধ্যয়নাধ্যাপনে পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত দেখাযায়।

এই সমস্ত আন্দোলনে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, হোতৃকার্য্যের মন্ত্রসমষ্টি (ঋক্‌গুলি) যে গ্রন্থে পাওআ যায় তাহাকেই ঋক্‌সংহিতা এবং অধ্বর্য্যু-কার্য্যের মন্ত্রসমষ্টি যে গ্রন্থে পাওআযায় তাহাকেই যজুঃসংহিতা, কিন্তু এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে এ গ্রন্থে যজু অধিকাংশ বলিয়াই ইহার নাম যজুঃসংহিতা বস্তুত ইহাতে ঋক্‌ও অনেক আছে এবং সামেরও অসদ্ভাব নাই। এইরূপ উদ্‌গাতার ব্যবহার্য্য মন্ত্র-সমষ্টিকে সামসংহিতা কহা যায় ইহাতেও যজু ও ঋকের অসদ্ভাব নাই পরং অল্প। অতএব ঋক্‌সংহিতাতেই যে কেবল ঋঙ্‌মন্ত্র থাকিবে, তদতিরিক্ত ঋঙ্‌মন্ত্র নাই এবং যজুঃসংহিতাতেই যে কেবল যজুর্মন্ত্র থাকিবে তদতিরিক্ত যজুর্মন্ত্র নাই, এইরূপ সামসংহিতাতেই যে কেবল সামমন্ত্র থাকিবে তদতিরিক্ত সামমন্ত্র থাকিতে পারে না এবং অথর্ব্ব-সংহিতাতে ঋক্, যজু বা সাম থাকিতেই পারে না; এরূপ নহে; প্রত্যুত হোতৃকার্য্যে ব্যবহার্য্য শস্ত্রাদি ঋক্ সমস্তই ঋক্-সংহিতাতে এবং অধ্বর্য্যুর ব্যবহার্য্য ঋক্, যজু ও সাম সমস্ত

যজুঃসংহিতাতে ও উদ্গীথের উপযোগী ঋক্, যজু ও সামসমস্ত সামসংহিতাতে আছে এবং যে সমস্ত ঋক্ জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ব্রতী হোতৃপ্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণের অনুপযোগী সুতরাং ঋক্‌সংহিতাদি সংহিতাত্রিতয়ে সঙ্গ্রহ করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই অবশিষ্ট ঋক্‌গুলি যদিও জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে ব্যবহার্য্য নহে সুতরাং হোতা অধ্বর্য্যু বা উদ্গাতার জ্ঞাতব্যও নহে পরং সর্ব্বকার্য্য-পর্য্যবেক্ষক সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্ ব্রহ্মার অবশ্য জ্ঞেয়; এইজন্যই ব্রহ্মাকে চতুর্ব্বেদবিৎ হইতে হয় এবং এতদনুসারে অর্থাৎ সমস্ত ঋক্,সমস্ত যজু ও সমস্ত সাম ব্রহ্মাকে জানিতে হয় বলিয়াই তাঁহাকে 'ত্রিবিৎ'ও বলা যায়। মনুপ্রভৃতি গ্রন্থেও যে কোন স্থলে ত্রিবেদবিৎ বা ত্রিবিৎ পদের উল্লেখ আছে, তথায় চতুঃসংহিতাভিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু চতুঃসংহিতা সমগ্র জ্ঞাত না হইলে সমস্ত ঋক্, সমস্ত যজু ও সমস্ত সাম জানা যায় না সুতরাং ঋক্, যজু ও সাম নামে প্রসিদ্ধ বেদত্রয় সমস্ত জানা না হইলে ত্রিবেদবিৎ বা ত্রিবিৎ বলা যায় না অতএব যিনি ত্রিবিৎ হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে অগত্যা চারি সংহিতাই জানিতে হইবে।

এতাবতা বেদের ত্রিত্ব ও চতুষ্ট্ব বিষয়ের বিরোধ যে কেবল বিশেষানভিজ্ঞতামূলক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর স্বতই প্রতিপন্ন হইল সুতরাং বেদের 'ত্রয়ী' নামানুযায়ী অথর্ব্ববেদের আধুনিকত্ব কল্পনা করিতে উদ্যোগী বা তদীয় রচনা-বিষয়ে আধুনিকত্বের আঘ্রাণ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক থাকিল না এবং 'চারি বেদ' এ বৃদ্ধপ্রবাদও অব্যাহতই থাকিল, তথাপি যদি পাশ্চাত্য-পাদাব্জলেহী ভ্রাতৃগণ দৃঢ়ভক্তি প্রবাহেই হউক বা দুরপনেয় সঞ্জাত সংস্কারের বশেই হউক

বিতণ্ডাবাদী হ'ন তাহার উপায় নাই কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, যে, অদ্যাপি যাহাদের মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য যুক্তি-আঘ্রাণে প্রপূরিত হয় নাই, মস্তিষ্কের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও স্থান আছে তিনি যদি পক্ষপাত-শূন্য হইয়া চারিখানি সংহিতা আদ্যন্ত দর্শনপূর্ব্বক মীমাংসাদর্শনানুসারে বা সহজ জ্ঞানে বিবেচনা করেন'ত স্পষ্টই দেখিবেন "যে একমাত্র রচনাপ্রণালি অনুসারেই বেদের ত্রয়ীত্ব এবং সংহিতা গ্রন্থ চারিখানি বলিয়াই চারিবেদ প্রবাদ।

স্পষ্টত ইহাই জ্ঞাতব্য, যে, ঋক্ প্রভৃতি সংহিতা-চতুষ্টয়েরই সঙ্কলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সকলগুলিই এককালের এবং চারিসংহিতারই সমস্ত মন্ত্র এক কালের না হইলেও ঋক্‌সংহিতাদি সংহিতা-চতুষ্টয় সঙ্কলনের পূর্ব্বের ও সমস্ত মন্ত্রই ত্রয়ীরই অন্তর্গত; নিরুক্ত চারি সংহিতার কোন মন্ত্রই ত্রয়ীর অতিরিক্ত বা পরিশিষ্ট নহে; ত্রয়ী বলিতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব চারিসংহিতাই বুঝিতে হয়, চারিসংহিতাই এককালের এবং তুল্যমর্য্যাদার, অধিক কি একই বস্তু ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর দৃষ্টি দৃষ্টিবিভ্রমের কার্য্যমাত্র।

সমস্ত মন্ত্রগুলি এককালের রচিত বা প্রকাশিত না হইলেও সংহিতাগুলি সমস্তই এককালের ও এক উদ্দেশে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত; এ বিষয়ও পরে বিশদ করিয়া প্রদর্শিত হইবে; অদ্য এই পর্য্যন্ত॥

বৈদিক সমালোচনা।

কোন বেদ প্রথম ? *

মীমাংসকগণ বেদকে প্রণীত বলিয়াই স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক প্রভৃতি অপরাপর দর্শন-মতানুযায়ীরা বলেন,—বেদ, সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্গত হইলেও কোন শরীরধারীর প্রণীত নহে প্রত্যুত উহা ঈশ্বর-প্রণীত। পৌরাণিকগণ, ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে চারিবেদের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসকল এবং মনুসংহিতার মতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে ত্রয়ীর প্রকাশ। এ সমস্তেরই এক একটি তাৎপর্য্য আছে বস্তুত বেদের মতে বেদের উৎপত্তি বিষয়ে একটি অতি সত্য মত আছে, তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থসকলের উৎপত্তিকাল হইতেই অতিযত্নে সমাচ্ছাদিত হইয়া আসিতেছে†; এতদূর কৌশলে উহা সমাচ্ছন্ন আছে, যে, যে পাশ্চাত্য-বুদ্ধি, কার্য্যবিশেষে একপ্রকার ঈশ্বর-বুদ্ধিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় দেয়, তাহাও এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য। ম্যাক্সমুলর

* ঋগ্বেদের প্রাথম্য স্থাপনের জন্য পাশ্চাত্য বৈদিকগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত চারিটি প্রমাণ, এ প্রস্তাবে খণ্ডিত হইবেমাত্র; পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত অগ্রিম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে।

† ঐ মতটিও প্রস্তাবান্তরে সাক্ষাৎ শ্রুতি-প্রমাণের সহিত প্রকাশ করা যাইবে

প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদিক সকলেই বেদের প্রণয়ন বিষয়ে বেদের প্রকৃত মত কি? জানিবার ও জানাইবার জন্য যথা-সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন পরং বেদ অরণ্যানীর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানকালে ঐ ভস্মাচ্ছাদিত সত্য-বহ্নির উত্তাপ পাই-য়াও তাহা পান নাই, স্পর্শেন্দ্রিয়-প্রভাবে উত্তাপমাত্র অবগত হইয়া অল্পাভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিবিধ সন্তাপ-দায়ক মতের আবিষ্কার করিয়াছেন; "চারিবেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রথম" ইহা তাহারই অন্যতম।

এই মতের পোষক প্রমাণ, প্রথমতঃ—মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রায় সকল গ্রন্থেই প্রথমে ঋগ্বেদের উল্লেখ দেখা-যায়। যথা—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্যজুঃসামলক্ষণম্ ॥ ২, ১১ ॥"

অর্থ—'প্রজাপতি যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে ঋক্, যজু ও সাম স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মত্রয় দোহন করিয়া-ছিলেন।' এস্থলে 'ঋক্-যজু-সাম লক্ষণম্' এই পদটিই জ্ঞাপন করিতেছে, যে, প্রথমে ঋক্, পরে যজু, তৎপরে সাম সৃষ্ট হইয়াছে।

এইত তাঁহাদের প্রথম প্রমাণ। এতদুত্তরে বক্তব্য;—এতাদৃশ স্থলসমূহে যে ঋক্ শব্দের প্রথম উল্লেখ, তাহার প্রকৃত কারণ,—পাণিনি-শাসন। উক্ত মহর্ষির একটি শাসন আছে "অল্পাচ্‌তরং (২,২,৩৪)" এতদনুসারে সংস্কৃত ভাষা প্রয়ো-গের নিয়মই এই হইতেছে যে, যে স্থলে একপ্রকার কারক বিশিষ্ট একত্র পর পর কতকগুলি শব্দের ব্যবহার করিতে

হইবে, সেগুলির মধ্যে যেটি অল্পাচ্ সেটীই প্রথমে প্রযুক্ত হইবে। এখানে তিনটির মধ্যে ঋক্ শব্দটি অল্পাচ্ অতএব ইহা অবশ্যই প্রথমে প্রয়োক্তব্য, এইজন্যই সকল গ্রন্থেই ঋক্ শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখাযায়।

যাঁহারা এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইবেন, 'যজ্ঞকাণ্ডে ঋগ্বেদের প্রাধান্যই প্রথম প্রয়োগের কারণ'—এ উত্তরটি বোধ হয় অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয়তৃপ্তিকর হইতে পারে। কেন না, মহর্ষি কাত্যায়নের একটি শাসন আছে যে 'অভ্যর্হিতঞ্চ (২,২,৩৪ বা০ ৩)'। এতদনুসারে শব্দসমষ্টির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত প্রধানবাচক, সেটীই প্রথমে প্রয়োজ্য; এ নিয়মেও ঋক্শব্দের প্রথমে প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসকল প্রচারিত হওআ অবধি যজ্ঞই যে বেদের প্রকৃত উপদেশ্য, ইহাই প্রচলিত মত। এদিকে যজ্ঞের মধ্যে হোমকার্য্য সর্ব্বপ্রধান সুতরাং হোতাই সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্। উক্ত হোতৃকার্য্য, ঋক্সংহিতার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াথাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্চিকার পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠানুবাকে স্পষ্টই বিধান আছে "ঋচৈব হোত্রম্"। অতএব যজ্ঞকার্য্যে ঋগ্বেদের সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রাধান্য থাকায় অনেক স্থলেই তাহার প্রথম উল্লেখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বেদের সকল স্থলেই যে ঐ প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী প্রথম উল্লেখই হইয়াথাকে তাহাও নহে। যজুর্ব্বেদের দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য ;—

"সুপর্ণোসিগরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তেশিরোগায়ত্রঞ্চক্ষুর্ব্বৃহদ্রথন্তরে-

পক্ষৌ। স্তোমআত্মাছন্দাংসিঅঙ্গানিয়জূংষিনাম। সামতেতনু-

র্বামদেব্যংয়জ্ঞায়জ্ঞিয়ম্পুচ্ছন্ধিষ্ণ্যাঃশফাঃ। সুপর্ণোসিগরুত্মা-

ন্দিবঙ্গচ্ছস্বঃপত ॥ ৪ ॥”

অর্থ—‘হে উখান্তর্গত অগ্নে! তুমি যেহেতু ঊর্দ্ধে উড়িতে সক্ষম হইতেছ এবং মহান্ অতএব তোমাকে আমরা পক্ষিরাজ গরুড়রূপে বর্ণনা করি। ত্রিবৃৎ (ছন্দঃ) স্তোম তোমার মস্তক স্বরূপ, গায়ত্র (সাম) তোমার চক্ষু, বৃহৎ এবং রথন্তর এই উভয় সাম তোমার উভয়পক্ষ, পঞ্চদশ স্তোম তোমার অন্তঃকরণ, গায়ত্রী প্রভৃতি ২১টি ছন্দ (ঋক্) তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গদ্য মন্ত্র সকল (যজুঃ) তোমার পরিচায়ক, বামদেব্য সাম তোমার মধ্য শরীর, যজ্ঞাযজ্ঞিয় নামক সামটি তোমার পুচ্ছ এবং হোতা প্রভৃতির ধিষ্ণ্য-স্থিত যে অগ্নিসকল তাহাই তোমার নখরবৃন্দ। হে গরুড়! আকাশে উড্ডীন হও—স্বর্গে গমন কর—তথা হইতে পুনরাপতিত হও॥’ ১

এ কণ্ডিকাতে সামবেদেরই প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারা আহুতি প্রদান এবং সাম-মন্ত্রের দ্বারা স্তুতিগান, এই উভয়বিধ প্রধান কার্য্য সম্পাদন নিবন্ধন উভয় বেদকেই প্রাধান্যবিষয়ে তুল্যমর্য্যাদা প্রদান করাযায়; এইজন্যই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একস্থলে ঋক্ ও সাম উভয়কেই ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—“ঋক্‌সামে বা ইন্দ্রস্য হরী” (২,৩,৫)॥

স্থানবিশেষে যজুর্ব্বেদেরও প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যথা—

প্রথমাদ্বিতীয়ৈর্দ্বিতীয়াস্তৃতীয়ৈস্তৃতীয়াঃসত্যেনসত্যংয়জ্ঞে-

নয়জ্ঞোয়জুর্ভির্যজূংষিসামভিস্সামান্যৃগ্ভির্ঋচঃ পুরোনুবাক্যা-

ভিঃপুরোনুবাক্যায়াজ্যাভির্যাজ্যাবষট্কারৈর্বষট্কারাআহুতিভি-

রাহুতয়োমেকামাংৎসমর্দ্ধয়স্তুভূঃস্বাহা ॥ ১২ ॥

অর্থ—'প্রথম দেবতা, দ্বিতীয় দেবতার সহিত,— দ্বিতীয় দেবতা, তৃতীয় দেবতার সহিত,— তৃতীয় দেবতা,সত্যের সহিত, — সত্য, যজ্ঞের সহিত,— যজ্ঞ, যজুর্ম্মন্ত্রগণের সহিত,— যজুর্ম্মন্ত্র সকল, ঋঙ্মন্ত্র সকলের সহিত,— ঋঙ্মন্ত্রসকল, সামমন্ত্রসকলের সহিত,— সামমন্ত্র সকল, পুরোনুবাক্যাগণের সহিত,— পুরোনুবাক্যা সকল, যাজ্যাগণের সহিত,— যাজ্যাসকল, বষট্কারগণের সহিত,— বষট্কারসকল, আহুতিচয়ের সহিত একবাক্য হইয়া এই পৃথিবীতে মদীয় সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ করুন। এই আহুতি ইহঁারা সম্যক্ রূপে গ্রহণ করুন ॥'

এতাবতা ইহা বলা বোধ হয় বাহুল্যমাত্র যে স্থলবিশেষে ঋগ্বেদের প্রাধান্য স্বীকার্য্য হইলেও প্রাথম্য কোন স্থলেই স্বীকার্য্য নহে এবং মনুসংহিতাদিতে, যেরূপ ঋকের প্রথম উল্লেখ দেখাযায়, স্থানান্তরে সামের বা যজুর প্রথমোল্লেখেরও অসম্ভাব নাই ॥

ঋগ্বেদের প্রাথম্য বিষয়ে পাশ্চাত্যভায়াদের দ্বিতীয় প্রমাণ কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। যথা—

"তৎপরিচরণাৱিতরৌ ৱেদৌ" (৬,১১)

অর্থ—'যজু ও সাম এই বেদদ্বয়, সেই ঋগ্বেদের পরিচরণ স্বরূপ।' তাঁহারা এই পরিচরণ শব্দের প্রতিশব্দ অনুচর স্বীকার করিয়া সেবক অর্থ লাভ করিয়াছেন পরং সেবক অর্থ লাভ করিলেও ইহা যে কিরূপে তাঁহাদের মত-পোষক হইল, তাহা স্পষ্ট বুঝা-যায় না; ভৃত্য কি প্রভু অপেক্ষা বয়োধিক বা প্রভু-সমবয়স্ক হয় না? বস্তুত আহুতিই যজ্ঞের মধ্যে প্রধান কার্য্য, তাহা ঋগ্বেদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, সেই আহুতি-দান সম্পাদনের জন্যই যজুর্ব্বেদানুসারে যজ্ঞমণ্ডপ ও বেদী-নির্ম্মাণাদি হইয়াথাকে এবং সেই আহুতি দেবলোকে উপ-স্থিত করাইবার জন্য বা তৎপ্রাপ্তে দেবগণের প্রীতি উৎ-পাদনের জন্যই সামদ্বারা স্তুতিগানাদি হইয়াথাকে অতএব যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী ঋত্বিক্‌গণ যে ঋগ্বেদী ঋত্বিক্‌দিগের পরিচরণ করেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এতাবতা যজ্ঞকাণ্ডে ঋগ্বেদের প্রাধান্য লক্ষিত হইল কিন্তু ঋগ্বেদের প্রাথম্য বিষয়ে যে ইহা কিরূপে প্রমাণ হইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন।

তৃতীয় প্রমাণ, সায়ণাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদভাষ্যানুক্রমণিকার নিম্নলিখিত কয়েকটি বাক্য;—

"মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যুণা প্রয়োজ্যা ঋচো বহ্ৱ আম্নাতাঃ। সাম্নাস্তু সর্ৱেষাং ঋগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধম্। আথর্ব্বণিকৈরপি স্বকীয়সংহিতায়ামৃচ এৱ বাহুল্যেনাধীয়ন্তে॥"

অর্থ—"যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রকাণ্ডের মধ্যেও অধ্বর্য্যুগণের ব্যবহার্য্য অনেকগুলি ঋক্ আছে। সামগুলির'ত সমস্তেরই আশ্রয় ঋক্, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অথর্ব্ববেদীরাও স্বীয় সংহিতাতে অনেকানেক ঋক্ পাঠ করেন।"

তাঁহাদের মতে এ কয়েকটি কথার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঋক্‌সংহিতা আদিগ্রন্থ, তাহা হইতেই উদ্ধৃত হইয়া অপরাপর বেদসমস্তে ঋক্ সকল সঙ্গৃহীত হইয়াছে। বস্তুত সায়ণাচার্য্যের ঐ প্রকরণের উপক্রম হইতে উপসংহার গ্রন্থভাগ সমালোচনা করিলে ঋগ্বেদের প্রাথম্য প্রমাণিত হওআ'ত দূরের কথা প্রাধান্যও বিনষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, যাঁহারা বেদচতুষ্টয়কে প্রণীত বলিয়াই স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বাপর বিষয়ে বিচার উত্থাপনও করিবেন বা তাদৃশ বিচারে তূলকাদির দ্বারা স্বীয় কর্ণ-শষ্কুলি রোধ না করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইবেন ইহা কতদূর সঙ্গত? পক্ষপাতশূন্য পাঠকগণই তাহা বিবেচনা করিবেন। সায়ণাচার্য্যের মতে যজুর্ব্বেদই সর্ব্বপ্রধান অতএব তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাহারই ভাষ্য করেন এবং যজু কিরূপে সর্ব্বপ্রধান? ইহা সমর্থনপূর্ব্বক স্বীয় ব্যবহারের নির্দ্দোষতা প্রতিপাদনই ঐ প্রদর্শিত প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ প্রবন্ধটির মধ্যে উদ্ধৃত প্রমাণগুলি ত্যাগ করিয়া বক্তব্য ভাগটুকু আদ্যন্ত যথাযথ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ দেখিবেন সংস্কৃত বোধে বা স্বীয় মত স্থাপনে পাশ্চাত্য মহোদয়গণের ব্যগ্রতা কতদূর?

যথা সেই ঋগ্বেদভাষ্যানুক্রমণিকা ;—

"আধ্বর্য্যবস্য য়জ্ঞেষু প্রাধান্যাদ্ ব্যাকৃতঃ পুরা।
য়জুর্ব্বেদোঽথ হৌত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে ॥ ৫

(সমস্ত যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর কার্য্যই প্রধান, এইহেতু প্রথমেই যজুর্ব্বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছি; অনন্তর হোতৃকার্য্যের উপযোগী ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাত হইতেছে।)

* * * *।
* * * * ॥ ৬

অত্র কেচিদাহুঃ;—'ঋগ্বেদস্য প্রাথম্যেন, সর্ব্বত্রাম্নাতত্বাৎ অভ্যর্হিতং পূর্ব্বমিতি ন্যায়েন অভ্যর্হিতত্বাৎ তদ্ব্যাখ্যান মাদৌ য়ুক্তম্। প্রাথম্যঞ্চ পুরুষসূক্তে ব্স্পিষ্টম্ * * *। ন কেবলমৃচাং পাঠপ্রাথম্যেনাভ্যর্হিতত্বং কিন্তু য়জ্ঞাঙ্গদার্ঢ্য-হেতুত্বাদপি। তথাচ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি—* * *। মন্ত্র-কাণ্ডেষ্বপি— — —বাহুল্যেনাধীয়ন্তে। অতোঽন্যৈঃ সর্ব্বৈর্বে-দৈরাদৃতত্বাৎ অভ্যর্হিতত্বং প্রসিদ্ধম্। ছন্দোগাস্তু * * *। মুণ্ডকোপনিষদ্যপি * * *। তস্মাৎ ঋগ্বেদস্যাভ্য-র্হিতস্যাদৌ ব্যাখ্যানমুচিতম্'—ইতি। (ইহাতে বাদীরা বলেন;—সর্ব্বত্রই ঋগ্বেদের প্রথমে গ্রহণ দৃষ্ট হয় এবং তাদৃশ প্রাথম্যে 'প্রধানের প্রথম প্রয়োগ কর্ত্তব্য' এই ক্যাত্যায়ন শাসনানুযায়ী সংস্কৃত বাক্যরচনার নিয়মই একমাত্র হেতু অতএব প্রথমত ঋগ্বেদেরই ব্যাখ্যান করা উচিত। ঋগ্বেদের প্রথম প্রয়োগ পুরুষসূক্তে স্পষ্টই আছে * * *। এই প্রদর্শিত সূক্তটিতে প্রথমে ঋগ্বেদের পাঠ আছে বলিয়াই যে তাহাকে প্রধান বলা যাইতেছে, তাহা নহে; ঋঙ্মন্ত্রের দ্বারাই যেহেতু যজ্ঞাঙ্গের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়,

সে জন্যও ঋগ্বেদকে প্রধান বলা যায়। যথা তৈত্তিরীয় শ্রুতি—* * *। যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রকাণ্ডের মধ্যেও— — — অনেকানেক ঋক্ পাঠ করেন (১)। যেহেতু ইহা অপরাপর সকল বেদেই আদৃত অতএব ইহার প্রাধান্য প্রসিদ্ধ। ছন্দোগগণও * * *। মুণ্ডক উপনিষদেও * * *। সেইহেতু প্রধানবেদ ঋগ্বেদের প্রথমে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য।)"

এটি পূর্ব্বপক্ষমত ; ইহা খণ্ডন করিতেছেন ;—

"তান্ প্রত্যেতদুচ্যতে ;—অস্ত্বেবং সর্ব্ববেদাধ্যয়ন-তৎপারায়ণ-ব্রহ্মযজ্ঞজপাদাবৃগ্বেদস্যৈব প্রাধান্যম্, অর্থজ্ঞানস্য তু যজ্ঞানুষ্ঠানার্থত্বাৎ তত্র তু যজুর্ব্বেদস্যৈব প্রধানত্বাৎ তদ্ব্যাখ্যানমেবাদৌ যুক্তম্। তৎপ্রাধান্যং তু কাচিদৃগেবাহ— * * *। এবং সতি * * *। যজুর্ব্বেদস্য প্রথমতো ব্যাখ্যানং যুক্তম্, তত ঊর্দ্ধং * * * ঋগ্ব্যাখ্যানং যুক্তমিতি ঋগ্বেদ ইদানীং ব্যাখ্যায়তে (সেই পূর্ব্বপক্ষবাদীদের প্রতি ইহা বলা হইতেছে :—যে কেহ, সকল বেদ অধ্যয়ন করিবে, যে কেহ সকল বেদের পারায়ণ করিবে, যে কেহ ব্রহ্মযজ্ঞ জপ করিবে, তাঁহাদের তত্তৎ কার্য্যের জন্য ঋগ্বেদের প্রাধান্য স্বীকার্য্য হইলেও, যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য অর্থজ্ঞানের আবশ্যকতা এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য অতএব যজুর্ব্বেদেরই প্রথমে ব্যাখ্যান কর্ত্তব্য। যজুর্ব্বেদের প্রাধান্যও কোন একটি ঋক্ই বলি-

(১) পূর্ব্বপ্রদর্শিত ৫১ পৃষ্ঠার প্রথম তিন পংক্তি এই স্থলের

য়াছে;— * * * । এতাবতা যজুর্ব্বেদের প্রথমে ব্যাখ্যাই ন্যায়সঙ্গত এবং তাহার পরে * * * ঋকের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য বলিয়াই এক্ষণে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ ব্যাখ্যানের পরে ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাত হইতেছে।)”

পাঠকগণের মধ্যে প্রাড়্‌বিবাক ও তৎসাহায্যকারী অনেকেই আছেন; তাঁহাদের নিকটেই বাদীর মানিত সাক্ষীর (সায়ণাচার্য্যের) ভাষ্য, আদ্যন্ত ও যথাযথ লিপিবদ্ধ রূপে এই উপস্থিত করা হইল। সাক্ষী, প্রতিসাক্ষীর কার্য্য করিতেছে কি না? তাঁহারাই বিবেচনা করুন॥

এই অনুক্রমণিকোক্ত, ঋগ্বেদের প্রাধান্য স্থাপক পুরুষসূক্তের উর্দ্ধৃত ঋকৃটি তাঁহাদের চতুর্থ বা চরম প্রমাণ।

সেটি এই—

“তস্মাদ্‌ য়জ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌ য়জুস্তস্মাদজায়ত॥

(ঋ০ সং ১০,৯০,৯)

এই মন্ত্রের অর্থ, ম্যাক্ষমূলর একরূপ বুঝিয়াছেন এবং গোল্‌ডষ্টুকর অপর প্রকার বুঝিয়াছেন পরং আমাদের মতে যখন তাঁহারা এ মন্ত্রকে ঋগ্বেদের প্রথম উৎপত্তি বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান শ্রুতিপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন বোধ হয় তাঁহারা কেহই বুঝেন নাই, ইহা বলাও অসঙ্গত নহে। যেহেতু ‘ঋক্‌ হইতে সাম, সাম হইতে ছন্দ ও ছন্দ হইতে যজু’ এ অর্থ’ত সঙ্গতই নহে, কারণ যাঁহারা ঋক্‌,

সাম, ছন্দ ও যজুর স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন 'বরং ঋক্ হইতে সাম হইতে পারে কিন্তু সাম হইতে ছন্দ ও তাহা হইতে যজুর উৎপত্তি নিতান্তই প্রলাপবাক্য'। দ্বিতীয় অর্থ—'প্রথমে ঋক্সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরে সাম সকল, তাহার পরে ছন্দঃসমস্ত ও সর্ব্বশেষে যজু সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্রমোৎপত্তি অর্থও অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী শক্তির একাধার, সর্ব্বশক্তিমান্, ঈশ্বর, বাদী আর্য্যদের মুখে শোভা পায় না পরং যাঁহারা ঈশ্বরকে ছয় দিনে সৃষ্টিকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার বিশ্রামের জন্য সপ্তম দিন নির্দ্দিষ্ট করেন, তাঁহারা বলিতেও পারেন। প্রকৃত পক্ষে এ মন্ত্রের মোটামুটি স্পষ্ট অর্থ যে "সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞপুরুষ হইতে ঋক্সকল ও সামসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাহইতেই ছন্দ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাহইতেই যজুও উৎপন্ন হইয়াছে।" এতাবতা সৃষ্টির পৌর্ব্বাপর্য্য কিছুই ব্যক্ত হইল না পরং 'ঋক্সকলের প্রথম উল্লেখ থাকায় তদীয় প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে, ইহা বরং বলিলেও বলা যায় কিন্তু অপরাপর স্থলে যজু ও সামেরও প্রাধান্য দৃষ্টি হইবায় (৪৮ ও ৪৯ পৃ°) তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

প্রদর্শিত মন্ত্রে চারিপ্রকার বেদ-সৃষ্টির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ঋগ্বাদিত্রয় সর্ব্বসাধারণের পরিচিত হইলেও 'ছন্দ' বস্তুটি গুরূপদেশ ব্যতিরেকে জ্ঞানগম্য হওআ সুকঠিন। 'সামবেদসংহিতা' অংশদ্বয়ে বিভক্ত; যে অংশে কেবল গান আছে, তাহাকে গানগ্রন্থ বা সামগ্রন্থ কহে এবং যে অংশে ঐ সমস্ত সামের মূল ঋক্গুলি আছে, সেই অংশকে

ছন্দোগ্রন্থ বা ছন্দ আর্চ্চিক কহে; আর্চ্চিক শব্দের অর্থ ঋক্-সমুদয়। এই ঋক্‌গুলি ঋক্‌সংহিতা হইতে সংগৃহীত, ইহাই পাশ্চাত্যগণের হৃদয়-সংস্কার পরং ইহাতে এরূপ অনেক ঋক্ আছে, যাহা ঋক্‌সংহিতা গ্রন্থে নাই; এতাবতা যেমন হোতৃকার্য্যের উপযোগী ঋক্‌সকল সঙ্গৃহীত হইয়া ঋক্‌-সংহিতা হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ উদ্‌গাতৃগণের অর্থবোধ ও স্তোম ব্যবহারের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় পৃথক্ সঙ্গৃহীত হইয়া 'ছন্দঃ' নামে 'অভিহিত হইয়াছে, ইহা কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে। এই ছন্দোগ্রন্থের মধ্যভাগ অরণ্যে ব্যবহার্য্য বলিয়া তাহাকে আরণ্যকার্চ্চিক, শেষ-ভাগকে উত্তরার্চ্চিক এবং অবশিষ্ট প্রথমভাগের বিশেষ নামকরণ অনাবশ্যক বিধায় ছন্দআর্চ্চিকই বলা যায়। এই ভাগত্রয় বিশিষ্ট ছন্দঃ, সামবেদীরা গান করিয়াথাকেন বলি-য়াই তাঁহারা 'ছন্দোগ' বলিয়া বৈদিকসমাজে পরিচিত এবং সামবেদীরা ছন্দোগ বলিয়াই তাঁহাদের ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে 'ছান্দোগ্য' কহে। 'যজুঃসংহিতা'তেও অধ্বর্য্যুর উপযোগী ঋঙ্-মন্ত্র সকল দেখাযায় সত্য বটে। পরং ঐ সংহিতাতে অগ্নি-ষ্টোমাদি যাগক্রিয়া সমস্তের প্রয়োগানুসারে ঋক্ ও যজু সমস্তই বিমিশ্র আছে, ঋক্ সমূহের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই, এই-রূপ অথর্ব্ব সংহিতাতে'ও ঋক্‌সমুদায়ের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই। সামবেদে সেরূপ নহে প্রত্যুত সামবেদের গানগ্রন্থ ৪ খানি এবং ছন্দোগ্রন্থ ৩ খানি সম্পূর্ণত পৃথক্। এতাবতা ইহা বলা বাহুল্য যে প্রদর্শিত মন্ত্রে (৫৪ পৃ০) ঋক্ শব্দে,—ঋক্-সংহিতা, যজুঃসংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতার পদ্যমন্ত্রগুলি;

যজুঃশব্দে,—সকল সংহিতারই গদ্যমন্ত্রগুলি এবং সামশব্দে সামবেদীয় গানগ্রন্থ চতুষ্টয় ও ছন্দঃ শব্দে,—সামবেদীয় ছন্দোনামক গ্রন্থত্রয় অর্থাৎ গানাশ্রয় ঋক্‌গুলি বুঝিতে হইবে।

যদিও সামবেদীয় ছন্দোগ্রন্থগুলিও ঋঙ্‌ময় সুতরাং ঋক্ পদেই গ্রাহ্য হইতে পারিত, তথাপি বিশেষত সামবেদের অংশদ্বয় বোধনের জন্যই ছন্দঃ শব্দের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান অংশের বিশেষরূপে বোধের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখও হইয়া থাকে। প্রদর্শিত (৪৯ পৃ০) যজুর বিংশ অধ্যায়ের দ্বাদশ কণ্ডিকাতেও বেদত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সহিত পুরোনুবাক্যাদির পুনরুল্লেখ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ কণ্ডিকাতে পৃথক্‌রূপে স্তোমের উল্লেখ থাকিতেও ত্রিবৃৎ স্তোমের পুনরুল্লেখ, এতদুভয়ই এ বিষয়ে অসামান্য নিদর্শন। এরূপ আরও অনেক স্থলে আছে। যথা—

ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে—"ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্বেদং সামবেদ
মাথর্বণঞ্চতুর্থমিতিহাসংপুরাণম্ ॥ ১৭,৭ ॥"

এস্থলে ইতিহাস ও পুরাণ, উভয়ই বৈদিক ভাগ-বিশেষ হইলেও পৃথগুল্লেখ হইয়াছে।

এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণেও—

"ব্রাহ্মণান্ ইতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্
গাথা নারাশংসী মে আহুঃ"—ইত্যাদি ॥

এস্থলেও ইতিহাসাদি, ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত হইলেও বিশেষ-বোধনই পুনরুল্লেখের একমাত্র তাৎপর্য্য। এই সমস্ত স্থলে ইতিহাস পুরাণাদি পদ যে মহাভারতাদির বোধক নহে

তাহা বোধ হয় বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না; বৈদিককালে মহাভারতাদি ভবিষ্যদ্‌গর্ভে শয়ান ছিল, এতন্মাত্র স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে পরং তত্তচ্ছন্দের বিশেষরূপ অর্থ জানিতে ইচ্ছা হইলে, তত্তৎগ্রন্থ এবং তত্তদীয় সায়ণভাষ্য ও শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য। এইরূপ বিশেষ বোধনার্থ প্রয়োগকে সংস্কৃতশাস্ত্রে 'ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠ ন্যায়'-মূলক বলা যায় অর্থাৎ যেরূপ 'ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাও' বলিয়া পুনশ্চ 'বসিষ্ঠকে ভোজন করাও' বলিলে, ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বসিষ্ঠ উক্ত হইলেও বিশেষ বোধনের জন্যই তদীয় পুনরুল্লেখ হইয়া থাকে, সেইরূপ।

অতঃপর বিবেচ্য; ঋক্ শব্দে প্রকৃতপক্ষে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতার পদ্যময় সমস্ত মন্ত্র হইলে, 'প্রথমে ঋক্ উৎপন্ন হইল' বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে পদ্যময় যাবৎ মন্ত্র প্রথম সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই পদ্যময় সমস্ত মন্ত্র নিঃশেষে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে একটিও যজু বা সাম উৎপন্ন হয় নাই, পরে সাম অর্থাৎ গীতিময় মন্ত্র সকল সমুৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ঐ গুলি নিঃশেষে উৎপন্ন হইলে পরে ছন্দঃ; তাহার উৎপত্তি নিঃশেষিত হইলে যজু উৎপন্ন হইয়াছে পরং এরূপও পাশ্চাত্যদের অভিপ্রেত নহে, এরূপ অভিপ্রেত হইলে দ্বিতীয় মণ্ডলের অর্ব্বাচীনত্ব এবং দশম মণ্ডলের পরিশিষ্ট-তুল্যত্ব বলিতে পারিতেন না। বাস্তবিকও পদ্যময় মন্ত্র সমস্তের উৎপত্তি নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে একটিও সাম বা যজু সমুৎপন্ন হয় নাই, ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য প্রত্যুত এককালেই ত্রিবিধ রচনার সূত্রপাৎ হইয়াছিল, এমন কি

এক এক জনা ঋষি কর্ত্তৃকই দুটি চারিটি করিয়া ত্রিবিধ মন্ত্রই প্রকাশিত দেখা যায়, বিশেষতঃ সামবেদের বহুতর ঋকের ও তত্তদীয় সামের প্রকাশক একই ঋষি দেখা যায়। এ সকল বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে, তৎ সমস্ত পরে বিশেষ-রূপে প্রদর্শিত হইবে; আপাতত পাশ্চাত্য ভ্রাতৃগণ ঐ মন্ত্রোক্ত 'ছন্দঃ' শব্দ লইয়া কিরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন তন্মাত্র দর্শাইয়াই অদ্যকার বক্তব্য উপসংহৃত করি।

ধীমান্ গোল্ড্ষ্টুকর 'ছন্দঃ' শব্দার্থের অন্বেষণকারী হইয়া একেবারে পাণিনি মহর্ষির সূত্র মহাকূপে পতিত হইয়াছিলেন, তথায় তিনি ১১০ বার 'ছন্দ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া হাবুডুবু খাইলেনমাত্র, ফলে কোন লাভ হয় নাই*। অবশেষে যজুর্ব্বেদের পদ্যভাগই এ ছন্দঃ পদের লক্ষ্য স্থির করিয়া স্বীয় মস্তকভার অবনত করিয়াছেন। তাঁহার যথাসাধ্য!--তিনি তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণের উল্লেখ করিতে পারেন নাই এবং আমাদের অদৃষ্টক্রমে তৎকালে তাঁহার দৃষ্টিপথে সামবেদীয় ছন্দআর্চ্চিকও সমুস্থিত হয় নাই অথবা সাম ও অথর্ব্ব নামে আরও যে বেদদ্বয় আছে, যাহাতে পদ্যময় মন্ত্র বহুতর রহিয়াছে, তাহা তাঁহার স্মরণপথেই উপনীত হয় নাই। যাহাহউক তিনি যে তন্মাত্র বলিয়াই স্বীয় বুদ্ধিরশ্মি সংযত করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। বৈদিক-প্রবর মূলর মহোদয় "বেদসংহিতার অন্তর্গত প্রাচীনতম মন্ত্র সমস্তকে 'ছন্দঃ' এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অবশিষ্ট

* ১৮৬১ খৃঃ মুঃ 'পাণিনি'র ৭০ ও ৭১ পৃষ্ঠা।

গুলিকে 'মন্ত্র' বলিয়া নিজ বেদজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন *। এ মতে কি প্রমাণ? তিনি ইহার বীজ কোথা পাইলেন? এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ (৫৪ পৃ০) মন্ত্রের মধ্যে এ 'ছন্দঃ' ও 'মন্ত্র'ই বা কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে? আমরা'ত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না পরং তিনি এক জনা পাশ্চাত্য বড়লোক অতএব অবশ্যই ইহাঁতে কিছু না কিছু মধু থাকিতেই পারে! মধুলিট্‌গণ অন্বেষণে পরাঙ্‌মুখ না হন! আর একস্থলে এই 'ছন্দঃ' শব্দের সহিত আবস্তিক 'জেন্দ' শব্দের অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন †। ইহা ততোধিক বিস্ময়কর। ছন্দঃ ও জেন্দ অক্ষর সাদৃশ্যে একই হইতে পারে পরং 'জেন্দ' শব্দের অর্থ ভাষ্য বা অনুবাদ এবং 'ছন্দঃ' শব্দের অর্থ মূল-বেদ!! যাহাহউক তাঁহারা বৈজ্ঞানিক, ভাষাবিজ্ঞানও তাঁহাদেরই করায়ত্ত। ডারউইন সাহেব অর্ণবযানে ৬ বৎসর বিনাবেতনে কর্ম্মচারী থাকিয়া বহু ভ্রমণে ও বহু কষ্টে আমাদের উৎপত্তি বানরজাতি হইতে নির্ণয় করিয়াছেন; তাহাও শিরোধার্য্য!!!

---

* ১৮৫৯ খৃ০ মু০ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাসের ৭০ পৃষ্ঠা।

† ১৮৬২ খৃ০ মু০ ভাষাবিজ্ঞানসম্বন্ধী বক্তৃতার ২০৬ পৃষ্ঠা।

বৈদিক সমালোচনা।

কোন্ বেদ প্রথম ?

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

এই প্রশ্নের উত্তরে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বলেন ;—"ঋক্ বেদ, প্রথম"। ঋগ্বেদের এই প্রাথম্যে তাঁহাদের যে চারিটী প্রধান প্রমাণ, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত এবং খণ্ডিতও হইয়াছে, অপ্রধান রূপে আরও যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎ সমস্তও যথাবসর উল্লেখ পূর্ব্বক নিরাকৃত হইবে।

প্রকৃত পক্ষে, এই প্রশ্নের অভিপ্রায়ই প্রথমে বিশেষ বিবেচনীয়। "ইদানীং প্রসিদ্ধ যে চারিখানি সংহিতা গ্রন্থ, তন্মধ্যে কোন্ সংহিতা গ্রন্থ পূর্ব্বের রচিত ?" যদি ইহাই এ প্রশ্নের অভিপ্রায় হয় ? তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে, যে, "এই চারি সংহিতা গ্রন্থই এককালেই গ্রথিত" এবং আনুসঙ্গিক ইহাও বলিতে হইবে, যে, "ইহারা এরূপ গ্রন্থাকারে রচিত নহে প্রত্যুত এইরূপ সংহিতা গ্রন্থ চারিখানি প্রসিদ্ধ হইবার, অতি পূর্ব্বকালে, রচিত ও প্রকাশিত মন্ত্রগুলির হৌত্র প্রভৃতি কার্য্যানুসারে এক একটি পেটিকা স্বরূপে এককালেই চতুর্দ্ধারূপে সংগৃহীত সুতরাং চতুঃসংহিতা রূপে প্রসিদ্ধ"।

যদিও চারিটি বা চারি প্রকার রচনা কার্য্য এককালে হইতে পারে না কিন্তু এককালেই চতুর্দ্ধারূপে সংগৃহীত হইবার কোন বাধা নাই। কোন ভিক্ষুক, বহু পর্য্যটনে যব, গোধূম ও ধান্য * এই ত্রিবিধ অন্নে ঝুলি পূর্ণ হইলে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হওত, তৎসমস্ত বাছিয়া এক শের যব, যবাগুর জন্য এবং একপোআ যব, অর্দ্ধ পোআ ধান্য ও আড়াই পোআ গোধূম পাকের জন্য এবং এক পোআ যব, এক ছটাক গোধূম ও এগার ছটাক ধান্য মণ্ডের জন্য এবং অসমপরিমিত, অবশিষ্ট, বিমিশ্র, যবাদি অন্ন গুলি উপস্থিত কার্য্যের অনুপযোগী জ্ঞানে স্বতন্ত্র; এককালে এইরূপ চতুর্ধা বিভাগ করিবে, তাহাতে কোনই বৈচিত্র নাই। যেহেতু এইরূপ চতুর্বিভাগ করিবার নিমিত্ত চতুর্বার বা চতুঃসংখ্যক ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, মিশ্রিত ত্রিতয় বস্তু, একমাত্র বাছন ক্রিয়া দ্বারাই পৃথক্ তিনটি স্তূপাকারে দৃষ্ট হইতেই পারে এবং যাহা ইদানীং অনাবশ্যক বিবেচনাতে বাছা হইল না অথচ এ স্তূপত্রয়ের কোনটীরই সহিত মিশ্রিতও করা হইল না সুতরাং তাহাই চতুর্থ স্তূপরূপে স্বতন্ত্র হইবে, ইহাতেও ক্রিয়ান্তর বা কালান্তরের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এতাদৃশ অবস্থায় যদি কেহ জিজ্ঞাসু হন যে, দৃশ্যমান চারিটি স্তূপের কোন্ স্তূপটি প্রথমে রচিত হইয়াছে? তাঁহাকে কিরূপ উত্তরদান সঙ্গত হইবে? আমাদের বিবেচনায়

* এস্থলে ঋক্, যজু ও সামের স্থানাপন্ন যথাক্রমে যব, গোধূম ও ধান্য বিবেচনীয়।

"ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, সকল স্তূপগুলিই সমকালের" ইহাই এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর।

প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারে, গদ্য-পদ্য-গীতি-বিমিশ্র, ত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রগুলি নিয়মানুসারে সাধারণের ব্যবহৃত করিবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞ কাণ্ডের প্রথম পথপ্রদর্শক (কোন যুগে বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ) অথর্ব্বা ঋষি অগ্নিষ্টোমাদি যাগের হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও উদ্গীথ কার্য্যের উপযোগী মন্ত্রসমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বাছিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলি ত্যাগ করেন সুতরাং অবাধে চারিখানি সংহিতার সংগ্রহ এককালেই সম্পন্ন হইয়া উঠে। এতাবতা চারিসংহিতা গ্রন্থই এককালের, ইহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য অন্বেষণ, বিড়ম্বনার ফল মাত্র। এই জন্যই পৌরাণিকগণ "ব্রহ্মার চারি বদন হইতে চারি বেদের আবিষ্কার" বর্ণনা করেন এবং এই জন্যই মীমাংসা দর্শনে, বেদসম্বন্ধে "গ্রন্থকার নাই" সিদ্ধান্তিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি এই সংহিতাগুলির সঙ্গ্রহ কর্ত্তা, তিনি ইহাদের রচয়িতা নহেন।

চারি নামে চারি সংহিতা প্রসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে, সমস্ত মন্ত্রই বিমিশ্রভাবে ছিল ; তৎপক্ষে, সমস্ত বেদের "ত্রয়ী" নামই যথেষ্ট প্রমাণ এবং এককালেই যে চারিটি সংহিতা সংগৃহীত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ চারি নামে বোধিত হইয়াছিল ; তৎপক্ষে, প্রত্যেক যজ্ঞকার্য্যে ত্রিবিধ সংহিতারই সম-প্রয়োজনীয়তা ও অথর্ব্বের বর্জনীয়তাই যথেষ্ট প্রমাণ। আরও বিবেচনীয় ; যদি

হৌত্রাদি কার্য্যানুসারে এককালেই চতুঃসংহিতা সঙ্গৃহীত না হইত প্রত্যুত প্রথমত ঋক্ সঙ্গৃহীত হইয়া পরে ক্রমে অপরাপর সংহিতা সঙ্গৃহীত হইত, তাহা হইলে সমস্ত ঋক্ (পদ্য) মন্ত্রই উক্ত সংহিতাতে পাওআ যাইত এবং অপর সংহিতার মধ্যে ঋক্ (পদ্য) মন্ত্র পাওআই যাইত না। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; অনেক ঋক্ এরূপ আছে, যাহা ঋক্‌সংহিতাতে নাই* এবং উক্ত সংহিতাতে অনেকানেক ঋক্ এরূপও দেখা যায়, যাহা অপরাপর সংহিতাতেও অদৃষ্টচর নহে † বরং এরূপও অনেক ঋক্ আছে, যাহা ঐ ঋক্ সংহিতাতেই দ্বিরুক্ত বা ত্রিরুক্ত ‡।

যদি "সর্ব্ব প্রথমে ঋক্ সংহিতা অর্থাৎ ঐরূপ আদ্যন্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, পরে অপরাপর সংহিতাগুলি রচিত হইয়াছে এবং অপরাপর সংহিতার রচনাকালে পূর্ব্বরচিত ঋক্ সংহিতা হইতে যথেচ্ছ ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত হইয়াছে" ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত হয়; তাহাও সুসঙ্গত নহে।

যেহেতু;—

(১ম) ঋক্ সংহিতাখানি কোন এক ব্যক্তির প্রণীত, তৎপক্ষে প্রমাণাভাব প্রত্যুত তদ্বিপক্ষে, তদীয় মন্ত্রগুলির ঋষি-নামোল্লেখই যথেষ্ট প্রমাণ।

---

* সমুদ্রিত সামসংহিতার ২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† সমুদ্রিত সামসংহিতার ১ম পৃষ্ঠাই দেখ।

‡ সমুদ্রিত সামসংহিতার ৫৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ 'ঋক্‌সংহিতা যদি কোন এক ব্যক্তির প্রণীত হইত, তবে যেরূপ রঘুবংশাদির প্রণেতা কালিদাস প্রসিদ্ধ, সেইরূপ এতৎপ্রণেতাও তদধিক প্রসিদ্ধ হইতেন, পরং কোন ব্যক্তিই ইহার প্রণেতা বলিয়া বৈদিকবিদিত নহেন প্রত্যুত এতদীয় প্রত্যেক সূক্তেরই দ্রষ্টা বা প্রকাশক (সংগ্রাহক) ভিন্ন ভিন্ন। যথা— ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথমাদি দশটি সূক্তের দ্রষ্টা বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দ; একাদশ সূক্তের দ্রষ্টা, সেই মধুচ্ছন্দেরই পুত্র জেতা ঋষি; দ্বাদশ সূক্তের দ্রষ্টা কণ্বংশীয় মেধাতিথি। ইত্যাদি। এতাবতা ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সূক্তগুলি কিছুদিন বিকীর্ণ থাকিয়া পরে মণ্ডলাকারে গ্রথিত হওত বহু কাল হইতেই মুখে মুখে অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছিল, কালক্রমে যাগ-কার্য্যানুসারে ঐ মণ্ডলসমস্ত শাখাভেদে বিবিধক্রমে গ্রথিত হইয়াই "ঋক্‌সংহিতা" নামটি লাভ করিয়াছে। সম্ভবত যজ্ঞের প্রথম আবিষ্কারক অথর্ব্বা ঋষিই এইরূপ সংহিতার প্রকাশক। অথবা আশ্বলায়নাদি আচার্য্যগণই স্বীয় শিষ্য শাখাদির অধ্যয়ন সুখার্থ স্ব-স্ব-মতানুরূপ যাগক্রিয়াসমস্তের পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে মণ্ডলগুলি একত্রীকৃত করিয়াছেন, তাহাই "আশ্বলায়ন শাখা" প্রভৃতি নামে প্রথিত হইয়াছে এবং তৎসমস্ত শাখারই মন্ত্রভাগকে সাধারণ্যে "ঋক্‌সংহিতা" বলা যায়। যদিও তৎসমস্ত সংহিতাই এক বস্তু পরং শাখাচার্য্যগণের মতভেদানুসারে যাগকার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যের বিভিন্নতা নিবন্ধন মণ্ডল

গ্রথনের পৌর্ব্বাপর্য্যও বিভিন্ন হইবায় এবং তাঁহাদের বিভিন্ন-দেশীয়ত্ব প্রযুক্ত অবশ্যম্ভাবী উচ্চারণগত ভেদ প্রকাশ পাইবায় ও মুখাধ্যাপনে স্মৃতিমাত্রের সহায়তা থাকায় মন্ত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য ঘটাতেই যাহাকিছু যৎ-সামান্যভেদ; পরং এই সমস্ত কারণেই যজুর্ব্বেদীয় কয়েকটি শাখা এতই বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহারা পরস্পর 'শুক্ল' 'কৃষ্ণ' নাম ধারণ করিয়াছে এবং তত্তদীয় অনুবাকাদির এতই পৌর্ব্বাপর্য্য-ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, যে, বৈদিক সমাজ, তাহার কতকগুলিকে 'বান্ত' বলিয়া পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এস্থলে বিশেষত ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক নহে, যে, যাগক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারেই মণ্ডলগুলি গ্রথিত হইয়াছে, অন্যথা প্রথম মণ্ডলটি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দের, ২য় গৃৎসমদপুত্র শৌনকের, ৩য় বিশ্বামিত্রের, না হইয়া বিশ্বামিত্রের মণ্ডলটী অবশ্যই মধুচ্ছন্দের মণ্ডলের পূর্ব্বে দেখা যাইত। এতাবতা ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, ঋক্‌সংহিতা কাহারও প্রণীত নহে, উহা যাগকার্য্যানুসারে সংগৃহীত মাত্র সুতরাং সমস্ত সংহিতাই এককালের; সংহিতাগুলির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য নাই"।

(২য়) সমস্ত সংহিতা খানি প্রণয়নের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা কঠিন; পক্ষান্তরে প্রতি মন্ত্রের উদ্দেশ্য নির্ণয় বা সমস্ত সংহিতা যজ্ঞার্থ সংগৃহীত হইলে হৌত্ররূপ উদ্দেশ্য বর্ণন ক্লেশকর নহে ইহাও বিবেচনীয়।

(৩য়) ঋকসংহিতার অনেকানেক ঋক্‌কার, অপরাপর

সংহিতাতে অধিকাংশ-সামাদি-কারও দেখা যায়। তন্নিদর্শন যথা—রহুগণবংশীয় যে গোতম ঋষি, ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৭৪ম ও ৯৩ম সূক্ত, ৯ম মণ্ডলের ৩১শ সূক্ত ও ৬৭ম সূক্তের ৭ম, ৮ম ও ৯ম এবং ১০ম মণ্ডলের ১৩৭ম সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রের প্রকাশক, তিনিই সামসংহিতার প্রথম সামের প্রকাশক। এতাবতা এই ঋক্‌সমস্ত ও সামটির প্রকাশকাল, একই মুহূর্ত্ত না হউক, একই জীবন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪র্থ) এস্থলে আনুষঙ্গিক ইহাও প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে, যে, যদি যাগকার্য্যানুসারে সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে গোতম প্রভৃতি এক এক ঋষির প্রকাশিত ঋক্‌গুলি সমস্তই একস্থানে থাকিত, কতক প্রথম মণ্ডলে, কতক নবমে, পুনশ্চ কতক দশমে; এরূপে অসজ্জিতভাবে থাকিত না এবং এক সূক্তের মধ্যেও ঋক্‌সকলের ঋষিভেদ দেখা যাইত না। এতাবতা এই অসজ্জিত ভাবে ঋক্‌গ্রথন এবং এক সূক্তের মধ্যে দুই বা ততোধিক ঋষির প্রকাশকত্বই প্রমাণিত করিতেছে যে "ঋক্‌সংহিতা" প্রভৃতি সংহিতাগুলি যাগকার্য্যানুসারেই সংগৃহীত, কাহারও প্রণীত নহে।

(৫ম) আরও বিবেচনীয়, যে, সামবেদীয় ছন্দোগ্রন্থের দশৎগুলির ঋক্‌গুলি, ঋক্‌সংহিতার সূক্ত সমস্ত হইতেই সঙ্গৃহীত হইয়াছে বলা এবং ঋক্‌বেদীয় সূক্তগুলির ঋক্‌গুলি, সাম-সংহিতার ছন্দোগ্রন্থের দশৎসমস্ত হইতেই সঙ্গৃহীত বলা, উভয়ই তুল্য; বরং দশৎ অনুসারে সাম-

সংহিতার গেয় গান গ্রন্থের গানসমস্ত দৃষ্ট হইবায় দশন্তেরই সম্মান সমধিক দেখাযায়। এই বিনিগমনাভাবও ঋক্‌সংহিতার অপ্রাথম্য পক্ষে একটি হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে

(৬ষ্ঠ) মীমাংসাদর্শনকার মহর্ষি জৈমিনি, পদ্যমাত্রেরই ঋক্‌, গদ্যমাত্রেরই যজু ও গীতিমাত্রেরই সাম নামকরণ স্বীকার করিয়াছেন (২অ০ ১পা০ ৩২-৩৩ ৩৪ সূ০), যদি ঋক নামটি একখানি গ্রন্থবিশেষেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত মহর্ষির অভিপ্রায় সুতরাং বিরুদ্ধ হয়।

অর্থাৎ যদি "ঋক্‌সংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রথমে প্রণীত হইত এবং পরে ক্রমে "যজুঃসংহিতা" প্রভৃতি কতক উদ্ধৃত লইয়া ও কতক নূতন প্রণয়ন করিয়া, সঙ্কলিত হইত; তাহা হইলে, প্রথমত, ঋক্‌ প্রভৃতির পরিচয়ের জন্য লক্ষণ প্রণয়নই আবশ্যক হইত না, যে মন্ত্র যে সংহিতার সে সেই নামে স্বতই উক্ত হইত এবং ঐরূপ প্রণীত লক্ষণ হইলেও অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা স্বল্প, কারণ যে মন্ত্র পদ্য অথচ ঋক্‌সংহিতাতে নাই প্রত্যুত সামসংহিতাতে আছে, তাহা তাঁহাদের মতে সাম ভিন্ন ঋক্‌ পদের বাচ্য হইতেই পারে না। অন্যথা যদি তাঁহারা পদ্যমাত্রকেই ঋক্‌ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রথমত পদ্যমাত্রের উৎপত্তি তৎপরে সমস্ত গীতির বা সমস্ত যজুর উৎপত্তি বলিতে হয় সুতরাং কেবল ঋক্‌-সংহিতার গ্রন্থখানির প্রাথম্য রক্ষিত হয় না এবং তাহারও অংশবিশেষকে অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন [illegible] পরিশিষ্ট স্বরূপ বলাও অসঙ্গত হয়।

(৭ম) যদি ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রকেই ঋক্ ও যজুঃসংহিতার মন্ত্রকেই যজু বলিতে হয়, তবে গোভিলাদি গৃহ্যসূত্রকারগণ যে সকল মন্ত্রের প্রতীক গ্রহণপূর্ব্বক ঋক্ বা যজুরূপে বিশিষ্ট করিয়াছেন, তাহা ঋক্‌সংহিতা বা যজুঃসংহিতাতে না থাকায় প্রত্যুত সামবেদেই থাকায় সাম নামেরই উপযুক্ত হওআ নিতান্ত দূষণীয় হইতে পারে। যথা "পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্র ইত্যেতয়র্চা" এবং "যদদশ্চন্দ্রমসীতি সকৃদ্যজুষা" ইত্যাদি *।

(৮ম) উপনিষদাদিতে "তদৃচাভ্যুক্তম্" বলিয়া প্রমাণরূপে উল্লিখিত মন্ত্রের ঋক্‌সংহিতাতে অস্থিতি এবং পদ্যরূপে অপর স্থলে স্থিতিও পদ্যমাত্রই যে ঋক্ তদ্বিষয়ে অসামান্য প্রমাণ।

এতাবতা ঋক্ বলিলেই যে কোন সংহিতাতেই সম্বদ্ধ সমস্ত পদ্যমন্ত্রই বুঝিতে হইবে এবং ঋগ্বেদ বলিলেও সেই সমস্ত বেদমন্ত্রই বুঝিতে হইবে সুতরাং ঋগ্বেদের প্রাথম্য স্থাপন করিতে হইলে সমস্ত পদ্য মন্ত্রেরই প্রাথম্য স্থাপনার্থ প্রমাণ প্রয়োগাদি করিতে হয় পরং সমস্ত পদ্য মন্ত্রের প্রাথম্য স্থাপন বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ সুকর নহে এবং তাহা তাঁহাদের বা আমাদের কাহারও অভিপ্রেতও নহে অতএব ইহা বলা বোধ হয় ভুয়োবোদমাত্র,—১ম, সমস্ত ঋক্ (পদ্য) মন্ত্রগুলিই প্রথমে সমুৎপন্ন নহে প্রত্যুত অনেকগুলি অনেকালের যজু ও সামের উৎপত্তির পূর্ব্বের হইতে

* মমুদ্রিত গোভিলের ১২৫ এবং ৫৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

পারে পরন্তু অনেকানেকই তৎসমকালের এবং অনেকানেক তৎপরকালেরও আছে; ২য়, ঋগ্বেদ বলিলে প্রকৃত পক্ষে ঋক্‌সংহিতাখানি মাত্র বুঝায় না প্রত্যুত যে কোন সংহিতাতেই থাকুক ঋক্ (পদ্য) মন্ত্র মাত্রেরই বোধ হয়; ৩য়, ঋক্‌সংহিতা খানি কাহারও প্রণীতই নহে এবং যজুঃসংহিতাদির পূর্ব্বেরও নহে প্রত্যুত হৌত্রাদি কার্য্যের উপযোগী মন্ত্র সমস্তের পেটিকাস্বরূপে সংগৃহীত এবং যজুঃসংহিতাদি অপর সংহিতাত্রয়ের সমকালের বস্তু।

বস্তুত;—ঋক্ শব্দের অর্থ পদ্য এবং সংহিতা শব্দের অর্থ এক জাতীয় মন্ত্র বা উপদেশ সমস্তের অব্যবহিতভাবে অর্থাৎ উপর্য্যুপরি রূপে সংস্থান অতএব যে গ্রন্থে হৌত্র কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী মন্ত্রসমস্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাকেই "ঋক্‌সংহিতা" কহে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য, যে, হোতার ব্যবহারার্থ যে উক্থ ও শস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় হয়, তৎসমস্তই ঋক্ অর্থাৎ পদ্যময় মন্ত্র; এই জন্যই উক্ত সংহিতাতে ঋক্ ব্যতীত অপর প্রকার মন্ত্র নাই এবং আবশ্যকানুসারে একই মন্ত্র দ্বিতীয় বা ততোধিক বারও গ্রথিত হইয়াছে। এমন কি, "ইড়ামগ্নে" এ মন্ত্রটী এক তৃতীয় মণ্ডলেই সপ্তবার গ্রথিত দেখাযায় *। এইরূপ যে গ্রন্থে আধ্বর্য্যব কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী মন্ত্রসমস্ত সঙ্কলিত আছে, তাহাকেই "যজুঃসংহিতা" কহে। এস্থলেও ইহা জ্ঞাতব্য, যে, অধ্বর্য্যুর ব্যবহারার্থ যে যাজ্যা অনুবাক্যাদি প্রয়োজনীয় হয়, তৎ-

* ১, ২৩। ৬, ১১। ৯, ১১। ৭, ১১। ১৫, ৩৭ সূক্ত ৫। ২৩, ৫ম।

সমস্তই যে যজু অর্থাৎ গদ্যময়, তাহা নহে প্রত্যুত তাহার কতকগুলি ঋক্ অর্থাৎ পদ্যও আছে এবং ঐ ঋক্‌গুলির ঋক্‌সংহিতাদি অপর সংহিতাত্রয়েও অসদ্ভাব নাই; পরং ঐ সকলগুলিই সর্ব্বত্র আছে তাহাও নহে। এই আধ্বর্য্যব কাণ্ডে স্থানবিশেষে সাম (গীতি) মন্ত্রেরও আবশ্যক হয় অতএব তাহাও যজুঃসংহিতাতে সংগৃহীত রহিয়াছে পরং ইহাতে যজুর্মন্ত্র সমধিক বলিয়াই ইহা যজুর্নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সাম সংহিতাতেও ঋক্ ও যজুর অসদ্ভাব নাই বরং ইহাতে এরূপ অনেক ঋক্ আছে, যাহা ঋক্‌সংহিতাদিতে নাই এবং এরূপ অনেক যজুও আছে, যাহা যজুঃসংহিতাদিতেও নাই। কিন্তু ঔদ্গাত্র কার্য্যের উপযোগী স্তোম স্তোত্রাদি মন্ত্র সমস্তের অধিকাংশই সাম (গীতি) এবং তাহাই ইহাতে প্রাধান্যত সঙ্গৃহীত বলিয়াই ইহাকে "সামসংহিতা" কহে। অথর্ব্বসংহিতাও এইরূপ; যে সমস্ত মন্ত্র অগ্নিষ্টোমাদি যাগে হোত্রাদির ব্যবহার্য্য নহে, তাহাই অথর্ব্ব অর্থাৎ অব্যবহার্য্য, তাদৃশ জাতীয় মন্ত্রসমস্তের একত্রাবস্থান যে গ্রন্থে, তাহাকেই "অথর্ব্বসংহিতা" কহে পরং ইহা অগ্নিষ্টোমাদি যাগে হোত্রাদির অব্যবহার্য্য হইলেও ব্রহ্মার অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং শ্যেনাদি অপরাপর আমুষ্মিক যাগে অতীব প্রয়োজনীয় অতএব সেই সেই কার্য্যসমস্তের উপযোগী মন্ত্রসমুদায়ের মধ্যে ঋক্ ও যজু উভয়বিধই দেখা যায় এবং এরূপও অনেক মন্ত্র দেখা যায়, অপরাপর সংহিতাতেও যাহার অসদ্ভাব নাই।

(৯ম) এক একটি বেদের বহুশাখাভেদও ঋগ্বেদের অপ্রাথম্যের অন্যতম প্রমাণ। যদি ঋগ্বেদসংহিতা গ্রন্থাকারে প্রথম রচিত হইয়াথাকে, তাহা হইলে, সেটী কোন্ শাখা? ইহা অবশ্য নির্ণেয়। সকল শাখা-সংহিতার মণ্ডলাদি বিভাগ একরূপ নহে এবং মন্ত্রসংখ্যারও ন্যূনাতিরেক আছে অতএব সকলগুলিই এক নহে এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামের দ্বারাই বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিতত্বও স্পষ্টই উপলব্ধ হয়; ইহার মধ্যে কোন্ শাখাটি প্রকৃত ঋক্সংহিতা ইহা নির্ণয় করাও সুদুষ্কর। "বহুঋষি কর্ত্তৃক বহু ঋক্সংহিতা প্রণীত হইয়াছে এবং তৎসমস্তই যজুরাদি সংহিতার পূর্ব্বের" এরূপ উক্তি বাতুলতার অভিব্যঞ্জকমাত্র; যেহেতু প্রত্যক্ষত এক বস্তুর বহুকর্ত্তা এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানে যিনি যজুঃসংহিতার বা সামসংহিতার কোন কোন শাখা-প্রচারক ঋষিদের পরবর্ত্তী বলিয়া স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছেন তাঁহাদিগকেও একমাত্র ঋক্সংহিতার প্রাথম্য রক্ষা অনুরোধেই পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার, ইহা কতদূর সঙ্গত? ধীমদ্ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনাধীন। যদি ঐ শাখা-সংহিতাগুলির কোন একটিকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও বিনিগমনাভাব রূপ একটি দোষ অনিবার্য্য হয় অর্থাৎ কোনটি প্রকৃত তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই দেখাযায় না। অতএব এই শাখাভেদও ইহাই প্রমাণিত করিতেছে, যে কোন সংহিতাই প্রণীত নহে প্রত্যুত কালক্রমে যাগকার্য্যানুসারে সংগৃহীত মন্ত্র-সমষ্টিমাত্র এবং এই সমষ্টির সঙ্গ্রাহক প্রথমে একজনা হইলেও কালে বহুদেশের বহু আচার্য্যকর্ত্তৃক মৌখিক

অধ্যয়নাদি কারণে বহুরূপ হইয়া বহুশাখা নামে প্রসিদ্ধ হই-য়াছে। এতাবতা এক এক বেদেরই অনেকানেক শাখা-প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিলেও প্রকৃত সংহিতা চতুষ্টয়ের প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। ঋগ্বেদের প্রধানত পাঁচটি শাখা। তন্মধ্যে আশ্বলায়ন, শাকল, বাস্কল এবং মাণ্ডুকেয় ঋষির শাখাগুলি সূক্তকার-বংশীয়গণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কি না বিশেষ বিচার্য্য পরং সাংখ্যায়নী শাখার প্রকাশক ঋষির পূর্ব্বপুরুষ গাথ্য ঋষি একজনা সূক্তকার। ১০ম মণ্ডলের ১১শ অনু-বাকের পঞ্চদশ সূক্তটী তাঁহারই। অতএব সাঙ্খ্যায়নী শাখার প্রকাশের পূর্ব্বে যে ঐ সূক্তটি তদীয় পূর্ব্বপুরুষ-কর্ত্তৃক রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ না থাকায়, শাখাকারগণ যে সূক্তাদির রচয়িতা নহেন, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। এতাবতা শাখাকারগণই যে সংহিতার রচয়িতা, তাহাও বলিতে পারা যায় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে "সংহিতা" সমস্তের রচয়িতা কেহই নহে, ঐগুলি শাখাকারগণ কর্ত্তৃক বা অপর কোন ঋষি (অথর্ব্বাদি) কর্ত্তৃক সংগৃহীতমাত্র। অনুশাখাগুলি কালক্রমে শাখাগুলির বহুদেশে মৌখিক বহু প্রচারানুসারে উচ্চারণ, মন্ত্রসংখ্যা ও পাঠভেদাদি অনুসারে বিভিন্ন এবং তত্তৎ শিষ্য সম্প্রদায়ের উপদেশক ঋষিদের নামানুসারে প্রথিত হইয়াছে সুতরাং সেগুলি যে, শাখা অপেক্ষা উত্তর-কালের তাহা বলাই বাহুল্য।

উপসংহারে স্পষ্টিত বক্তব্য,—যে, "ঋক্‌সংহিতা"র উৎপত্তি-কালে, ঋক্ যজু ও সাম এ ত্রিবিধ মন্ত্রেরই

সমভাবে ব্যবহার বর্ত্তমান ছিল, এবং যাগকার্য্যানুসারেই তৎসমস্ত বিভাগীকৃত ও এককালেই গ্রন্থ-বদ্ধ হয় সুতরা কোন সংহিতাই কোন সংহিতার পূর্ব্বের নহে! এটী একটী স্মরণীয় সত্য! সকল সংহিতাতেই ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দের ও কোন কোন স্থলে রথন্তরাদি তত্তৎ বিশেষশব্দের দর্শনই ইহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। যদি "ঋক্ সংহিতা" যজুঃ ও সাম উৎপত্তির পূর্ব্বের গ্রন্থ হইত, তবে কি তাহাতে যজুঃ শব্দ এবং সাম ও রথন্তর প্রভৃতি সাম বিশেষ বাচক শব্দগুলি পরিদৃষ্ট হইত? কখনই না, যাহা ভবিষ্যদগর্ভে স্থিত, তাহা "ঋক্সংহিতা"কার কোথায় পাইতেন? পরং আমরা ঐ ঋক্ সংহিতাতেই, তাদৃশ শব্দ সমস্তের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। নিম্নে তদীয় কতিপয় উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে যথা;—

ঋ০ সং০ ১০ মং ৯০ সূক্তের ৯ম ঋকের দ্বিতীয় চরণে—

"যজুস্তস্মাদজায়ত"

অর্থ—তাঁহা হইতেই যজুও সমুৎপন্ন হইল।

যেরূপ দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের প্রদর্শিত নবম ঋকে সৃষ্টি বিষয়ে সমস্ত ত্রয়ীরই উল্লেখ দেখাযায়, সেইরূপ ঐ মণ্ডলেরই ১০৭ম সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকের প্রথমার্দ্ধ এক স্থানে চতুর্ব্বিধ ঋত্বিকেরও নামোল্লেখ আছে; যথা—

"তমেবঋষিন্তমুব্রহ্মাণমাহুর্যজ্ঞন্যং সামগামুক্থশাসম্"

অর্থ—যিনি ব্রহ্মা (অথর্ব্ববেদী ঋত্বিক্), যিনি যজ্ঞন্য

(যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্) যিনি সামগ (সামবেদী ঋত্বিক্) যিনি উক্থশাস (ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্), তাঁহারাই ঋষি নামে অভিহিত হএন।

ঐ দশম মণ্ডলেরই ৮৫ম সূক্তের ৩১শ মন্ত্রে ঋক্ ও সামের একত্র উল্লেখও রহিয়াছে ; যথা—

"ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ"

অর্থ—ঋক্ ও সামের দ্বারা কথিত হইয়াছে।

প্রদর্শিত নিদর্শনগুলি, যদি দশম মণ্ডলের বলিয়া পাশ্চাত্যগণের উপেক্ষণীয় হয়, এই ভয়ে অপরাপর মণ্ডলেরও দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা—

ঋ০ স০ ৫ম ম০ ৬২ম সূক্তের ৫ম ঋকের দ্বিতীয় চরণ—

"বর্হিরিব রজুষা রক্ষমাণা।"

অর্থ—যজুর দ্বারা যেমন যজ্ঞ রক্ষিত হয়।

ঋ০ স০ ২য় মণ্ডলের ৪৩ম সূক্তের ১ম ঋকের তৃতীয় চরণ—

"উভে বাচৌ বদতি সামগাইব"

অর্থ—সামগগণের ন্যায় উভয় বাক্যই বলে অর্থাৎ সামগগণ যেরূপ গানগ্রন্থস্থ 'বামদেব্য' প্রভৃতি সাম গান করেন এবং ঐ ঐ সামেরই মূলস্বরূপ ছন্দোগ্রন্থের 'রেবতী' প্রভৃতি ঋক্‌ও পাঠ করেন, সেইরূপ।

সামের বিশেষ বিশেষ নামোল্লেখ সম্বন্ধেও উদাহরণের অপ্রতুল নাই। যথা—ঋ০ স০ ১০ম মণ্ডলের ১৮১ম সূক্তের প্রথম ঋকের শেষ চরণ—

"রথন্তর মা জভারা বসিষ্ঠঃ"

অর্থ—বসিষ্ঠ ঋষি রথন্তর নামক সাম আহরণ করেন। পুনঃ। ঐ মণ্ডলের ঐ সূক্তেরই দ্বিতীয় ঋকের শেষ চরণ—

"ভরদ্বাজো বৃহদা চক্রে অগ্নেঃ"

অর্থ—ভরদ্বাজ ঋষি বৃহৎ নামক সাম, অগ্নির নিকটে লাভ করেন।

অপরাপর মণ্ডলেও রথন্তরাদি শব্দের অপ্রতুল নাই। যথা, প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ম সূক্তের ২৫শ ঋকের দ্বিতীয়চরণ—

"রথন্তরে সূর্য্যং পর্য্যপশ্যৎ"

অর্থ—রথন্তর গানকালে ভালরূপে সূর্য্য দর্শন করিবে। আরও, নবম মণ্ডলের ৬০ম সূক্তের আরম্ভেই—

"প্র গায়ত্রেণ গায়ত"

অর্থ—গায়ত্র নামক সাম দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে গান কর। ইত্যাদি।—

এতাবতা ঋক্, যজু ও সাম—এ ত্রিবিধ রচনাই এককালের অর্থাৎ সংহিতা-চতুষ্টয় রূপে গ্রন্থাকারে আবিদ্ধ হইবার পূর্ব্বের এবং এই চারি সংহিতাই একজনা কর্ত্তৃক এক উদ্দেশে, এক নিয়মে ও এককালে সঙ্গৃহীত ও গ্রন্থাবদ্ধ হইয়াছে;—যাঁহারা ঋগ্বেদকে প্রথমে উৎপন্ন বলেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন সন্দেহ নাই।

বৈদিক সমালোচনা।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অভূতপূর্ব্ব অনুসন্ধিৎসা-প্রভাবে ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলকে সামবেদাদির পরতন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তৎপ্রসাদ-ভোজী মহাত্মারাও তদবলম্বনে লেখনী চালনপূর্ব্বক স্ব স্ব বেদজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইতে ত্রুটী করিতেছেন না। বস্তুত আমাদের (আর্য্য বৈদিকগণের) মতে ইহা সম্পূর্ণ উন্মত্তপ্রলাপ ব্যতীত কিছুই নহে অতএব অদ্য তাহারই কিঞ্চিৎ আন্দোলন করিবার অভিপ্রায়ে নিরুক্ত শিরোনাম ব্যবহৃত হইল।

এই দ্বিতীয়মণ্ডল বিষয়ে কোন বিখ্যাত (বাঙ্গালী) গ্রন্থকার মহাশয় লিখিয়াছেন;—"দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রায় সমুদায় সূক্তই গৃৎসমদ ঋষির প্রণীত। অনেকানেক উপাখ্যানের মধ্যে লিখিত আছে, ঐ গৃৎসমদের অন্য একটি নাম শৌনক।

'য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডল মপশ্যদিতি।'

(ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের সায়ন ভাষ্যের প্রারম্ভে উদ্ধৃত অনুক্রমণিকা-বচন)

যিনি অগ্রে আঙ্গিরস-বংশীয় শুনহোত্রপুত্র হইয়া পরে ভৃগুবংশীয় শৌনক হইলেন, সেই গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন।

পাণিনি ঋষি বৈদিক শাস্ত্র সমুদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 'দৃষ্ট' ও 'প্রোক্ত'। তিনি সামবেদাদি যে সমস্ত শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত সুতরাং অতীব প্রাচীন বলিয়া

জানিতেন। তাহার নাম দৃষ্ট, আর ব্রাহ্মণ, কল্প সূত্রাদি যে সমস্ত শাস্ত্র সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না, তাহাই প্রোক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ প্রোক্ত শাস্ত্রকারদিগের নামের মধ্যে শৌনক ঋষির নাম সন্নিবেশিত আছে। অতএব পাণিনি ঋষি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থকে অপ্রাচীন বলিয়া জানিতেন তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তদনুসারে তাঁহার কৃত ঐ দ্বিতীয় মণ্ডল ও সামসংহিতাদি অপেক্ষায় অপ্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ঐ মণ্ডলের প্রথম সূক্তেরই দ্বিতীয় ঋকে যজ্ঞসম্পাদনকারী ঋত্বিক্‌দিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লেখই এই মতে সাক্ষ্য দান করিতেছে॥”

সত্যবটে! গৃৎসমদ ঋষির নামান্তর শৌনক; ইহাও সত্য! যে শৌনক গৃৎসমদই দ্বিতীয় মণ্ডলের সঙ্গ্রাহক এবং ইহাও হইতে পারে যে পাণিনি মহর্ষি শৌনককে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিবেচনা করিতেন। পরং পাণিনির সেই শৌনকই এ শৌনক, তৎপক্ষে প্রমাণ কি? শৌনক নামটি কি বংশনাম হইতে পারে না? কাশ্যপ বলিলে কি কশ্যপের আত্মজই বোধ হয়? প্রত্যুত পাণিনির শৌনক ও এ শৌনক যে বিভিন্ন তৎপক্ষে প্রমাণের অপ্রতুল নাই।

তৃতীয় মণ্ডলের বহুতর সূক্তের এবং অন্যান্য মণ্ডলেরও অপরাপর সূক্তের প্রকাশক বিশ্বামিত্র এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তের প্রকাশক এই গৃৎসমদ বা শৌনক, উভয়েই সমকালিক, তৎপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ পুরুষগণনা; এই পুরুষগণনায় প্রকাশ পায় যে বিশ্বামিত্র ঋষি অঙ্গিরা হইতে ষষ্ঠ পুরুষ এবং শৌনক ঋষি অঙ্গিরা হইতে পঞ্চম পুরুষ সুতরাং সম্পর্কে বিশ্বামিত্র ঋষি শৌনকের ভ্রাতুষ্পুত্র। এতাবতা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, শৌনক, বিশ্বামিত্র

অপেক্ষা পরের'ত নহেনই বরং পূর্ব্বের বলিলেও বলা যায়। যথা—

১ম, অঙ্গিরা	১ম, অঙ্গিরা
২য়, বৃহস্পতি	২য়, ঘোর
৩য়, ভরদ্বাজ	৩য়, কণ্ব
৪র্থ, শুনহোত্র	৪র্থ, সোভরি
৫ম, শৌনক বা গৃৎসমদ	৫ম, কুশিক
	৬ষ্ঠ, বিশ্বামিত্র (গাথী)

বিশ্বামিত্র ও সূক্তপ্রকাশক শৌনক যে সমসাময়িক তৎপক্ষে আর একটি প্রমাণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭ম পঞ্চিকার ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডোক্ত একটি যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নির একত্রাবস্থান স্পষ্টই শ্রুত আছে; যথা—

"তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্জমদগ্নিরধ্বর্য্যুঃ"

অর্থ—তাঁহার যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ও জমদগ্নি অধ্বর্য্যু ছিলেন। এই জমদগ্নি, যে ভৃগুঋষির আত্মজ পুত্র, সেই ভৃগুরই পালিত পুত্র শৌনক। এতাবতা জমদগ্নি ও শৌনক উভয়ে ভ্রাতৃসম্বন্ধ সুতরাং এ শৌনক যে জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্রের সমকালের, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই দ্বিতীয় মণ্ডলের ২২শ সূক্তটিকে মহাব্রত যাগের মাধ্যন্দিন সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসির ব্যবহার্য্য স্তোত্রিয়রূপে সূত্রকার আশ্বলায়ন স্বীকার করিয়াছেনঃ (১০, ১০)। এই সূত্রকারই ঋগ্বেদের অন্যতম শাখার (আশ্বলায়নী শাখার) প্রকাশক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ক্ষতি নাই, যেহেতু শাখাকারগণ প্রচারক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। যে আশ্বলায়ন সূত্রকার, তিনিই শাখাকার হইলে, এই সূক্ত যে ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নী শাখাকারের পূর্ব্বের তাহাতে সন্দেহ থাকিল না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এই সূক্তীয় "ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো য়বাশিরম্"—মন্ত্রের উল্লেখ দেখাযায় ; যথা—
"ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো য়বাশিরমিতি স্তোত্রিয়ঃ" (ঐ০ আ০৫,১)

এতাবতা গৃৎসমদের প্রকাশিত সূক্তগুলি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরও পূর্ব্বের, ইহা অবশ্যই সিদ্ধান্তিত হইতে পারে।

অধিক কি, যে সামবেদকে গাৎসমদ মণ্ডলের পূর্ব্বতন বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; সেই সামবেদের সংহিতায় ছন্দোগ্রন্থেও স্থানদ্বয়ে (১,৫,২,৩,১ এবং ২,৬,৩,১৮,১) এ মন্ত্রের পাঠ দেখা যায়। এতাবতা "সামসংহিতাদি অপেক্ষায় অপ্রাচীন" এ উক্তিটির কতদূর সারবত্তা ? পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

সামবেদে যে কেবল গৃৎসমদের ঋক্-মন্ত্রই দেখাযায় এরূপ নহে, তৎপ্রকাশিত বা প্রণীত সামও বহুতর দেখা-যায়। গেয়গানের অষ্টম প্রপাঠকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের "য়োনি" নামে প্রসিদ্ধ সামদ্বয় এই গৃৎসমদেরই ; আর্ষেয় ব্রাহ্মণের পাঠকের ষষ্ঠখণ্ডের "গৃৎসমদস্য য়োনিনী দ্বে" এই শ্রুতিটুকুই তৎপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। এরূপ আরও অনেক সাম আছে।

প্রকৃত পক্ষে পাণিনির গ্রন্থে (১)দৃষ্টার্থ; (২)প্রোক্তার্থ ও (৩)কৃতার্থ; এ ত্রিবিধ প্রত্যয়ই আছে। দৃষ্টার্থ প্রত্যয়গুলি ঋক্ ও সূক্তের প্রকাশক বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু কোন্ ঋক্টি কোন্ ঋষির বা কোন্ সূক্তটি কোন্ ঋষির প্রণীত ? নির্ণয় করা সহজ নহে এবং আর্য্য-মতে বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং তাহা অনুসন্ধেয়ও নহে অত-এব অমুকের দৃষ্ট অর্থাৎ প্রকাশিত অমুক ঋক্, ইহাই পাণি-ন্যাদির অভিপ্রেত। মণ্ডলগুলির দ্রষ্টা বা কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট নাম

কোন এক জনা মহেন পরং যে মণ্ডলের মধ্যে যাঁহার প্রকাশিত ঋক্ বা সূক্ত সমধিক দেখাযায়, সে মণ্ডলটি তাঁহারই নামে পরিচিত হইয়াথাকে সুতরাং এতাদৃশ স্থলেও পাণিনিয় দৃষ্টার্থ প্রত্যয়গুলিই হইবে। (২) যে সকল নাম, শাখাদির বোধক, তৎস্থলে বক্তার নাম নিঃসন্দিগ্ধ হইযায় প্রোক্তার্থ প্রত্যয়ই হইয়াথাকে পরং তাহাতে সেই বক্তাই যে সেই শাখীয় মন্ত্রসমস্তের রচয়িতা, এরূপ বুঝায় না বরং অন্যান্য-প্রণীত বা প্রকাশিত মন্ত্রসমস্তের স্বমতানুযায়ী প্রণালিতে অধ্যয়নাধ্যাপন দ্বারা প্রচারকেরই বোধ হয়। শাখাকারগণ, সূক্তাদির প্রচারকমাত্র, প্রণেতা নহেন; তাঁহারা সেই সমস্ত মন্ত্র স্ব স্ব শিষ্যদিগকে বলেন অর্থাৎ অধ্যয়ন করান বলিয়াই, বক্তা বলিয়া স্বীকৃত হ'ন এবং তত্তৎস্থলে প্রোক্তার্থে প্রত্যয় হইয়াথাকে। (৩) যে স্থানে গ্রন্থকর্ত্তা নিঃসন্দিগ্ধ, তথায় কৃতার্থেই প্রত্যয় হয়। পাণিনির যে এই অভিপ্রায়, তদ্বিষয়ে তদ্ভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রদর্শিত এবং তৎপথানুসারী ব্যাখ্যাতৃগণের প্রদত্ত উদাহরণগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ। যথা—

(১) দৃষ্টংসাম (৪,২,৭)। বসিষ্ঠেন দৃষ্টং বাসিষ্ঠং সাম।

(২) তেনপ্রোক্তং (৪,৩,১০১)। তিত্তিরিণা প্রোক্তমধীয়তে তৈত্তিরীয়াঃ।

(৩) কৃতেগ্রন্থে (৪,৩,১১৬) বররুচিনা কৃতো বাররুচো গ্রন্থঃ

এই প্রোক্তার্থ প্রকরণেই শৌনকের উল্লেখ আছে যথা—"শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি (৪,৩,১০৬)" ইহার উদাহরণ যথা—

"শৌনকেন প্রোক্ত মধীয়তে শৌনকিনঃ"

অর্থ—শৌনকের কথিতানুরূপ যাঁহারা অধ্যয়ন করেন তাহাদিগকেই "শৌনকী" কহাযায়।

এই প্রকরণেই ; এ সূত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রগুলিতে তৈত্তিরীয়, শাট্যায়ন প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং পর পর সূত্রগুলিতে কঠ, কুথুমাদিরও উল্লেখ দেখাযায়। তিত্তিরি প্রভৃতি সকলগুলিই শাখাচার্য্যের নাম অতএব এ প্রকরণে শাখাচার্য্য ও সূত্রাচার্য্যগণেরই নামোল্লেখ আছে ; এই সিদ্ধান্তানুসারেও এ শৌনক-যে একজন শাখাচার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এতাবতা অথর্ব্ব বেদের শৌনক-প্রোক্ত শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণই 'শৌনকী' পদের বাচ্য ; একটীমাত্র সূক্ত বা একটি মণ্ডলের অধ্যয়নকারীর বোধক অর্থে বিশেষ কোন প্রত্যয়ই পাণিনিতে দেখাযায় না, সেরূপ কোন পদেরও আবশ্যক হয় না, এক একটি শাখার অধ্যয়নকারীর বোধক পদেরই আবশ্যক এবং তাহাই পাণিনির সাধনীয় ও উদাহার্য্য। বিশেষত এই "শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি" সূত্রোক্ত শৌনকাদিগণে শৌনক, বাজসনেয়, শার্ঙ্গরব, শাপেয় ইত্যাদি যতগুলি শব্দ আছে, তৎসমস্তই শাখাচার্য্য ও সূত্রাদির আচার্য্যগণের নাম, সূক্তকার-নাম একটিও নাই অতএব এ শৌনকও যে শাখাচার্য্য এবং শাখাচার্য্যের আধুনিকত্বে সূক্ত বা মণ্ডলের আধুনিকত্ব হইতে পারে না, ইহা কথা-ভুয়োবাদমাত্র। যে শৌনক, দ্বিতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তের দ্রষ্টা, তাঁহারই বংশীয় কোন শৌনক অথর্ব্বসংহিতা (অনিবার্য্য;—পাঠ, উচ্চারণ ও পরিচ্ছেদাদির বিভেদপূর্ব্বক) স্বদেশে স্বীয় শিষ্য শাখাগণকে অধ্যয়ন করাইলে সেই প্রথানুসারে অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণদিগকে 'শৌনকী' কহে।

কথিত প্রকারে পাণিনি সূত্রের উদাহরণগত শৌনক শাখাচার্য্য এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা শৌনক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও বিশ্বামিত্রাদির [illegible] [illegible] হইলে

দ্বিতীয় মণ্ডলের সামসংহিতাদি অপেক্ষায় অপ্রাচীনত্ব অবশ্যই দূরপরাহত হইতেছে। গৃৎসমদ শৌনকের প্রকাশিত ঋক্ ও সাম যে সামসংহিতাতে বহুতর আছে, তাহা পর্য্যালোচনা না করিয়াই, একমাত্র 'শৌনক শব্দের উত্তরে পাণিনির প্রোক্তার্থে প্রত্যয়' দেখিয়াই, যে ঋগ্বেদীয় দ্বিতীয় মণ্ডলের আধুনিকত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে, ইহা কতদূর সঙ্গত? পাঠকগণই ইহা বিবেচনা করিবেন। অথর্ব্ববেদের যে একজন শাখাচার্য্যের নাম শৌনক আছে, ইহা বোধ হয় তাঁহাদের তৎকালে স্মরণই হয় নাই।

গৃৎসমদ শৌনকের পুত্র কূর্ম্মঋষিও একজন সূক্তকার; তিনি বোধ হয়, বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ও কত প্রভৃতির সমসাময়িক এবং ঐ মধুচ্ছন্দের পুত্র জেতা ও কত ঋষিরপুত্র উৎকীল প্রভৃতিও ঋগ্বেদাদির অনেকানেক সূক্তের প্রকাশক; ইঁহারা যে গৃৎসমদ শৌনকের পুত্র কূর্ম্মেরও পরকালবর্ত্তী, তাহাও পূর্ব্বপ্রদর্শিত পুরুষ-গণনানুসারে নিঃসন্দেহ। এই জেতা ও উৎকীলের প্রকাশিত সূক্তগুলিও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের দৃষ্টিতে 'প্রাচীন ঋগ্বেদ' বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে পরং তৎপিতামহ-সমকালের গার্ৎসমদ সূক্তগুলি আধুনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে, ইহাও অনল্প আশ্চর্য্য! অথবা সূক্তকারগণের পুরুষগণনা করিয়া না দেখিয়াই তাদৃশ অপক্ব মত প্রচার করা হইয়া থাকিবে।

তাঁহারা এই দ্বিতীয়মণ্ডলের আধুনিকত্বের পরিচায়ক যে সাক্ষীর উল্লেখ করেন, তাহা আরও বিস্ময় কর। সেই সাক্ষীটি ঐ মণ্ডলেরই ১ম সূক্তের হয় ঋক্। যথা—

"ত্বমগ্নে [illegible]।

তব প্রশাস্ত্রং ত্ব মধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥”

এই ঋকে—হোতা, পোতা, নেষ্টা, প্রভৃতি যজ্ঞীয় সংজ্ঞা-শব্দগুলির উল্লেখই তাঁহাদের মতে আধুনিকত্বের দ্যোতক অর্থাৎ যজ্ঞকাণ্ড আধুনিক সুতরাং যুজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য হোতা প্রভৃতি নামগুলিও আধুনিক এবং ঐরূপ নাম সকল যে মন্ত্রে আছে, তাহা অবশ্যই আধুনিক। এস্থলে বিবেচনীয়,—যদি যজ্ঞীয় হোতাদির উল্লেখই আধুনিকত্বের পরিচারক হয়, তাহা হইলে অপরাপর মণ্ডলেও যে যে মন্ত্রে তাদৃশ নাম দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও আধুনিক বলিতে হয় সুতরাং “ঠক্ বাছিতে গাঁ উজড়” ন্যায়ে সকল মণ্ডলগুলিই আধুনিক হইয়া উঠে।

এই মন্ত্রোক্ত পদগুলির প্রত্যেকেরই অপর মণ্ডলেও স্থায়িত্ব সূচক, এক একটি উদাহরণ দেখাইতেছি। যথা—

হোত্রং	১, ৭৬, ৪।	পোত্রং	১ ৭৬, ৪।
ঋত্বিয়ং	৮,৪০, ১১।	নেষ্টঃ	১, ১৫, ৩।
অগ্নিধং	১০,১৪,১৩।	প্রশাস্তা	১, ৯৪, ৬।
অধ্বরীয়তাং	১,২৩,১৬।	ব্রহ্মা	১, ৮০, ১।
গৃহপতিঃ	১, ১২, ৬।	দমে	১, ১, ৮।

এই’ত পদগুলির অপরত্র স্থায়িত্বের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল; অতঃপর পাঠকগণ বিবেচনা করুন, যে যদি এই পদগুলি বা ইহার কোন একটি পদই আধুনিকত্বের নিদান হয়’ত অপরাপর মণ্ডলে এইগুলি বা ইহার কোনটি যে যে স্থলে আছে, তৎ মন্ত্রকেও আধুনিক বলা না হয় কেন?

এতাবতা দ্বিতীয় মণ্ডলের আধুনিকত্ব নির্ণয়ের জন্য উল্লিখিত মন্ত্রকে অবলম্বন করাও, তাঁহাদের হৃদয়জাত সংস্কারের পরিচায়ক ও হঠকারিতার দ্যোতক প্রৌঢ়তামাত্র॥

বৈদিক সমালোচনা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল।

পাশ্চাত্যগণ, দশম মণ্ডলের পক্ষেও পূর্ব্বরূপ একটি আকাশবল্লী উক্তি নিক্ষেপ করিয়াছেন। আকাশবল্লীর মূল থাকে না এবং যাহা অবলম্বন করে, তাহাতে বিষপ্রয়োগের কার্য্য করে; তাঁহাদের সেই উক্তিটিও সর্ব্বথা তদনুরূপ। তদবলম্বনেই তাঁহারা বিবিধ শূন্যগর্ভ মতের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। অনধিকার চর্চ্চায় নির্ভীকচিত্ত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার মহাশয়, তাহাও সঙ্গ্রহ করিয়াছেন। যথা—

"পশ্চাৎ প্রস্তাবিত অনেকানেক গুরুতর বিষয়ের বিবেচনায় সক্ষম হইবার উদ্দেশে পাঠকগণকে এই পূর্ব্ব লিখিত কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ভাষা ও তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া ঐ মণ্ডল এমন আধুনিক অবধারিত হইয়াছে যে, উহাকে উত্তর কালের লিখিত একটি পরিশিষ্ট স্বরূপ বলিয়া অক্লেশেই লিখিতে পারা যায়। মণ্ডলটি পাঠ করিয়া দেখিলেই ইহাতে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিবে তাহার সন্দেহ নাই।" (উ. ৬১ পৃ.)

এতদনুসারে ভাষা ও তাৎপর্য্য ভেদই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলকে পরিশিষ্ট স্বরূপ বিবেচনা করিবার প্রধান হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে পরং আমাদের দুরদৃষ্ট বশত আমরা ঐ

পার্থক্যটি কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি না; 'সর্ব্ববেদ-সংহিতা আদ্যন্ত এককালে সংগৃহীত' আমাদের এই চির-সংস্কার হয়ত তাদৃশ উপলব্ধির প্রতিবন্ধক হইতে পারে অথবা নবীন বৈদিক ভায়াদের নব্যদৃষ্টির দৌর্ব্বল্যই তাদৃশ বিষম উপলব্ধির কারণও হইতে পারে! বস্তুত সূতিকাগারস্থ শিশুর দৃষ্টির প্রতি প্রামাণ্য নির্ভর করা অতীব দুঃসাহস! এইজন্যই অদ্য ঐ দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্র এবং অপর মণ্ডলের আর একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদসহ এস্থলে পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি; ভরসা করি তাঁহারা পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে একত্র এতদুভয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া রচনাগত বা তাৎপর্য্যানুগত ভেদ আছে কি না? তদনুভবে অবশ্যই সমর্থ হইবেন!

দশম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্র এই;—

"অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্দ্ধো অস্থান্

নির্জগন্বান্তমসো জ্যোতিষাগাৎ

অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বঙ্গ আ

জাতো বিশ্বা সদ্মান্যপ্রাঃ॥"

অর্থ।—এই বৃহৎ অগ্নি (সূর্য্যমণ্ডল) প্রতিদিন উষোদয়ের অগ্রেও উপরিভাগে যথাবৎ অবস্থিতই থাকে, নিশান্তে

পৃথিবীরূপ আবরণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওত ক্রমে জ্যোতী-রূপে প্রকাশ পায়মাত্র, পরে যখন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া উঠে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নে) তখন স্বীয় জ্বলৎ-রশ্মি-পুঞ্জে সমস্ত স্থানই পরিপূরণ করে॥

এই মন্ত্রটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এবং ইহার তাৎপর্য্যার্থ যে বৈজ্ঞানিক, তাহাও বুঝাইবার অপেক্ষা নাই। এই ছন্দের ও এইরূপ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যের মন্ত্র, প্রথমাদি নব মণ্ডলেও অনেকানেক আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রথম মণ্ডল হইতেই সেইরূপ একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

"অভীবৃতং কৃশনৈর্ব্বিশ্বরূপং
হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তম্।
আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ
কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীং দধানঃ॥"

অর্থ—চিত্রভানু[১] সবিতা[২] দেবতা,[৩] কৃষ্ণ[৪] লোক-

---

১ পূজনীয়-দীপ্তি।

২ শস্যাদির উৎপত্তির অন্যতর প্রধান হেতু, সূর্য্য।

৩ দ্যুতিমান্।

৪ অগ্নি ও সূর্য্য, একই পদার্থ এবং এই তেজস্তত্ত্বই আলোক ও ইহাই

সকলকে[৫] রক্ষা করিবার উপযুক্ত বহুবল[৬] ধারণ করত কৃশনসমূহে পরিবৃত[৭], হিরণ্য-শম্যা-যুক্ত[৮], যজনকারীর[৯] সম্বন্ধে বৃহৎ, বিশ্বরূপ,[১০] রথে,[১১] দৃঢ়ভাবে[১২] স্থিত রহিয়াছেন ॥

আরও বিবেচনীয়;—ধীমান্ ম্যাক্ষমূলর মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঋক্শাখাটিতেই দশম মণ্ডল আছে, তদনুসারে তিনি ঐ মণ্ডলকে পরিশিষ্ট বলিতে পারিলেন কিন্তু সকল শাখারই পরিচ্ছেদ-বিভাগ একরূপ নহে সুতরাং যে শাখাগুলির পরিচ্ছেদ-বিভাগ নিয়মে দশম মণ্ডল নাই এবং যে যে শাখার মধ্যে এই দশম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি এরূপ পূর্ব্বাপর ভাবে পঠিত হয় না প্রত্যুত তাহাদের মন্ত্রপাঠক্রম সর্ব্বথাই

শুভ্র বা গৌর বলিয়া অভিহিত হইয়াথাকে; তদতিরিক্ত সমস্তই অন্ধকাররূপ সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ।

৫ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পৃথিব্যাদি স্থূল সমুদয়কে।

৬ আকর্ষণ শক্তি।

৭ কৃশন শব্দে—রথপক্ষে লোহ এবং জগৎপক্ষে রূপ।

৮ শম্যাশব্দে—পদার্থদ্বয়ে সম্বন্ধকারক কীলক। হিরণ্যশব্দে—রথপক্ষে সুবর্ণ এবং জগৎ পক্ষে উদক।

৯ যজন শব্দে—গমন প্রভৃতি। যজধাতুর অর্থ দেখ।

১০ বিশ্বরূপ শব্দে—রথপক্ষে বহুরূপ অর্থাৎ বিচিত্র এবং জগৎপক্ষে বিশ্বসংসার স্বরূপ।

১১ রথ শব্দে—চক্রান্বিত ও রমণীয়-গতি-বিশিষ্ট সৌর জগৎ।

১২ অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে।

বিভিন্ন, তাদৃশ স্থলসমূহে পরিশিষ্ট গ্রন্থের পার্থক্য কিরূপে রক্ষিত হইবে? এ বিষয়ে পরিশিষ্টবাদীরা বোধ হয় এক বার মনঃসংযোগই করেন নাই অথবা সিন্ধুকূলে আগামী বিজয়ী আলেক্‌জণ্ডারের পৃথিবী-সীমা-ভ্রমের ন্যায় ইহাঁ-দেরও বেদ-শাখা-সীমা-ভ্রমই হইয়া থাকিবে অন্যথা একটি শাখার শেষ পরিচ্ছেদ দেখিয়াই উহাকে সমস্ত বেদের পরি-শিষ্টরূপে নির্ণয় করিতে অবশ্যই সঙ্কুচিত হইতেন। অধিক কি, তাঁহারা উক্ত সংহিতার বিভিন্ন পরিচ্ছেদকে বিভিন্ন কালের স্থির করিবার জন্য এতই ব্যগ্র যে, স্কন্ধস্থিত গাত্র-মার্জনী অন্বেষুকের ন্যায় 'অষ্টক' নামে যে আর একটি পরি-চ্ছেদ ব্যবহার আছে, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখেন নাই। ঐ অষ্টক-নিয়মে ঋক্‌সংহিতা অষ্টাংশে বিভক্ত সুতরাং দশম মণ্ডলের প্রথমাংশ কতকটা অর্থাৎ চতুরধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্ত, সপ্তমাষ্টকের অন্তর্গত এবং তাহার পর হইতে অর্থাৎ ঐ চতুর্থাধ্যায়স্থ ষট্‌চত্বারিংশ সূক্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট-মাষ্টক। এতাবতা দশম মণ্ডলকে পরিশিষ্ট স্বরূপ বলিতে হইলে সপ্তমাষ্টকের পূর্ব্বোত্তর ভাগের বিভিন্ন-কালীনত্ব সুতরাং বলা হয়, কিন্তু একটি পরিচ্ছেদের কয়েকটী অন্তশ্চ্ছেদের রচনা পূর্ব্বে হইয়া অসমাপ্তভাবে পড়িয়াছিল, বহুকালানন্তর সেই পরিচ্ছেদের আর কতকগুলি অন্তশ্ছেদ রচিত হইলে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল; এরূপ ধীষণা, তাদৃশ গবেষণাপরা-য়ণদিগের পক্ষেই সম্ভব পরং ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য, যে, "নয়টি মণ্ডলেই ঋক্‌সংহিতা সমাপ্ত ছিল পরে অনেক

দিনানন্তর আর একটি মণ্ডল পরিশিষ্টরূপ প্রকাশিত হইলে উহারই যোগে দশমণ্ডলাত্মক ঋক্‌সংহিতা সম্পন্ন হয়” ইহা বলা যত্তদূর স্থকর, “সপ্তম অষ্টকের পঞ্চমাধ্যায়ের অষ্টাবিংশ বর্গ পর্য্যন্তই ঋক্‌সংহিতার সীমা, পরে বহুকালানন্তর ঐ অষ্টকের ঐ অধ্যায়ের শেষ বর্গ গ্রন্থ এবং অপর একটি অষ্টক পরিশিষ্টরূপে রচিত হইয়া উহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে” ইহা বলা ততটা স্থকর নহে। এই জন্যই কি অষ্টকের উল্লেখ করা হয় নাই? অথবা অষ্টক-নিয়মে যে ঋক্‌সংহিতা পরিচ্ছিন্ন তজ্জ্ঞানে চামীকার ভাবই অবলম্বিত হইয়াছিল? ধন্য গবেষণা!

ঐ ঋক্‌বেদ পর্য্যালোচনায় ইহাও স্পষ্টই দেখাযায়, যে, যে ঋষি দশম মণ্ডলের কোন এক সূক্তের বা মন্ত্রের প্রকাশয়িতা তিনিই অপরাপর মণ্ডলেরও সূক্তবিশেষের বা মন্ত্র বিশেষের প্রকাশয়িতা; এতাবতা এক ঋষির প্রকাশিত মন্ত্রগুলির যাগকার্য্যানুরোধবশেই পূর্ব্বাপর মণ্ডলের যথাস্থানে সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। ঈদৃশ মহাপ্রমাণ থাকিতেও যে দশম মণ্ডলের ভাষা ও তাৎপর্য্যের পার্থক্য সাধনে বদ্ধকটি হওআ এবং তাহাকে আপনাকে কৃতকৃত্যজ্ঞানে একেবারে গ্রন্থাবয়ববিশেষকে একাঘাতে বিচ্ছিন্ন করা, কতদূর হঠকারিতা? তাহা পাঠকগণেরই বিবেচনীয়। নিম্নে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি ঋষি-নামোল্লেখ করা যাইতেছে এবং ইহাঁদের সূক্তগুলির সন্নিবেশ-স্থানগুলিও যথাযথ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

(১) পঞ্চম মণ্ডলের ২৭শ সূ° ৩৭শ হইতে ৪৩শ সূ° ৭৬ম সূ° ৭৭ম সূ° ৮৩ম হইতে ৮৬ম সূ° নবম মণ্ডলের ৬৭ম সূক্তে ১০ম হইতে ১২শ, ৮৬ম সূক্তে ৪১ম হইতে ৪৫ম এবং দশম মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তের ৪র্থ ম°, এই সকলগুলিরই প্রকাশক এক ভৌম অত্রি ঋষি।

(২) নবম মণ্ডলের ৪৪শ হইতে ৪৬শ সূক্তের এবং দশম মণ্ডলের ৬৭ম ও ৬৮ম সূক্তের প্রকাশক একই আঙ্গিরস অয়াস্য ঋষি।

(৩) প্রথম মণ্ডলের ৯৯ সূ° অষ্টম মণ্ডলের ২৭ সূ° নবম মণ্ডলের ৬৪ সূ° ও ৬৭ সূক্তের ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ, ৯১ ও ৯২, ১১৩ ও ১১৪ সূ° এবং দশম মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তের ২য় মন্ত্রের প্রকাশক একই মারীচ কশ্যপ ঋষি।

(৪) তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১৬শ হইতে ১৮শ, অষ্টম মণ্ডলের ১০১ সূ° নবম মণ্ডলের ৬২ সূ° ৬৫ সূ° ৬৭ সূক্তের ১৬শ হইতে ১৮শ এবং দশম মণ্ডলের ১১০ সূ° ১৩৭ সূক্তের ষষ্ঠ ও ১৬৭ সূক্তের একই প্রকাশক বার্হস্পত্য জমদগ্নি ঋষি।

(৫) পঞ্চম মণ্ডলের ১০৫ সূ° অষ্টম মণ্ডলের ৪৭ সূ° নবম মণ্ডলের ৩৩ সূ° ৩৪ সূ° ১০২ সূ° এবং দশম মণ্ডলের ১ম হইতে ৭ম সূক্ত; এইগুলি সমস্তই এক আপ্ত্য ত্রিত ঋষির রচিত বা প্রকাশিত।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রদর্শিত সূক্ত-সন্নিবেশগুলি দেখিয়াও কি দশম মণ্ডলকে পরকালজাত সুতরাং পরিশিষ্ট স্বরূপ বলাযায়? যে অত্রি ঋষি পঞ্চম মণ্ডলের ১৪টি এবং নবম মণ্ডলের ২০টি সূক্ত রচনা করিয়াছেন, দশম মণ্ডলের ১৩৭ম সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রটি তাঁহারই রচিত দেখাযায়; যদি দশম মণ্ডলটি অনেক পরে রচিত হইয়াছে, সত্য হয়! তবে কি, হ্যাম্লেটের পিতার প্রেতাত্মার ন্যায়, অত্রির প্রেতাত্মা ইহার রচয়িতা, বলা যাইবে? অথবা পরিশিষ্ট রচনাকালে, অত্রি ঋষি সমাধ্যুত্থ খ্রীষ্টের ন্যায় (দানোপাইয়া) শ্মশানোত্থ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, বলা যাইবে? যাহার যাহা ইচ্ছা বলুন, এক্ষণে বেদ মৃতপ্রায়, মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, মৃত শরীরে খড়্গাঘাত করিয়া দশমাবয়ব ছিন্ন করা কিছুই বিচিত্র নহে পরং যাহাদের মড়া, তাহাদের হৃদয়-বিদারক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি॥

"মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতিবোচে দেবয়ন্তম্।

সুম্নৈরিদ্ব আ বিবাসে। (ঋ০ স০ ১ম০ ৪১ সূ০ ৮ ঋ০)

অর্থ—তোমাদিগকে দ্যূতে পণস্বরূপে ব্যবহার করিলে বা অভিশপ্ত করিলে, এমন কি হতাহত করিলেও তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত নহি প্রত্যুত ধন-প্রদানে তদীয় পরিচর্য্যা করিতেই বাধ্য॥

বৈদিক সমালোচনা।

ঈশ্বর

পাশ্চাত্য বৈদিকগণ মনে করিয়াছেন, আমাদের বেদে কেবল অগ্নি বায়ু প্রভৃতিরই পূজা আছে, ঈশ্বরভাব কিছুই নাই এবং তদানীং ঈশ্বরভাব এত প্রবল ছিল যে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা, তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও আপনাতেই ঐশী শক্তি বা ব্রহ্মশক্তি এতদূর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে তাহার চক্ষে জগতে সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে সেই শক্তিই জাজ্বল্যমান উপলব্ধি হইত। তদনুসারে তিনি অষ্টমণ্ডলের একটি সূক্ত প্রকাশও করিয়াছেন। তাহাই 'দেবীসূক্ত' নামে পরিচিত হইয়াথাকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ সপ্তশত শ্লোকাত্মক গ্রন্থ টুকু সেই শক্তিরই কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য এবং তন্মধ্যে লিখিত "স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন" এই দেবীসূক্তও তাহাই, যাহা, ঐ ঋষিকন্যা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশে শারদীয় ও বাসন্তিক দেবীপক্ষে এবং স্বস্ত্যয়নাদি অন্যান্য উপলক্ষেও চণ্ডী পাঠ বহু প্রচলিত আছে। এমন কি, এইজন্যই একটি প্রবাদবাক্যও আছে,যে,"চণ্ডী সপিণ্ডী,কুশণ্ডী; তিন নিয়ে বামনগুণ্ডী" ঐই চণ্ডীর মধ্যেও মধ্যমাহাত্ম্যে দেবগণকর্ত্তৃক বিষ্ণুমায়াস্তবে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" (বিষ্ণুমায়া চেতনা চ বুদ্ধি নিদ্রা তথা ক্ষুধা। ছায়া শক্তি স্তথা তৃষ্ণা ক্ষান্তি জাতিশ্চ লজ্জকা। শান্তিঃ শ্রদ্ধা চ কান্তিশ্চ লক্ষ্মী বৃত্তিঃ স্মৃতি স্তথা।

দয়া তুষ্টিশ্চ মাতা চ ভ্রান্তি র্ব্যাপ্তিশ্চিতি স্তথা) ইত্যাদিরূপে আখ্যাত সমস্তই এই দেবীসূক্তানুযায়ী।

যাঁহারা সর্ব্বত্রই সেই শক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছেন, তদীয় শক্তি ব্যতীত কুত্রাপি কিছুই দেখিতে পান না, তাঁহারা তদীয় বর্ণনাকালে, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি যাহা কিছু সম্মুখীন হইবে তাহাই যে অবলম্বন করিবেন, তাহার বৈচিত্র্য কি ? বস্তুত যখন ঈশ্বর-সত্তা ব্যতীত কোন বস্তুর অংশাংশও কোন ক্ষণৈকাংশের জন্যও থাকিতে পারেই না, তখন যাহা কিছু অবলম্বনে ঈশ্বরারাধনা করা যাইবে, তৎসমস্তই যে তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইবেই ইহাতেই বা সংশয় কি ?

এই দেবীসূক্তটি চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে প্রায় সকলেই পাঠ করিয়া থাকেন, অন্তত কর্ত্তব্য বলিয়াও অনেকেই জানেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সূক্তটি বেদমন্ত্র হওআ প্রযুক্ত বঙ্গবাসীদের নিকটে অর্থশূন্য কতকগুলি শব্দসজ্জমাত্র সুতরাং তাহার পাঠও যে সর্ব্বথা ভ্রমসঙ্কুল হইবে তাহাও সম্ভবপর। উক্ত সূক্তটি এই *;—

(ঋং সং ৮ মং ৭ অং ১১,১২ বর্গ)

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহম্ মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥

* এতদ্দৃষ্টে চণ্ডী-পাঠকগণ স্ব-স্ব পুস্তকের পাঠগুলিমাত্র শোধিত করিয়া লইলেও কৃতকৃত্য হইব।

অহং সোমমাহনসম্ বিভর্ম্ম্যহন্ ত্বষ্টারমুত পূষণম্ ভগম্।

অহন্দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যেঽয়জমানায় সুম্বতে ॥২

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাঞ্চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

তাম্ মা দেবা ব্যধধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাম্ ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণো-

ত্যুক্তম্। অমন্তবো মান্ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিব-

ন্তে বদামি ॥ ৪ ॥ অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টন্ দেবে-

ভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তম্

ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥ অহং রুদ্রায় ধনুরা

তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং

কৃণোম্যহন্দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ ॥ অহং সুবে পিত-

রমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপস্ব ১ন্তঃ সমুদ্রে। ততো বি তিষ্ঠে

ভুবনানু বিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥ অহ-

মেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা

পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব ॥ ৮ ॥”

এই সূক্তের, ভগবান্ সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য এই ;—

“অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগাম্ভৃণী যদ্ ব্রহ্ম জগৎকারণং তদ্রূপা ভবন্তী রুদ্রেভী রুদ্রৈরেকাদশভিঃ। ইথম্ভাবে তৃতীয়া। তদাত্মনা চরামি। এবং বসুভিরিত্যাদৌ তত্তদাত্মনা চরামীতি যোজ্যম্। তথা মিত্রাবরুণা মিত্রং চ বরুণং চ। সুপাং সুলুগিতি দ্বিতীয়ায়া আকারঃ। উভোভাবহমেব ব্রহ্মীভূতা বিভর্ম্মি ধারয়ামি। ইন্দ্রাগ্নী অপ্যহমেব ধারয়ামি। উভোভাবশ্বিনাশ্বিনাবপ্যহমেব ধারয়ামি। ময়ি হি সর্ব্বং জগচ্ছুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সন্দৃশ্যতে। মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ত্ততে। তাদৃশ্যা মায়য়া আধারত্বেনাসঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ ॥ ১॥ আহনসমাহন্তব্যমভিষোতব্যং। সোমং বল্লা শত্রূণামাহন্তারং দিবি বর্ত্তমানং দেবতাত্মানং সোম-

মহমেৰ বিভৰ্ম্মি। তথা ত্বষ্টারমুতাপি চ পূষণং ভগং চাহমেৰ বিভৰ্ম্মি। তথা হৱিষ্মতে হৱির্ভির্যুক্তায় সুপ্রাব্যে শোভনং হৱির্দেৱানাং প্রাপয়িত্রে তর্পয়িত্রে। অৱতেস্তর্পণার্থাদৱিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈরিতীকারপ্রত্যয়ঃ। চতুর্থ্যেকৱচনে যণ্যুদাত্তস্বরিতয়োর্যণ: স্বরিতোঽনুদাত্তস্যেতি. সুপঃ স্বরিতত্বং। সুন্বতে সোমাভিষৱং কুর্ৱতে। শতুরনুম ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। ঈদৃশায় যজমানায় দ্রৱিণং ধনং যাগফলরূপমহমেৱ ধারয়ামি। এতচ্চ ব্রহ্মণ: ফলদাতৃত্বং "ফলমত উপপত্তেঃ। ৩,২,৩৮।" ইত্যধিকরণে ভগৱতা. ভাষ্যকারেণ সমর্থিতম্ ॥ ২ ॥ অহং রাষ্ট্রী। ঈশ্বরীনামৈতৎ। সর্ৱস্য জগত ঈশ্বরী। তথা ৱসূনাং ধনানাং সঙ্গমনী সঙ্গময়িত্রী। উপাসকানাং প্রাপয়িত্রী। চিকিতুষী যৎ সাক্ষাৎকর্ত্তৱ্যং পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞাতৱতী। স্বাত্মতয়া সাক্ষাৎকৃতৱতী। অতএৱ যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞার্হাণাং প্রথমা মুখ্যা। যৈৱঙ্গুণৱিশিষ্টাহং তাং মাং ভূরিস্থাত্রাং বহুভাৱেন প্রপঞ্চাত্মনাৱতিষ্ঠমানাং ভূরি ভূরীণি বহূনি ভূতজাতান্যাৱেশয়ন্তীং জীৱভাৱেনাত্মানং প্রৱেশয়ন্তীমীদৃশীং মাং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ৱ্যদধুঃ। দেৱা ৱিদধতি কুর্ৱন্তি। উক্তপ্রকারেণ ৱৈশ্বরূপ্যেণাৱস্থানাৎ। যদ্যৎ কুর্ৱন্তি তৎ সর্ৱং মামেৱ কুর্ৱন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ যোঽন্নমত্তি. স ভোক্তৃশক্তিরূপয়া ময়ৈৱান্নমত্তি। যশ্চ ৱিপশ্যতি। আলোকয়তীত্যর্থঃ। যশ্চ প্রাণিতি শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিৱ্যাপারং করোতি সোঽপি ময়ৈৱ। যশ্চোক্তং শৃণোতি। শ্রু শ্রৱণে। শ্রুৱঃ শৃ চেতি শ্রুধাতোঃ শৃভাৱঃ। য ঈদৃশীমন্তর্যামিরূপেণ স্থিতাং মাং ন জানন্তি তেঽমন্তৱোঽমন্যমানা অজানন্ত উপ ক্ষিয়ন্তি। উপক্ষীণাঃ

সংসারেণ হীনা ভবন্তি। মনেরৌণাদিকস্তুপ্রত্যয়ঃ। নঞ্‌স-মাসে ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বম্। যদ্বা ভাবে তুপ্রত্যয়ঃ। ততো বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। মামমন্তবো মদ্বিষয়জ্ঞানরহিতা ইত্যর্থঃ। হে শ্রুত বিশ্রুত সখে শ্রুধি ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। ছান্দসো বিকরণস্য লুক্। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্য ইতি হের্ধিভাবঃ। কিং তচ্ছ্রোতব্যম্। শ্রদ্ধিবম্। শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা। তয়া যুক্তম্। শ্রদ্ধায়ত্নেন লভ্যমিত্যর্থঃ। শ্রদন্তরো-রুপসর্গবদ্বৃত্তিরিষ্যতে। পা০ বা০ ১,৪,৫৭,২। ইতি শ্রচ্ছব্দ-স্যোপসর্গবদ্বর্ত্তমানত্বাদুপসর্গে ঘোঃ কিরিতি কিপ্রত্যয়ঃ। মত্ব-র্থীয়ো বঃ। ঈদৃশং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু তে তুভ্যং বদামি। উপ-দিশামি ॥ ৪ ॥ অহং স্বয়মেবেদং বস্তু ব্রহ্মাত্মকং বদামি। উপদিশামি। দেবেভির্দেবৈরিন্দ্রাদিভিরপি জুষ্টং সেবিতম্। উতাপি চ মানুষেভির্মনুষ্যৈরপি জুষ্টম্। ঈদৃগস্বাত্মিকাহং কাময়ে যং পুরুষং রক্ষিতুমহং বাঞ্ছামি তং তং পুরুষমুগ্রং কৃণোমি। সর্ব্বেভ্যোঽধিকং করোমি। তমেব ব্রাহ্মণং স্রষ্টারং করোমি। তমেবর্ষিমতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিনং করোমি। তমেব সুমেধাং শোভনপ্রজ্ঞং চ করোমি ॥ ৫ ॥ (ইত্যষ্টমস্য সপ্তমে একাদশো বর্গঃ ॥) পুরা ত্রিপুরবিজয়সময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। মহাদেবস্য ধনুশ্চাপমহমা তনোমি। জ্যয়া-ততং করোমি। কিমর্থং। ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং শরবে শরুং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনমসুরং হন্তবৈ হন্তুং হিং-সিতুম্। হন্তেস্তুমর্থে সেসেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ। অন্তশ্চ তবৈ যুগপদিত্যাদ্যন্তয়োর্যুগপদুদাত্তত্বং। শৃ হিংসায়ামিত্যস্মাচ্ছৃ-স্বৃস্নিহীত্যাদিনোপ্রত্যয়ঃ। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ

সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। উশব্দঃ পূরকঃ। অহমেব সমদং সমানং মাদ্যন্ত্যস্মিন্নিতি সমৎ সংগ্রামঃ। স্তোতৃজনার্থং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামমহমেব কৃণোমি করোমি। তথা দ্যাবাপৃথিবীদিবঞ্চ-পৃথিবীঞ্চান্তর্যামিতয়াহমেবা বিবেশ প্রবিষ্টবতী ॥ ৬ ॥ দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ পিতা দ্যৌঃ। পিতরং দিবমহং সুবে প্রসুবে জনয়ামি। আত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ। অস্য পরমাত্মনো মূর্ধন্ মূর্দ্ধন্যুপরি। কারণ-ভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদি কার্য্যজাতং সর্বং বর্ত্ততে তন্তুষু পট ইব। মম চ য়োনিঃ কারণং সমুদ্রে। সমুদ্‌দ্রবন্ত্যস্মাদ্ভূতজাতা-নীতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা। তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তি-ষ্বন্তর্মধ্যে যদ্ব্রহ্ম চৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। যত ঈদৃগ্-ভূতাহমস্মি ততো হেতোর্বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভুবনানি ভূত-জাতান্যনু প্রবিশ্য বি তিষ্ঠে। বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ ইত্যাত্মনেপদম্। উতাপি চামূং দ্যাং বিপ্র-কৃষ্টদেশেঽবস্থিতং স্বর্গলোকম্। উপলক্ষণমেতৎ। এতদুপ-লক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেনোপ স্পৃশামি। যদ্বা। অস্য ভূলোকস্য মূর্দ্ধ-ন্মূর্দ্ধন্যুপর্যহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে জলধাবপ্সুদকেষ্ব-ন্তর্মধ্যে মম য়োনিঃ কারণভূতোঽম্ভৃণাখ্য ঋষির্বর্ত্ততে। যদ্বা সমুদ্রেঽন্তরিক্ষেঽপ্সম্ময়েষু দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্ম চৈতন্যং বর্ত্ততে। ততোঽহং কারণাত্মিকা সতী সর্বাণি ভুব-নানি ব্যাপ্নোমি। অন্যৎসমানম্ ॥ ৭ ॥ বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি কার্য্যাণ্যারভমাণা কারণরূপেণোৎপাদ-য়ন্ত্যহমেব পরেণানধিষ্ঠিতা স্বয়মেব প্র বামি প্রবর্ত্তে। বাত

ইব। যথা বাতঃ পরেণাপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্র বাতি তদ্বৎ। উক্তং সর্ব্বং নিগময়তি। পরো দিবা। পর ইতি সকারান্তং পরস্তাদিত্যর্থে বর্ত্ততে যথাধ ইত্যধস্তাদর্থে। তদ্যোগে চ তৃতীয়া সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। দিব আকাশস্য পরস্তাৎ। এনা পৃথিব্যা। দ্বিতীয়াটৌঃস্বেন ইতীদম এনাদেশঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যা। দ্বিতীয়াটৌঃস্বেন ইতীদম এনাদেশঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পরঃ পরস্তাৎ। দ্যাবাপৃথিব্যোরুপাদানমুপলক্ষণং। এতদুপলক্ষিতাৎ সর্ব্বাদ্বিকারজাতাৎ পরস্তাদ্বর্ত্তমানাসঙ্গোদাসীনকূটস্থব্রহ্মচৈতন্যরূপাহং মহিনা মহিম্নৈতাবতী সং বভূব। এতচ্ছব্দেনোক্তং সর্ব্বং পরামৃশ্যতে। এতৎপরিমাণমস্যাঃ। যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণ ইতি বতুপ্। আ সর্ব্বনাম্ন ইত্যাত্বম্। সর্ব্বজগদাত্মনাহং সম্ভূতাস্মি। মহচ্ছব্দাদিমনিচি টেরিতি টিলোপঃ। ততঃ তৃতীয়ায়ামুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ তস্যা উদাত্তত্বম্। ছান্দসো মলোপঃ॥ ৮॥ (ইত্যষ্টমস্য সপ্তমে দ্বাদশোবর্গঃ)"

এই অষ্টমন্ত্রাত্মক সূক্তটীর ঋষি অর্থাৎ প্রকাশয়িত্রী, অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী "শ্রীমতী বাক্ দেবী" এবং ব্রহ্মশক্তিদেবীই ইহার দেবতা অর্থাৎ বর্ণনীয়। এই জন্যই ইহা দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই অষ্ট মন্ত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টিমাত্র জগতীচ্ছন্দের অপর সপ্তই ত্রিষ্টুপ্ *।

* চণ্ডীপাঠকগণ, এতদ্দৃষ্টেই স্ব-স্ব-পুস্তকে লিখিত ঋষিচ্ছন্দোদেবতার সংশোধনেও সমর্থ হইতে পারিবেন।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস।

যে জাতি যে দেশে বাস করিতেছে, তাহার সেই দেশ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এ বিষয়ে সহসা কোনরূপ সংশয়ই হইতে পারে না। তাদৃশ সংশয়ের যদি কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তাহা হইলে সুতরাং তাদৃশ সংশয় নিরাকরণের জন্য আন্দোলনও দোষাবহ নহে। আমরা আর্য্য, এই দেশও আর্য্যাবর্ত্ত, অদ্য যে ইহা আমাদের দেশ তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; পূর্ব্বে যে আমাদের বসতি অপর কোন প্রদেশে ছিল, এরূপ সংশয়ের কোন নিদানই ছিল না এবং নাইও পরং রামায়ণের মহাবীর যেরূপ সমুদ্রকূলে আসিয়া নিজ মুখৌপম্যে স্বজাতিবর্গেরই মুখ-প্রার্থী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর্য্যদেশ হইতে নির্ব্বাসিত যূথভ্রষ্ট ঔপনিবেশিক বীরগণ আত্মৌপম্যে আমাদিগকেও ঔপনিবেশিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া কৃতকার্য্য হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এক জনা ইংরাজ, এতদনুসারে নিম্নলিখিত ভাবে একটি আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন।

"পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অতি শান্ত, ধীর-প্রকৃতি ও ধ্যান পরায়ণ ছিলেন এবং অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। দ্বিতীয় পুত্রটি কার্য্য-প্রিয় ও কার্য্য-কুশল কিন্তু চপলস্বভাব ছিলেন। তিনি কখন ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, কখন ভগিনীদিগের সঙ্গে দুগ্ধ দোহন করিতেন, কখন বা মৃগয়া করিতেন,

কখন বা সামান্য ক্রীড়াতে নিযুক্ত থাকিতেন। কার্য্যকুশল হইলেও পিতা তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন না; শান্ত-স্বভাব জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার প্রিয় পুত্র ছিল। একদা কনিষ্ঠ পুত্র মৃগয়া করিতে করিতে অধিকদূর গমন করিলে, তাঁহার ইচ্ছা হইল যে তাঁহার স্বদেশের প্রান্তে যে পর্ব্বত দূর হইতে মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইত, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক-বার দেখেন যে তাহার ও পার্শ্বে কি আছে। এই ইচ্ছা যেমনই তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তাহা পূরণে যত্ন-বান্ হইলেন। অনেক কষ্টে সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন যে সে দিকের ভূমি মনোহর শ্যামবর্ণ নবীন-তৃণাচ্ছাদিত এবং তাঁহার জন্মভূমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উর্ব্বরা ও সুদৃশ্য। তিনি স্থানের উৎকর্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় বসতি করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পিতার অনাদর ঐ ইচ্ছার পোষকতা করিয়াছিল। সেই স্থানে অনেকদিন বসতি করিলে পর নিজ-স্বভাব-সুলভ চপলতা ও কৌতূহল বশতঃ তিনি মনে করিলেন যে যেখানে তিনি বসতি করিতেছেন, তাহা হইতে দূরে গমন করিলে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেশ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে ক্রমে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তনের পর তিনি গ্রীস দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহা অতি সুন্দর বন, উপবন ও নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন পর্ব্বত দ্বারা সুশোভিত। সেখান-কার আকাশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার ও তথায় রমণীয় প্রসন্নাম্বু স্রোতস্বতী সকল সুমধুর কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে এবং পক্ষিগণ নিকুঞ্জোপরি আসীন হইয়া সঙ্গীত সুধা বর্ষণ

করিতেছে। তিনি দেখিলেন, গ্রীস অপেক্ষা গ্রীসের নিকটস্থ ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সকল আরো সুশোভন। তিনি তাহাদের মনোহর কান্তি, দর্পণবৎ স্বচ্ছ ইজীয় সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। এমন উত্তম স্থান পাইয়া তিনি আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া তথায় বসতি করিলেন। স্থানের সৌন্দর্য্য তাঁহার আত্মাতে প্রতিফলিত হইল। তিনি সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের এরূপ উপাসক হইয়া উঠিলেন যে, সৌন্দর্য্যে তিনি জীবিত ছিলেন এবং সৌন্দর্য্য-রস তাঁহার আত্মার একমাত্র আহার ছিল বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই সৌন্দর্য্যাসক্তি তাঁহার সকল কার্য্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু এরূপ সৌন্দর্য্যাসক্তির সঙ্গে তিনি অসাধারণ ধীশক্তি, সাহস, দৃঢ়তা ও পুরুষত্ব সংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি কবিতা, পুরাবৃত্ত, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যায় অদ্বিতীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, বজ্র-বলের ন্যায় কার্য্যকর অদ্ভুত বাগ্মিতা-শক্তি সহকারে সমুদ্রতরঙ্গবৎ অস্থির ও উগ্র প্রজা তন্ত্র সকল যদৃচ্ছা ক্রমে পরিচালিত ও দূরস্থ রাজমুকুট সকল কম্পিত করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বাহুবলে আসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ড জয় করিয়া সভ্যতার স্রোত তথায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন। উক্ত কনিষ্ঠ পুত্র গ্রীস দেশ হইতে ইটালিদেশে গমন করিয়া সপ্ত পর্ব্বতস্থিত রোম নামক নগর পত্তন করিলেন, ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইটালি দেশ জয় করিলেন, শৌর্য্য বীর্য্য সত্য-

নিষ্ঠতা ও দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং পৃথিবীর তৃতীয় অংশের এক অংশ জয় করিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান রাজ্য সকলের নিয়মের পত্তন-ভূমি-স্বরূপ রাজ-নিয়ম প্রচার করিলেন। তিনি এইরূপে ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইংলণ্ডে গমন করিয়া সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের আদর্শ স্বরূপ হইলেন, অসাধারণ স্বাধীনতাস্পৃহা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিলেন, এক রাজ্য-শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, সে রাজ্য-শাসন-প্রণালী প্রজাতন্ত্র, সম্ভ্রান্ততন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র প্রভৃতি সকল প্রকার শাসন-প্রণালীর দোষ শূন্য হইয়া তাহাদের কেবল গুণগুলি ধারণ করে। তিনি সমুদ্ররাজ বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং মেদিনীব্যাপী এক বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন, সে রাজ্যের সম্বন্ধে সূর্য্য অস্তমিত হন না।

ওদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃ-ভূমির অনুর্ব্বরতা নিবন্ধন স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া স্বদেশ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ঐ অল্পদূর আসিয়াই তিনি মনে করিলেন যে অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম করি। ভারতবর্ষের ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা তাঁহার বিশ্রামাসক্তির পোষকতা করিল, তিনি আরো ধ্যানপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র আর গমন করিলেন না; সেই খানেই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার আলস্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি লোকেরা আসিয়া তাঁহার আবাসস্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিল এবং

তাঁহার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল, এমত সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে এক আর্ত্তনাদ সমুদ্রের এ পার হইতে গমন করিল। সে আর্ত্তনাদ এই "ভাই। রক্ষা কর"। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঝিতে পারিলেন না যে কে আর্ত্তনাদ করিল কিন্তু কেবল সেই আর্ত্তনাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেখান হইতে তাহা আসিয়াছিল সেখানে আগমন করিলেন এবং প্রপীড়িত ব্যক্তির শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি প্রথমে সেই ব্যক্তির জীর্ণ শীর্ণ কলেবর দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না কিন্তু যখন তাঁহারা পিতৃ-নিকেতনে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহারা যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন সেই সকল শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ ঐ ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা *।

আমাদের মতে, এ আখ্যায়িকাটি সমস্তই ভ্রমমূলক। ইহার প্রত্যেক অংশই আমাদের অননুমোদনীয় (তৎসমস্ত এই প্রস্তাবেই ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে)।

পরন্তু মণিহীন নির্ম্মস্তিষ্ক ভ্রাতৃগণ ইহাতে কুণ্ঠিত বা দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক অনন্যলভ্য তত্ত্বলাভে কৃতকৃতার্থন্য হই-

* এ বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধকারের লিখিত এই অংশটুকু সাদরে স্বীকার্য্য ;—ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আলস্য ও ধ্যান-পরায়ণতা বিষয়ে শ্লেষ করিয়া "— — — যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে, — — — ঐরূপে লিখিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমাবিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

য়াছি বিবেচনায় স্ফীত ও গর্ব্বিত হওত বিবিধভাবে লেখনী-চালন ওবাণী-আস্ফালন করত অভিজ্ঞতার ও চক্ষুষ্মত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হা লুপ্তভাগ্য ভারত! তোমার এখন এতই দুরদৃষ্ট, তোমার এতই বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমাকে যখন কোন শাখামৃগ-ধী মদঘূর্ণিতলোচনে প্রমত্তভাবে শাখামৃগবংশীয় বলিয়া উদ্বোধিত করিতেছে, তখন তাহাই তোমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে, অধিকন্তু এইরূপ সমাদরকারীকে ধন্যবাদ না দিয়া আত্মকৃত্য সমাপ্ত করিতে পারিতেছ না। বর্ব্বর বলিয়া আদর করিতেছে, তাহাতেও তোমার হৃদয় মন সুধারসে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপীয় গবেষণালব্ধানুসারে কোন বঙ্গবাসীর লেখনী হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে, যে, " মনুষ্যেরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন এইরূপ একটি জনপ্রবাদ সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। ঐ খণ্ডের মধ্যস্থল মানবকুলের সূতীগৃহ-স্বরূপ। কালে কালে ঐ স্থান হইতে লোকপুঞ্জ বিনির্গত ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড সমুদয় অধিকার করিয়াছে। চীন-জাতীয়েরা ঐ স্থলেরই আদিম নিবাসী, এই অনুমান কোন মতেই অযুক্ত নহে এবং চীনরাজ্যের ইতিবৃত্ত, ঐ স্থলবহির্ভূত দুর্ব্বিজয় বর্ব্বরদিগের অসকৃৎ আক্রমণাদির বৃত্তান্ত বই আর কিছুই নয়। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন সময়ে হূনাদি ভীষণমূর্ত্তি, প্রচণ্ডতর বর্ব্বরদল সকল ঐ স্থল হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবন পূর্ব্বক, সম্মুখস্থ সমস্ত দেশে ত্রাস ও সঙ্কট বিস্তৃত করিয়াছে এবং জগদ্বিখ্যাত সুসমৃদ্ধ রোমক-রাজ্য

আক্রমণ ও অধিকার করিয়া তৎকালীন সুখ, সমৃদ্ধি, বিদ্যা গৌরব সমস্তই ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিয়াছে। নরকুলের কালান্তক-স্বরূপ তৈমুর ও জঙ্গিজ্‌খা পঙ্গপালতুল্য স্বদলসমভিব্যাহারে ঐ স্থল হইতেই নির্গত হইয়া নরকণ্ঠবিনিঃসৃত শোণিত-তরঙ্গে চতুর্দ্দিক্ পরিপ্লুত করিয়াছে, এবং অবশেষে অধিকৃত দেশ ও প্রদেশস্থ লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাগুণে আপনাদিগের জাঙ্গলিকতা ও বর্ব্বরতা ভাব পরিহার পূর্ব্বক ধীমান্ ও সভ্যতাবান্ হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অতিপূর্ব্বে উল্লিখিত আর্য্যবংশীয়েরাও ঐ স্থলেরই একাংশের অধিবাসী ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহারা উহার অন্তর্গত বেলূর্তাগ্ ও মুস্তাগ্ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমিতেই অবস্থিতি করিতেন।" অস্মদ্দেশে বেদবিদ্যার প্রায়োলুপ্তভাবই এতাদৃশ উক্তির একমাত্র কারণ। নির্ম্মস্তিষ্ক মণিহীন ভ্রাতৃগণের জাড্য এত প্রবৃদ্ধ হইয়াছে এবং লব্ধমণি আহিতুণ্ডিকগণের মন্ত্রবাক্যের শক্তি তাঁহাদিগের প্রতি এতই প্রসৃত হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাঁহাদের এতদুর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে * যে তদ্বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলনের স্পৃহা পর্য্যন্তও নাই; অধিকন্তু তদ্বিরুদ্ধ-

* বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপ্রসিদ্ধ জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "আদিম আর্য্যবংশীয়দিগের ধর্ম্মের অবস্থা জানিতে হইলে, তাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়। কিন্তু যাঁহাদের সংজ্ঞামাত্রও জগতে বিদিত ও প্রচারিত নাই, তাঁহাদের সবিস্তর ইতিবৃত্ত লাভের সম্ভাবনা কি?" এ টুকুর অর্থ কি? আমরা ত কিছুই বুঝিতে সমর্থ নহি। আমরা যদি আর্য্যসন্তান হই, তবে, তাঁহাদের সংজ্ঞামাত্রও জগতে অবিদিত ও অপ্রচারিত কিরূপে স্বীকার্য্য? ইহাকেই আত্মবিস্মৃতি বলা যায় না?

বাদীকেই আক্রমণ করিতে সমুদ্যত। ধন্য মণিপ্রভাব! এইরূপ, ২৫ কোটি ভারত সন্তান যে বেদের উৎপত্তিকাল-নির্ণয়ে আবহমান চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে অপৌরুষেয় বলিতেও বাধ্য হইয়াছে, সেই বেদের উৎপত্তিকাল, "সে দিনের ছোক্‌রা মেরীনন্দনের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে" ইহাই নির্ণীত হইল, ইহা কি সামান্য অনুতাপের বিষয়! ততোঽধিক অনুতাপের বিষয় যে ধীভ্রষ্ট মণিহীন আর্য্যসন্তানগণ ইহাই ধন্যবাদের সহিত অনুমোদিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এস্থলে একটি সামান্য প্রবাদ আখ্যায়িকা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। "কোন এক কৃষকের বর্ষাসিক্ত কোন ক্ষেত্রপথে এক রাত্রি হস্তি গমন করিয়াছিল, প্রাতে তৎক্ষেত্রে সমাগত ক্ষেত্রস্বামী তৎপদাঙ্কদৃষ্টে বিবিধ তর্কণার অবতারণা করিয়া শেষে ক্রমে তৎ স্থানে স্বজাতিমণ্ডলী সমাহ্বান পূর্ব্বক বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তন্মধ্যগত 'লাল বুঝক্কড়' নামক জনৈক মাণ্ডলিক (মোড়ল) বলিয়া উঠিল—"লালবুঝক্কড় বুঝে ন তো বুঝে কোয়্? পএর্ মে চক্‌রী বাঁধ কর্ হর্‌না কুঁদা হোয়্।" বস্তুতঃ যাঁহারা আপনাদিগের উৎপত্তি, বিকৃতমনুষ্য হইতে স্বীকার করিয়া পশ্চাতে লাঙ্গুল অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন (যে প্রণালীতে অনুসন্ধিৎষা বৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে, তাহাতে যে তাঁহারা অচিরাৎ তাহাতেও কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই) তাঁহারা যে অনাদিধর্ম্ম-মূল বেদগ্রন্থকে সে দিনের বলিবেন এবং আদিসভ্য আমাদিগকে বর্ব্বরজাতির বংশধর বলিবেন তাহা বিচিত্র কি!? পরং ইহা কতদূর সত্য, অবশ্য বিচার্য্য।

বৈদিক সমালোচনা।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অনুমান করেন, আর্য্যজাতির আদিনিবাস, মধ্য-আসিয়াস্থ বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমি। ইহারই অনুকূলে তাঁহারা যে কতিপয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমস্তই আমাদের বক্তব্য উত্তরের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

১ম। "আসিয়াখণ্ডের লোকে ইউরোপখণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।" উঃ—ভারতবর্ষ কি আসিয়ার অন্তর্গত নহে? যদি ইহাও আসিয়ার অন্তর্গত, তবে এই স্থান হইতেই নির্ব্বাসিত আর্য্যদল ইউরোপাদি প্রদেশে উপনিবেশ করিয়াছেন বলিলেও উক্ত প্রবাদের কোনই বিরোধ দেখা যায় না।

২য়। "গ্রীক ও রোমকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীস ও ইতালি দেশে অধিবাস করেন, এই বিষয়টী ইতিহাসবেত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন।" উঃ—বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বত কি ইতালির পূর্ব্বোত্তর? মানচিত্রে দেখা যায়,—বিষুবরেখার ৩৬ অংশ হইতে ৪৭ অংশ পর্য্যন্ত ইতালি বিস্তৃত, উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ও ঐ ৩৬ হইতে ৪৭ অংশব্যাপী সমসূত্রপাতেই পূর্ব্বভাগে স্থিত। ভারতশীর্ষ সারস্বতপ্রদেশ যদিও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কিন্তু ৩৬ অংশস্পর্শী ; এতাবতা উহাকেও ইতালির পূর্ব্ব বলা যায়।

এস্থলে বিবেচনীয়,—উক্ত পর্ব্বতদ্বয়কে আর্য্যনিবাস বলিলেও, "ইতালির পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ আর্য্যভূমি" ইহা যদি মানচিত্রে প্রমাণিত না হইল, প্রত্যুত 'ইতালির পূর্ব্বই আর্য্যবাস' স্বীকার করিতে হইল, তবে সারস্বত প্রদেশ কি অপরাধ করিল? বস্তুত যখন মানচিত্রানুসারে ইহা নিশ্চয়ই দেখা যাইতেছে যে, ইতালির পূর্ব্বোত্তর ভাগে আর্য্যপূর্ব্বনিবাস থাকিবার কোন চিহ্নই নাই, তখন ঐ প্রবাদটীর সারবত্তা সুতরাং বিধ্বস্ত হইতেছে।

৩য়। "ঋগ্বেদসংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৩৩শ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পঞ্জাবদেশীয় অন্যান্য নদী সমুদয়ের নাম উল্লিখিত আছে পরং গঙ্গা-যমুনার নামোল্লেখ দুই এক স্থানে আছে মাত্র অতএব বোধ হয় তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পঞ্জাবপ্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর ক্রমে পূর্ব্বে ও দক্ষিণভাগে আসিয়া অধিবাস করেন।" উঃ—এ যুক্তিটি আরও চমৎকার! ইহার দ্বারা যে কিরূপে আর্য্যদের ক্রমাগমন নির্ণীত হইল, তাহা ত আমাদের পাপবুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইল না। বরং বেদে সারস্বতপ্রদেশীয় নদ্যাদির বিশেষ উল্লেখ থাকায় ঐ প্রদেশেই আর্য্যদের আদিবাস ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে; তাঁহারা যে অন্য স্থান হইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ করিলেন, তাহার প্রমাণ কি হইল? এবং সরস্বত্যাদি নদীর সমধিক উল্লেখ থাকায় ও গঙ্গাযমুনার সমধিক উল্লেখ না থাকায়, সারস্বতপ্রদেশ অপেক্ষা গঙ্গাতীর ও যমুনাতীরাদির মাহাত্ম্য কিঞ্চিদূন বা সারস্বতপ্রদেশীয়ের সংখ্যা তদানীং সমধিক ছিল, ইহাই অনুমিত হইতে পারে।

ক্রমাগমনী পক্ষে ইহা যে কিরূপে হেতু হইল, তাহা পাশ্চাত্য দেবগণ ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী ভক্তগণই বলিতে পারেন।

৪র্থ। "হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐ দিকেই তাঁহাদের দেবনিবাস সুমেরু পর্ব্বত। ঐ দিকেই তাঁহাদের কৈলাশাদি দেবভূমি ও সর্ব্বপ্রধান তপস্যাস্থল।" উঃ—হিমালয়ের উত্তরভাগ কৈলাশশিখরাদি সর্ব্বপ্রধান তপস্যার স্থল বলিয়াই এবং দেবনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গম সুমেরুপর্ব্বত উত্তর দিকে স্থিত বলিয়াই আর্য্যদের তাদৃশ বিশ্বাস ছিল; আদিনিবাস বলিয়া নহে। আর্য্যদিগের আদিনিবাস বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ ভারতের উত্তর বলিয়াই ভারতীয়গণের তাদৃশ উত্তরভক্তি স্বীকার করিলেও সুমেরুভক্তির কারণান্তর অবশ্য কল্পনীয় হইবে এবং তাহা হইলে কৈলাশভক্তিও অসঙ্গত হয় বরং এই কৈলাশভক্তি-অনুসারেও তাঁহাদিগকে চিরভারতীয় বিবেচনা করা সমধিক সঙ্গত; অন্যথা (অর্থাৎ বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগবাসী হইলে) দক্ষিণভক্ত বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইতেন; কৈলাশ যে বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগের দক্ষিণ, তাহাও কি বিচারমল্লগণ অযথা করিতে ইচ্ছা করেন?

৫ম। "কৌষীতকী ব্রাহ্মণে একস্থলে লিখিত আছে, লোকে উত্তরদিকেই ভাষা শিক্ষার্থ গমন করে। প্রবাদ আছে, যে, 'যে ব্যক্তি ঐদিক্ হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়, যেহেতু উহা বাক্যের

দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ (৭.৬)'। অতএব ভারতবর্ষের উত্তর সুতরাং বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ আর্য্যদিগের আদিশিক্ষার স্থান বলিয়া বেদসিদ্ধান্ত"। উঃ—এ উন্মত্তপ্রলাপের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র; পরং ইদানীং এ দেশীয়দের এতদূর বেদানভিজ্ঞতা যে, না লিখিলেও নয়। এই পাশ্চাত্য মহোদয়েরাই না স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, 'প্রথমত অর্থাৎ যৎকালে উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের অধিবাসী, তৎকালে এ জাতি বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত ছিল, পরে সিন্ধুতীরবাসী হইয়া ক্রমে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিল এবং সেই বিজ্ঞতা-সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারেই পারসীকগণের আদিপুরুষগণের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে পার্থক্য জন্মে*।' এ প্রস্তাব লিখিবার সময় কি তৎসমস্তই বিস্মৃত হইলেন? যদি বেলুর্তাগে ও মুস্তাগে বিদ্বান্ ব্যক্তিই ছিল না, বর্ব্বর জাতির বাসভূমি বলিয়া উহা প্রসিদ্ধ ও অগণ্য ছিল, তবে উহা বাক্যের দিক্ কিরূপে হইল এবং কৌষীতকী-ব্রাহ্মণোক্ত প্রশংসাই বা তাহাতে কিরূপে সম্ভবপর হইল? আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, 'ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের অধিত্যকায় যখন আর্য্যগণের আদি নিবাস, তখন এই ভারতভূমি অসভ্য দস্যু-কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ছিল' যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোক্ত উপদেশ শ্রবণার্থী কাহারা? এবং কাহারাই বা উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে শিক্ষা করিতে যাইত? যদি উহা প্রক্ষিপ্ত আধুনিক উক্তি হয় ও এদেশে তৎ-

---

* শ্রীমান্ জ মিউর প্রণীত 'সংস্কৃত মূল' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কালে আর্য্যদের নূতন বাসপত্তন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইহা সঙ্গত হয় না; যেহেতু তখন উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে আর্য্যগণের বসতি অবশ্যই নির্ম্মূলিত বা হীনপ্রভ হইয়া থাকিবে। বস্তুত উক্ত কৌষীতকী-ব্রাহ্মণের আখ্যানটি সারস্বত প্রদেশাপেক্ষায় দক্ষিণদেশবাসীদের জন্যই এবং বাণীর দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ সারস্বত প্রদেশই তাহার লক্ষ্য, তাহাই ভারতীয় উত্তর প্রদেশ চিরপ্রসিদ্ধ।

৬ষ্ঠ। "পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদের সৃষ্টি প্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণনা আছে; তাহার মধ্যে 'ঐর্য্যানম্বেজো' নামে একটি হিমপ্রধান দেশ পারসীকদিগের আদিম আবাস প্রতীয়মান হয়। ঐ ঐর্য্যানম্বেজো নগর ভারতে নাই সুতরাং উহা যে ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের সমীপস্থ বা উপনিস্থ কোন ভূমি, ইহাই সম্ভবপর"। উঃ — 'ঐর্য্যানম্বেজো' নগর এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে অদৃশ্য, অতএব উহা যে কোন্ স্থানে ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য পরং 'সে দেশে দশমাস শীত' বর্ণিত থাকায় ভারতস্থ হইতে পারে না কিন্তু এতদনুসারে বেলুর্তাগ ও মুস্তাগও হইতে পারে না; উহা বরং উত্তর-রুষিয়া হইতে পারে এবং ভারত হইতে নিষ্কাশিত আর্য্য-কুপুত্রগণ প্রথমে হয়ত একেবারে রুষিয়ার উত্তর-প্রান্তে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন, পরে কালক্রমে অপরাপর দেশে বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া থাকিবেন। এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য যে, ঐ "ঐর্য্যানম্বেজো" নগর রুষিয়ার প্রান্তস্থ হউক এবং পারসীক-

গণের আদি পুরুষগণও সেই নগরবাসী হউন পরং উহা কথনই আমাদের আদিনিবাস ছিল না প্রত্যুত আর্য্যভূমি হইতে নিষ্কাশিত হইয়াও আর্য্যনামে প্রসিদ্ধ পারসীক-পূর্ব্ব-পুরুষগণেরই আদিনিবাস ছিল. এস্থলে এতমাত্রই আমাদের বক্তব্য। আর্য্যভূমি হইতে নিষ্কাশিত ও সমাজচ্যুত হইবা-মাত্রই যে তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যনামে পরিচিত হইতে দিতেন না এবং তৎকালেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে আর্য্যশব্দ ঘৃণাকর হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর নহে; অদ্যাপি রাজরোষে দেশ নির্ব্বাসিতগণ যে ভারতীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়া-থাকেন ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অধ্যয়নাদির অনুরোধে লণ্ডন-গামী ভারতীয়গণও তাহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল। অন্তত তাঁহারা স্বমুখে আর্য্যনামে পরিচিত হইতে সম্মত না হই-লেও, তত্তৎ দেশের আদিমবাসীদিগের ব্যবহারানুসারেও যে সেই সেই দেশ 'ঐর্য্যনম্‌বেজো' পদবাচ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব পারসীক অবস্তা গ্রন্থে ঐর্য্যনম্‌বেজো নগরের উল্লেখ, তাঁহাদের আর্য্যমূলকত্বের যথেষ্ট প্রমাণ হই-লেও, আমাদের যে আদিনিবাস বেলুর্তাগ ও মুস্‌তাগ পর্ব্বত ছিল তৎপক্ষে কিছুই কার্য্যকর নহে।

৭ম। "আর্য্যবংশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষায় কেবল শীত ও বসন্ত ঋতুর সুসদৃশ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; অন্য ঋতুর সেরূপ সদৃশ নাম পাওয়া যায় না। ইহাতেই বোধ হয় তাঁহাদের আদিনিবাস শীতপ্রধান দেশেরই অন্তর্গত ছিল'। উঃ—ভারতের উত্তরভাগ কি হিমপ্রধান স্থান নহে? যদি তাহা হয়, তবে অপর দেশের কল্পনা করিবার আবশ্যক

কি? এবং পঞ্জাব হইতেই যে আর্য্যবংশীয়েরা বিভিন্ন-শ্রেণী-গত হইয়াছেন ইহাও পাশ্চাত্যগণের অনভিপ্রেত বা অযুক্ত নহে*। বস্তুত সারস্বত প্রদেশ হইতেই কতকগুলি লোক দেশ-নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; তাঁহারাই পারসীক প্রভৃতি; অতএব শীত ও বসন্ত ঋতুর সুসদৃশ নাম যে ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু তাহা বলিয়া হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি হিমাদ্রি-প্রদেশ হইতে আরও উত্তরে সমধিক শীত-প্রধান দেশ আর্য্যবাসভূমি ছিল, ইহা স্বীকার্য্য নহে বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাও যথাস্থানে অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

৮ম। "তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ"

(ঋ০ সং ১,৫,৮৪)

অর্থাৎ শত হিমঋতু যেন পুত্র পৌত্র পোষণ করিতে পারি। এ প্রকার আশীর্ব্বাদ বাক্য কেবল হিম প্রধান দেশের লোকদের মধ্যেই প্রচলিত থাকিতে পারে।* যখন এ প্রকার আশীর্ব্বাদ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের বায়ুমণ্ডলের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গত হয় না, তখন বোধ হইতেছে যে ঋগ্বেদ-রচয়িতাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রচলিত ছিল এবং সেই পূর্ব্বপুরুষগণ

---

* "অবস্তাগ্রন্থের বেন্দিদাদ প্রকরণের প্রথম অধ্যায়ে 'হরখ্‌ইতি' নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট সৌভাগ্যশালী প্রদেশের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐ 'হরখ্‌ইতি' সরস্বতী শব্দেরই রূপান্তর" ইহা তাঁহারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। টি, ক্লার্কের ব্যাকরণ ১৮৬২ মুদ্রিত ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতবর্ষ অপেক্ষা হিমতর প্রদেশে বাস করিতেন (সেই হিমতর প্রদেশই বেলুর্তাগ ও মুস্‌তাগ)। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সন্তানেরা বসতি করিলে পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ আশীর্ব্বাদ বাক্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তৎপরে বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদের পর রচিত অন্য গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না"। উঃ—প্রথম বক্তব্য; ভারতের উত্তর সীমা প্রদেশ সমস্তই সেই হিমপ্রধান দেশ সুতরাং এতদ্দেশবাসীরা ঐরূপ আশীর্ব্বাদ ব্যবহার করিতে কেন না সমর্থ হইবেন? এতদপেক্ষা হিমতর প্রদেশের,—স্বকপোল-কল্পিত দেশনির্ণয়ের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। কিছুদিন পরেই তাহা বিলোপদশা প্রাপ্তও হয় নাই; এমন কি, অদ্যাপি বৎসরকে সামান্যত গ্রীষ্ম ও হিম এই দুই ভাগে বিভক্ত স্বীকার করিলে, হিমারম্ভেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পার্ব্বণ ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশেই প্রচলিত আছে; এই পার্ব্বণটি হিমারম্ভে ভ্রাতৃ-মঙ্গল-কামনা প্রকাশক আশীঃকার্যেই পর্য্যবসন্ন, ইহাও সাধারণের অবিদিত নহে তথাপি বঙ্গদেশে ব্যবহার্য্য মন্ত্রটি নিদর্শন-স্বরূপ স্মারণীয়—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম্‌ ফোঁটা।
যমের দুয়ারে প'লো কাঁটা॥"

বাজসনেয়িসংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি ঋগ্বেদের পর রচিত বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, তৎসমস্তেও হিম ঘটিত বাক্যের অভাব নাই। এতাবতা 'পর রচিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না' ইহাও অসত্য। অতএব এ প্রমাণও নিতান্ত আকাঙ্ক্ষকর হইল।

বৈদিক সমালোচনা।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস।

যাঁহারা "তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ (ঋং সং ১,৬৪,১৪)" প্রভৃতি হিম-পদ ঘটিত বৈদিক মন্ত্র দেখিয়া আমাদের আদিনিবাস, হিমপ্রধান দেশ, স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে,—

ঋং সং ১,৫,১৭,৩য় মন্ত্রে,—

"ত্রিভ্যো যদগ্নে শরদস্ত্বা মিৎ"

অর্থ—হে অগ্নে! শরৎ-ত্রয় তোমাকেই যে ইত্যাদি।

এবং ঋং সং ১,৬,১৬,২য় মন্ত্রে,—

"শত মিন্নু শরদো অন্তি দেবাঃ, * * *।

* * *; মা নো মধ্যা রীরি ...স্তোঃ।"

অর্থ—মনুষ্যজাতির আয়ুকাল এক শত শরৎ, দেবগণ ...র মধ্যে তোমরা হিংসা করিও না।

আরও ঋং সং ২,৭,৭,৫ম মন্ত্রে,—

"শতং নো রাস্ব শরদো * *,

২শ্যামায়ুংষি * * * * *।"

অর্থ—আমাদিগকে এক শত শরৎকাল আয়ুঃ প্রদান কর, আমরা যেন ইহা ভোগ করিতে পারি!

এইরূপ ঋং সং ৩,২,২০,৫ম মন্ত্রে,—

"অস্মে শতং শরদো জীবসে ধাঃ"

অর্থ—আমাদিগকে জীবনের জন্য এক শত শরৎ প্রদান কর অর্থাৎ আমাদিগকে শতায়ু কর।

প্রতি মণ্ডল হইতেই এরূপ দুই চারিটি কালবোধক শরৎপদ দেখান যাইতে পারে, কোন কোন মণ্ডলে ততোঽধিকবারও কালবাচী শরৎপদের উল্লেখ আছে; অপর বেদেও ইহার অসদ্ভাব নাই।

সামবেদীয় মন্ত্রব্রাহ্মণে ১ম প্রপাঠকের ৫ম খণ্ডের ১৭শ মন্ত্র,—

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধি জায়সে।
বেদো বৈ পুত্র নামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥"

অর্থ—পুত্র! মদীয় প্রত্যেক অঙ্গ হইতে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ গঠিত হইয়াছে, তুমি আমার হৃদয় হইতে

সমুৎপন্ন ; অবশ্যই প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ হইতেছ ;—তিনি (ঈশ্বর) তোমাকে শত শরৎ জীবিত রাখুন॥

কৌথুমীশাখার গৃহ্যসূত্রকার ভগবান্ গোভিলাচার্য্য উপদেশ দেন, যে, 'প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পিতা, এই মন্ত্রটী পাঠ করত স্বীয় পুত্রগণের মস্তক আঘ্রাণ করিবে'।

বেদব্যাখ্যাকার মহর্ষি যাস্কও স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে প্রসঙ্গত প্রমাণরূপে এ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন॥

এইগুলি দেখিয়া আমরা কি স্থির করিব "এতাদৃশ-মন্ত্রগুলি শরৎ-প্রধান-দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত"? যদি হিম শব্দেরদ্বারা বর্ষগণনা দেখিয়া আর্য্যদের হিমপ্রধান দেশই আদিনিবাস অনুমিত হইতে পারে, তবে শরৎশব্দের দ্বারা বর্ষগণনা দেখিয়া শরৎপ্রধান দেশেরইবা কল্পনা কেন না করা যাইবে? বস্তুত শরৎ শব্দ শৃধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়, 'শৃণাতি হিনস্তি প্রাণিনঃ' এতাবতা প্রাণিগণের বিনাশক কালকেই শরৎ কহে। অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশে এই কালেই পীড়া ও প্রবল বাত্যাদির পরাক্রম সকলেরই দৃষ্টিচর। এই জন্যই—

"কার্ত্তিকস্য দিনান্যষ্টাবুষ্টাগ্রহায়ণস্য চ।
যমদংষ্ট্রা সমাখ্যাতা অল্পাহারী স জীবতি॥"

এবং ভাষাতেও—

"সমস্ত কার্ত্তিক, অঘ্রাণ আট।
যমের দুয়ার দিয়া কপাট॥" ইত্যাদি প্রবাদ

ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পার্ব্বণ সুপ্রসিদ্ধ। এতদনুসারেই পূর্ব্ব-কালে শরৎ ঋতুতেই বর্ষশেষ গণ্য করা হইত। এই শরৎ যিনি যিনি অতিক্রম করেন, তিনি তিনিই বয়ঃকালের এক এক অংশ অগ্রসর হ'ন সুতরাং সম্মুখস্থ হিম ঋতুই বৎসরের প্রথম ঋতু বলিয়া গণ্য হইত; 'অগ্রহায়ণ' এই নামটীই তৎপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। এবং প্রজাপতি—কালের 'মৃগ' নাম বেদে প্রসিদ্ধই আছে; তদনুযায়ীই মহাদেবের ধ্যানে "পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং" বলিয়া হস্তে মৃগ বর্ণিত হইয়া থাকে; এই মৃগের অর্থাৎ বর্ষাত্মক কালের শিরঃ স্বরূপ নক্ষত্রই মৃগশিরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ও অগ্রহায়ণ মাসের নামান্তর মার্গশীর্ষও এতন্মূলক। এই অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ হইতেই হিম ঋতু আরম্ভ হয় এবং এই মাসই বৎ-সরের প্রথম মাস। এই অনুসারে আশ্বিন ও কার্ত্তিককে শরৎ বলা যাইত এবং এই শরৎ ঋতু, বৎসরের শেষসীমারূপে পরি-গণিত হইত। এই জন্যই ঋগ্বেদসংহিতাদিতে সর্ব্বত্রই বৎ-সরপরিমাণের উল্লেখ প্রায় শরৎ ও হেমন্ত এই পদদ্বয়ের দ্বারাই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বপ্রদর্শিত মন্ত্রাংশগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে, বেদের মধ্যে, হিম বা হেমন্ত শব্দের দ্বারা বর্ষগণনা যেরূপ আছে, শরৎ শব্দের দ্বারাও তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক নহে;—শরৎ ও হেমন্ত, এতদুভয়ের অন্যতর যে বর্ষগণনায় ব্যবহৃত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহের বিষয় কিছুমাত্র নাই। 'শতং সমাঃ' অর্থাৎ শত বৎসর, 'শরদঃ শতং' শত শরৎকাল ও 'শতং হিমাঃ' শত

হেমন্তকাল, এ তিনটিই এক অর্থে ও এক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত দেখা যায়। ইহার দ্বারা আর্য্যসম্বন্ধে শরৎপ্রধানদেশ-বাসিদ্বের বা হিমপ্রধান-প্রদেশ-বাসিদ্বের অনুমান, শরদ্বৃদ্ধি বা হিমবৃদ্ধিকেরই সম্ভবে, অপরের নহে॥

৯ম। শতপথব্রাহ্মণের ১ম কাণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে "ইড়া" বর্ণনাবসরে প্রাসঙ্গিক একটি ইতিহাস শ্রুত হয়; ইউরোপীয় আর্য্যতত্ত্বান্বেষী মহোদয়গণ, শতপথের ঐ ইতিহাসের মধ্যে

"উত্তরং গিরি মতি দুদ্রাব।"

এই বাক্যানুসারে স্থির করিয়াছেন যে 'যখন শতপথব্রাহ্মণে এমন উল্লেখ আছে যে মনু হিমালয় পার হইয়াছিলেন, তখন অবশ্য তিনি সেই পর্ব্বতের উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছিলেন ইহা বলাই সেই ব্রাহ্মণরচয়িতার অভিপ্রায়, সন্দেহ নাই'।

এতদালোচনা করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণম্মন্য দেশীয় ভ্রাতাও নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"বোধ হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা জলপ্লাবন কিম্বা অন্য কোন আধিদৈবিক উৎপাত দ্বারা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করেন।" (বিবিধ প্রবন্ধ ৬০ পৃষ্ঠা টিপ্পনী)

শত শত ইউরোপীয় বেদালোচক, যদি সহস্র সহস্র মুখে আমাদিগকে উল্লিখিতরূপ বলেন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; যেহেতু তাঁহারা বিদেশী,—তাঁহাদের পক্ষে আমাদের আদিবাস নির্ণয় অপেক্ষাকৃত কঠিন। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে

যে স্বয়ং দোষগ্রস্ত ব্যক্তিরা অপর সমস্তকেই আত্মবৎ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে,—ইহা মানব জাতির স্বভাব-সুলভ এবং ঐরূপ প্রয়াসবান্ ব্যক্তিরা যে তাদৃশ অন্বেষণ করিতে করিতে বিপক্ষপক্ষদর্শনে এককালে অন্ধ হ'ন ও বিপক্ষ-পক্ষসমর্থন প্রমাণটিও স্বপক্ষের সাধনরূপে স্বীকার করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হ'ন না, ইহাও নৈসর্গিক; সুতরাং স্বয়ং উপনিবেশবাসী ইউরোপীয় মহোদয়েরা আমাদিগকেও আত্মৌপম্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টাবান্ হইবেন এবং তাদৃশ চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহাদের দেববুদ্ধিও সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া প্রতিপক্ষের প্রমাণপুঞ্জও স্বপক্ষের সাধনা-বলীরূপে উরীকরণে সহায়তা করিবে; ইহার কিছুই বিচিত্র নহে।

আরও বুঝিতে হইবে,—"আমরা দেশান্তরজন্মা, ঘটনাক্রমে এ দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছি, ইহা আমা-দের প্রকৃত দেশ নহে; প্রত্যুত ইহা যাহাদের দেশ, তাহা-দিগকে আমরা বাহুবলে বিধ্বস্ত-তাড়িত করিয়া—বিজিতদের প্রতি জেতার কর্ত্তব্য দর্শাইয়াই এক্ষণে আমাদের দেশ করিয়া লইয়াছি।" এরূপ সিদ্ধান্ত যদি তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া প্রতি-পন্ন না করেন,—শিশুশিক্ষাপুস্তকসমূহে এই মত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া বাল্যাবস্থা হইতেই প্রতি বালকের মনে স্রোত প্রবা-হিত না করেন, বা না করিতেন, তবে কি ইল্বার্ট-বিল-বিদ্বেষী জেতৃপুঙ্গবগণ, আজ আমাদিগকে আমাদিগের দৃষ্টা-ন্তেই শাসন করিতে অগ্রসর হইবার অবসর পাইতেন?

অতএব তাঁহারা যে ভারতীয় আর্য্যজাতিকে ঔপনিবেশিক বলিবেন, তাহা কি তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব?—না, মানব-স্বভাবের অনন্যুগত?

পরং দেশীয় ধীমান্ ভ্রাতৃগণও যে অম্লানবদনে তাদৃশ আবিষ্কৃত তত্ত্বসমস্ত, অতি সত্য বলিয়া স্বীকার করত কৃত-কৃত্য হইতেছেন এবং তৎসমস্তই স্ব স্ব পুস্তক ও পত্রিকা-দিতে প্রকাশ করিয়া ও পরস্পর কথোপকথনে তত্তদুল্লেখের অবসর অন্বেষণ করিয়া নিজ নিজ বিজ্ঞম্মন্যতার দার্ঢ্য-স্থাপনে বিব্রত রহিয়াছেন; ইহাই একমাত্র আমাদের নিতান্ত অনু-তাপের বিষয়। তাঁহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ,—গাভীটা* প্রাপ্তমাত্রে তাহার পুচ্ছ তুলিয়া দেখিবেন, 'নই' কি 'এঁড়ে'?

প্রদর্শিত শতপথব্রাহ্মণোক্ত উত্তরগিরি-লঙ্ঘনটি বেশ্ বুঝি-য়াছেন!—হিমালয়ের উত্তরে যাহাদের আদিনিবাস, তাহারা হিমালয়কে কিরূপে উত্তরগিরি বলিবে? ইহাও কখন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন? আরও বিচার্য্য,—যাহাদের আদিনিবাস বেলুর্তাগ মুস্তাগ পর্ব্বত, তাহারা যদি জলপ্লাবনে ভাসিতে ভাসিতে উত্তরগিরি লঙ্ঘন করিয়া ভারতে আসিয়াছে; তবে আমাদের বৃদ্ধ-নাস্তিকের লেখনী হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তিই বা কিরূপে প্রসূত হইল?

"হিন্দুরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন ও তত্রত্য বিবিধ-বংশীয় অসভ্য আদিমনিবাসীদিগকে নির্জ্জিত ও নির্ব্বা-

সিত করিয়া জয়পতাকা ও ধর্ম্মপতাকা উড্ডীয়মান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি শুভ দিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধু-নদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন।"

(ভা০ উপা০ উ০ ১ভা০ ৪৮ পৃ০)

এবং "মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হল-যন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন।"

(ভা০ উপা০ উ০ ১ভা০ ৫৩ পৃ০)

এ স্থানে ইহা বলাও বাহুল্য, যে, উল্লিখিত পঁক্তিগুলি গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত নহে প্রত্যুত বেদতত্ত্বানুসন্ধিৎসু অধ্যাপক "ম্যাক্ষমূলর", সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক "হীরদোতস্", বিখ্যাত "স্ত্রাবো", অধ্যাপক "বেন্‌ফে", অধ্যাপক "শ্লেগেল্", অধ্যাপক "ল্যাসেন" ও অধ্যাপক "বেবর" মহোদয়ের উদ্গারিত মাত্র।

অতঃপর উক্ত শতপথশ্রুতিই যথাযথ উদ্ধৃতানুসারে সানুবাদ প্রদর্শিত করাই কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,যে, "উত্তরং গিরি মতি দুদ্রাব" ইহার অধ্যগত এই 'অতি' শব্দটীর অর্থ 'অতিক্রম' বা 'অতিশয়'? তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন,—কোন্ অর্থটি সঙ্গত? এবং তৎসহ ইহাও বিবেচনীয় যে বেলুর্তাগ মুস্তাগবাসীদের সম্বন্ধে হিমালয়কে 'উত্তরগিরি' বলা কতদূর সম্ভব?

বৈদিক সমালোচনা।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস।

"উত্তরং গিরিং মতিদুদ্রাব" এই শতপথ-শ্রুতির মধ্যগত অতি শব্দটীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমত পক্ষপাৎ-শূন্য বুদ্ধিতে ঐ প্রকরণটি সমস্তই আদ্যন্ত পর্য্যালোচ্য।—

যজুর্ব্বেদ বাজসনেয়িসংহিতার ২০শ অধ্যায়ের ৫৮ মন্ত্রে "ইড়াভিঃ" পদটী আছে। কাত্যায়নসূত্রে ত্রিপশুর প্রযাজ ও যাজ্যারূপে যে দ্বাদশটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, এ মন্ত্রটি তাহারই চতুর্থ। এ মন্ত্রোক্ত 'ইড়া' পদে পশু বোদ্ধব্য। ইহাই বুঝাইবার উদ্দেশে শতপথ ব্রাহ্মণের ১ম কাণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের আরম্ভ। এই অধ্যায়ে মোট ৪৪টি কণ্ডিকা আছে, তন্মধ্যে ১ম হইতে ১১শ পর্য্যন্তে একটি ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে। এই ইতিহাসের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, যে; "মনু, ইড়া (পশু) দ্বারা যজ্ঞ করিয়াই, প্লাবনে নষ্ট প্রজাসমস্তের পুনরাবির্ভাব করিতে সমর্থ হইয়াছেন অতএব পশুর দ্বারা যজ্ঞের ফল অত্যাদরণীয়।" এই ইতিহাসটি ঐ পশুযাগে প্রবৃত্তিকারক উপন্যাস মাত্র। ইহাকেই বৈদিক আখ্যায়িকা কহে। মীমাংসাদর্শনের মতে এতাদৃশ আখ্যায়িকাসমস্তের মূলবক্তাই অস্বীকার্য্য। ঐ ১১শ কণ্ডিকার পরেই অর্থাৎ ১২শ কণ্ডিকাতে "পশবো বা ইড়া" (পশবঃ বৈ ইড়া) 'পশুগণকেই ইড়া বলা যায়" বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এ স্থলে ইতিহাসাংশই আমাদের বিচার্য্য। তাহা এই ;—

১.। "মনবে হ বৈ প্রাতঃ অবনেগ্য মুদক মাজহ্রুঃ। মহর্ষি মনু, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবেন বলিয়া, তদীয় পরিচারকেরা প্রাতঃকালে জল আহরণ করে। "যথেদং পাণিভ্যা মবনেজনায়াহরন্তি" যেমন তাহারা জল আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার পাণিদ্বয় ধোআইতেছে। "এবং তস্যাবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে" অমনি হস্তদ্বয়ধৌতকারী তাঁহার (মনুর) পাণিদ্বয়ে একটী মৎস্য আসিয়া পড়ে॥

২। "স হাস্মৈ বাচ মুবাদ—" তিনি (মৎস্য) ইহাঁকে (মনুকে) বলিলেন—"বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি" আমাকে পালন কর, আমি তোমাকে পার করিব। (মনু জিজ্ঞাসা করিলেন—) "কস্মান্মা পারয়িষ্যসীতি ?" কোন্ বিপৎ হইতে আমাকে উদ্ধার করিবা ? (তদুত্তরে মৎস্য বলিলেন—) "ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া, ততস্ত্বা 'পারয়িতাস্মীতি" জল প্রবৃদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া দিবে, আমি সেই বিপৎ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। (মনু বলিলেন—) "কথং তে ভৃতি রিতি ?" কি প্রকারে তোমার পোষণ হয় ?॥

৩। "স হোবাচ—" তিনি (মৎস্য) বলিলেন—"যাবদ্বৈ

ক্ষুল্লকা বৈ নো যাবদ্ বহ্বী বৈ নস্তাবন্নাষ্ট্রা ভবতি" যত দিন আমরা ছোট ছোট আছি, ততদিন আমাদের অনেক জীবন-বাধা রহিয়াছে, "উত মৎস্যএব মৎস্যং গিলতি", অধিক কি মৎস্যই মৎস্যকে গিলিয়া ফেলে; "কুম্ভ্যাং মাগ্রে বিভরাসি, স যদা তাং অতিবর্ধা অথ কর্ষূং খাত্বা তস্যাং মা বিভরাসি, স যদা তাং অতিবর্ধা অথ মা সমুদ্রং অভ্যবহরাসি; তর্হি বা অতিনাষ্ট্রো ভবিতাস্মীতি।" প্রথমত আমাকে কলশের মধ্যে রক্ষা কর; যখন আমি এত বর্দ্ধিত হইব যে সে কলশে স্থান সঙ্কুলান হইবে না, তখন বিল খুঁড়িয়া তন্মধ্যে আমাকে রাখিবা; তাহাতেও যখন আমার সঙ্কুলান না হইবে, তখন আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবা; তাহা হইলেই আমি জীবন-বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব॥

৪। "শশ্বদ্ধ ঝষ আস" কথিতরূপে মৎস্যটি (আমি) পুনঃ পুনঃ সুতৃপ্ত হইতে থাকিল,—"স হি জ্যেষ্ঠং বর্দ্ধতে" সে (মৎস্য) অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল, "অথেতিথীং সমাং তদৌঘ আগন্তা" পরে এত সংবৎসরে সেই জলসঙ্ঘ আসিবে (অর্থাৎ সমুদ্রজল স্ফীত হইয়া ঊর্দ্ধগ ও দূরগ হইবে) "তন্মা নাবমুপকল্প্যোপাসাসৈ" তখন একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া আমাকে উপাসনা করিও। "স ওঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ" সেই জলসঙ্ঘ ঊর্দ্ধগামী হইলে সেই

নৌকা আশ্রয় করিও! "ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি" সেই প্লাবন হইতে তোমাকে আমি পার করিতে পারিব।

৫। "তমেবং ভৃত্বা সমুদ্রং মভ্যবজহার" তাঁহাকে (মৎস্যকে) এই প্রকারে পোষণ করিয়া সমুদ্রে ত্যাগ করা হইল। "স য়তিথীং তৎসমাং পরিদিদেশ, ততিথীং সমাং নাব মুপকল্প্যোপাসাঞ্চক্রে" তিনি (মৎস্য) যে পরিমিত সংবৎসরে জলপ্লাবনের সাবধানতা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই পরিমিত সংবৎসর উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার (মৎস্যের) উপাসনা করিলেন,—"স ঔঘ উত্থিতে নাব মাপেদে" সেই জলসঙ্ঘ উত্থিত হইলে অর্থাৎ সমুদ্র-জলসমূহ কাঁপিয়া উঠিলে তিনি (মনু) নৌকাতে আরোহণ করিলেন,—"তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে" তাঁহাকে (মনুকে) রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই সেই মৎস্য ভাসিয়া উঠিলেন, "তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ" তাঁহার (মৎস্যের) শৃঙ্গে নৌকার কাছি বান্ধা হইল, "তেনৈতমুত্তরং গিরি মতি দুদ্রাব" কথিত উপায়ে (মনু) এই উত্তরগিরিতে (হিমালয়ে) অতিশয় দ্রুত গমন করিলেন।

৬। "স হোবাচ—" তিনি (মৎস্য) বলিলেন—"অপীপরং বৈ ত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ" তোমাকে (বিপৎ

হইতে বা জলোচ্ছ্বাস হইতে) পার করিলাম, বৃক্ষেতে নৌকা বন্ধন কর; (আরও সাবধান করিলেন—) "তন্তু ত্বা মা গিরৌ সন্ত মুদক মন্তশ্ছেৎসীৎ।—যাবদুদকংসমবায়াৎ, তাবদন্ববসর্পাসীতি" তুমি পর্ব্বতশৃঙ্গে থাকিতে থাকিতে জল যেন নৌকাকে ও তোমাকে ছাড়িয়া না যায়!—যেমন যেমন জল নীচে নামিতে থাকিবে, তুমিও তেমনি তেমনি নামিতে থাকিবে। "স হ তাবত্তাবদেবান্ববসসর্প" তিনিও সেইরূপ ক্রমেই অর্থাৎ জলের স্ফীতি-হ্রাস অনুসারেই নামিয়াছিলেন। "তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরে র্মনোরবসর্পণমিতি" ইহাই উত্তরগিরি হইতে মনুর জলহ্রাসানুসারে অবতরণ-বৃত্তান্ত। "ঔঘো হ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিরুবাহাথেহ মনু রেবৈকঃ পরিশিশিষে" এই প্লাবন, সমস্ত প্রজাই ভাসাইয়াছিল, এস্থানে (আর্য্যাবর্ত্তে) একমাত্র মনুই পরিশেষ ছিলেন।

৭। "সোঽর্চঞ্ছ্রাম্যংশ্চচার প্রজাকামঃ" তিনি (মনু) প্রজাকামনায় (অর্চ্চনীয় দেবতার) অর্চ্চনায় শ্রম করত কালহরণ করিতেছিলেন। * * * "ততঃ সংবৎসরে যোষিৎ. সম্বভূব" সেই হোমপ্রভাবে বর্ষৈকের মধ্যে একটি কন্যা সমুৎপন্ন হইল। * * * "তয়া মিত্রাবরুণৌ সঞ্জ-

গ্মাতে" সেই কন্যার সহিত মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় সঙ্গত হইলেন।

৮। "তাং হোচতুঃ কাসীতি" সেই কন্যাকে মিত্র ও বরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কে?' (কন্যা এতদুত্তরে বলিলেন,—)"মনোর্দুহিতেতি" আমি মনুর দুহিতা। * * *।

৯। "তাং হ মনুরুবাচ কাসীতি" তাঁহাকে (কন্যাকে) মনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" (তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—) "তব দুহিতেতি" তোমার কন্যা। * * *।

১০। "তয়ার্চঞ্ছ্রাম্যংশ্চচার প্রজাকামঃ" প্রজাকাম মনু, সেই কন্যার দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চা সহ যথেষ্টরূপ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। "তয়েমাং প্রজাতিং প্রজজ্ঞে" সেই কন্যার প্রভাবেই এ প্রজাসমগুলী সমুৎপন্ন হইয়াছে।—"য়েয়ং মনোঃ প্রজাতির্যান্বেনয়া কাঞ্চাশিষ মাশাস্ত সাস্মৈ সর্বা সমার্ধ্যত" এই যে মনুর কন্যা, ইনি যে কিছু আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহাতেই এই সমস্ত প্রজা সমৃদ্ধিযুক্ত হইতেছে।

১১। "সৈষা নিদানেন য়দিড়া". ইড়া যাহাকে বলা যায়, ইহাই তাহার নিদান। * * *।

এই ত শতপথ ব্রাহ্মণে প্রকাশিত ঘটনা। ইহার দ্বারা কি এরূপ বোধ হইল যে এ আর্য্যভূমি, আর্য্যগণের আদিনিবাস নহে? আমাদের ত বরং এতৎপাঠে ইহাই স্ফুট হয়, যে,

এই ভূমিই চিরকাল আর্য্যভূমি এবং (১) এই স্থানেই সমুদ্র উত্থিত হইয়া উল্লিখিত জলপ্লাবন হইয়াছিল, (২) সেই জলরাশি হিমালয় পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, মনু ও দৈববলে নৌসাহায্যে তদীয় উচ্চ শিখরারোহণে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করেন ও ক্রমে জল-হ্রাসানুসারে স্বদেশে পুনরাগত হ'ন, (৩) তৎকালে একমাত্র মহর্ষি মনুই রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহা হইতেই পুনশ্চ প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে; আমরা এই তিনটী সত্য লাভ করিয়া থাকি।

(১ম) যদি এ জলপ্লাবন সমুদ্র স্ফীত হইয়া না হইত, অর্থাৎ বাইবেল গ্রন্থোক্ত* ৪০ দিন-রাত্র অবিশ্রান্ত বারিধারা-পতন-জন্য হইত, তবে প্রদর্শিত ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে "ওঘ উত্থিতে" অর্থাৎ জলসঙ্ঘ (ফাঁফিয়া) উঠিলে এরূপ বর্ণিত হইতে পারিত না। অতএব এ জলপ্লাবন অবশ্যই সমুদ্র-স্ফীতি জন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই সুতরাং যে দেশে সমুদ্র নাই, ইহা সে দেশের কথা নহে।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে 'মেক্সিকো' হইতে ছয় দিনের পথে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া 'জরুল' পর্ব্বত সমুৎপন্ন হইবায় 'কুটিম্বা' ও 'সানপিদ্রো' নামক নদীদ্বয় উজান বহিয়া যেরূপে প্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল; এরূপ স্বীকার করিলে, প্লাবনের জন্য সমুদ্রের আবশ্যক না হইলেও, সমুদ্র-তীর-বাসীদেরই যে এ প্লাবন ঘটিয়াছিল, ইহা বলিতেই হইবে, অন্যথা প্রদর্শিত ৩য় খণ্ডে সমুদ্রপদের উল্লেখই দেখা যাইত না এবং ৫ম খণ্ডোক্ত

* প্রথম খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদ দেখ।

'সেই মৎস্য ভাসিয়া উঠিলেন' ইহাও অসঙ্গত হইত অর্থাৎ যে মৎস্যকে সমুদ্রে ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহাকে এ প্লাবনে ভাসিতে দেখিবেন কিরূপে? অতএব সমুদ্র-স্ফীতিতেই যে এ মহাপ্লাবন ঘটিয়াছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সম্প্রতি অর্থাৎ যৌধিষ্ঠিরাব্দের ১১১৩ অতীত হইলে ৭ম মাসে, নৃচক্ষু রাজার রাজত্বকালে ৪০ দিন অবিশ্রান্ত মুষলধারে বারিবর্ষণ ঘটনায় যে একটি জলপ্লাবন* অস্মচ্ছাস্ত্রে বর্ণিত আছে; তাহাই বোধ হয় বাইবেল প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থে বর্ণিত প্লাবন বৃত্তান্তের মূল। এতাবতা শতপথের এ প্লাবন-ঘটনাটি যে; খ্রীষ্ট ধরিয়া কাল-নির্ণয়-কারীদের বুদ্ধির ও দৃষ্টির অতীত,—অনালোচ্য ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন,—আমাদের আদি-নিবাস, পূর্ব্ব-পশ্চিম-সমুদ্র-মধ্যস্থ এই আর্য্যাবর্ত্তভূমি অথবা সমুদ্রহীন সেই মধ্য-আসিয়া? বৈদিকতত্ত্বান্বেষী ইউরোপীয়-গণ ও তদ্ভক্তগণ, পক্ষপাত-শূন্য-চিত্তে বিচার করিলে, তাঁহা-রাও বুঝিতে পারিবেন, যে, রেলুর্ত্তাগ মুস্তাগবাসীদের পক্ষে সমুদ্রে মৎস্যক্ষেপ, সমুদ্রেরই উত্থানে জলপ্লাবন ও সেই সমুদ্রেই তাদৃশ পারকারী শৃঙ্গী মৎস্য ভাসিয়া উঠিলে তৎসাহায্যাবলম্বন কতদূর অসম্ভব?

---

* শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ-সম্পাদিত প্রিয়-'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৯ ফাল্গুনের সংখ্যায় মৎসতীর্থের অন্তেবাসী আয়ুষ্মান্ শ্রীমান্ কালীবর বেদান্তবাগীশ লিখিত "পাণ্ডব-বংশ" প্রবন্ধ দেখ।

বৈদিক সমালোচনা

আর্য্যজাতির আদিনিবাস।

(২য়) যদি জলরাশির স্ফীতি-অনুসারে হিমালয় শৃঙ্গ পর্য্যন্ত নৌকার গতি এবং জলরাশির হ্রাস-অনুসারে ক্রমে স্বস্থানে পুনরবতরণ, ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত না হইত প্রত্যুত প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ইউরোপীগণ যে "উত্তরং গিরি মতি দুদ্রাব" হইতে মনুর হিমালয় পারে আগমন জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই সত্য হইত, অর্থাৎ শতপথের "উত্তরং গিরিমতি দুদ্রাব" শ্রুতির পূর্ব্বপ্রদর্শিত অর্থ (১২৮ পৃ০) ত্যাগ করিয়া যদি পাশ্চাত্য মতানুসারে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে তদনন্তর শ্রুত "যাবদুদকং সমবায়াৎ, তাবদুদমবসর্পাসীতি" (১২৯ পৃ০) মৎস্যের এই উপদেশ এবং অতঃপরে "স হ তাবৎ তাবদেবাম্বব সসর্প" (১২৯ পৃ০) এই শ্রুতিটি কিরূপে সঙ্গত হইত? যাঁহারা একবারও সামান্যরূপ জোয়ার-ভাটা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, জোয়ারের সময়ে জলস্ফীতি-অনুসারে নৌকাদির উচ্চারোহণ এবং ভাটার সময়ে জলহ্রাস-অনুসারে নৌকাদির অবসর্পণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—"স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে" (১২৮ পৃ০) হইতে "তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরবসর্পণমিতি" (১২৯ পৃ০) এই টুকু পাঠ করিয়াও তাহা বোধ হয় না? তবে সামান্য বিশেষ ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য পরন্তু তাহা এস্থলের বিচার্য্য নহে; এস্থলে এই মাত্র বিচার্য

যে,—শতপথের এই জলপ্লাবন ঘটনা পাঠ করিয়া কি বুঝা যায়? আমাদের আদিপুরুষ মনু, মধ্য—আসিয়ার নিবাসী ছিলেন, তথায় জলপ্লাবন রূপ দুর্ঘটনায় হিমালয়ের এ পারে আসিয়াছিলেন বা তিনি আর্য্যাবর্ত্তবাসীই ছিলেন, জলস্ফীতি—অনুসারে হিমালয় শৃঙ্গ পর্য্যন্ত উঠিয়া পরে জল-হ্রাসানুসারে ক্রমে অবতরণ করত পুন: স্বস্থানে অর্থাৎ আর্য্যা-বর্ত্তেই আপতিত হইয়াছিলেন? পাশ্চাত্যসিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত "উত্তরং গিরি মতি দুদ্রাব" এই টুকু পাঠ করিয়াই যাঁহারা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তে আস্থাবান্ হওত ভ্রমা-বর্ত্তে মগ্ন আছেন, তাঁহাদের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন যে, একণে এই প্রস্তাবে ঐ শ্রুতিটীর আদ্যন্ত সমস্ত অংশই প্রকাশিত হইল, অতঃপর তাঁহারা দিব্যচক্ষুতে স্বচ্ছ বুদ্ধিতে দেখুন;—স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন এই শ্রুতিতে "যেমন যেমন পথে ক্রমে আরোহণ, সেই সেই পথেই ক্রমে অবতরণ" বুঝায়; ইহাতে গিরির অপর পারে আগমন কোন রূপেই বুঝায় না।

(৩য়) প্রদর্শিত শতপথ শ্রুতিটী আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে এই জলপ্লাবনকে একটি খণ্ডপ্রলয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই খণ্ডপ্রলয়ে "মনু রেবৈক: পরিশিশিষে" (১২৯ পৃ০) একমাত্র মনুই পরিশিষ্ট ছিলেন, এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতেও "মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্ব পুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপরহস্তে রণশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন।"

(১২৪ পৃ০) আমরা কিরূপে দেখিব? অন্ততঃ এ শ্রুতিটি তৎপক্ষে প্রমাণ নহে অবশ্যই স্বীকার্য্য।

"উত্তরং গিরিম্ অতি দুদ্রাব" এই স্থলে শ্রুত 'অতি' শব্দের অতিক্রম অর্থ কোনরূপে সঙ্গত হয় না। যেহেতু আমরা যাহাকে উত্তর বলি, মধ্যআসিয়াবাসীদের পক্ষে তাহা দক্ষিণ, সুতরাং যদি 'অতিক্রম' অর্থ অভিলষিত হইত তবে "দক্ষিণং গিরিম্ অতি দুদ্রাব" থাকিত। আর্য্যাবর্ত্তে সমাগমনের পরে উক্ত শ্রুতিটি রচিত হইয়াছে স্বীকার করিলেও তাঁহাদের সমাগমন বর্ণনাস্থলে "তাঁহারা দক্ষিণ গিরি অতিক্রম করিয়াছিলেন" লিপিই সঙ্গত হয়। তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক উত্তরগিরি অতিক্রমণানন্তর ভারতে আগমন বর্ণনা নিতান্ত অসঙ্গত বলাই বাহুল্য। তথাপি যদি কেহ এরূপ সম্ভাবনা করেন যে আর্য্যাবর্ত্তস্থ শতপথ-গ্রন্থকার নিজ সম্বন্ধে হিমালয়কে উত্তর জানিতেন তদনুরূপই লিখিয়াছেন, তাহা হইলেও "উত্তরাগিরিম্ অতি আদুদ্রাব" থাকিত। 'আ'র যোগ না থাকিলে আগমন অর্থ করাও অসঙ্গত। বস্তুত 'উত্তর' পদ থাকাতেই ইহা যে হিমালয়ের দক্ষিণ পার স্থিত ব্যক্তিদেরই ঘটনাবর্ণন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং নিরুক্তকার বৈদিক প্রয়োগে 'অতি' শব্দের অতিশয় অর্থই বিশেষত উল্লেখ করিয়াছেন, অতিক্রম অর্থটি লৌকিক হইলেও বেদে উহার প্রাধান্য নাই; বেদে 'অতি'র অতিশয় অর্থই প্রবল।—যথা "অতি সু ইতি অভিপূজিতার্থে" (নি০ ১অ০ ১পা০ ৫খ০)। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য এস্থলে "অতিধনঃ, সুব্রাহ্মণঃ" উদাহরণ দিয়াছেন। এতাবতা

বেদের মধ্যে 'অতি'র অতিক্রম অর্থই অপ্রশস্ত সন্দেহ নাই। অতএব 'অতিদুদ্রাব' বলিতে অতিশয় দ্রুত গতিই বুঝিতে হইবে। বাণ ডাকিলে বা সামান্য জোয়ারের সময়েও জলযান ও তৎসহ জলযানস্থিত ব্যক্তিদের যে ঊর্দ্ধে অতি দ্রুতগতি হইয়া থাকে, তাহা সমুদ্রসমীপবাসীদের অবিদিত নহে; যাঁহারা বানডাকা বা জোয়ার দেখেন নাই, তাঁহারাও অতিবর্ষার সময়ে অতি প্রবৃদ্ধ নদ নদীর অতি দ্রুত গতি প্রায় প্রতি বর্ষেই দেখিয়া থাকেন এবং কাশ্যাদিতে তীরে হর্ম্ম্যাদি থাকায় প্রসরে বাধাপ্রাপ্ত জলৌঘ যে ক্রমে ঊর্দ্ধে অতিদ্রাবিত হইতে থাকে তাহাও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। এস্থলেও সমুদ্রোত্থ জলৌঘ, সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়া উত্তরে উত্তরগিরি কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওত অতিদ্রুতগতিতে ঊর্দ্ধে সমুত্থান করত তদীয় শৃঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল, ইহাই এ শ্রুতির প্রকৃত অর্থ।

"উত্তরং গিরিম্ অতিদুদ্রাব" এই শ্রুতিটির পূর্ব্বাপর গ্রন্থ পর্য্যালোচনাকালে "ওঘ উত্থিতে", "উত্তরং গিরিং", "য়াবদ্ উদকং সমবায়াৎ তাবৎ অনু-অব-সর্পাসি", "তাবৎ তাবৎ এব অনু-অব-সসর্প", "একঃ পরিশিশিষে" এই কয়েকটি স্থল ভালরূপে দেখা কর্ত্তব্য। এই কয়েকটি স্থল পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য বেদালোচনকারী মহোদয়দের বেদে বিদগ্ধ বুদ্ধি কিছুই অবিদিত থাকিবে না। তাঁহারা কিরূপে যে ইহা স্বমতের পোষক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য; ইহা তাঁহাদের মত-পোষক না হইয়া বরং তাঁহাদের মত-উচ্ছেদক প্রমাণই হইতে পারে।

অথবা যাঁহারা অসুরদের 'শিশ্নদেব' বিশেষণ দেখিয়া শিব-পূজার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে সমস্তই শোভা পায়।

আর্য্যদের আদিনিবাস মধ্যআসিয়ায় ছিল, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাকল্যে যে নয়টী প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, একে একে তৎসমস্তই খণ্ডিত হইল; অতঃপর বোধ হয় ইহা বলা অন্যায় নহে যে ঐ মতটী আমূল ভ্রমাত্মক। আমাদের আদি নিবাস হিমালয়ের দক্ষিণে ছিল, পরে এদেশে আসিয়া বসবাস করিতেছি, ইউরোপীয়গণের ন্যায় আমরাও ঔপনিবেশিক, ইহা ইউরোপীয়দের "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" প্রবাদানুযায়ী স্বকপোল কল্পিত ইহার মূলে কিছু-মাত্র সত্য নাই, সমস্তই অলীক।

এই আর্য্যাবর্ত্তই আর্য্যদের প্রসূতিগৃহ, ইহাই পুণ্যভূমি ইহাই রত্নভূমি, ইহাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চির বসতি স্থান। অনার্য্যজাতিরও ইহাই চিরবাস স্থল। যেরূপ আলোক ও অন্ধকার স্থানভেদে এক রাজ্যেই বাস করে, সেইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিই চিরদিন এই দেশেই স্থানভেদে বাস করিয়া আসিতেছে এবং যেরূপ দুঃখের সত্তা ব্যতীত সুখের অনুভব হইতেই পারে না, সেইরূপ এই অনার্য্যদের স্থিতিতেই আর্য্যদের আর্য্যত্ব লাভ। আরও যেরূপ আলোক ও অন্ধকারের এবং সুখ ও দুঃখের পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ থাকিতেও চিরবিরোধ স্বাভাবিক, এই আর্য্য ও অনার্য্য জাতিদ্বয়ের মধ্যেও সেই-

রূপ। এই আর্য্যরাই স্বীয় ব্যবহারাদির ঔৎকর্ষগুণে চির-দিন 'দেব' পদ বাচ্য হইয়া আসিতেছেন এবং অনার্য্যগণের একমাত্র শারীর বল সংবল থাকায় 'অসুর' নামে বিখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। এই ভূখণ্ডেই, এই দেবাসুরের যুদ্ধ চিরকালই হইত এবং অধিকাংশ সময়েই দেবদলের জয় হইত, কখন কখন অসুরদলেরও জয় হইত। বস্তুত আর্য্য বা অনার্য্য, এ উভয় জাতিরই ইহা আদি নিবাস; তবে আলোকের উপযুক্ত স্থলেই আর্য্যদের বাস এবং অন্ধকা-রের উপযুক্ত স্থলেই অনার্য্যদের বাস অথবা যে যে স্থলে আর্য্যদের বাস সেই সেই স্থল ক্রমে আর্য্যদের প্রভায় প্রভান্বিত-ক্রমেই অতি প্রভান্বিত এবং যে যে স্থলে অনার্য্য-দের বসতি, সেই সেই স্থলই তমসাচ্ছন্ন—ক্রমে গাঢ় তমসা-চ্ছন্ন; এইমাত্র প্রভেদ। ফলে আর্য্যদল আসিয়া অনার্য্য-দলকে ক্রমে বিধ্বস্ত করিয়া এদেশে বসতি-বিস্তৃতি করিতে লাগিলেন, পাশ্চাত্য বেদালোচনকারী ধীমদ্‌গণের এরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রমাণই নাই বরং এ উভয় জাতিই যে বিভিন্ন প্রদেশস্থ হইলেও এই এক ভূখণ্ডস্থায়ী এতৎপক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে এবং প্রস্তাবান্তরে তৎপ্রদর্শনেও ত্রুটি করিব না।

এতাবতা ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা ঔপনিবেশিক নহি; আমাদের ইহাই প্রকৃত দেশ; সুতরাং ঔপনিবেশিক কথাটি আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসত্য, কাজেই গালাগালি বিশেষ। এই ভূখণ্ডের প্রান্তভাগ সমূহে এবং গিরিকন্দরাদিতে অনার্য্য জাতির চির বসতি থাকিলেও প্রধান প্রধান স্থান

আর্য্যদেরই চিরাধিকৃত থাকায়, আর্য্যদেরই চিরপ্রাধান্য হেতুক ইহা "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে; কোটি কোটি বৃহন্মস্তিষ্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতের লেখনীর খোঁচায় এ দেশের এ নামটী বিলুপ্ত হইবার নহে অতএব এই ভূখণ্ডই আর্য্যাবর্ত্ত এবং এই আর্য্যাবর্ত্তই আর্য্যাদের আদি-নিবাস, এখনও নিবাস সুতরাং চিরনিবাস, আমরা এই আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্যদেরই বংশধর ও তাঁহাদের বাসভূমির এই আর্য্যাবর্ত্তের চিরসত্ত্বাধিকারী *।

কোন কোন সময়ে, কোন কোন কারণে, কোন কোন আর্য্য বা আর্য্যদল বিতাড়িত বা স্বয়ং বিনির্গত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাগেও বসতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; গ্রিশীয়ন পারশিয়ন প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য জাতি, তাঁহাদেরই বংশপ্রসূত; ইংরাজগণও সেই দেশ নির্ব্বাসিত 'ম্লেচ্ছ' পদপ্রাপ্ত আর্য্যদের বিকৃত বংশতিলক হইতে পারেন; সেইরূপ কোন আর্য্যদল হইতে তদ্দেশীয় স্ত্রী সংসর্গে আফ্রিকাভূমে মিশ্র জাতিরও উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত সুনির্ণয় করিতে হইলে যেরূপ ইতিহাস গ্রন্থের আবশ্যক, তাহা ছিল কিনা জানি না; থাকিলেও বহুবার প্লাবন, বিপ্লবাদি ঘটনায় বিনষ্ট হইবারই সম্ভাবনা; তাহাতেও যদি কিছু থাকিত, তাহাও সময়ে সময়ে যবনদের অত্যাচারে না থাকিবারই কথা কাজেই এক্ষণে এ সকল বিস্তারিতরূপে ও অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করা নিতান্তই অস-

* প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ে বৈদিক প্রমাণাদিও প্রদর্শিত হইবে

স্তুব, তথাপি এত দুর্দৈবে অদ্যাপি দেদীপ্যান সুতরাং অমরপ্রায় বেদগ্রন্থাদির বিশেষ সমালোচনে যতটুকু বুঝা যায় তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম, সময়ান্তরে—প্রস্তাবান্তরে যথাসাধ্য প্রমাণাদি সহ বিস্তৃত প্রকাশেও যত্নবান্ হইব ॥

বৈদিকসমালোচনা।

ত্রিদোষ।

"শ্রুতহানি, স্বার্থত্যাগ ও পরার্থকল্পনা।

আর্য্যাদের আদিনিবাস সম্বন্ধে য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু কোবিদগণের সিদ্ধান্ত ও যুক্তিগুলি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐ যুক্তিগুলি যে অসার, সুতরাং ঐ সিদ্ধান্তও অপসিদ্ধান্ত, ইহাও একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে; অধুনা এ প্রবন্ধে ঐ অপসিদ্ধান্তের দোষগুলিই আলোচনীয়।

মীমাংসাদর্শনে "পরিসংখ্যা" নামক বিধির উল্লেখ করিয়া তাহাকে ত্রিদোষগ্রস্ত বর্ণনা পূর্ব্বক অল্প-প্রসর করা হইয়াছে। সেই পরিসংখ্যাতে যে তিনটি দোষ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ অপসিদ্ধান্তেও আমরা সেই তিনটি দোষ দেখিতে পাইতেছি।

১ম, শ্রুতহানি অর্থাৎ পদ শ্রবণমাত্রে যে "বোধ" হয়, তাহাকে নষ্ট করা। যথা—আর্য্য ও আর্য্যাবর্ত্ত এই দুইটি পদ শ্রবণ মাত্রেই ইহাদের পরস্পর চিরসম্বন্ধ স্বতই বোধিত হইয়া থাকে; তাঁহাদের কৃত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অর্থাৎ আর্য্যগণকে এ আর্য্যাবর্ত্তে ঔপনিবেশিক বলিয়া স্বীকার করিলে সেই চিরসম্বন্ধ সুতরাং পরিত্যক্ত হয় কাজেই শ্রুতহানি দোষ ঘটিতেছে।

য়ুরোপীয়গণ, প্রায় সকলেই ঔপনিবেশিক; তাঁহারা আমাদিগকেও ঔপনিবেশিক বলিয়া স্থির করিতে পারিলে তাঁহাদের সেই লাভ, যে লাভ একদিন মহাবীরেরও ঘটিয়াছিল;—মহাবীর, অর্ণবজলে স্বীয় মুখ-প্রতিবিম্ব বিকৃত-বর্ণ

দেখিয়া সমস্ত স্বজাতির ঐরূপ মুখদর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং দেবীপ্রসাদে তাহা সম্পন্ন হইলে আপনাকে লাভবান্‌ও জ্ঞান করিয়াছিলেন। এস্থলেও আমরা এই দোষটি বুঝিতে না পারিয়া উপেক্ষা করিলে আমাদের সেই দশা ঘটিবে, যাহা মহাবীরের স্বজাতীয়দের ঘটিয়াছে, তখন আর ইহার প্রতিকার করিবার কোন উপায়ই থাকিবে না; মহাবীরজাতি মহাশয়েরা কি আর এখন স্ব-স্ব-আস্যবর্ণের পরিবর্ত্তনে সমর্থ? সেই জন্যই বলিতেছি—ভ্রাতৃগণ! উপেক্ষা করিও না! ঔপনিবেশিকগণ, আত্মসাম্য ঘটাইবার জন্যই আমাদিগকেও ঔপনিবেশিক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলে অর্থাৎ স্বস্থানস্থায়ী আমরাও, নানাদোষে বিতাড়িত স্থানচ্যুত তাঁহাদের সহিত এক তুলাদণ্ডে তোলিত হইলে আমরা কতদূর হতমান হইব এবং ভবিষ্য-জগতে পক্ষপাতশূন্য সত্যানুসন্ধিৎসুগণের চক্ষে কেমন মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব, ইহা একবার ভাবিয়া দেখ,—স্মরণ কর "একমেব মহৎদুঃখং গুঞ্জয়া সহ তোলনং",—সত্যাসত্য অনুসন্ধান কর,—সকলে বলিয়া উঠ, যে "আমরা ঔপনিবেশিক নহি! আমরা স্বস্থানস্থায়ী, এই আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য!"

আমরা আর্য্য, এই আর্য্যাবর্ত্তই আমাদের আদিপুরুষগণের জন্মস্থান! অশেষশেমুষীসম্পন্ন পশ্চাত্যগণ, এই সত্যটুকু স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা আমাদিগকেও ঔপনিবেশিক-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিবার জন্যই দুর্দম্য লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন;—অনেকাংশে কৃত-

কার্য্যও হইয়াছেন; যদিও ইহা আর্য্যাবর্ত্তের কোন এক আর্য্য-বৈদিকের সহিত বিচার পূর্ব্বক স্থিরীকৃত হয় নাই এবং যদিও ইহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলির অনুমোদিতও হয় নাই,—অনুমোদিত হওআ ত দূরের কথা,—শতকরা ৫জনারও কর্ণগোচর হইয়াছে কি না সংশয়স্থল কিন্তু তাঁহারা বলপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্তে এই মত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রবিষ্ট করাইয়াছেন সুতরাং দেশীয় বালকগণের হৃদয়ে বুদ্ধির পুষ্টি-অনুসারেই ইহা পরিপুষ্ট হইয়া কালে বটবিটপীর ন্যায় অবিধ্বংশী আকার ধারণ করিতেছে। বটবিটপী, আমাদের পূজনীয় ও আদরণীয় হইলেও যদি কোন অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীররন্ধ্রে কাকানীত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাও কি আদরণীয় হয়? না—সহনীয় হয়? বলা বাহুল্য যে ঐ জীর্ণ প্রাচীরের সমূল-ধ্বংস ভয়ে বুদ্ধিমান্ মাত্রেই তাহা উন্মূলিত করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন এবং তদুন্মূলনে যতই বৈলম্ব ঘটে ততই ক্লেশকর ও ভয়াবহ হইয়া থাকে।

২য়, স্বার্থত্যাগ। এস্থলে স্বার্থত্যাগ,—তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অর্থাৎ "আর্য্যদের আদিনিবাস মধ্যআসিয়া; ইহাঁদের কতকগুলি, এই ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় বিক্রমে ভারতীয়গণের ধ্বংসসাধন করত ক্রমে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছেন" এই ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করিলে এদেশে আমাদের প্রকৃত স্বত্ব লোপ পাইতেছে।

স্বত্ব, সামান্যত তিনপ্রকার। প্রকৃতস্বত্ব, জয়লব্ধস্বত্ব ও অধিকার স্বত্ব (দখলী সত্ব)। পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে পৈতৃক

স্বত্বই প্রকৃত স্বত্ব। যথা—এই আর্য্যভূমিতে আর্য্যদের। আর্য্যগণ, সৃষ্টির আদি-অবস্থা হইতেই ইহার স্বত্বাধিকারী; তাঁহারা যে যে ভূম্যংশের অধিকারী, তৎপূর্ব্বে সে সে ভূম্যংশের অপর কেহই অধিকারী ছিল না, যতদিন তাঁহাদের সৃষ্টি এবং যখন অধিকার-বোধও জন্মে নাই, ততদিন এবং তখনও এই ভূমি তাঁহাদেরই অধিকৃত ছিল। কালক্রমে ঘটনানুসারে বা বিক্রমানুসারে অধিকার-বিস্তৃতিও হইয়াছিল, ইহা অন্য কথা। বস্তুত যখন তাঁহাদের এই দেশেই আদি-উৎপত্তি এবং তাঁহারাও ভূস্থ জীব, তখন এই দেশই যে তাঁহাদের অর্থাৎ আমাদের আদিপুরুষদের! এবং তাঁহারাই যে ইহার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" এ স্বত্ব লোপ পাইবার নহে; অন্তত এ আশা লোপ হইবে না;—মুমূর্ষু ব্যক্তি যাহার কণ্ঠগতপ্রাণ, সেও কি আশা ত্যাগ করিতে পারে? (পরকাল!)। জয়-লব্ধ স্বত্ব: ব্যবহারে প্রকৃত স্বত্বের ন্যায় হইলেও ইহাকে প্রকৃতস্বত্ব বলা যায় না; যেহেতু ইহা বলদৃপ্ত ব্যক্তির বা জাতিবিশেষের দ্বারা আসাদিত হইলেও কালে বলক্ষয়ানুসারে বা সমধিক বলশালিসম্মর্দ্দে বিনাশযোগ্য। যথা—এই আর্য্য-ভূমিতেই মোগল প্রভৃতি যবন দলের। অধিকার স্বত্ব, নানাপ্রকারে ঘটিয়া থাকে; ক্রয়, প্রতিগ্রহণ, ভয়প্রদর্শন, নিঃস্বামিক স্থানাক্রমণ, বিনিময় প্রভৃতি সমস্তই ইহার নিদান। প্রচীনদের নিকটে শুনিয়াছি,—এরূপেই এ আর্য্য-ভূমির অনেকত্র ব্রিটিশবৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে অতএব এক্ষণে এ ভূমিতে এই ইংরাজগণেরই দখলী স্বত্ব।

এস্থলে বিবেচনীয় যে ইংরেজকুলের প্রহ্লাদগণ ব্যতীত উল্লিখিত সত্যটুকু কেহই স্বীকার করেন না। অনেকেই বলেন,—"এ ভারতে, তাঁহাদের জয়লব্ধ স্বত্ব; তাঁহারা ভুজ-বল-প্রভাবেই ইহা লাভ করিয়াছেন এবং সেই দোর্দণ্ড প্রতাপেই ইহা দখলে—পদতলে রাখিয়াছেন। আরও তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ঐ ভূখণ্ডে, ইদানীং আমাদের যেরূপ জয়-লব্ধ-স্বত্ব বিদ্যমান, ইতিপূর্ব্বে মহম্মদীয়গণেরও সেইরূপ স্বত্ব ছিল এবং তৎপূর্ব্বে আর্য্যদেরও এইরূপই স্বত্ব ছিল সুতরাং "জোর যার, মুলুক তার" এই সূত্রের অবিনশ্বর অক্ষরাবলির মাহাত্ম্যেই চিরদিন স্বত্ব স্থির হইতেছে ও হইবে; এতাবতা আর্য্যগণ এককালে এ ভারতভূমির যেমন অধিকারী ছিলেন; আমরাও এক্ষণে অধিকারিতা সম্বন্ধে সেইরূপ; প্রভাবে অবশ্যই ততোঽধিক বলা বাহুল্য মাত্র"। এই স্বগত চিত্রটিকে সভ্যজগতে প্রতিফলিত, স্বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত করিবার জন্যই তাঁহারা বেদ ও অবস্তা প্রভৃতি প্রাচীনতম পূজনীয় গ্রন্থসমুদ্রের আলোড়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যে চিত্র তাঁহাদের মানসপটে খোদিত রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতেছেন; রঞ্জিত নেত্রত্রাণ ধারণে পবিত্র শুভ্রদৃষ্টির লোপ যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা কে না স্বীকার করেন সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বগ্রন্থেই নিজাভিমত প্রমাণ সংগ্রহে কেনই বা কৃতকার্য্য না হইবেন? অধিকন্তু ধন্য সভ্যতাস্পর্দ্ধী য়ুরোপ! এবং ধন্য তাঁহাদের বিচাররীতি! যে যাঁহাদের প্রকৃত স্বত্ব লোপ পাওয়াইবার জন্য এই আয়োজন, তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই জানিতেন না অথচ বিপক্ষদলের "একতরফা

ডিক্রি” হইয়াগেল; বিপক্ষগণের বিচারবলেই আমাদের স্বত্ব লোপ পাইল এবং তাহাই সভ্যজগতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল;— সর্ব্বদেশেই, এ সুবিচার!—আশ্চর্য্য বিচার!—বাদপ্রতিবাদ-শূন্য বিচার!—এক পক্ষের ইচ্ছানুসারে নিষ্পন্ন বিচার! “‘বিচার” বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং বিবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পুস্তকালয়সমূহের শুষমা (কালিমা) বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! আরও অধিকতর অনুতাপের বিষয় যে আমাদের দেশ এতই মূর্খতান্ধকারে আচ্ছন্ন যে “যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া” এই প্রবাদানুযায়ী আমাদের দেশের বালকগণের পাঠ্যমধ্যেই উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃগণ! এখনও জাগ্রত হও—এখনও এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হও—বিচারায়োজনের সাহায্যকারী হও—অন্তত এবিষয়ে দেশীয় মত কি? তাহা এক বার চক্ষু মেলিয়া দেখ।—কোন এক ব্যক্তির ২। ১ কাঠা ভূমির স্বত্বলোপ পাইবার উপক্রম হইলে সে ব্যক্তি সেই সেই ভূমির মূল্যাধিক ব্যয় করিয়াও এবং জীবন ব্যয় স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতিবাদে যত্নবান্ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা এই সাব্ধিদ্বীপা আর্য্যভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হইয়াও যদিও এখন ভিখারী, তথাপি কখনও এখানে “প্রকৃত স্বত্ব” ছিল না; কোন এক সময়ে “জয়লব্ধ স্বত্ব” হইয়াছিল; এক্ষণে নাই এ পরীবাদ কিরূপে সহ্য করিব? আইস,—আমরা সকলে একত্রিত হই, একধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হই; প্রমাণ পত্রাদি সংগ্রহ করি, পক্ষপাতশূন্য প্রাড়্বিপাকগণের আশ্রয় গ্রহণ করি,—প্রমাণ

করি,—জগতে প্রচার করি, যে, এ আর্য্যভূমি আর্য্যদেরই! ইহাতে আর্য্যদেরই প্রকৃত স্বত্ব! এ স্থানেই আর্য্যদের আদিনিবাস! আর্য্যাবর্ত্তের সহিত আর্য্যগণের যে সম্বন্ধ, তাহা অন্যে সম্ভবে না এবং আর্য্যনাম লোপ পাইলেও তাহা লোপ পাইবার নহে। যদি তোমরা কেহই এ বিষয়ে মনোযোগী না হও, তবে ত সত্য সত্যই এ সোণার ভারতে আমাদের আর "আমাদের" বলিবার থাকিল না! ইহা কি। সামান্য ক্ষোভের বিষয়—"যার ধন, তার ধন নয়, নেপে মারে দৈঁ"!

৩য়, পরার্থ কল্পনা। এস্থলে পরার্থ কল্পনা দোষটি, তাঁহাদের ঐ সিদ্ধান্তের ফলিতার্থ স্বরূপ। যথা—"আর্য্যগণ এ দেশের আদিমনিবাসী নহেন সুতরাং এদেশে তাঁহাদের প্রকৃত স্বত্ব কখনই নাই প্রত্যুত কিছুদিনের জন্য স্বত্ব হইয়াছিল মাত্র; এই দেশের আদিমনিবাসীদিগকে অর্থাৎ ভারতীয়গণকে বিধ্বস্ত করিয়া আর্য্যগণ স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন"। এই আর্য্যকলঙ্ক-গীতির ফল, অতি বিষময়। ইংরাজগণ, স্বকপোল কল্পিত এই কল্পনামুখে নিম্নলিখিত অভিপ্রায়গুলি ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—

১। এ দেশে তোমাদের যেরূপ অধিকার ছিল; মহম্মদীয়দেরও সেইরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে আমাদেরও সেইরূপ, কিছুমাত্র বিশেষ নাই! অতএব তোমরা নিজের দেশ বলিয়া অভিমান ত্যাগ কর—স্বাধীনতার অলীক স্বপ্ন দর্শনও অসঙ্গত অবগত হও—ইহা তোমাদের স্বদেশই নহে; স্বদেশোদ্ধারের চেষ্টা ত দূরের কথা!